Jantra khettra deepica : or, A treatise on "citara," containing all the requisite precepts and examples on the rudiments of Hindoo music, intended as an introduction to the study of the above instrument. Illustrated with various exercises and ninety four airs arranged in the present system of Hindoo notation / by Rajah Sourindra Mohuna Thakoora.

Contributors

Tagore, Sourindro Mohun, 1840-1914.

Publication/Creation

Calcutta : Kally Prossonna Banerjeea, 1872.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/vb7f93t9

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

P.B.BENGALI 11

22500266262

JANTRA KHETTRA DEEPICA

OR

A TREATISE ON "CITARA"

CONTAINING

All the Requisite Precepts and Examples on the Rudiments of Hindoo Music, intended as an Introduction to the study of the above Instrument.

ILLUSTRATED WITH

Various Exercises and ninety four Airs arranged in the present system of Hindoo Notation.

BY

RAJAH SOURINDRA MOHUNA THAKOORA.

PUBLISHED BY

KALLY PROSSONNA BANERJEEA

TEACHER

BENGAL MUSIC SCHOOL.

CALCUTTA.

PRINTED BY MOTHOORA NATHA TURKARUTNA, AT THE PRAKRITA PRESS, No. 2, HOLWELL'S LANE, MIRZAPORE.

1872.

[ALL RIGHTS RESERVED.]

Price 5 Rupees

যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা।

সেতার শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থঃ।

রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরেণ প্রণীতঃ।

বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ান্যতর

শিক্ষকেণ

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতশ্চ।

"তন্ত্রী ককুভ তুম্বাদি।
লক্ষনং ধারণং তথা॥
তদ্বাদনেচ ব্যাপারো।
বাম দক্ষিণ হস্তয়োঃ॥
বৈণিকা দব গন্তব্যং।
নাত্রশাস্ত্র প্রয়োজনং॥"
"ইতিসঙ্গীত দর্পণে।"

কলিকাতা।

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্নেন প্রাকৃত যন্ত্রে

মুদ্রিতঃ।

সন ১২৭৯ সাল ২৫ শে আশ্বিন।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র

P.B. Bengali 11

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

ভূমিকা ।

এতদ্দেশীয় বিবিধ বিদ্যা বিনাশক ধূমকেতু দুর্জ্জয় যবন জাতি ও ওস্তাদ্‌দিগের কুহক কুজ্ঝটিকা জালে আমাদিগের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যাচলটী ঘোর আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত তাহার পাদদেশ পর্য্যন্ত এতকাল শিক্ষার্থিদিগের বুদ্ধির দুরারোহ প্রায় রহিয়াছিল। কিছুদিন হইল আমাদিগের সঙ্গীতাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় তদারোহণ জন্য "সঙ্গীত-সার" সোপান প্রস্তুত করেন, তাহাতে সাধারণের সঙ্গীত বিদ্যা-গিরি-শৃঙ্গে উঠিবার আর বাধা নাই। ঐ সোপান অবলম্বনে অনেকে এক্ষণে তদধিত্যকা পর্য্যন্তও সুখগম্য বোধ করিতেছেন, সেই সঙ্গীত-সার সোপান সুখে অবলোকিত হউক এতদভিপ্রায়ে সঙ্গীত বিদ্যা বিদ্যোতক সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মহোদয় সম্প্রতি আবার এই "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" প্রস্তুত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সেতার যন্ত্রের অবয়ব বিষয়ক বিবরণ, তাহার পূর্ব্বতন সংজ্ঞা, তাহার প্রতিকৃতি, ধারণ নিয়ম, ষড়্‌-জাদি সপ্তস্বর, তাহাদিগের লিখন প্রণালী, কোন্ অঙ্গুলিতে কি প্রকার রীতিতে আঘাত করিলে কি রূপ "বোল" ব্যক্ত হয় তাহার নিয়ম, স্পর্শ, কৃন্তন, গমক, "আশ" ও মূর্চ্ছনা ইত্যাদি যোগে অনুলোম বিলোম সহকারে নানাবিধ সাধন প্রণালী ও তদুপযোগী নানাবিধ গত যথা নিয়মে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, মন্থর গতি, মণ্ডূক-গতি ইত্যাদি যে কয়েকটী গতি সঙ্গীতে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় তাহাদিগের নিয়ম, তালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শ্রেষ্ঠালঙ্কার, সংযোগালঙ্কার ও ছন্দোলঙ্কারাদির নিয়ম যথা রীতিতে এই গ্রন্থে লিখিতে ত্রুটি হয় নাই, গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিবিধ প্রাচীন গত সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজা বাহাদুর এই "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" দেদীপ্যমান করিয়া দীপিকা বাহকতা আমাকেই দিয়াছেন, আমি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এক্ষণে রাজা বাহাদুরের হাত যশ ও আমার অদৃষ্ট কতদূর সফল হইয়া উঠে বলিতে পারি না ইতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

নির্ঘণ্ট।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অবয়ব	২
সেতার যন্ত্র	৪
ধারণ	৫
ষড়্‌জাদি সপ্ত-স্বর প্রকরণ	৬
অঙ্গুলীর নিয়ম	১১
সেতারের বোল ও আঘাতের নিয়ম	১১
পিত্তলের দ্বিতীয় তারের প্রকারান্তর স্বরগ্রাম সাধন ...	৩১
তালাদির নিয়ম	৩৫
স্বর -নিবন্ধনী প্রকরণ	৩৯
স্পর্শ	৬০
কৃন্তন	৭৭
স্পর্শ কৃন্তন	৮৮
রসের বিবরণ	১০৫
বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ	১০৬
গমক্	১১০
ঘর্ষণ বা আশ	১১৪
মূর্চ্ছনা	১১৯
শ্রেষ্ঠালঙ্কার বা "ছেড়"	১২৫
সংযোগালঙ্কার	১৪৯
ছন্দোলঙ্কার	১৬৬

সূচীপত্র।

সংখ্যা	যে রাগের গত	প্রণয়নকর্ত্তার নাম	পৃষ্ঠা
১	ঝুম	অধ্যাপকশ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৪১
২	বৃন্দাবনীসারঙ্গ	" " " "	৪২
৩	বিভাষ	" " " "	৪৪
৪	দেশ	" " " "	৪৬
৫	গৌড়সারঙ্গ	" " " "	৪৮
৬	দেওগিরী	" " " "	৫০
৭	খাম্বাবতী অথবা খাম্বাজী	০ ০ ০ ০	৫১
৮	ইমন্	০ ০ ০ ০	৫৩
৯	সিন্ধু	অধ্যাপকশ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৫৫
১০	ঝিঝিটী	" " " "	৫৮
১১	অরুণ-মল্লার	গ্রন্থকার	৬৯
১২	দেওঝিঝিটী	অধ্যাপকশ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৭০
১৩	সোহিনী-খাম্বাজ	" " " "	৭২
১৪	শুক্লবেলাবলী অথবা সুখল্ বেলাওল	" " "	৭৪
১৫	বৃন্দাবনী-সারঙ্গ	" " " "	৭৫
১৬	খাম্বাজ	" " " "	৭৮
১৭	ঝিঝিটী	" " " "	৮০
১৮	পাহাড়ী-ঝিঝিটী	" " " "	৮১
১৯	সোহিনী-বাহার	" " " "	৮২
২০	ভূপালী	গ্রন্থকার	৮৪
২১	বৃন্দাবনী-সারঙ্গ	"	৮৬
২২	মিশ্র-বেহাগ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৮৯
২৩	মিশ্র-বারঞাঁ	০ ০ ০ ০	৯১
২৪	সিন্ধু-ভৈরবী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৯৩
২৫	পূরবী	" " " "	৯৫
২৬	সোহিনী	" " " "	৯৭
২৭	ললিত	" " " "	১০০
২৮	ইমন্-কল্যাণ	গ্রন্থকার	১০১
২৯	সোহিনী-বাহার	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	১০৪
৩০	ভূপালী	" " " "	১০৮

সংখ্যা	যে রাগের গত	প্রণয়নকর্ত্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩১	ছায়ানট	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	১০৯
৩২	ইমন্	“ “ “ “	১১১
৩৩	খাম্বাজ	“ “ “ “	১১২
৩৪	ইমন্	“ “ “ “	১১৫
৩৫	ঝিঁঝিটী	০ ০ ০ ০	১১৭
৩৬	কেদারা	০ ০ ০ ০	১২০
৩৭	হাম্বির	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	১২২
৩৮	ইমন-কল্যাণ	০ ০ ০ ০	১২৯
৩৯	হাম্বির	গ্রন্থকার	১৩০
৪০	বেহাগ	“	১৩২
৪১	কেদারা	“	১৩৪
৪২	ভূপালী	“	১৩৭
৪৩	গৌড়-সারঙ্গ	“	১৩৯
৪৪	ইমন্	“	১৪২
৪৫	মেঘ	“	১৪৪
৪৬	ইমন্-কল্যাণ	“	১৪৬
৪৭	লুম-ঝিঁঝিটী	“	১৫৫
৪৮	বিভাষ	“	১৫৯
৪৯	ভূপালী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	১৬৩
৫০	ভৈরবী	“ “ “ “	১৬৪
৫১	মিশ্রবেহাগ	“ “ “ “	১৯৭
৫২	মালশ্রী	“ “ “ “	২০২
৫৩	শ্রীরাগ	“ “ “ “	২০৪
৫৪	ছায়ানট	০ ০ ০ ০	২০৬
৫৫	জয়জয়ন্তী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২০৭
৫৬	সিন্ধু-ভৈরবী	০ ০ ০ ০	২১১
৫৭	মেঘ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২১৩
৫৮	কেদারা	০ ০ ০ ০	২১৬
৫৯	নট-নারায়ণ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২১৮
৬০	ভৈরবী	০ ০ ০ ০	২২১
৬১	পঞ্চম	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২২৩
৬২	কাফি-সিন্ধু	০ ০ ০ ০	২২৫

সংখ্যা	যে রাগের গত	প্রণয়নকর্ত্তার নাম	পৃষ্ঠা
৬৩	সিন্ধুড়া	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২২৭
৬৪	ভৈরবী	০ ০ ০ ০	২২৯
৬৫	হিণ্ডোল	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৩১
৬৬	বেহাগ	০ ০ ০ ০	২৩৩
৬৭	মালব বা মারওয়া	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৩৬
৬৮	সিন্ধু-ভৈরবী	০ ০ ০ ০	২৩৯
৬৯	বসন্ত	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৪১
৭০	খাম্বাজ	০ ০ ০ ০	২৪৪
৭১	ভৈরব	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৪৭
৭২	পিলু	০ ০ ০ ০	২৫১
৭৩	ছায়ানট	গ্রন্থকার	২৫৪
৭৪	ছায়ানট	০ ০ ০ ০	২৬১
৭৫	বৃহন্নট্ অথবা নট্-নারায়ণ	গ্রন্থকার	২৬৩
৭৬	সুরঠ	০ ০ ০ ০	২৬৮
৭৭	মুলতানী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৭০
৭৮	ঝিঝিটী-খাম্বাজ	০ ০ ০ ০	২৭৩
৭৯	ভীমপলশ্রী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৭৫
৮০	ইমন্-কল্যাণ	০ ০ ০ ০	২৭৮
৮১	বেলাওল অথবা বেলাবলী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৮১
৮২	দেশ-মল্লার	০ ০ ০ ০	২৮৫
৮৩	তোড়ী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৮৭
৮৪	মিঞার-মল্লার	০ ০ ০ ০	২৮৯
৮৫	পৌরবী বা পুরবী	গ্রন্থকার	২৯০
৮৬	হাম্বিরা বা হাম্বির	০ ০ ০ ০	২৯৩
৮৭	ইমন্-পুরিয়া	গ্রন্থকার	২৯৪
৮৮	গৌঁড়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	২৯৬
৮৯	রামকেলী	" " " "	২৯৯
৯০	বাগেশ্বরী	" " " "	৩০১
৯১	তোড়ী	" " " "	৩০৩
৯২	সারঙ্গ	গ্রন্থকার	৩০৫
৯৩	কানড়া	" " " "	৩০৭
৯৪	বিভাষ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়	৩১২

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা।

"সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাবঞ্চ সূরিভিঃ" ॥
অপরঞ্চ " গীতঞ্চ (শ্রাব্যং) দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্র গাত্রবিভাগতঃ।
যন্ত্রংস্যাৎ বেণু বীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতং " ॥

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, দৃশ্য ও শ্রাব্য। তাহার মধ্যে দৃশ্যকে সামান্যতঃ নৃত্য এবং শ্রাব্যকে গীত বলিয়া পরিগণনা করেন। গীত আবার দুইভাগে বিভক্ত—যান্ত্রিক ও গাত্রিক অথবা কাণ্ঠিক; সেই জন্য সঙ্গীতকে কেহ কেহ একেবারে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যান্ত্রিক অর্থাৎ বাদ্য, গাত্রিক অর্থাৎ গান এবং নৃত্য; সুতরাং আমাদিগের দেশে সঙ্গীত সাধনের ত্রিবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছেঃ-যন্ত্র, কণ্ঠ এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যন্ত্র দ্বারা বাদ্য বা যন্ত্র সঙ্গীত, কণ্ঠ দ্বারা গান বা কণ্ঠ সঙ্গীত এবং শেষোক্ত দ্বারা নৃত্যক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে গানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং বহু আয়াস ও সময় সাধ্য। বাদ্যক্রিয়া যত্ন ও অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতম আয়াসে আয়ত্ত করা যায়, আর তালবোধ থাকিলে বোধ হয় বুদ্ধিমানেরা কিঞ্চিৎ উপদিষ্ট হইলেই নৃত্যের সারমর্ম্ম অল্পক্লেশে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু বাদ্যসাধনই আমাদিগের এ পুস্তকের উদ্দেশ্য, সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া ইহারই বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত করা যাউক। এই বাদ্য বা যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করিবার উপযোগী বিবিধ যন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে সেতার নামক এক যন্ত্রে যেমন সহজে ও স্বল্পায়াসে এ বিদ্যা শিক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ইহার সারিকা অর্থাৎ পর্দ্দাগুলি যথোচিত বিন্যাস নিবন্ধন ইহা আরব্ধিদিগের পক্ষে শুদ্ধ সুরাদি কেন, রাগাদি বাজাইবার জন্যও নিতান্ত

উপযোগী, সুতরাং যাঁহারা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের প্রথমে সেতার যন্ত্র দ্বারা অভ্যাস করা উচিত; তাহাতে কতক অভ্যাস হইলে সঙ্গীতে কতক প্রবেশ হয়। পরে তাঁহাদিগের অন্যান্য যন্ত্রে বা কণ্ঠে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে। এই জন্য আমরা সেতার শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। বস্তুতও ইহার অবয়বাদি বিলক্ষণ অবগত হইলে জানা যায়, যে ইহা অপেক্ষা সহজ ও সম্পূর্ণ যন্ত্র আর নাই। এক্ষণে সেতারের অবয়ব বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে যন্ত্রবন্ধন ও রাগাদি বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে।

অবয়ব।

আমাদের দেশে সেতার যন্ত্রের বহুল প্রচার। সুতরাং ইহার আকার প্রায় সকলেই জানেন, সেই জন্য ইহার অবয়ব বর্ণনাসময়ে সমুদয় না বলিয়া যেগুলি বাদন-ক্রিয়ার বিশেষ উপযোগী তাহাই বলা বিধেয়। এ দেশে সেতার যন্ত্রের আকার প্রায় তিন হস্ত পরিমিতই দেখা যায় কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার খোল, তব্লী, ডাণ্ডা, পট্টি, কাণ, তার, পন্থী, সওয়ারি, মান্‌কা, পর্দ্দা, তান্তবসূত্র এবং আড়ী এই সকল গুলিই প্রয়োজনীয়। অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা ইহার অলঙ্কার মাত্র। আর উক্ত পদার্থগুলি যে যে বস্তুর বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহা ব্যতীত অন্য কিছুরই হইতে পারে না।

উক্ত যন্ত্র দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত;—খোল ও ডাণ্ডা। খোল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বিস্তৃত, উহা অলাবুর, (ভাষায় যাহাকে লাউ বলে) ও তাহা প্রায় গোলাকার; খোলের উপরে নিবদ্ধ চক্রাকার কাষ্ঠ ফলককে তব্লী বলা যায়। এই তব্লীর গোড়ায় যে এক অস্থির অথবা অন্য কোন ঘন-পদার্থের খণ্ড থাকে তাহার নাম পন্থী, এখানে তার সকল আবদ্ধ হয়। আর ঐ চক্রাকার কাষ্ঠফলকের মধ্যস্থলে যে চতুষ্কোণ অস্থি নির্ম্মিত পদার্থ তাহাকে সওয়ারি বলে। ইহার ধারে সারি সারি পাঁচটী খাঁজ আছে। মান্‌কা ঐ তব্লীর উপরে থাকে, ইহার ভিতর দিয়া নায়কী তার যায়. এই তারের সুর অল্প পরিমাণে চড়া বা নরম করিতে হইলে ইহাকে সময়ে সময়ে নড়ান যায়। তব্লীতে এই কএকটী মাত্র থাকে। আর যষ্টির ন্যায় যে এক দীর্ঘ ও স্বল্প পরিসর কাষ্ঠখণ্ড অলাবু ও তব্লীর সহিত

সংযোজিত হইয়া আছে তাহার নাম ডাণ্ডা; উহার পশ্চাৎ ভাগ গোল ও সম্মুখ ভাগ সমতল; এই সমতল ভাগকে সারিকাস্থান অথবা পট্টি বলে। ইহার উপরে সারি সারি ধাতু নির্ম্মিত যে সকল পলতোলা-রেখা বসান থাকে তাহাদিগের এক একটীর নাম সারিকা অর্থাৎ পর্দ্দা, ইহাদিগের সংখ্যা কোন যন্ত্রে ষোল, কোনটীতে বা সতের থাকে। সতেরর অধিক প্রায় দৃষ্ট হয় না। এই পর্দ্দাগুলির বিন্যাস ইচ্ছামত নহে। স্বর গ্রামের ও তৎপ্রসূতির স্বরূপ বাইশ সংখ্যক শ্রুতির অনুসারী করিয়া ইহাদিগকে বসান হয়, সুতরাং ঐ পর্দ্দা গুলি পরস্পর সমব্যবধানেও থাকেনা। এই যন্ত্র যখন বন্ধন করা যাইবেক তখন ইহার বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে। উক্ত পর্দ্দা গুলির অব্যবহিত উপরে যে দুই অস্থি-ফলক সমান্তরালভাবে বসান থাকে তাহাদিগের প্রত্যেককে আড়ী বলা যায়, ইহা অন্য কোন পদার্থেরও হইতে পারে। ইহাদিগের প্রথমখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, অপর খানি কেবল তারগুলি সংযত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াথাকে। ইহাদিগের পরেই কাণ। কাণের সংখ্যা পাঁচ—দুইটী উপরে আর তিনটী পার্শ্বে সংলগ্ন থাকে; এগুলি অস্থির বা অন্য কোন কঠিন পদার্থের ও হইতে পারে। আর ডাণ্ডার পশ্চাৎ ভাগে যে এক একটী সূত্রগুচ্ছ দ্বারা প্রত্যেক সারিকা আবদ্ধ থাকে তন্ত নির্ম্মিত বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে তান্তব সূত্র বলা যায়। কিন্তু সামান্য সুতা বা রেসমেরও হইতে পারে। শক্ত ও অনেক দিন যাইবে বলিয়া তান্তবসূত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের প্রত্যেককে ইচ্ছামত নড়ান যাইতে পারে, যে সকল সেতারে পর্দ্দা উচ্চ নীচ করিয়া নড়ান যায় সে সকল সেতারের নাম সচল ঠাট বিশিষ্ট সেতার। এই রূপ পর্দ্দা চালন পদ্ধতি, সুরকে কোমল এবং তীব্র করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে সেতারের অবয়ব একরূপ বলা হইল। ইহার উপর তার চড়াইলেই সেতার সম্পূর্ণ অবয়ব ধারণ করিবে।

সেতারের পূর্ব্বতন সংস্কৃত নাম ত্রিতন্ত্রী বলিয়া ব্যবহৃত ছিল। তিনটী তন্ত্র বিশিষ্ট যে যন্ত্র তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় ত্রিতন্ত্রী বলে। বস্তুত ও পূর্ব্বে ত্রিতন্ত্রীতে তিনটী করিয়া তার আবদ্ধ থাকিত, যেহেতু এখন ও কোন কোন পশ্চিম দেশীয় সেতারে তিনটী তার সংলগ্ন থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা অতি বিরল। যাহাই হউক, যবন রাজাদিগের রাজত্ব কালে সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ উহাদিগের নিকট বিশেষ আদৃত হওয়াতে কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের সংস্কৃত নামের ঐক্য রাখিয়া আমীর খস্রু এই ত্রিতন্ত্রীকে "সেতার" এই আখ্যা প্রদান করেন। পার-

সিক ভাষায় "সে" শব্দের অর্থ তিন এবং তন্ত্রের অর্থ তার। যদিও এই যন্ত্রের সংস্কৃতানুযায়ি নাম ত্রিতন্ত্রী এবং পারসিক নাম সেতার এতদুভয় শব্দেরই অর্থগত ঐক্য আছে বটে, কিন্তু কার্য্যগত কোন ঐক্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ এক্ষণে ইহাতে সাধারণতঃ পাঁচটী তার যোজিত থাকে, এবং যন্ত্র বড় হইলে উক্ত পাঁচটী ব্যতীত আরও তিন চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, এই শেষোক্ত তার গুলির নাম চিকারী। সংস্কৃতসঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা যে নানাবিধ বীণার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রিতন্ত্রী ও একটী অন্যতর বীণাজাতি বলিয়া পরিগণিত। আর এতদ্দেশে চেপ্‌টা রকম কচুয়া সেতার বলিয়া এক রূপ সেতার ব্যবহার হয়, তাহার সংস্কৃত নাম কচ্ছপী বীণা। যাহাই হউক, কচ্ছপী বীণা এবং ত্রিতন্ত্রী বীণা এতদুভয়ই সর্ব্বসাধারণতঃ সেতার বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

আমাদের বর্ণ্যমান সেতারে পাঁচটী তার আবদ্ধ থাকিবে, উক্ত পাঁচটী তারের মধ্যে তিনটী পিত্তলের, অপর দুইটী পাকা লৌহ নির্ম্মিত। সামান্যতঃ পিত্তলের তার গুলিকে কাঁচা, আর লৌহের দুটীকে পাকা তার বলে। ইহাদের মধ্যে চারিটী লৌহের হইলেও হানি নাই, কিন্তু একটী পিত্তলের অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর হওয়া আবশ্যক। কোন্ তারটী কোন্ সুরে বাঁধা থাকে, শিক্ষার্থীদিগের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য নিম্নভাগে একটী সেতার অঙ্কিত হইল। এবং ঐ সেতারের তার গুলি জড়িত উপরিস্থিত পাঁচটী কাণে এক, দুই করিয়া চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সেতার যন্ত্র।

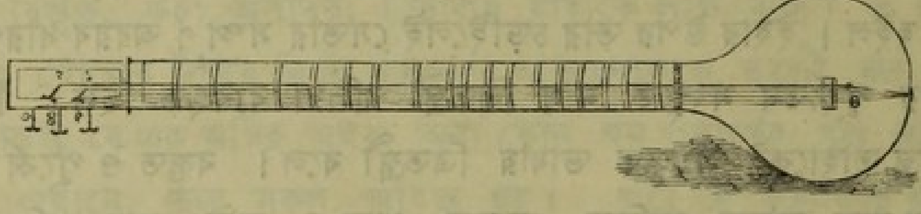

(২) এবং (৩) চিহ্ন বিশিষ্ট তারদ্বয়কে স্বর করিয়া বাঁধা প্রসিদ্ধ, এই দুইটী তার প্রায়ই পিত্তলের হইয়া থাকে, এবং ঐ দুইটী তার সমস্বরে বাঁধা ব্যবহার হেতু উহাদের নাম জুড়ি, তাহার পর (১) চিহ্ন বিশিষ্ট তারটীকে ঐ আবদ্ধ জুড়ির মধ্যম করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য; এই তারটী পাকা লৌহ নির্ম্মিত ব্যতীত অপর কোন কাঁচা ধাতুর

হইতে পারে না, এটীর নাম নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার। চারি চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী ও লৌহনির্ম্মিত, উক্ত ঐ সমস্বরে বাঁধিত জুড়ির অবলম্বনে এটী সচরাচর পঞ্চম করিয়া বাঁধা যায়, কিন্তু রাগ বিশেষে ইচ্ছাধীন গান্ধার মধ্যম ইত্যাদিও করা যাইতে পারে, ফলতঃ এ তারটী পঞ্চম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কথিত হইল পাঁচটী তারের মধ্যে চারিটী লৌহের হইলেও ক্ষতি তাই, কিন্তু একটী পিত্তলের অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর হওয়া উচিত, সে ঐ পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্ট তার, ঐটীর নাম ষড়্‌জ। উহা, কথিত আবদ্ধ জুড়ির নিম্ন সপ্তকের ষড়্‌জ বা সুর করিয়া বাঁধিতে হয়। পিত্তল অথবা অন্য কোন কাঁচা ধাতুর এই তারটী না করিলে নিম্নের ষড়্‌জ ভাল শোনায় না। কিন্তু "ছেড়" ভালরূপে বাজাইবার জন্য কেহ কেহ পঞ্চম তারকে চতুর্থ তারের স্থানে এহং চতুর্থকে পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্টের স্থানে বসাইয়া থাকেন, কিন্তু সে স্থলেও উক্ত তারদ্বয় যে যে ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহার অথবা উহাদের নামের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। কথিত হইয়াছে, কোন কোন সেতার বিশেষে পাঁচটীর অতিরিক্ত কাণও থাকে, ঐ কাণ গুলি ডাণ্ডার পার্শ্বে পার্শ্বে যোজিত এবং ঐ কাণ গুলিতে প্রায়ই পাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর আবদ্ধ করা ব্যবহার আছে। এই চিকারী গুলি বাদক ইচ্ছাধীন বাঁধিয়া লন, তবে তাহার মধ্যে কথা এই, যখন ঐ চিকারীর কাণ যে পর্দ্দার পার্শ্বে যোজিত হয়, তখন ঐ পর্দ্দার অনুরূপ সুর করিয়াই বাঁধা রীতি।

ধারণ। উক্ত সেতার যন্ত্রকে রীতিমত ধরিতে গেলে, খোলের পশ্চাদ্ভাগ ধারকের সম্মুখ দিকে থাকিবে, দক্ষিণ হস্তে কব্জি সহকারে তব্‌লির পার্শ্বদিক্‌ চাপিয়া রাখা এবং বাম হস্তে ডাণ্ডাটীকে আল্‌গোছে হেলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। বাম হস্তের তর্জ্জনী প্রথম তারের উপর টীপিয়াও মধ্যমাঙ্গুলী পটরীর উপর কুঞ্চিত করিয়া আল্‌গোছে রাখিবে, বৃদ্ধাঙ্গুলী ডাণ্ডার পশ্চাদ্ভাগে ঠেশ করিয়া রাখিবে। হাম হস্ত এমনি আল্‌গোছে থাকিবে যেন ইচ্ছামত ইহাকে ডাণ্ডার নিম্নে ও উর্দ্ধে অতি সহজে নামা-ইতে ও উঠাইতে পারা যায়। কেহ কেহ খোলের উপর হাটু দিয়া বাজান্‌, কিন্তু ও প্রণালীতে বড়সেতারে ভালরূপে রাগাদি বাজান আমাদিগের মতে কিছু কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

ষড়জাদি সপ্তস্বর প্রকরণ।

স্নিগ্ধ অথচ রঞ্জন গুণ বিশিষ্ট ধ্বনি বিশেষের নাম স্বর। সংঙ্গীতের স্বরই মূল। ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটী শুদ্ধস্বর, এই স্বর সাতটীর প্রত্যেককে এক একটী ধাতু বলে। সচরাচর কথোপকথনে প্রত্যেক স্বরের আদি অক্ষর সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করা যায় কথিত সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি একত্র করিলে গ্রাম সংজ্ঞা হয়। সপ্তক অসংখ্য, কিন্তু মনুষ্য কণ্ঠে উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী মাত্র সপ্তক সংসাধিত হইয়া থাকে। সাতটী স্বর বিশিষ্ট সপ্তক নিম্ন লিখিত তিনটী সরল রেখার দ্বারা যথা—নিয়মে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

তিনটী সরল রেখা।

তা ——————————————— সা ঋ গ ম প ধ নি

মু ——————— সা ঋ গ ম প ধ নি ———————

উ ———————————————————————

সা ঋ গ ম প ধ নি

উপরি লিখিত তিনটী সরল রেখার মধ্যে সকলের নিম্ন রেখাটীতে যে সাতটী স্বর লেখা আছে, ঐ কয়েকটী স্বর উদারা সপ্তক বা গ্রামের। উদারা সপ্তক জ্ঞাপন জন্য ঐ রেখার আদিতে (উ) লেখা আছে। ঐ সরল রেখা তিনটীর মধ্যস্থিত যে রেখাটী উহাতে মুদারা সপ্তকের স্বর কয়েকটী লেখা হইল, সেই জন্য উহার পুর্ব্বে (মু) দেওয়া আছে। আর সকলের উপরের রেখাটীতে তারা সপ্তকেরই সাতটী স্বর লেখা হেতু ঐ রেখার আদিভাগে (তা) নির্দ্দিষ্ট আছে। সেতার যন্ত্রে সচরাচর পূর্ণ উদারা ও মুদারা সপ্তক এবং তারা সপ্তকের অর্দ্ধ সপ্তক অর্থাৎ সা, ঋ, গ, ম, এই আড়াই সপ্তকের অধিক প্রায় থাকেনা, ঐ সাত স্বর বিশিষ্ট সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক কিনিয়মে সেতার যন্ত্রে বিন্যস্ত এবং সংসাধিত হইয়া থাকে তাহা নিম্ন অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির হস্তস্থিত সেতারে সতেরখানি পর্দ্দা যাহা এক, দুই করিয়া যথাক্রমে সতের অবধি

সংখ্যা করা আছে ঐ সতেরখানি পর্দ্দার উপর এক একটী করিয়া যথানিয়মে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিলে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

প্রথমে সেতারটী বাম হস্তে যথানিয়মে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে মিজ্‌রাপ পরিতে হয়, তদনন্তর মিজ্‌রাপ দিয়া কথিত দুই চিহ্নবিশিষ্ট জুড়ির কাঁচা তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার ষড়্‌জ হইবে, বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ঐ কাঁচা তার চাপিয়া দ্বিতীয় পর্দ্দায় ঐ রূপ আঘাত করিলে উদারার ঋষভ হইবে, বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা ঐ তার চাপিয়া তৃতীয় পর্দ্দায় আঘাত করিলে উদারার গান্ধার হইবে, নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার মধ্যম হইবে। নায়কী তার তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া দ্বিতীয় পর্দ্দায় ঘা দিলে উদারার পঞ্চম হইবে, নায়কী তার মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা তৃতীয় পর্দ্দায় চাপিয়া ঐরূপ ঘা দিলে উদারার ধৈবত হইবে, ঐরূপ ঐ তারে মধ্যম অঙ্গুলীতে ঐ নিয়মে পঞ্চম পর্দ্দায় নিষাদ সম্পন্ন হইবে। এই প্রণালীতে প্রথমে উদারার সপ্তকে স্বরগ্রাম স্থির হয়। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মধ্যম অঙ্গুলীতে নায়কীতার ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে মুদারা গ্রাম ষড়্‌জ হইবে। সপ্তম পর্দ্দায় ঋষভ, অষ্টম পর্দ্দায় গান্ধার, নবম পর্দ্দায় মধ্যম, একাদশ পর্দ্দায় পঞ্চম, দ্বাদশ

পর্দ্দায় ধৈবত এবং ত্রয়োদশ পর্দ্দায় নিষাদ। এই সাতটী স্বরকে মুদারা সপ্তক কহে, সচরাচর গান বা বাদ্য আরম্ভ সময়ে এই মুদারা সপ্তকই অবলম্বনীয়, ইহার বিশেষ কারণ সঙ্গীতসারে সপ্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য। নায়কী তারকে মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের মিজ্‌রাপযুক্ত তর্জ্জনী আঘাত করিলে তারাগ্রাম ষড়্‌জ হইবে, পঞ্চদশ পর্দ্দাতে তারার ঋষভ, ষোড়শ পর্দ্দাতে তারার গান্ধার এবং সপ্তদশ পর্দ্দাতে তারার মধ্যম, এই প্রকার নিয়মে পূর্ব্ব কথিত আড়াই সপ্তক সেতারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ হস্তের মিজ্‌রাপ-যুক্ত সমুদায় আঘাতগুলি সকল পর্দ্দার শেষে যে খালি স্থান আছে সেইখানকার তারে হওয়া বিধি, তাহা না হইলে উত্তমরূপ শব্দ প্রকাশ হইবে না। প্রথম, চতুর্থ এবং দশম এই তিনটী স্বর প্রাকৃত স্বর নহে। প্রথমটীর নাম উদারার কড়ি মধ্যম। স্বাভাবিক মধ্যম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ চড়া অর্থাৎ উচ্চ থাকার নাম কড়ি মধ্যম, যাবনিক ভাষায় কড়ি শব্দ উচ্চতাকে বুঝায়। চতুর্থটীর নাম উদারার কোমল নিষাদ, স্বাভা-বিক নিষাদ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকার নাম কোমল নিষাদ। কোমল শব্দ ন্যূনতা শব্দেরই একটী অন্যতর নাম। দশমটীর নাম মুদারার কড়িমধ্যম।

কোন তীব্র স্বরকে স্বরলিপি করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত রেখাতে লিখিত প্রকৃত স্বরের মস্তকে এই রূপ (৮) পতাকা চিহ্ন থাকিলে সেই স্বরকে তীব্র স্বর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য, পতাকা চিহ্নই তীব্রস্বর-জ্ঞাপক চিহ্ন, কিন্তু যদ্যপি পতাকা চিহ্নটী আবার এই রূপ (ঃ৮) বিন্দুযুক্ত হয় তবে তাহা তীব্র অপেক্ষাও তীব্র অর্থাৎ অতিতীব্র বলিয়া জানিতে হইবে। যে প্রকৃত স্বরের উপর এইরূপ (△) ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবে সেই-টীকে কোমল স্বর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদ্যপি আবার ঐ ত্রিকোন চিহ্নটী এই রূপ (∆̣) বিন্দুযুক্ত হয়, তবে তাহাকে অতি কোমল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কোমল চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। সতের খানি পর্দ্দাবিশিষ্ট সেতারযন্ত্রে উক্ত তীব্র এবং কোমল স্বর সহিত সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক সন্নিবিষ্ট পূর্ণ উদারা এবং মুদারা সপ্তকের স্বর কয়েকটী ও তারা গ্রামের সা, ঋ, গ, ম মাত্র এই চারিটী স্বর যে প্রকার বিন্যস্ত থাকে অবিকল সেই অনুসারে নিম্নে স্বরলিপি করা যাইতেছে।

তারা — ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ সা ঋ গ ম

মধ্য — ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ সা ঋ গ ম ম প ধ নি

উদারা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ সা ঋ গ ম ম প ধ নি নি

প্রথম রেখায় লিখিত উদারা সপ্তকের সা, ঋ, গ, এই তিনটী স্বর পূর্ব্ব-কথিত নিয়মে কাঁচা তারে সাধন জন্য উহাদের মস্তকে কোন সংখ্যা অঙ্কিত হয় নাই। কথিত হইয়াছে নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে উদারার মধ্যম হইবে, সেই জন্য প্রথম উদারার রেখায় লিখিত মধ্যমের উপর একাদি সংখ্যা প্রয়োজন করে না; প্রথম পর্দ্দা উদারার তীব্র মধ্যম হইতে আরম্ভ হইয়া নাকি সেতারে সংখ্যাতে সতের খানি পর্দ্দা হইয়া থাকে সেই জন্য ঐ কড়ি মধ্যম হইতে একাদিক্রমে সতের পর্য্যন্ত সংখ্যা প্রত্যেক স্বরের মস্তকে লিখিত হইল। বস্তুতঃ সেতার যন্ত্রে স্বরলিপি মাত্রই যে একাদি সংখ্যা ক্রমে লিখিত হইবে এমন কদাচ নহে কেবল সেতার যন্ত্রের পর্দ্দা কয়েক খানি স্বরলিপির সহিত সৌসাদৃশ্য প্রথম পাঠার্থীদের সহজে বুঝাইবার জন্য উপরি লিখিত স্বরগুলি একাদি সংখ্যাযুক্তে অঙ্কিত হইয়াছে।

ষড়্‌জাদি সপ্ত স্বরের উর্দ্ধগতির নাম অনুলোম যেমন সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি,। সপ্ত স্বরের অধোগতির নাম বিলোম যেমন নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা। সচরাচর গায়কেরা প্রথমোক্ত গতিকে আরোহী এবং শেষোক্তটীকে অবরোহী বলিয়া থাকেন। কথিত সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি সাতটী স্বরকে সাতটী ধাতু বলে এবং ক আদি বর্ণ উচ্চারণ কালকে মাত্রা বলে। মাত্রা পাঁচ প্রকার যথা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ এবং অণু। সহজে একটী বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক, তাহাকে একমাত্র অথবা হ্রস্ব মাত্র কাল বলাযায়। তাহার চিহ্ন এই রূপ (।) উদাহরণ যথা সা। ঋ। ইত্যাদি। দুইটী বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় প্রয়োজন, সেই সময়টীর নাম দ্বিমাত্র বা দীর্ঘমাত্র কাল। তাহার চিহ্ন এইরূপ (।।) উদাহরণ যথা সা।। ঋ।। ইত্যাদি। তিনটী

বর্ণ উচ্চারণের যে সময় তাহাকে ত্রিমাত্র অথবা প্লুত কাল কহে, তাহার চিহ্ন এইরূপ (।।।) উদাহরণ যথা সা ।।। ঋ ।।। ইত্যাদি, তিন মাত্রার অতিরিক্ত মাত্রা হইলেও তাহাকে প্লুত মাত্রা বলা যায়, তিনটী মাত্রার অতিরিক্ত যতগুলি মাত্রা হইবে সেই মাত্রার সংখ্যানুসারে উপরি উক্ত ডণ্ড চিহ্ন কয়েকটীরও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে। যেমন মনে কর যেন কোন স্থানে ছয় মাত্রার কাল প্রয়োজন আছে সে স্থলে সেই ছয়টী মাত্রা লিখিবার জন্য উপরি লিখিত দণ্ড চিহ্ন কয়েকটীর সংখ্যা কাজেই ছয়টী লিখিতে হইবে, উদাহারণ যথা সা ।।।।।। ঋ ।।।।।। ইত্যাদি। গানাদিতে প্লুত মাত্রারই অধিক প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক তাহার অর্দ্ধেকটুকু সময়ের নাম ব্যঞ্জন বা অর্দ্ধ মাত্রা কাল অথবা দুইটী অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চারণে এক মাত্র কাল সম্পন্ন হইয়া থাকে (৺) অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নই অর্দ্ধমাত্রা কাল জ্ঞাপক চিহ্ন, অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন লিখিবার সময় ইহা প্রায় ডণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকে যেমন সা ।৺ ঋ ।৺ ইত্যাদি। গীতে কখন কখন অণুমাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্র হইতেও অর্দ্ধমাত্র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, দুইটী অণুমাত্রাতে একটী অর্দ্ধমাত্রা এবং চারিটী অণুমাত্রাতে একটী পূর্ণমাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অণুমাত্রার চিহ্ন এইরূপ (×) ডমরু চিহ্ন, ডমরু চিহ্নও প্রায় দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে ব্যবহার্য্য, যেমন সা ।× ঋ ।× ইত্যাদি। কথিত ধাতু এবং মাত্রা এতদুভয়ে মিলিত হইয়া প্রকাশ হইলে তাহাকে প্রকৃত গীত বলাযায়।

গীত দুই প্রকার, গাত্রজ এবং যন্ত্রজ। যে গীত মনুষ্য কণ্ঠে সুস্পষ্ট রূপে উৎপাদিত হইয়া লোকের চিত্ত রঞ্জন করে তাহার নাম কণ্ঠ গীত, আর যে গীত বীণা অথবা সেতারাদী যন্ত্রে প্রতিপন্ন হয় তাহার নাম যন্ত্র গীত।

কথিত হইল কাল জ্ঞাপক ডণ্ড অর্থাৎ মাত্রাচিহ্ন প্রত্যেক সুরের উপরে উপরে দেওয়া থাকিবে, কিন্তু তাল বিশেষের অনুরোধে এমনও হয়, যে দুইটী তিনটী অথবা তদতিরিক্ত সুরের উপর কোন মাত্রা চিহ্নই নাই, মাত্রা চিহ্নটী সর্ব্বশেষ সুরটীর উপর দেওয়া আছে, সেখানে একমাত্রা কালের মধ্যে সর্ব্বশেষ সুরটীর সহিত পুর্ব্ব সুরগুলি সমভাবে প্রকাশ হইবে। এবং সেই কয়েকসুর এইরূপ (⌐——¬)

একটী বন্ধনী দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। যেমন সা ঋ গ এইরূপ-ঘটনা প্রায় গতের পাদান্তেই হইয়া থাকে। কোন স্বরের উপর মাত্রা চিহ্ন আছে আর যদ্যপি ঐ স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপর কোন মাত্রাচিহ্ন না থাকে, সে স্থলে পূর্ব্ব স্বরের উপরিস্থিত নির্দ্দিষ্ট মাত্র কালাদির সঙ্গে সমুদয় নির্মাত্র পর স্বরগুলি সমভাবে প্রকাশিত হইবে, এবং পূর্ব্ব স্বরের নির্মাত্র স্বরগুলি একটী বন্ধনী দ্বারা পরস্পর সংযত থাকিবে, যেমন সা ঋ গ। তালের অনুরোধে এমনও হয় যে কোন স্বরের মস্তকে মাত্রা চিহ্ন আছে কিন্তু ঐ স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপর মাত্রা চিহ্ন নাই, মাত্রা চিহ্নটী স্বর শূন্য স্থানে অর্থাৎ খালি স্থানে লিখিত আছে, যেখানে ঐ পূর্ব্ব স্বরের উপরিস্থিত মাত্রার কালটী সেই খালিস্থানের মাত্রার কাল পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিতে হইবে, যেমন

সা ঋ গ ম।

অঙ্গুলীর নিয়ম।

সেতার আরম্ভের সময় এবং অধোগতির সময় তর্জ্জনী, এবং স্বরের উর্দ্ধগতির সময় মধ্যম অঙ্গুলীর ব্যবহার হইয়া থাকে।

সেতারের বোল ও আঘাতের নিয়ম।

যে স্বর-সামান্যের নীচে (আ) চিহ্ন থাকিবে, সেই সেই স্বরে আঘাত হইবে যেমন সা ঋ ইত্যাদি। উহার বিশেষ রাগাদিতে বক্তব্য।
আ আ

সেতার বাদকেরা ডা রা, ডি রি, ডে রে ইত্যাদি নানা রূপ কাল্পনিক বোল ব্যবহার করেন। ডা রা, ডি রি, ডে রে ইত্যাদি বোলগুলি স্বরের নীচে নীচে লিখিত হইয়া থাকে (১) যেমন সা ঋ গ ম প ধ ইত্যাদি।
ডা রা ডি রি ডে রে

(১) ডারা, ডিরি, ডেরে ইত্যাদি বোল প্রথম সেতার সাধন এবং গতে ব্যবহার হয়, অপরঞ্চ রাগাদির আলাপে কেবল স্বরের নীচে নীচে (আ) মাত্র লিখিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের কৃত সঙ্গীত সারের গত্ প্রকরণ ৯৩ পৃষ্ঠায় এবংরাগ প্রকরণ ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

" যে সুরের নীচে ডা দেওয়া থাকিবে সেখানকার আঘাত কোলের দিকে হওয়া উচিত, আর যে সকল সুরের নীচে রা দেওয়া থাকিবে সে সকল সুরের আঘাত তাহার উল্‌টা দিকে অর্থাৎ ডার বিপরীত ভাবে হইবে। এইরূপ উল্‌টা আঘাত অর্থাৎ রার আঘাতের সময় নায়কী তারের সহিত পিত্তলের তারগুলির ঝঙ্কার লাগা কর্ত্তব্য, সামান্যতঃ এইরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন আঘাতের নাম রা এবং কোলের দিকে আঘাতকে ডা বলিয়া ব্যবহার করা যায়।" ডা, ডে অথবা ডি এই তিনটী শব্দই এক কার্য্য প্রতিপাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ, রা, রে অথবা রি এই তিনটী শব্দও সমান ফলদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

"প্রথম শিক্ষার্থী সেতারি দিগকে সহজে বুঝাইবার জন্য ডারা,ডারা,ডেরে,ডেরে, ডিরি, ডিরি, ডাএরে, ডাএরে প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল বোল, লিখিত মাত্রানুযায়িক লঘু এবং গুরু রূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। রাগ লিপিবদ্ধের সময় ডা, রা, ইত্যাদি বোল লিখিত হয় নাই; সেখানে আঘাতের স্থানে (আ) লেখা হইয়াছে যেহেতু বাদক আপন ইচ্ছাধীন যেস্থানে কোলের দিকে আঘাত ভাল বোধ করিবেন তাহাই তিনি দিতে পারেন এবং যেস্থানে তদ্বিপরীত রা উত্তম বিবেচনা করেন তাহাই সেখানে হইবে। রাগ বাজাইবার আঘাত কতক অংশে বাদকের সুবিধার উপর নির্ভর করে। ডারা, ডারা, ইত্যাদি বোল সেতার প্রথম সাধনে এবং সেতারের গতে বিশেষ আবশ্যক, তাহা না হইলে প্রথম সাধন অথবা গত্‌ শিক্ষা করা কঠিন "।

অনুলোম সাধন।

এক মাত্রানুসারে।

আস্থাই						
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

আ							
মু	।নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

প্রথম স্তবকে (১) লিখিত মুদারা সপ্তকের অনুলোম স্বর সাধনের সুর সাতটী একমাত্রানুসারে প্রত্যেক সুর স্পষ্ট এবং পৃথক্ রূপে এক একটী করিয়া ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ সাধিত হইবে। তদনন্তর দ্বিতীয় স্তবকে লিখিত সুর গুলি বিলোমভাবে কথিত নিয়মে সাধনা কর্ত্তব্য ; শিক্ষার্থী প্রথমে প্রত্যেক স্তবকের সুর কয়েকটী পৃথক্ রূপে সাধনের পর হস্তের জড়তা কিঞ্চিৎ বিগত হইলে উভয় স্তবক একত্র মিলাইয়া যথারীতিতে বারম্বার সাধনা করিবেন। অনন্তর অনুলোম এবং বিলোম-সাধন উদাহরণ মাত্রাদি অনুসারে যে যে রূপ দর্শিত হইবে, তৎসমুদয় পক্ষেই যথামাত্রানুযায়িক পৃথক্ রূপে প্রথমে অনুলোম পরে বিলোম তৎপরে অনুলোম এবং বিলোম উভয় মিশ্রণে সাধন রীতি অবলম্বিত হইবে। শিক্ষার্থী! প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের সুর গুলি যত টুকু কাল তবলম্বন করিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে সাধনা করিলে, পর-স্তবকে দ্বিমাত্রানুসারে যে সাধন গুলি লিখিত আছে, সেই গুলি উপরোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল অবলম্বন করিয়া যথা নিয়মে সাধন কর (২)

---

(১) স্বর গ্রামাদি লিখিতে যে তিনটী সরল রেখা ব্যবহার হয় ঐ তিনটী সরল রেখা একত্র করিলে উহাকে এক এক স্তবক বলে।

(২) অধ্যাপক গোস্বামী মহাশয় বলেন, এক এক মাত্র কাল গ্রহন জন্য যুবা মনুষ্যের স্বাভাবিক নাড়ীর এক একটী আঘাত গৃহীত হইবে, তদনুসারেই মাত্রা কাল স্থির করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা কালে যদি কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন, স্বাভাবিক নাড়ীর গতির সহিত মাত্রার গ্রহন কাল করতাল দ্বারা দর্শাইয়া দিবেন. এবং পাদাঙ্গুলীর মৃদু আঘাত দ্বারা ছাত্রদিগকে বাদন কালে যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক কাল স্থির রাখিতে আদেশ করিবেন। আর যত দিন সুরের নাম ও সুরের সারিকা গুলি বিশেষ রূপে বোধ না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে সুর গুলি মৃদু ভাবে উচ্চারণ করিতে বিধি দিবেন। বাদন কালে পদাঙ্গুলীর মৃদু আঘাত দ্বারা মাত্রা নির্দ্দিষ্ট রাখা সর্ব্বত্র সকল সময়েই প্রয়োজনীয়। মাত্রার অন্যান্য বিবরণ সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য।

২

অনুলোম সাধন।

দ্বিমাত্রানুসারেণ।

আ							
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

আ							
মু	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

৩

অনুলোম সাধন।

ত্রিমাত্রানুসারেণ।

আ							
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

আ							
মু	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	ডা

৪

অনুলোম সাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

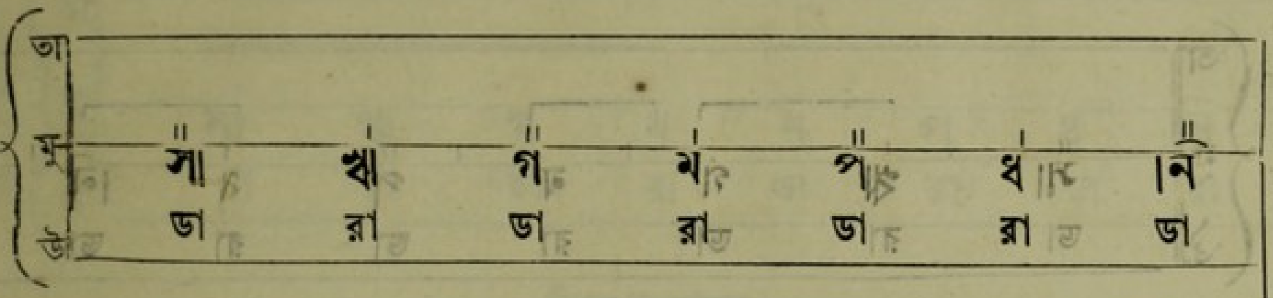

বিলোম সাধন।

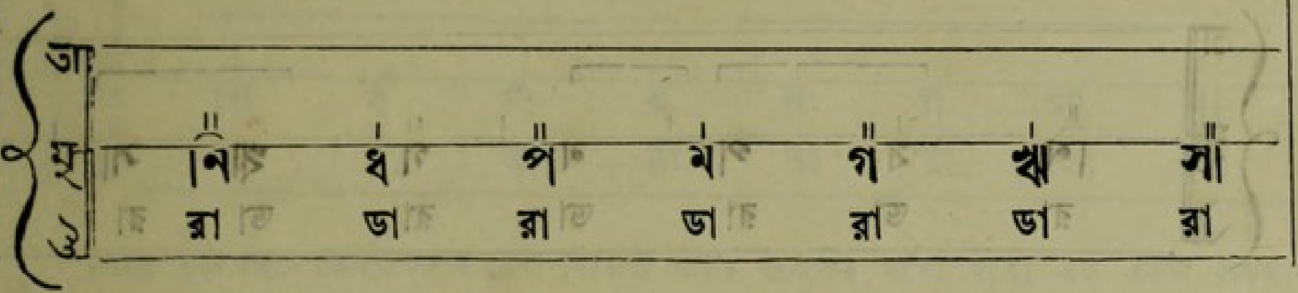

৫

অনুলোম সাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

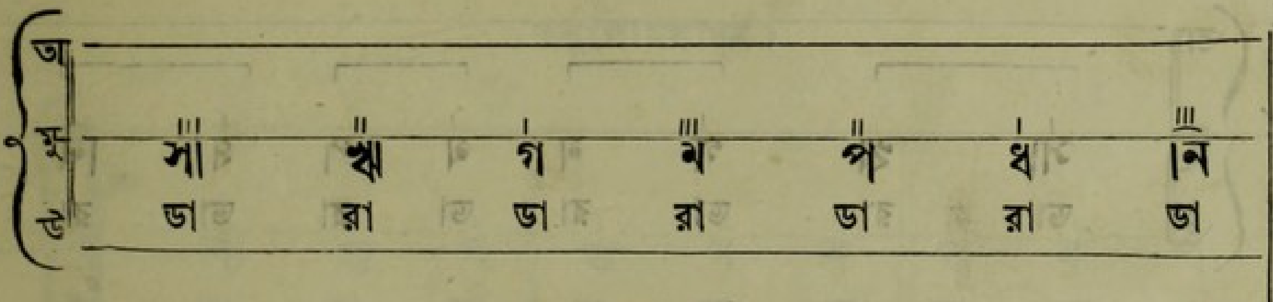

বিলোম সাধন।

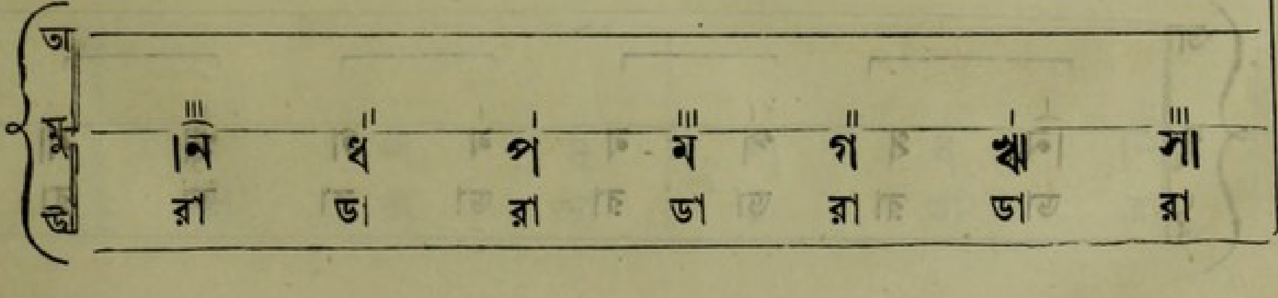

৬

অনুলোম সাধন।

ত্রয় বা আড়িমাত্রানুসারেণ।

তা							
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

তা							
মু	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

৭

অনুলোম সাধন।

অৰ্দ্ধমাত্রানুসারেণ।

তা								
মু	সা	ঋ	গ	ম	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোম সাধন।

তা								
মু	নি	ধ	প	ম	ম	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

৮

অনুলোমসাধন।

অনুমাত্রানুসারেণ।

তা								
মু	সা	ঋ	গ	ম	ম়	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোমসাধন।

তা								
মু	নি	ধ	প	ম	ম়	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

নিম্নে দৃষ্ট হইবে তিনটী সপ্তক রেখা-বিশিষ্ট প্রতি স্তবকের মধ্যে মধ্যে এক একটী লম্বমান সরল রেখা নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐরেখাকে বিভাজক রেখা বলে। প্রত্যেক পদের মধ্যে মধ্যে এক একটী, এবং প্রত্যেক পদ বিশেষের শেষে ছুইটী করিয়া কথিত বিভাজক রেখা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, আর এইরূপ (ঃঃ) পদ্ম চিহ্ন দ্বারা কোন গতাদির সম্পূর্ণতাকে বুঝাইবে।

৯

অনুলোমসাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

তা								
মু	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	ম	গ	ম	প
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

তা						
মু	ম়	প	ধ	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোমসাধন।

আ									
মু	নি	ধ	প	ধ	প	ম	প	ম	গ
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

আ						
মু	ম	গ	ঋ	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

১০

অনুলোমসাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

আ								
মু	সা	ঋ	গ	ম	ঋ	গ	ম	প
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

আ								
মু	গ	ম	প	ধ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোমসাধন।

তা									
মু	নি	ধ	প	ম	|	ধ	প	ম	গ
উ	ডা	রা	ডা	রা	|	ডা	রা	ডা	রা

তা									
মু	প	ম	গ	ঋ	|	ম	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	|	ডা	রা	ডা	রা।

১১

অনুলোমসাধন।

তা								
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	|	ঋ	গ
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	|	রা	ডা

তা									
মু	ম	প	ধ	|	গ	ম	প	ধ	নি
উ	রা	ডা	রা	|	ডা	রা	ডা	রা	ডা

শিশ্রোত্রানুসারেণ।

বিলোম সাধন।

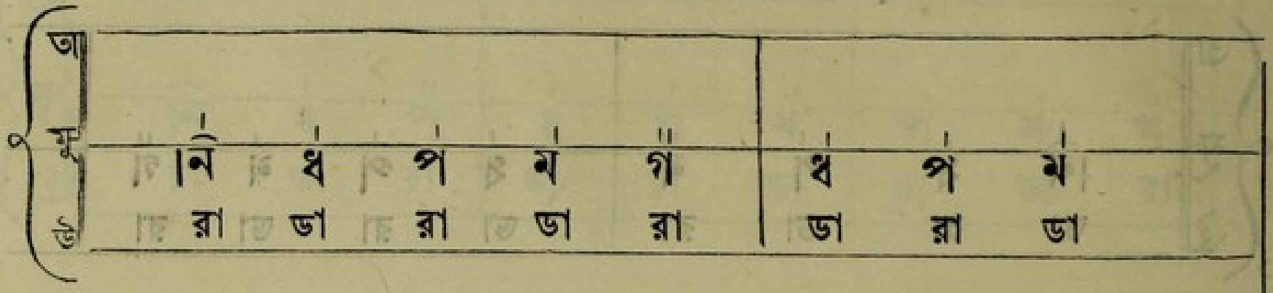

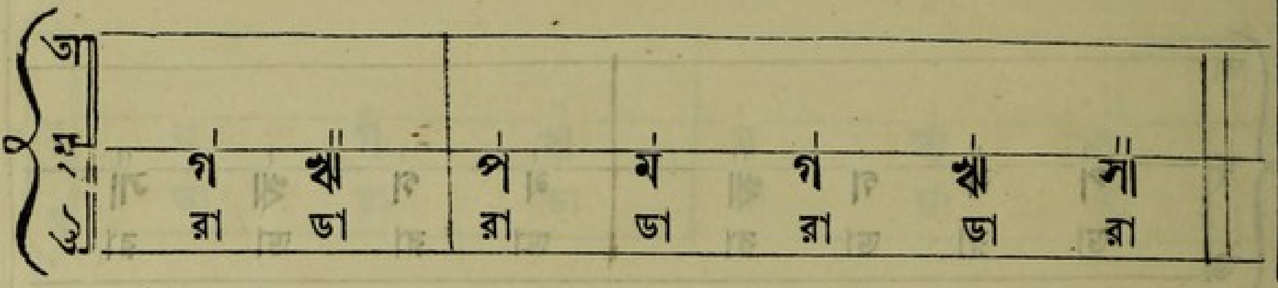

১২

অনুলোম সাধন।

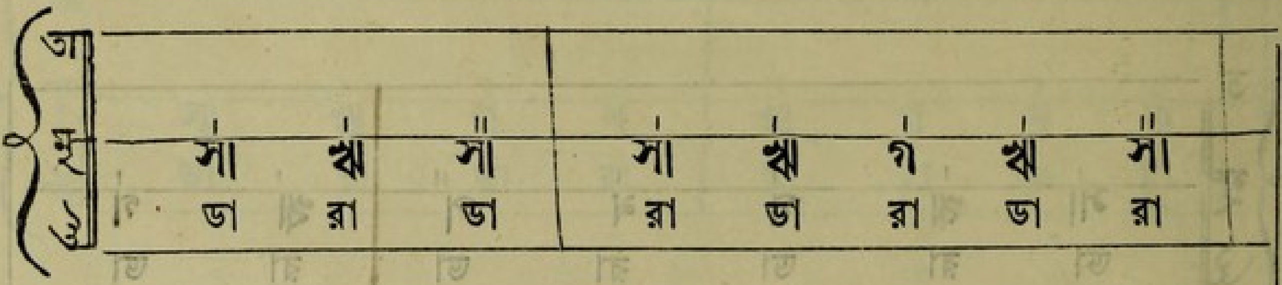

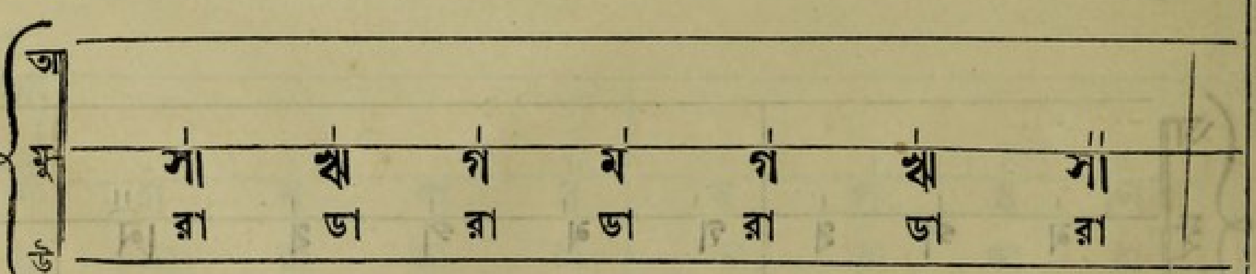

১২

অনুলোম সাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

আ								
মু	সা	ঋ	সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

আ							
মু	সা	ঋ	গ	ম	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

আ									
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	রা	ডা	র	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

আ											
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

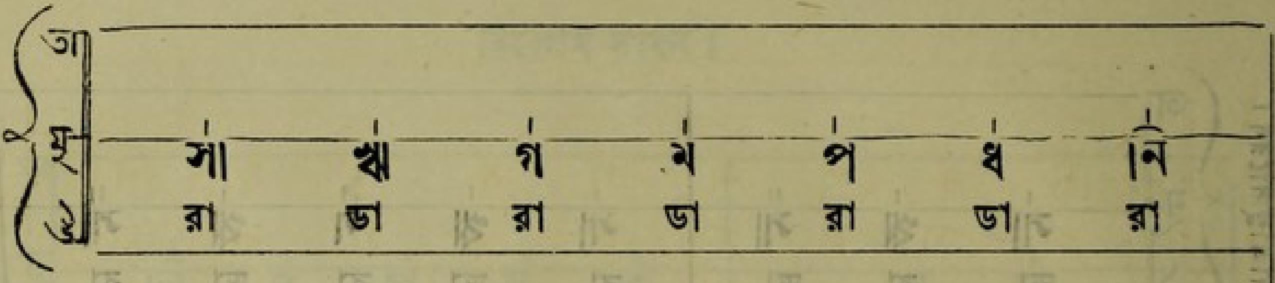
সা ঋ গ ম প ধ নি
রা ডা রা ডা রা ডা রা

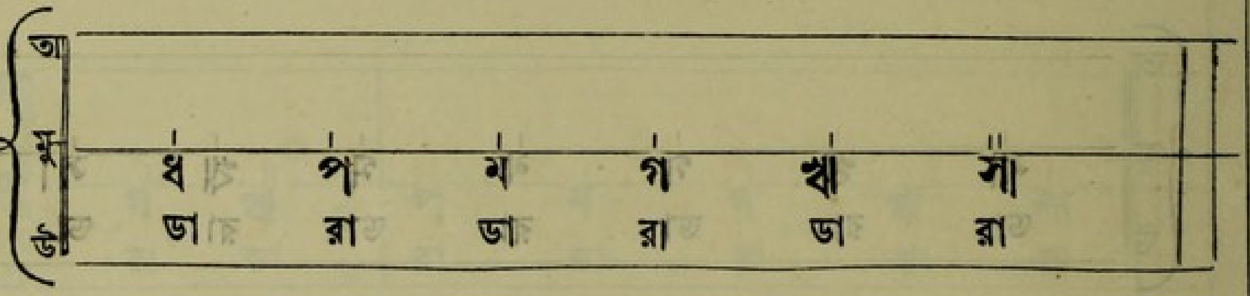
ধ প ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা

বিলোম সাধন।

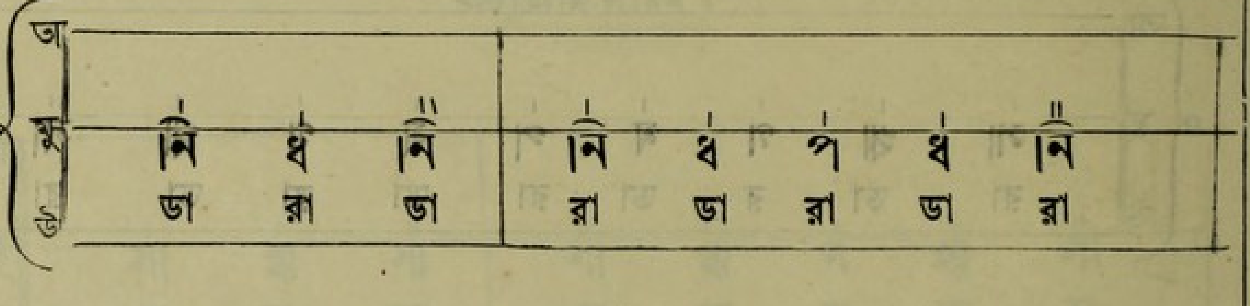
নি ধ নি নি ধ প ধ নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

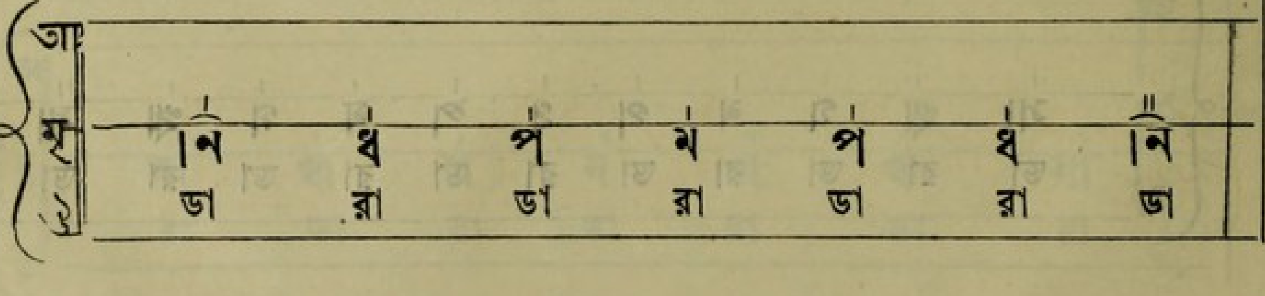
নি ধ প ম প ধ নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডা

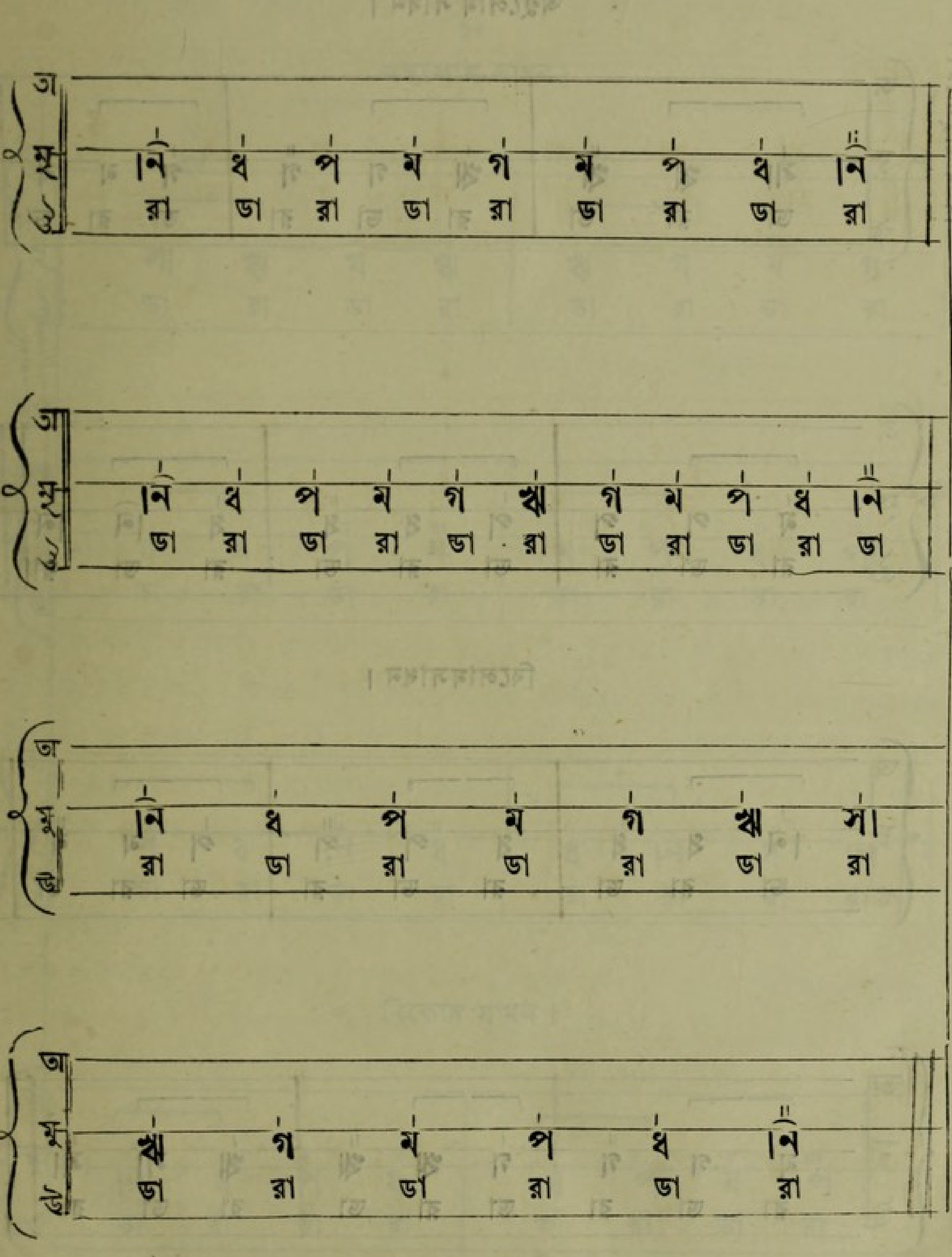
নি ধ প ম গ ম প ধ নি
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
নি ধ প ম গ ঋ গ ম প ধ নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা
নি ধ প ম গ ঋ সা
রা ডা রা ডা রা ডা রা
ঋ গ ম প ধ নি
ডা রা ডা রা ডা রা

১৩

অনুলোম সাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

আ									
মু	সা	ঋ	ঋ	ঋ	গ	গ	গ	ম	ম
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

আ									
মু	ম	প	প	প	ধ	ধ	ধ	নি	নি
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোমসাধন।

আ									
মু	নি	ধ	ধ	ধ	প	প	প	ম	ম
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

আ									
মু	ম	গ	গ	গ	ঋ	ঋ	ঋ	সা	সা
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

১৪

অনুলোম সাধন।

ত্রিমাত্রানুসারেণ।

সা	ঋ	গ	ঋ	ঋ	গ	ম	গ
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

গ	ম	প	ম	ম	প	ধ	প
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

প	ধ	নি	ধ	ধ	নি	ধ	নি
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোম সাধন।

নি	ধ	প	ধ	ধ	প	ম	প
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

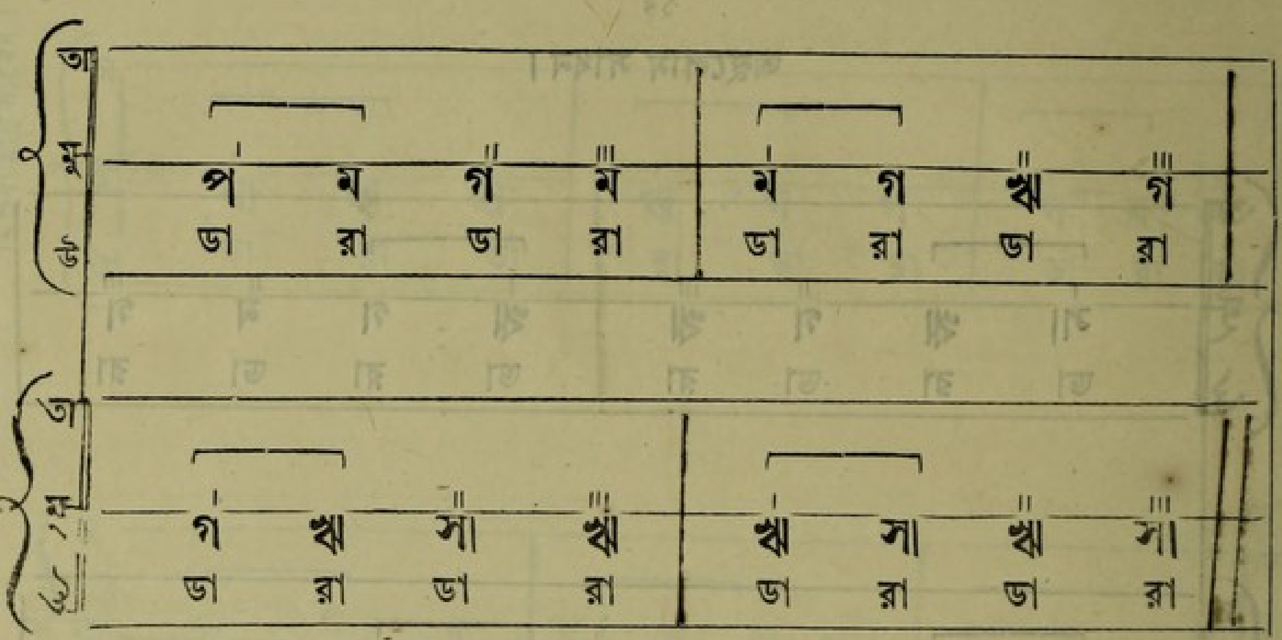

যে কয়েকটী সাধনা পূর্ব্বে সাধিত হইল, সে সমুদায় গুলি মুদারার অর্থাৎ মধ্য-সপ্তকের। এক্ষনে যথানিয়মে উদারা সপ্তক সাধনা কর্ত্তব্য। কথিত হইয়াছে, উদারা সপ্তক দুই চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তলের তার ষড়্জ হইতে আরম্ভ হইয়া নায়কী অবলম্ব-নানন্তর পঞ্চম সারিকা নিষাদে সম্পূর্ণ স্বরগ্রাম স্থির হইয়া থাকে। মুদারা সপ্তকের যে সাতটী সুর নির্দ্দিষ্ট আছে উদারা সপ্তকেও সেই সাত সুর ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, কেবল স্থানগত ভেদ জন্য নিম্ন বা উচ্চ স্বর বলিয়া ভিন্ন বোধ মাত্র হইয়া থাকে, এবং তারা সপ্তকেও ঐরূপ। বস্তুতঃ সাতটী সুরের অধিক প্রকৃত সুর আর কখনই হয় না (১) সাত সুরের অধিক অট্‌টী করিতে গেলে তাহার পর সপ্তকের সহিত মিলিয়া যায়, এতদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণ ইংরাজি ধ্বনিবিৎ পণ্ডিতেরাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক সেকেণ্ড্ অথবা ১১/৩ মাত্রা কাল মধ্যে ৩২ বার (Vibration.) ভাইব্রেসন্ অর্থাৎ কম্পন্ বা অনুরণন ব্যতীত একটী স্বর অর্থাৎ সঙ্গীত ধ্বনি নিষ্পন্ন হয় না। পূর্ব্বে স্বরগ্রাম বা সপ্তকের প্রসূতির স্বরূপ বাইস্ টী শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা বলেন যে ষড়্জ হইতে ঋষভে যাইতে গেলে চারিটী শ্রুতি, ঋষভ হইতে গান্ধারে তিনটী, গান্ধার হইতে মধ্যমে দুইটী, মধ্যম হইতে পঞ্চমে চারিটী, পঞ্চম হইতে ধৈবতে চারিটী, ধৈবত হইতে নিষাদে তিনটী এবং নিষাদ হইতে ষড়্জে দুইটী করিয়া শ্রুতি পাওয়া যায়।

(১) ইহার অন্যান্য বিবরণ সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য।

প্রথম ষড়্‌জ হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষভাদি নিষাদ পর্য্যন্ত স্বর যে কয়েকটীর নাম উল্লেখ করা গেল, ঐ কয়েকটী স্বরে দ্বাবিংশতিটী শ্রুতি সম্ভূত একটী পূর্ণ স্বর-গ্রাম হয়, এবং কথিত নিষাদের অব্যবহিত পরেই যে ষড়্‌জ, ঐ ষড়্‌জটী পূর্ব্ব ষড়্‌জের সপ্তৈকেক মাত্র উচ্চ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যদ্যপি এস্থলে বিবেচনা করা যায় যে ১$\frac{১}{৩}$ মাত্রা কালমধ্যে অন্যূন বত্রিশ বার অনুরণনে একটী স্বর সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে সপ্তকান্তরে ষড়্‌জে যাইতে গেলে সেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রা কাল মধ্যে তদ্দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি বার অনুরণনের অবশ্যই প্রয়োজন হইবে (১)

(১) পণ্ডিতেরা নাড়ীর এক এক আঘাতের সহিত এক মাত্রাকাল স্থির করেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ সঙ্গীতসারে লিখিত আছে। এক মিনিট কালের মধ্যে যুবা পুরুষের অন্যূন অশীতি বার স্বাভাবিক নাড়ীর গতি হইয়া থাকে এবং উক্ত এক মিনিট কাল ষষ্টি সেকেণ্ড দ্বারা সাব্যস্ত হয়; এস্থলে বিবেচ্য অশীতি মাত্রা এবং ষষ্টি সেকেণ্ড এই উভয়ই সম কাল সাপেক্ষ, কিন্তু প্রত্যেক সেকেণ্ড কালে কতটুকু মাত্রা আবশ্যক করে দেখিতে গেলে অশীতি মাত্রাকে ষষ্টি সেকেণ্ড দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার ফল অর্থাৎ প্রত্যেক সেকেণ্ডের প্রতি ১$\frac{১}{৩}$ মাত্রা আবশ্যক করিবে। যদ্যপি এক সেকেণ্ড অথবা ১$\frac{১}{৩}$ মাত্র কাল মধ্যে ৩২ অনুরণন জনিত একটী সঙ্গীত ধ্বনির উৎপত্তি হয় তবে ২২ শ্রুতির মধ্যবর্ত্তি প্রত্যেক শ্রুতি এবং তদনুসারি প্রত্যেক স্বরের উচ্চতানুসারেই বা কত সংখ্যা ক্রমে অনুরণন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ যথা—

স্বর	শ্রুতি	এক সেকেণ্ড অথবা ১$\frac{১}{৩}$ মাত্র কাল মধ্যে প্রত্যেক স্বরের পর পর উচ্চতানুসারে অনুরণন সংখ্যা
ষড়্‌জ		৩২
সা — ঋ	৪	৫$\frac{৯}{১১}$
সা — ঋ — গ	৭	১০$\frac{২}{১১}$
সা — ঋ — গ — ম	৯	১৩$\frac{১}{১১}$
সা — ঋ — গ — ম — প	১৩	১৮$\frac{১০}{১১}$
সা — ঋ — গ — ম — প — ধ	১৭	২৪$\frac{৮}{১১}$
সা — ঋ — গ — ম — প — ধ — নি	২০	২৯$\frac{১}{১১}$
সা — ঋ — গ — ম — প — ধ — নি — সা	২২	৩২
	২২	৬৪

প্রত্যেক উচ্চ সপ্তকে যদ্যপি বত্রিশ অনুরণন করিয়া বৃদ্ধি হইয়া যায়, তবে সুতরাং কোন ষড়্‌জ তাহার সপ্তকৈক উচ্চ বা নিম্নের ষড়্‌জের সহিত তদ্দ্বিগুণ ন্যূন বা অধিক অনুরণন জনিত অব্যবহিত সপ্তকান্তরের সমস্বর বলিয়া শ্রবণভেদ ব্যতীত শ্রুতিস্থান বা নামগত ভেদ কিছুই প্রতিপন্ন হইবে না (১)।

এস্থলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, উদারা সপ্তক না সাধাইয়া মধ্য সপ্তক সর্ব্বাগ্রে সাধনের তাৎপর্য্য কি? উদারা সপ্তকে নাকি পিত্তলের কাঁচা তার প্রয়োজন হয়, আরব্ধিদিগের পক্ষে প্রথমেই কাঁচাতারে অঙ্গুলী সঞ্চালনা অপেক্ষাকৃত কঠিন বোধে প্রথমেই মুদারা সপ্তক দেওয়া হইয়াছে। মুদারা সপ্তকে কিঞ্চিৎ হস্তের জড়তা ভাঙ্গিয়া পরে উদারা সপ্তক সাধনা করা কর্ত্তব্য।

অনুরণন শ্রুতি $\frac{৩২}{২২}$ = ১$\frac{৫}{১১}$ প্রত্যেক শ্রুতি অনুরণন সংখ্যা

				শ্রুতি				অনুরণন	
৪ {	সা	১$\frac{৫}{১১}$	×	৪	=	$\frac{৬৪}{১১}$	=	৫$\frac{৯}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
৩ {	ঋ	১$\frac{৫}{১১}$	×	৭	=	$\frac{১১২}{১১}$	=	১০$\frac{২}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
২ {	গ	১$\frac{৫}{১১}$	×	৯	=	$\frac{১৪৪}{১১}$	=	১৩$\frac{১}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
৪ {	ম	১$\frac{৫}{১১}$	×	১৩	=	$\frac{২০৮}{১১}$	=	১৮$\frac{১০}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
৪ {	প	১$\frac{৫}{১১}$	×	১৭	=	$\frac{২৭২}{১১}$	=	২৪$\frac{৮}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
৩ {	ধ	১$\frac{৫}{১১}$	×	২০	=	$\frac{৩২০}{১১}$	=	২৯$\frac{১}{১১}$	
				শ্রুতি				অনুরণন	
২ {	নি	১$\frac{৫}{১১}$	×	২২	=	$\frac{৩৫২}{১১}$	=	৩২	

অন্যূন ৩২ অনুরণন সম্ভূত প্রথম সঙ্গীত স্বর হইতে যথা শ্রুতি জাত ঋষভাদি স্বর ক্রমশঃ অতিক্রমণানন্তর অব্যবহিত পর সপ্তকের ষড়্‌জে যাইতে গেলে ৩২ অনুরণনের দ্বিগুণ চতুঃষষ্টি অনুরণন কিরূপে প্রয়োজন হয় তাহা উপরে প্রমাণীকৃত হইল।

(১) এইরূপ গণনা অনুসারে কোন স্বরের উচ্চতা এবং নীচতা বা গভীরতা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতের সেই ভাগকে গণিত সঙ্গীত (Mathematical music.) বলিযা স্থির করেন।

১৫

উদারা সপ্তক।

অনুলোম।

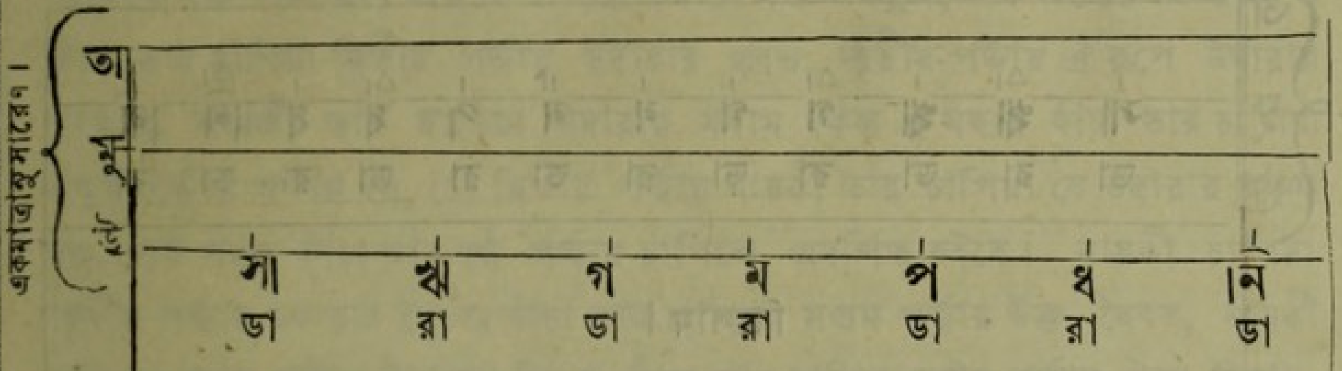

বিলোম।

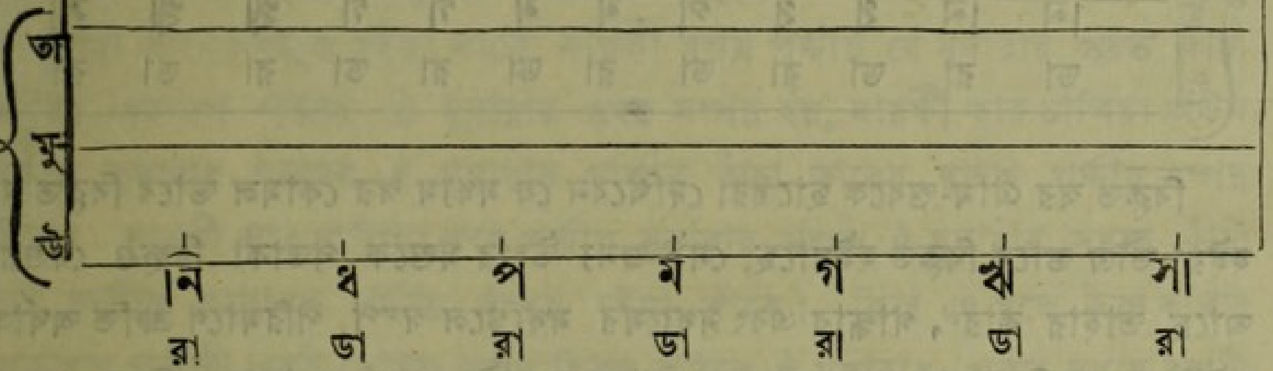

এস্থলে শিক্ষকেরা পূর্ব্ব-সাধিত মুদারা সপ্তকের কতকগুলি সাধনা হস্তের জড়তা অপগত জন্য উদারা সপ্তকেও যথানিয়মে ছাত্রদিগকে পুনরভ্যাস করাইবেন।

কথিত হইয়াছে সপ্ত স্বর কোমল বা তীব্র ভাবে বিকৃত হয়। স্বর সাতটী বিকৃত হইলে প্রত্যেক স্বরগ্রামে সংখ্যায় দ্বাদশটী করিয়া হইয়া থাকে (১)। যথা—

---

(১) ততঃ সপ্ত স্বরাঃশুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপামী ইতি সঙ্গীত সর্পণে।

অপিচ এস্থলে একটী অচল ঠাটের সেতার আনাইয়া এই বিকৃত স্বরের বিষয়টী বিশেষ রূপে ছাত্রকে বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য।

১৬ ।

বিকৃত স্বরগ্রাম।

অনুলোম।

একমাত্রানুসারেণ।

আ												
মু	সা	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	ধ	ধ	নি	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিলোম।

আ												
মু	নি	নি	ধ	ধ	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

বিকৃত স্বর গ্রাম-স্তবকে ছাত্রেরা দেখিবেন যে মধ্যম স্বর কোমল ভাবে বিকৃত না হইয়া তীব্র ভাবে বিকৃত হইয়াছে, সেই জন্য উহার মস্তকে পতাকা চিহ্নও দেওয়া আছে তাহার কারণ, গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যস্থলে স্বল্প পরিমাণে শ্রুতি অর্থাৎ দুইটীমাত্র শ্রুতির স্থান জন্য মধ্যমের কোমলত্ব নাই, মধ্যম কোমল করিলে প্রকৃত গান্ধার হয় কিন্তু আমাদের দেশাচার অনুসারে মধ্যম তীব্র ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে, ফলতঃ পঞ্চমকে কোমল করিলেও যে ফল, মধ্যম তীব্র হইলেও সেই ফল দর্শে, অন্যান্য স্বরের পক্ষেও এইরূপ (১)। কোমল-পঞ্চম বলিয়া ব্যবহার করা আমাদের রীতি নাই, কিন্তু ইউরোপে কোমল-পঞ্চম বলিয়া ব্যবহার করা প্রথা আছে; যাহাই হউক, তাহাতে কার্য্যগত কোন বিশেষ হানি নাই। ষড়্জ, ঋষভাদি ভদন্য ছয়টী স্বরের আশ্রয় এবং গ্রাম স্থান বলিয়া ইহা কোবল বা তীব্র কোন ভাবেই বিকৃত হয় না, ঐ সর্ব্ব প্রধান-স্বর ষড়্জ, সর্ব্বদাই প্রকৃতিস্থ থাকে এই নিয়ম।

(১) অর্থাৎ যে কোন স্বরকে কোমল করা যাউক না কেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব স্বরকে তীব্র করিলে ও সমান ফলদর্শে। শিক্ষক এই স্থলে এইটী সেতারে দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

পিত্তলের দ্বিতীয় তারের প্রকারান্তর স্বরগ্রাম সাধন।

কাঁচা তারে যদি কোন সপ্তকের সুর ব্যবহার করিতে হয়, তবে সেই স্বর লিপির জ্ঞাপক এই রূপ চতুষ্কোণ চিহ্ন (□) অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বে সাধিত হইল দুই চিহ্ন বিশিষ্ট কাঁচা তার প্রথকে ছাড়িয়া উদারা সপ্তক ষড়্‌জ, বাম হস্তের তর্জ্জনীতে কাঁচা তার চাপিয়া দ্বিতীয় পর্দ্দায় উদারার ঋষভ, তৃতীয় পর্দ্দায় ঐ রূপে উদারার গান্ধার, নায়কী তার ছাড়িয়া উদারার মধ্যম কিন্তু ঐ মধ্যম কাঁচা তার চাপিয়া চতুর্থ পর্দ্দায় সম্পন্ন হয়, (১) দ্বিতীয় পর্দ্দায় নায়কী তার চাপিয়া যে উদারার পঞ্চম হয়, সেই পঞ্চম কাঁচা তার ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিলে প্রদর্শিত হইবে। নায়কী চাপিয়া তৃতীয় পর্দ্দায় উদারার ধৈবত, কাঁচা তার চাপিয়া সপ্তম পর্দ্দায় উক্ত ধৈবত, নায়কী চাপিয়া পঞ্চম পর্দ্দায় উদারার নিষাদ, কাঁচা তার চাপিয়া অষ্টম পর্দ্দায় উক্ত নিষাদ, এই রূপে কাঁচা তার অবলম্বন করিলে উদারা গ্রাম সাধন হইবে। নায়কী তার ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিলে মুদারা গ্রামের ষড়্‌জ, কাঁচা তারের নবম পর্দ্দায় ঐ মুদারা গ্রামের ষড়্‌জ হইয়া থাকে, নায়কী সপ্তম পর্দ্দায় যে মুদারার ঋষভ কাঁচা তারের একাদশ পর্দ্দায় ঐ মুদারার ঋষভ সম্পন্ন হয়, নায়কী তার চাপিয়া অষ্টম পর্দ্দায় মুদারার গান্ধার ঐ মুদারার গান্ধার কাঁচা তারের দ্বাদশ পর্দ্দায় সম্পন্ন হইবে। নায়কী তার চাপিয়া নবম পর্দ্দায় মুদারার মধ্যম ঐ মুদারার মধ্যম কাঁচা তার চাপিয় ত্রয়োদশ পর্দ্দায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে উক্ত কথিত ত্রয়োদশ পর্দ্দাটী একটু কোমল ভাবে বিকৃত করিলে ঐ মুদারার প্রকৃত মধ্যম সুরটী যথাবিধি প্রকাশ হইবে। যে ভাবে ঐ ত্রয়োদশ পর্দ্দাটী সচরাচর বাঁধা থাকে যদ্যপি ঐ অবস্থায় ঐ পর্দ্দার কাঁচা তার চাপিয়া আঘাত দেওয়া যায়, তবে ঐ স্থলে শ্রুতির আধিক্য (২) অনুসারে প্রকৃত মধ্যম না হইয়া তীব্র অর্থাৎ কড়ি-মধ্যম হইবে। নায়কী তার চাপিয়া একাদশ পর্দ্দায় মুদারার পঞ্চম, কাঁচা তারে চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে ঐ মুদারার পঞ্চম হইবে। যে হেতু দ্বাদশ পর্দ্দায় নায়কী চাপিয়া মুদারার ধৈবত এবং ত্রয়োদশ পর্দ্দায় মুদারার নিষাদ সম্পন্ন হয়। পাঠকবর্গের বোধ করি

(১) কাঁচা তার স্বরলিপির সময়ে এই অবধিই চতুষ্কোণ চিহ্ন ব্যবহার্য্য।

(২) এস্থলে কি কারণে শ্রুতির আধিক্য হয়, শিক্ষক ছাত্রকে স্পষ্টরূপে সেটী বুঝাইয়া দিবেন।

অবশ্যাই স্মরণ আছে যে ধৈবত এবং নিষাদের মধ্যস্থলে তিনটী শ্রুতি পাওয়া যায়, কিন্তু এদিকে কাঁচা তারে দ্বাদশ পর্দ্দায় গান্ধার এবং ত্রয়োদশ পর্দ্দায় মধ্যম সম্পন্ন হইতেছে। গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যস্থলে সভাবতঃ দুইটী শ্রুতি থাকে, পর্দ্দাগুলি নায়কী তার অবলম্বন করিয়াই বাঁধা, কাঁচা তারের অনুযায়িক কিছু পর্দ্দাগুলি আবদ্ধ নাই, সুতরাং কাঁচা তারের অনুযায়িক গান্ধার এবং মধ্যম প্রয়োজন হওয়ায় নায়কী তারানুযায়িক-আবদ্ধ ধৈবত প্রতিপাদক দ্বাদশ পর্দ্দা, এবং নিষাদ প্রতিপাদক ত্রয়োদশ পর্দ্দাকে গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যবর্ত্তি দুইটী শ্রুতি স্থানের অনুরোধে ধৈবত এবং নিষাদের মধ্যে তিনটী শ্রুতি থাকা প্রযুক্ত কথিত ত্রয়োদশ পর্দ্দাকে এক শ্রুতি কোমল করিতে কাযেই হইবে। যে চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে নায়কী তার চাপিয়া তারা গ্রাম ষড়্জ হয় সেই চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে কাঁচা তার চাপিলে মুদারার পঞ্চম হইবে। উক্ত পঞ্চম নায়কী তারে একাদশ পর্দ্দায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, যে পঞ্চদশ পর্দ্দায় নায়কী তারে তারার ঋষভ হইবে সেই পঞ্চদশ পর্দ্দাতে কাঁচা তারে মুদারার ধৈবত সম্পন্ন হইয়া থাকে। নায়কী ষোড়শ পর্দ্দা চাপিলে তারার গান্ধার হয়, ঐ ষোড়শ পর্দ্দায় কাঁচা তার চাপিলে মুদারার নিষাদ সম্পন্ন হইবে। এই নিয়মে কাঁচা তারে মুদারা গ্রাম সম্পূর্ণ রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। যে প্রথম পর্দ্দাতে নায়কী তার চাপিলে উদারার কড়ি-মধ্যম চতুর্থ পর্দ্দায় উদারার কোমল নিষাদ এবং দশম পর্দ্দাতে মুদারার কড়ি-মধ্যম সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রথম পর্দ্দাতে কাঁচা তারে উদারার কোমল-ঋষভ, পঞ্চম পর্দ্দাতে উদারার কড়ি-মধ্যম এবং দশম পর্দ্দাতে মুদারার কোমল-ঋষভ সম্পন্ন করা যায়, ফলতঃ এখানে পাঠকবর্গ মনোযোগ করুন্ সেতারে যে রীতিতে ১৬ বা ১৭ খানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে কাঁচা তারে স্বর সাধন করিতে হইলে উদারা এবং মুদারা-সপ্তক এই দুইটী সপ্তক মাত্র সংসাধনা করা যায়, কিন্তু সেতারে নিয়মিত যে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক অর্থাৎ আড়াই সপ্তক পর্য্যন্ত সুসাধ্য তাহা কখনই কাঁচাতারে এ রীতিতে সম্পাদন হয় না, যদি কোন সেতার বিশেষে ১৭ খানি পর্দ্দা থাকে তবে বড় অধিক হয়ত তারার সুর পর্য্যন্ত মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। যদ্যপি এমন কেহ প্রশ্ন করেন যে এই কাঁচা তারে পূর্ণ সার্দ্ধদ্বিসপ্তক পাওয়া না যায় তবে নায়কী পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র রূপে এ তারে আবার স্বরগ্রাম সাধনের কারণ কি ? তাহার সদুত্তর এই, নায়কী তারে চাপিয়া কোন

পর্দ্দাবিশেষে আঘাত করিলে যে কোন স্বরবিশেষ-প্রতিপাদক ধ্বনি হয় উক্ত নায়কী তারে ধ্বনিত সেই স্বর বিশেষই যদি আবার কথিত নিয়মে কাঁচা তারে কোন পর্দ্দা বিশেষে প্রতিপন্ন করা যায় তাহা হইলে যদিও উভয় স্বরই এক হইবে তথাচ তার-গত এবং স্থান-গত ভেদ জনিত লৌহনির্ম্মিত নায়কী তারের ধ্বনি অপেক্ষা পিত্তল নির্ম্মিত কাঁচা তারের ধ্বনি অবশ্যই কিঞ্চিৎ মৃদু শোণা যাইবে। বাদ্যাদির অলঙ্কার জন্য সময়ে সময়ে ধ্বনির মৃদুতা এবং উগ্রতার প্রয়োজন হইলে নায়কীতার সম্বন্ধীয় আঘাত গুলি উগ্র স্বর (১) প্রকাশক এবং কাঁচা তারের আঘাতনিচয় মৃদুভাবে (২) সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই কাঁচাতারে পুনর্ব্বার যথারীতি স্বর-গ্রাম সাধাইবার প্রয়োজন (৩)।

১৭

পিত্তল তারে মৃদুস্বর সাধন।

অনুলোম সাধন।

একমাত্রানুসারেণ।

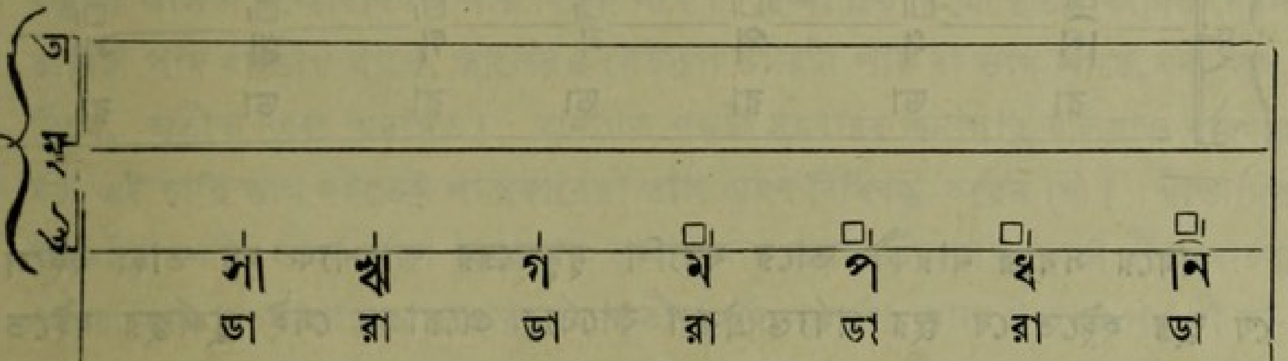

বিলোম সাধন।

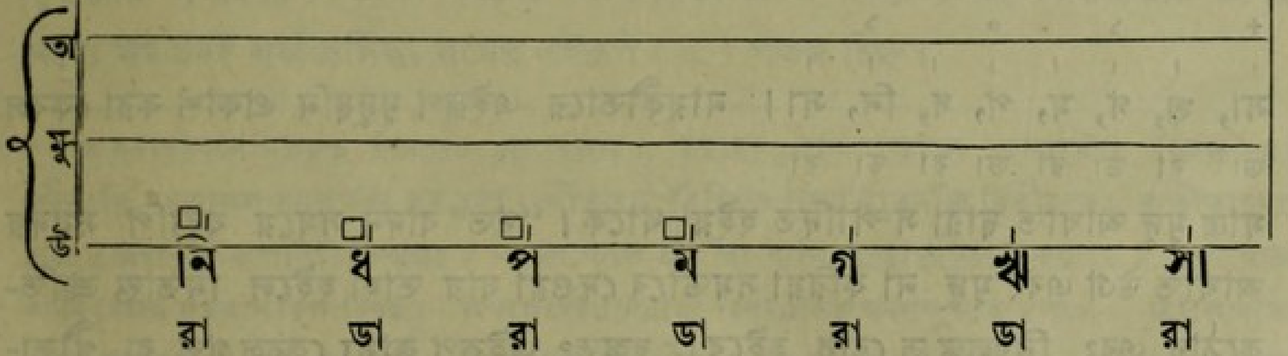

(১) Loud.

(২) Soft.

(৩) ছাত্রদের সংস্কার দৃঢ় করণ জন্য প্রত্যেক স্বরগ্রাম এবং সমুদয় সাধনা গুলির সঙ্গে সঙ্গে আনুপূর্ব্বিক প্রত্যেক সাধনা ছাত্রদের দ্বারা পৃথক্‌রূপে স্বরলিপি করাণ শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

১৮

পিত্তল তারে মৃদুস্বর সাধন।

অনুলোম সাধন।

একমাত্রাত্মকসারগম।

আ							
	□।	□।	□।	□।	□।	□।	□।
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

আ							
	□।	□।	□।	□।	□।	□।	□।
মু	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

সময়ে সময়ে নায়কী তারে যদ্যপি মৃদুস্বরের আবশ্যক হয় তাহা হইলে যে সুর হইতে যে সুর পর্য্যন্ত ঐরূপ কার্য্যের প্রয়োজন সেই পূর্ব্বসুর হইতে পর সুর পর্য্যন্ত প্রত্যেক সুরের মস্তকে এইরূপ .... চিহ্ন থাকিবে, যেমন

. . . .

\+ ১ ০ ১

। । । । । । । ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সা। নায়কীতারে এইরূপ মৃদুধ্বনি প্রকাশ করা কেবল

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

মাত্র মৃদু আঘাত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। "গত" বাদন সময়ে যদ্যপি সমুদয় আঘাত উগ্র এবং মৃদু না করিয়া সমভাবে দেওয়া যায় তাহা হইলে নিতান্ত শ্রুতি-কঠোর এবং নিরলঙ্কৃত বোধ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ কার্য্য কেবল গত বা গীতাদির বিশেষ অলঙ্কার জন্য মাত্র।

ইতি স্বর সাধন প্রকরণ সমাপ্ত।

তালাদির নিয়ম।

যে সকল বোল পূর্ব্বে মাত্রানুযায়িক করিয়া লিখিত হইল, ঐ সকল মাত্রা এক, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি সংখ্যানুসারে ছন্দোগত করিয়া অখণ্ড কালকে বিভাগ করার নাম তাল। ঐ সকল মাত্রার সংখ্যাবিশেষে তালবিশেষের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাল দিবার সময় আঘাত এবং বিরাম (যাহাকে সচরাচর ফাঁক বলে) এই দুইটীরই সর্ব্বদা প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। উভয় কর মৃদুবল-সহকারে সংযত করিলে যে আঘাত হয়, তাহাকে সচরাচর তাল কহে; আর উভয়কর সংযত না করিয়া শুদ্ধ মাত্র উত্তান করিলে ফাঁক প্রতিপন্ন হইবে। আঘাতের এই রূপ (১) এক অঙ্কচিহ্ন এবং ফাঁকের অর্থাৎ যে স্থানে আঘাত না হইবে তাহার এই রূপ (০) বিন্দু চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে।

১ ১

। ।

এই উভয়বিধ চিহ্নই মাত্রা চিহ্ন ডণ্ডের উপরে উপরে থাকিবে, যেমন সা, ঋ ইত্যাদি। বস্তুতঃ তালটী ছন্দোব্যতীত আর কিছুই নহে। ছন্দঃপ্রভৃতি গ্রন্থে শ্লোকাদির যেমন চারিটী পাদ বা ভাগ থাকে, তালেরও সেইরূপ চারিটী পাদ বা ভাগ আছে, যথা-সম, বিষম, অতীত এবং অনাগত। অনাগত শব্দটী সচরাচর অনাঘাত বলিয়াও ব্যবহার হয়, এই চারি ভাগ হইতেই শাস্ত্রকারেরা তাল গ্রহণ বিধিবদ্ধ করেন (*)। গীতাদির সমকালে যদি তাল গ্রহণ করা যায় তাহার নাম সমগ্রহ, যদ্যপি পূর্ব্বে গীত আরম্ভ করিয়া তাল গ্রহণ করা হয় তাহার নাম অতীত গ্রহ, যদ্যপি তাল গ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হয় তাহাকে অনাগত গ্রহ কহে, আর অতীত এবং অনাগত এতদুভয়ের মধ্যকালে তাল গ্রহণের নাম বিষম গ্রহ। বস্তুতঃ এই চারিপ্রকার গ্রহের মধ্যে সমগ্রহই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ, সমের এইরূপ (+) পতঙ্গ চিহ্ন।

---

* সমাতীতানাগতাশ্চ বিষমশ্চ গ্রহামতাঃ। চত্বারঃ কথিতাস্তালে সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ। গীতাদি সমকালস্থ সমপানিঃ সমগ্রহঃ। গীতাদৌ বিহিতে পশ্চাত্তালপ্রবৃত্তি র্বিধীয়তে। অতীতাখ্যো গ্রহোজ্ঞেয়ঃ সোবপানিরিতিস্মৃতঃ। পূর্ব্বং তাল প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পশ্চাদ্গীতাদিকচাতে। অনাগতঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সএব পরিপানিকঃ। অদ্যন্তয়োরনিয়মো বিষমগ্রহশব্দভাক্ ইতি দর্পণে। তালে গীতগতে সাম্যকারী তস্য গ্রহাশয়ঃ। অনাগত সমাতীতাঃ ক্রমাদেষাংতু লক্ষণং। গীতারম্ভে মুদাপূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ং। তালস্য নাসনাদ্ব্যক্ত স্তদৈবানাগতোগ্রহঃ। গীতোচ্চারণ কালেতু যদা তালস্য সংগতিঃ। তদা সম ইতি প্রোক্তঃ সমকাল সমুদ্ভবাৎ। তাল স্তদাতীত ইতি গ্রহঃ প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ। ইতি সঙ্গীতসারে। তথা অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থেপি।

ফাঁকস্থান হইতেও তাল গ্রহণ ব্যবহার আমাদের দেশীয় রীত্যনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়; তালে যথা নির্দ্দিষ্ট লয় (*) স্থির রাখা অতি কর্ত্তব্য।

লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে যতি কহে (†) অর্থাৎ প্রবৃত্তিসূচক নিয়মানুযায়িক ছন্দোগত বিশ্রাম বিশেষের দ্বারা কোন তাল বিশেষের লয়ের অন্য তাল বিশেষের সহিত যাহা কিছু বিভেদ দেখায় তাহার নাম যতি। যতি চিহ্ন এইরূপ (৫) ইহাও ডণ্ড

৫ ৫
। ।
চিহ্নের উপরে উপরে থাকে, যেমন সা, ঋ ইত্যাদি। যেখানে তাল বিশেষের একটী পূর্ণমঞ্চ অর্থাৎ "আওর্দা" বা "ফেরা" পরিসমাপ্তি হয় তাহাকে মান বা বিশ্রাম স্থান বলে। প্রত্যেক মঞ্চ মাত্রানুযায়িক বিরামান্তে এক একটী বিভাজক রেখা দ্বারা

\+ ১ ০ ১
। । । ।
ভাগ করা কর্ত্তব্য, যেমন। সা, ঋ, গ, ম। প্রাচীন সংস্কৃত রীতিতে প্রায় সমস্থান হইতে তালটী গৃহীত হইয়া ফাঁক স্থানে বিরামান্তে একটী পূর্ণমঞ্চ সমাধানন্তর পুনর্ব্বার সমস্থানে তালের পুনর্গ্রহণ হইয়া থাকে, যেমন দ্রুত ত্রিতালীতাল যথা—

\+ ১ ১ ০
। । । ।
সা, ঋ, গ, ম। পরন্তু আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত মতে সেটী অবিকল তদনুযায়িক হয় না, আধুনিক গায়কেরা তালটী সমস্থান হইতে গ্রহণ করণানন্তর যথাযোগ্য ফাঁক

\+ ১ ০ ১ +
। । । । ।
অর্থাৎ শূন্য স্থানে বিরাম না করিয়া পুনর্ব্বার সমে সমাপন করেন, যেমন সা, ঋ, গ, ম, সা।

* কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়। সঙ্গীতের সময় সামান্যতঃ অবলম্বিত লয়টী স্থির রাখা সঙ্গীতশিক্ষার্থিদের পক্ষে অতি কর্ত্তব্য, অর্থাৎ প্রথমে যথা পরিমাণ লয় আশ্রয় করিয়া গীতাদির আরম্ভ হইবে, সেই অবলম্বিত লয় অনুসারে তাহারই দ্রুত অর্থাৎ "দুন্" বা লঘু তাহারই অনুদ্রুত অর্থাৎ "চৌদুন্" তাহারই গুরু অর্থাৎ "ঠা" তাহারই ভগ্ন অর্থাৎ আড়ি যথা যোগ্য স্থানে ইচ্ছাধীন প্রয়োগ বিধেয়, পরন্তু যথা প্রথম অবলম্বিত লয় উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত দ্রুততা লঘুতা বা ভগ্নতানুসারে গতি কৌশল প্রদর্শনকে সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা যার পর নাই দোষ বলিয়া স্বীকার করেন। গানাদির সময় যথালম্বিত স্বরগ্রাম পরিত্যাগ করা যতদূর দূষ্য যথা নির্দ্দিষ্ট লয় উল্লঙ্ঘন করাও তদপেক্ষা স্বল্প দোষাবহ নহে, অতএব এতদুভয়ের প্রতি সঙ্গীত কুতুহলী মাত্রেরই সমভাবে বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন।

† লয়-প্রবৃত্তি-নিয়মো যতি রীত্যভিধীয়তে ইতি রাগবিবোধে।

কথিত উদাহরণটীতেও দ্রুত-ত্রিতালী বা কাওয়ালীর (*) আধুনিক নিয়মানুযায়িক একটী পূর্ণমঞ্চ প্রতিপন্ন করে। বস্তুতঃ-দ্রুত-ত্রিতালী চারিমাত্রায় সমাধা হয়, চলিত মতে দ্রুত-ত্রিতালী সম হইতে গ্রহণানন্তর ফাঁকে বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার সম স্থানে বিরাম করিতে গেলে, শাস্ত্র এবং যুক্তি এতদুভয়তই দুষ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু প্রথম মাত্রাতে দ্রুত-ত্রিতালীর সম হইয়া চতুর্থ মাত্রা ফাঁক স্থানে তালের বিরাম হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু চতুর্থ মাত্রাতে বিরাম না করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম মাত্রা সম স্থানে আসিলে দ্রুত-ত্রিতালী পাঁচটী মাত্রার তাল হইয়া থাকে। চারি মাত্রা বিশিষ্ট তালকে পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট করা নিতান্ত অযৌক্তেয়। যদ্যপি এমন কেহ সন্দেহ করেন যে দ্রুত-ত্রিতালী চারি মাত্রা বিশিষ্ট তাল, পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট তাল হইলে সঙ্গতে বেতালা হয় না কেন ? তাহার সদুত্তর এই ; আমাদের দেশে তাল বিরামে মঞ্চ মঞ্চ ভাগ করা রীতি নাই, যে স্থান হইতে তাল গ্রহণ হইয়াছে, সেই গ্রহণ স্থানে প্রতিগ্রহণে প্রতিবার "হা" দেওয়া ব্যবহার আছে, অবিচ্ছেদে সঙ্গত হওয়া জন্য মধ্যে মধ্যে সেই বিরাম কাল দুষ্য সহসা বোধ হয় না। পরন্তু গানাদির অবসানে সেই সমে আসিয়া যেমন "হা" দিবেন, তখন সম স্থানে বিরাম জন্য তালানুযায়িক নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষাকৃত একটী অধিক হইবে। যেমন দুই সপ্তাহ চতুর্দ্দশ দিবস মাত্র অর্থাৎ এক রবিবার হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া পর সপ্তাহের শনিবার পর্য্যন্ত গণনাবসান হইলে চতুর্দ্দশ দিবস পূর্ণ হয়, কিন্তু যদ্যপি পূর্ব্ব সপ্তাহের রবিবার হইতে গণনারম্ভ করিয়া পর সপ্তাহের শনিবারে গণনা শেষ করা না যায় তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম গ্রহণ দিবস রবিবার পর্য্যন্ত গণনা সমাধা হইলে তাহাতে দুই সপ্তাহ চতুর্দ্দশ দিবস মধ্যে তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস গ্রহণ জন্য অপেক্ষাকৃত কি এক দিন অধিক হইবে না ? পরন্তু ক্রমান্বয়ে সপ্তাহ সপ্তাহ গণনা করিলে ঐ দোষ অনুভব হওয়া দুষ্কর। পাঠক বিবেচনা করিবেন কোন তাল বিশেষের সম স্থান হইতে আরম্ভ করণানন্তর যথাযোগ্য স্থানে বিরাম না করিয়া পুনর্গ্রহণ স্থানে বিরাম করাও তদনুরূপ। এই রূপ ঘটনা যে যাবতীয় তাল সম্বন্ধে ব্যবহারানুযায়িক বিশ্রাম বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে তাহা কদাচ নহে, এমন অনেক তাল আছে যাহা সংস্কৃতানুযায়িক তাল-বিশ্রাম স্থলে

(*) কাবাল জাতীয় গায়কেরা এই তাল সর্ব্বদা ব্যবহার করন হেতু ইহার অপর একটী নাম কাওয়ালী।

ব্যবহারানুগত বিরামও হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে সে সকল কথার বিশেষ প্রয়োজন করে না।

সেতারের গতে প্রায় তিন চারিটী তালের সাধারণতঃ প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দ্রুত-ত্রিতালী, মধ্যমান এবং শ্লথ-ত্রিতালীর গত্ই অধিক, এতদ্ব্যতীত একতালা কদাচিৎ সওয়ারি বা পঞ্চমসওয়ারি এবং অন্যান্য তালেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। গতাদিতে যেমন ডারা, ডারা ইত্যাদি কতকগুলি কাল্পনিক বোল ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তেমনি তাল সম্বন্ধেও সঙ্গতি করিবার সময় ধাধিন্, ধিন্, তেটে, কেটে, থুনা, রে প্রভৃতি বহুবিধ বোলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে, পরন্তু এই সকল বোল বর্ণানুযায়িক মাত্রানুসারে ব্যবহার না হইয়া তালগত যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুরূপ প্রতিপন্ন হয়। দ্রুত-ত্রিতালী চারিমাত্রার তাল যথা—

দ্রুত-ত্রিতালী।

```
+              ১              ০              ১
|              |              |              |
ধাধিন্ধা,        ধাধিন্ধা,        তিতিন্তা         নাধিন্ধা।
```

মধ্যমান আট মাত্রার তাল যথা—

মধ্যমান।

```
+        ১         ০         ১
|   |    |    |    |    |    |    |
ধিন্ধা ধিধী,  ধিন্ধা ধিধী,  ধিন্তা তিতী,  তিন্ধা ধিধী।
```

কথিত অষ্টমাত্রা বিশিষ্ট মধ্যমান তাল চারি মাত্রা বিশিষ্ট দ্রুত-ত্রিতালী অপেক্ষা দ্বিগুণতর গুরুত্ব ভাবে ব্যবহার্য্য।

শ্লথ-ত্রিতালী ষোল মাত্রার তাল যথা—

শ্লথ-ত্রিতালী।

```
+    ৫    ১    ৫    ০    ০    ১    ৫
| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
ধা আ, ধি ন্না, ত্রেকে ধা, ধি ন্না, থু উন্, থুন্ না তেটী খেতা, গেদা ঘিনি।
```

ইহা এই অনুযায়িক ব্যবহার হয়, শ্লথ-ত্রিতালী, কাওয়ালী অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং মধ্যমান অপেক্ষা দ্বিগুণতর গুরু।

একতালা ছয় মাত্রার তাল যথা—

একতালা।

```
+           ১            ১
|     |     |     |      |      |
ধিনি   ধাগ্,   থুনা   তেটে,   ধাগ্   থুনা।
```

যখন উপরোক্ত বোলযোগে গীতাদির সহিত সঙ্গতি করা যায়, তখন ঐ সকল বোল কিঞ্চিৎকাল-সাপেক্ষ উচ্চার্য্য জন্য পাঁচ পাঁচটী হ্রস্ব অক্ষর উচ্চারণের কাল অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, উচ্চারণ কাল এক মাত্র কাল জন্য ব্যবহার হয়, এই সঙ্গীত শাস্ত্র সিদ্ধ (*)।

স্বরনিবন্ধনী-প্রকরণ।

ডারা ডারা ইত্যাদি বোল যথা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুযায়িক তালে এবং স্বরবর্ণ বিভূষিত শ্রুতি-মনোহর রাগে সংবদ্ধ হইয়া নানা ছন্দোযোগে সেতারাদি যন্ত্রে যাহা বাদিত হয় সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থকারেরা তাহাকে স্বরনিবন্ধনী কহেন। সচরাচর গায়কেরা স্বরনিবন্ধনীকে গত্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ গত্ আবার যদি এস্‌রারে বাদিত হয় তাহা হইলে উহাকে "লেহারা" বলে, "লেহারা" এবং "গত্"এই উভয় শব্দই পারস্য, সামান্যতঃ স্বরনিবন্ধনী মাত্রেতেই প্রায় দুইটী করিয়া পাদ বা ভাগ থাকে প্রথমটীর নাম আস্থায়ী এবং পরেরটীর নাম অন্তরা। আস্থায়ী এবং অন্তরা ব্যতীত বাদকেরা স্বীয় স্বীয় ইচ্ছাধীন সমস্থান স্থির রাখিয়া আরও অতিরিক্ত পাদবিশেষ সংস্কারগত যথারাগানুযায়িক বিস্তার করিতে পারেন ; পারসীক ভাষায় ঐরূপ স্বরনিবন্ধনীর ইচ্ছাগত অতিরিক্ত পাদনিচয়কে "উপজ" কহে, সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম ক্ষুদ্রতানিকা। প্রত্যেক ক্ষুদ্রতানিকার অন্তে পূর্ব্ব সমস্থান স্থির রাখিয়া প্রথম পাদ আস্থায়ী প্রত্যেক বার প্রদর্শান কর্ত্তব্য।

সঙ্গীত গুরু ভরতাচার্য্য বলেন, ষড়্জাদি সপ্ত স্বর মণ্ডিত শ্রুতি, গমক এবং মূর্চ্ছনাদি (†) বিভূষিত লোকচিত্তহারী যে ধ্বনি বিশেষ তাহার নাম রাগ। পৃথিবী সৃষ্টিকালে ভগবান্ ব্রহ্মা আদি ছয়টী রাগ মাত্র ছয়টী ঋতুর অনুসারি করিয়া প্রজা রঞ্জন জন্য প্রথমে প্রচার করেন, যথা-শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, ভৈরব এবং নট-নারায়ণ। অনন্তর ঐ ছয়টী রাগের ছত্রিশটী রাগিণী বা ভার্য্যা ক্রমে কল্পিত হয়। ঐ ছয় রাগ এবং ছত্রিশটী রাগিণী পরস্পর মিশ্রণে আবার বহুতর উপরাগ এবং উপরাগিণী ক্রমশঃ সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। উক্ত রাগ রাগিণী সকল শুদ্ধ, শালঙ্ক, এবং সংকীর্ণ এই তিন জাতিতে বিভক্ত। যে সকল রাগ অন্য

(*) পঞ্চ হ্রস্বাক্ষরোচ্চার কালোমাত্রাভিধীয়তে। ইতি সর্ব্ব সঙ্গীত শাস্ত্রেপি।

(†) গমক এবং মূর্চ্ছনার বিষয় পরে জ্ঞাতব্য।

রাগের সংস্রবে না জন্মিয়া সতঃসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয় তাহাদের নাম শুদ্ধ জাতি, কথিত আদি ছয়টী রাগ ব্যতীত শুদ্ধ জাতীয় রাগ আর নাই(১)। দুইটী রাগের মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে তাহারা শালঙ্ক জাতীয় আর বহুতর রাগ সংযোগে যে সকল রাগ জন্মিয়া থাকে তাহাদিগকে সংকীর্ণ জাতীয় রাগ বলে। সচরাচর সংকীর্ণ জাতীয় রাগের ভাগই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন জাতীয় রাগ আবার প্রত্যেকেই ওড়ব, খাড়ব এবং সম্পূর্ণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে সকল রাগ পাঁচ স্বরে মণ্ডিত অর্থাৎ পাঁচটীস্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহারা ওড়ব (২) শ্রেণীভুক্ত। ছয় স্থর বিশিষ্ট যে রাগ গুলি তাহারা খাড়ব (৩) শ্রেণীয়, আর সাত স্থর বিশিষ্ট যে রাগ সমূহ সেগুলিকে সম্পূর্ণ রাগ শ্রেণীভুক্ত কহে (৪)। ষড়্জাদি অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাত স্বরের মধ্যে যে রাগ বিশেষে যে স্বর বিশেষ বহুল প্রয়োগ হয় সেই স্বরেরই নাম বাদী বা অংশ অথবা রাজা, হিন্দী ভাষায় যাহাকে সচরাচর "জান্" বলে। বাদীর সহযোগী যে স্থর তাহাকে সম্বাদী বা মন্ত্রী বলা যায়। রাগ বিশেষে যে স্থর বিশেষ সংযোজিত হইলে রাগ ভ্রষ্ট হয়, তাহার নাম বিবাদী অথবা বৈরী। বাদী, সম্বাদী এবং বিবাদী ব্যতীত অবশিষ্ট যে স্থরগুলি তাহাদের নাম অনুবাদী বা ভৃত্য। সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত যে সকল রাগ তদন্য বিকৃত স্বর ব্যতীত তাহাদের বিবাদী স্থর কখনই সম্ভবে না। যেহেতু সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত রাগ সমূহে তদুপযোগী সাত স্থরেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে।

---

(১) গায়কের আদি ছয়টী রাগ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। ইহার মিমাংসা সঙ্গীতসার এবং আদি ছয় রাগ বিষয়ক প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। অপরঞ্চ রাগ অথবা রাগিণী এতদুভয় শব্দই রাগ শব্দবাচ্য ইতি কোহেলিয়ে।

(২) পাঁচটী মাত্র স্বরে যে স্বর-গ্রাম বিশেষ পূর্ণ হয় তাহাকে ইংরাজি মতে (Pentatonic scale.) "পেন্টাটনিক্ স্কেল্" কহে।

(৩) ছয়টী স্থর মাত্রে যে স্বর গ্রাম বিশেষ পূর্ণ হয় তাহাকে ইংরাজি সঙ্গীত গ্রন্থে (Hexatonic scale,) "হেক্সাটনীক্ স্কেল্" কহে।

(৪) সাতটী স্থরে যে একটী পূর্ণ প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থির হয় ইংরাজি ভাষায় তাহাকে (Diatonic scale.) "ডায়টনিক্ স্কেল্" বলে। অপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাইশ শ্রুতি যুক্তে যে গ্রাম-বিশেষ নিষ্পন্ন হয় ঐরূপ গ্রাম বিশেষকে ইংরাজ সঙ্গীত বেত্তারা (Enharmonic scale.) "এন্হারমনিক্ স্কেল্" বলেন। "এনহারমনিক্ স্কেল্" পদ্ধতি অধুনাতন ইউরোপীয়েরা ব্যবহার করেন না, প্রাচীন গ্রিক্ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যেই ইউরোপ খণ্ডে উহার বিশেষ প্রচলন ছিল ; পরন্তু এখনও পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার গ্রাম-প্রণালী ভারতবর্ষে ত বিশেষ ব্যবহার আছেই এতদ্ব্যতীত আরবা, পারস্থ, চীন প্রভৃতি আসিয়াস্থ দেশ নিচয়ে উহার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। দ্বাদশটী বিকৃত-স্বরে যে স্বরগ্রাম বিশেষ নিষ্পন্ন হয় তাহার ইংরাজী নাম (Chromatic scale.) "ক্রোমেটিক্ স্কেল্"।

১

লুম। সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

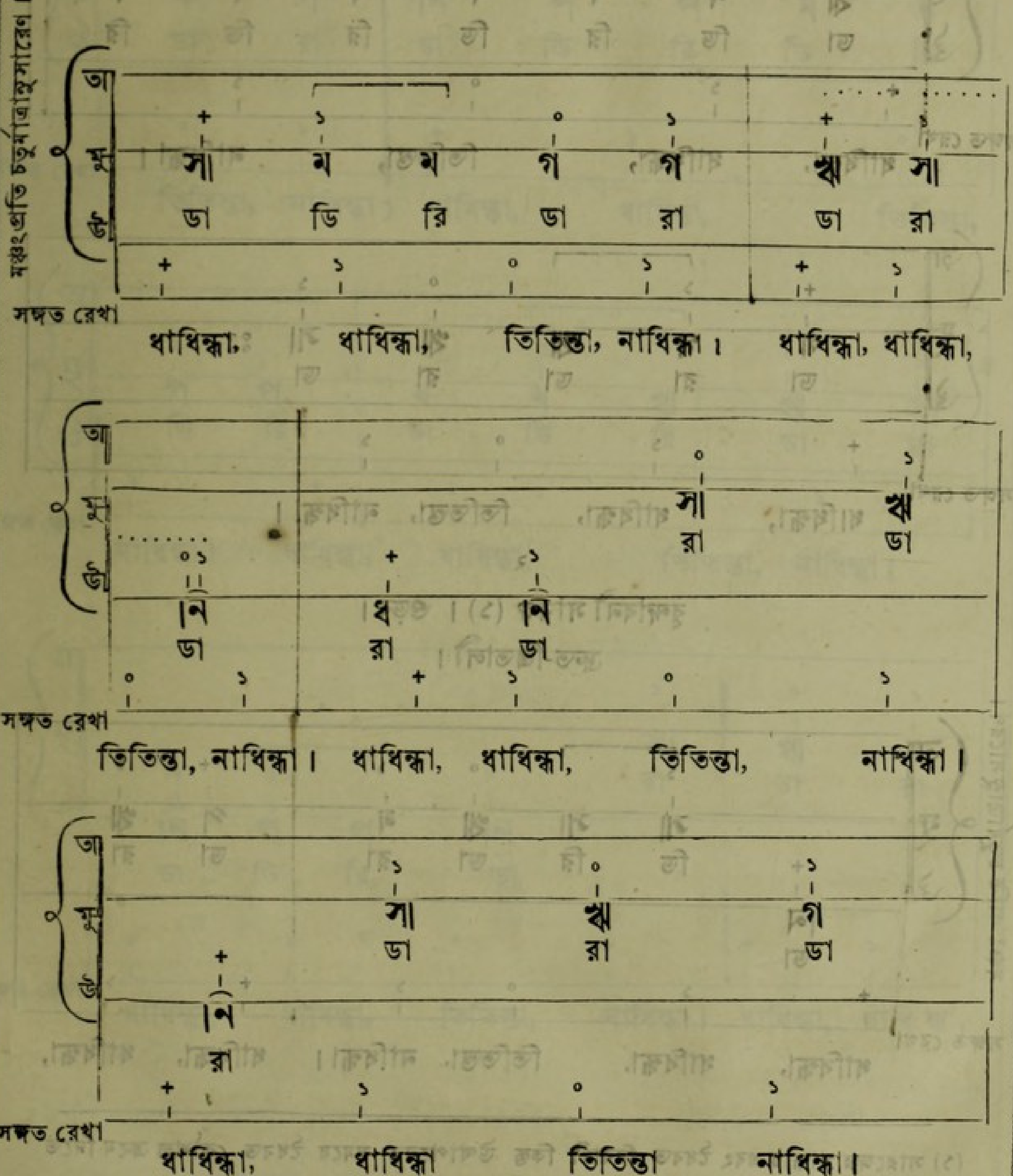

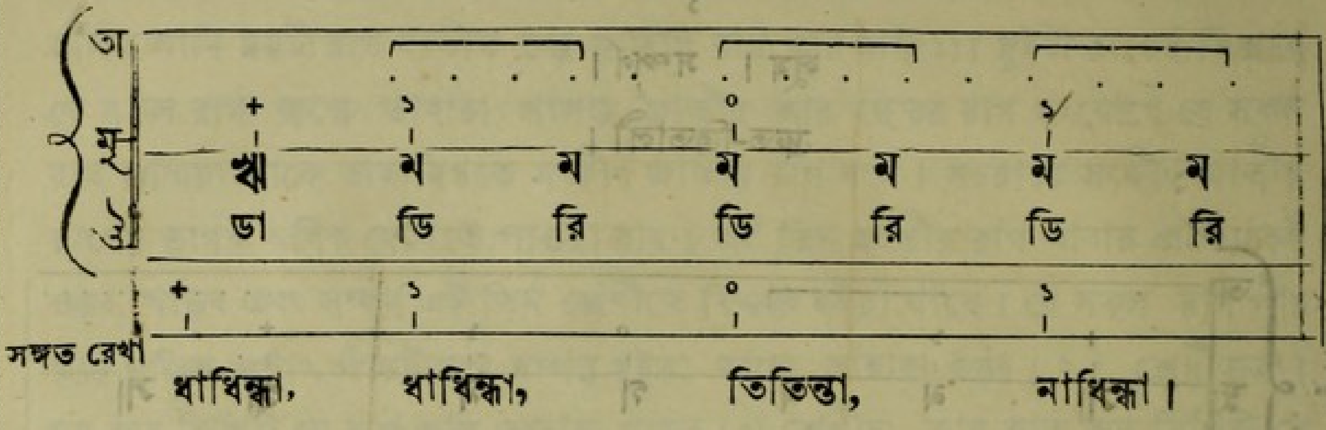

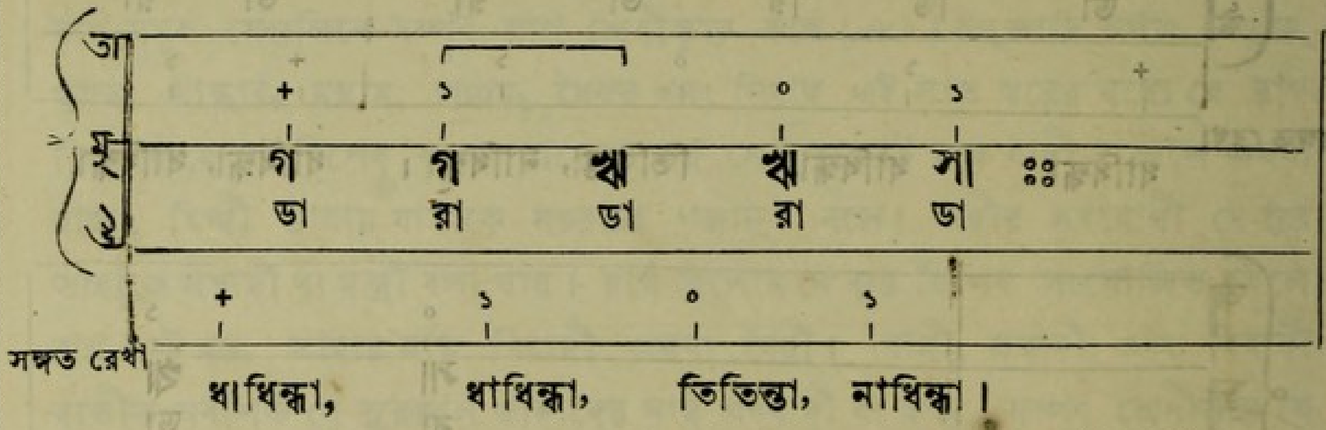

২

বৃন্দাবনী সারঙ্গ (১)। ওড়ব।

দ্রুত-ত্রিতালী।

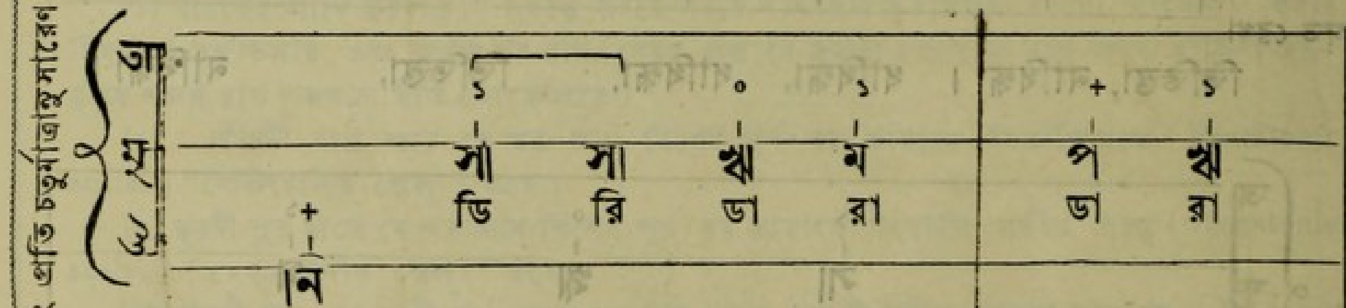

(১) সারঙ্গের গান্ধার এবং ধৈবত বিবাদী কিন্তু উত্থাপনের সময়ে ধৈবত কৌশল ক্রমে দিতে পারিলে রাগ নষ্ট হয় না।

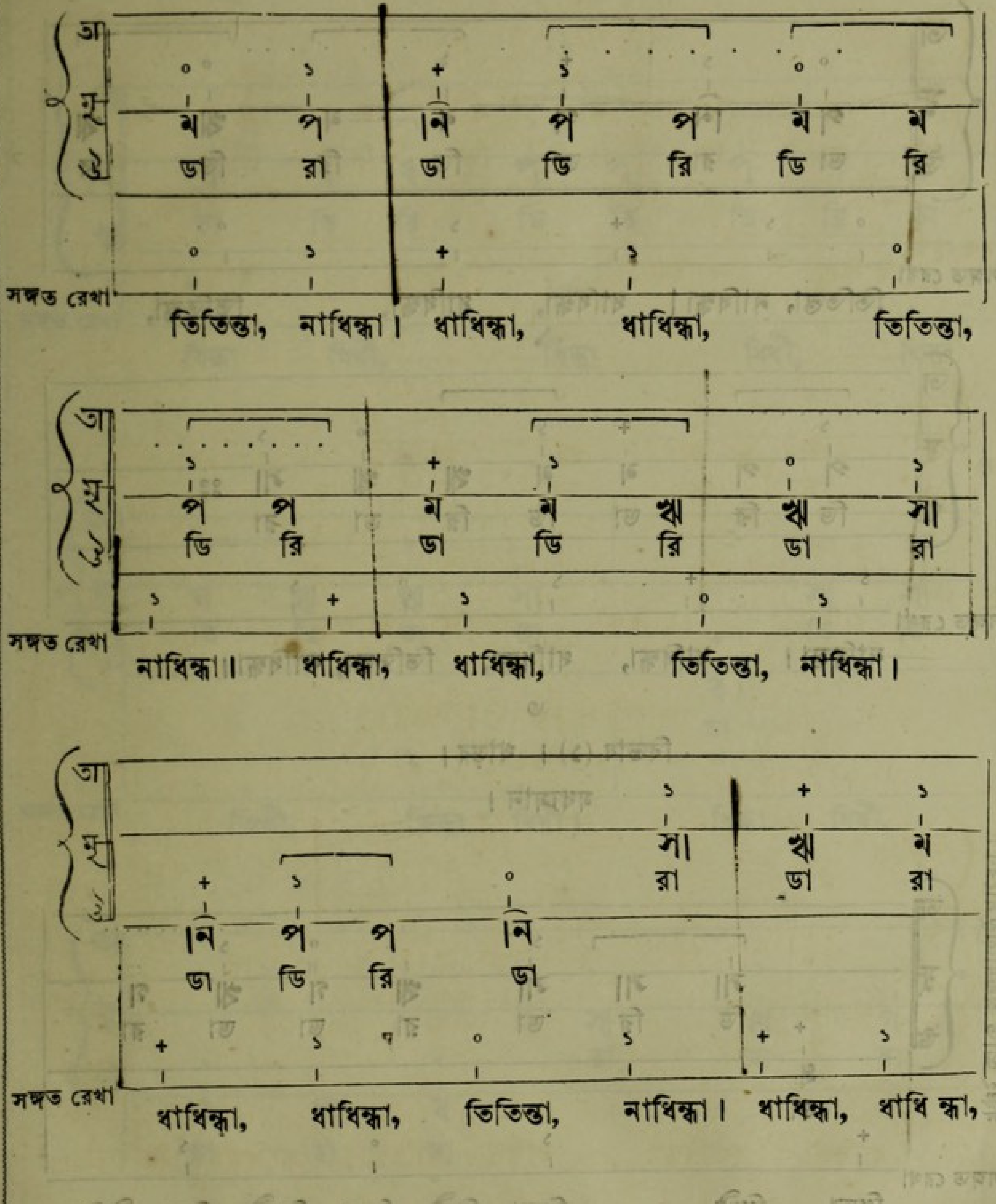
আ স্থা ই
০ ১ + ১ ০
ম প নি প প ম ম
ডা রা ডা ডি রি ডি রি
০ ১ + ২ ০
সঙ্গত রেখা
তিতিন্তা, নাধিন্ধা। ধাধিন্ধা, ধাধিন্ধা, তিতিন্তা,
আ স্থা ই
১ + ১ ০ ১
প প ম ম ঋ ঋ সা
ডি রি ডা ডি রি ডা রা
১ + ১ ০ ১
সঙ্গত রেখা
নাধিন্ধা। ধাধিন্ধা, ধাধিন্ধা, তিতিন্তা, নাধিন্ধা।
আ স্থা ই
১ + ১
সা ঋ ম
রা ডা রা
+ ১ ০
নি প প নি
ডা ডি রি ডা
+ ১ ০ ১ + ১
সঙ্গত রেখা
ধাধিন্ধা, ধাধিন্ধা, তিতিন্তা, নাধিন্ধা। ধাধিন্ধা, ধাধি ন্ধা,

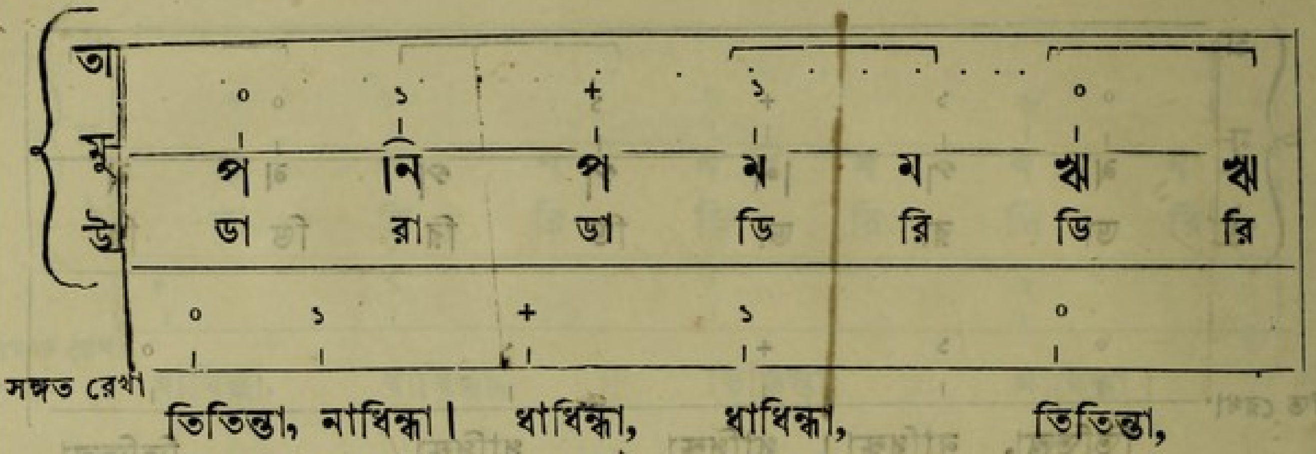

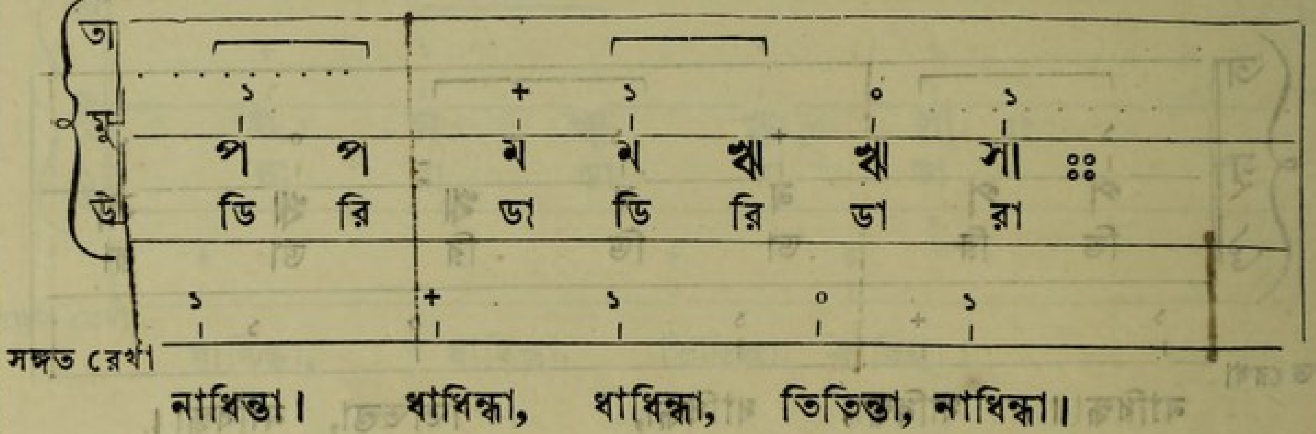

৩

বিভাষ (১)। খাড়ব।

মধ্যমান।

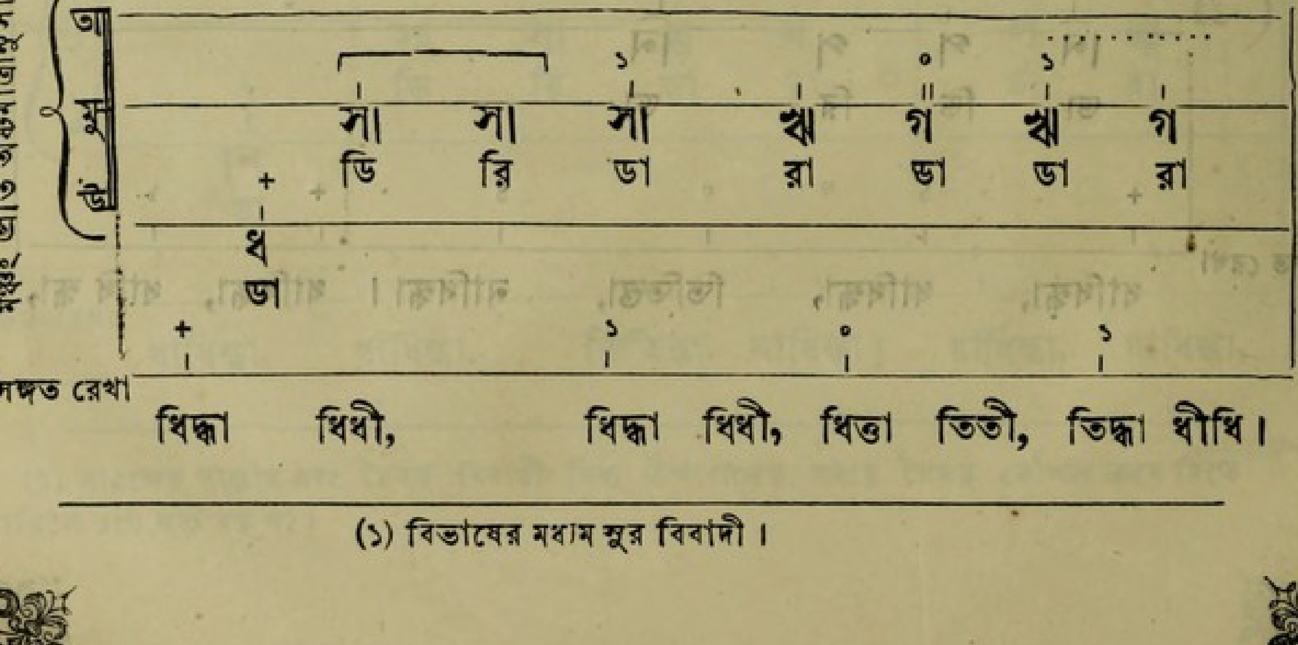

(১) বিভাষের মধ্যম সুর বিবাদী।

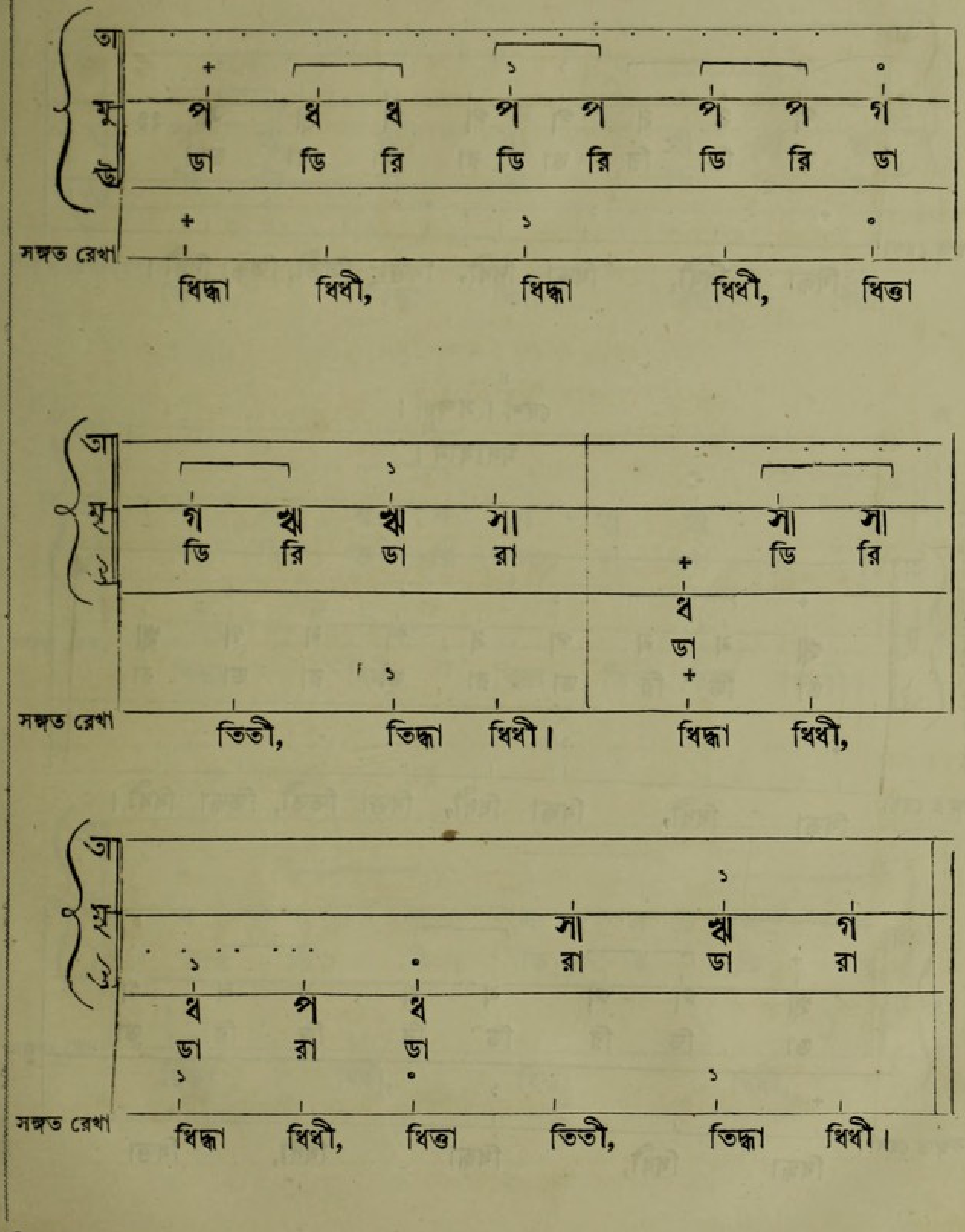
আ
মু
উ
প ধ ধ প প প প গ
ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা
সঙ্গত রেখা
ধিদ্ধা ধিধী, ধিদ্ধা ধিধী, ধিত্তা
গ ঋ ঋ সা সা সা
ডি রি ডা রা ডি রি
ধ
ডা
সঙ্গত রেখা
তিতী, তিদ্ধা ধিধী। ধিদ্ধা ধিধী,
সা ঋ গ
রা ডা রা
ধ প ধ
ডা রা ডা
সঙ্গত রেখা
ধিদ্ধা ধিধী, ধিত্তা তিতী, তিদ্ধা ধিধী।

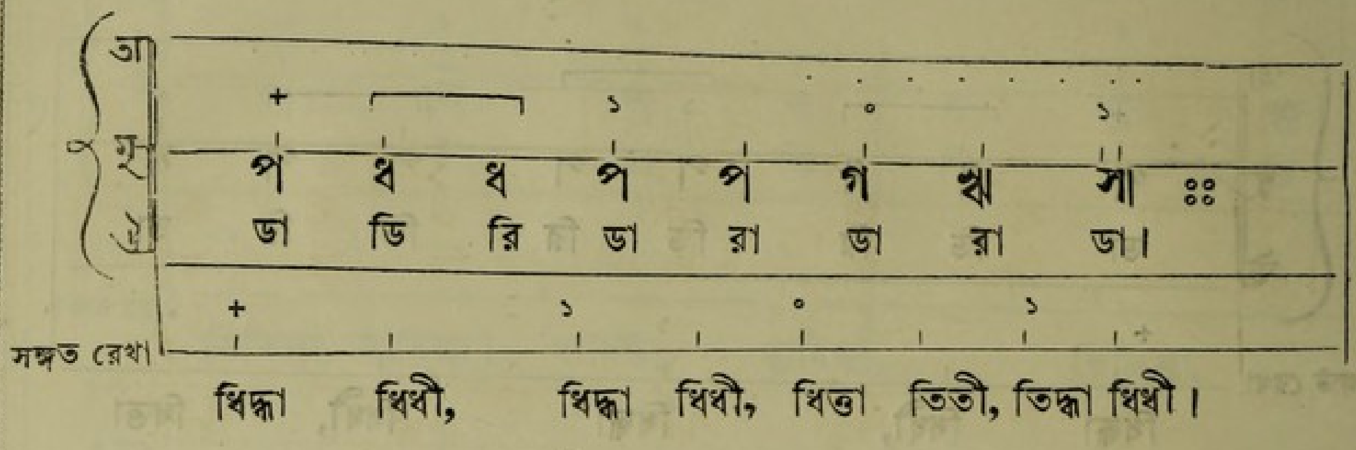

৪

দেশ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

মন্দ্রঃপ্রভৃতি অক্টাভানুসারেণ।

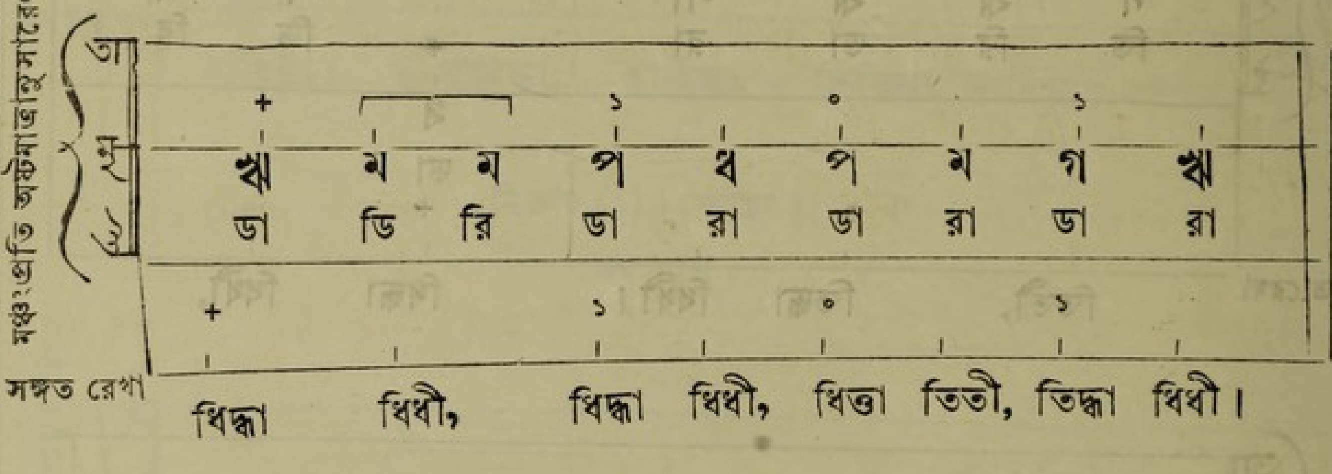

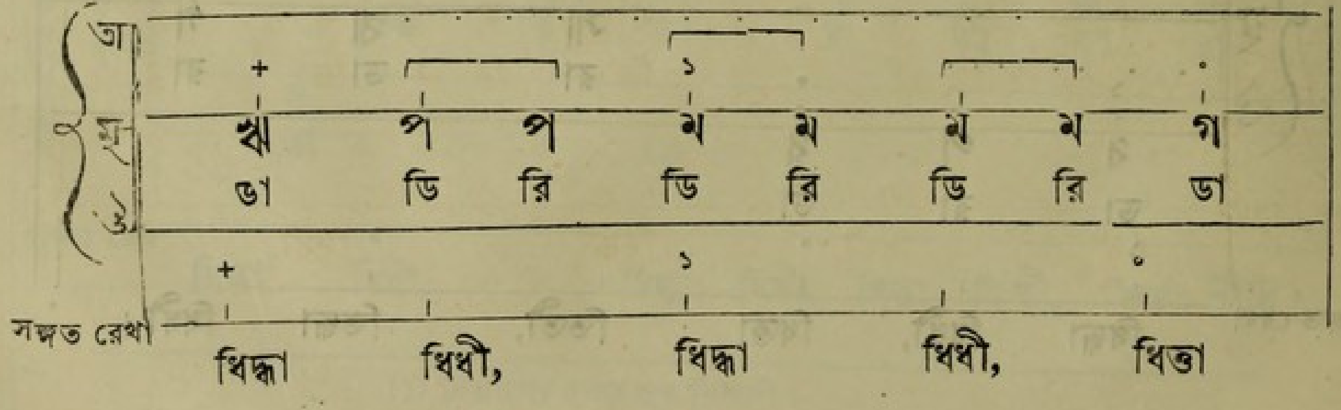

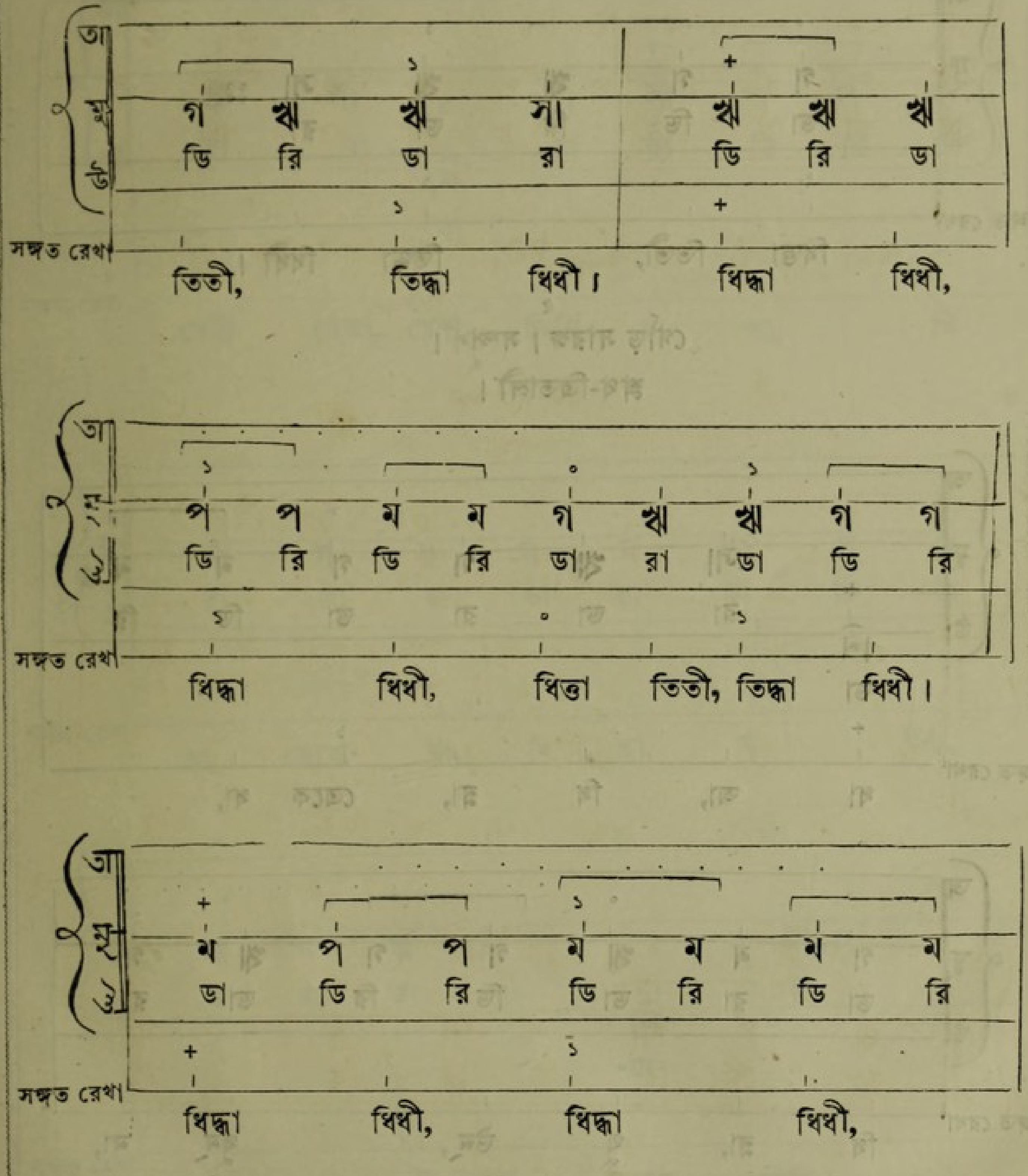
আস্থাউ
গ ঋ ঋ সা। ঋ ঋ ঋ
ডি রি ডা রা ডি রি ডা
সঙ্গত রেখা
তিতী, তিদ্ধা ধিধী। ধিদ্ধা ধিধী,
প প ম ম গ ঋ ঋ গ গ
ডি রি ডি রি ডা রা ডা ডি রি
সঙ্গত রেখা
ধিদ্ধা ধিধী, ধিত্তা তিতী, তিদ্ধা ধিধী।
ম প প ম ম ম ম
ডা ডি রি ডি রি ডি রি
সঙ্গত রেখা
ধিদ্ধা ধিধী, ধিদ্ধা ধিধী,

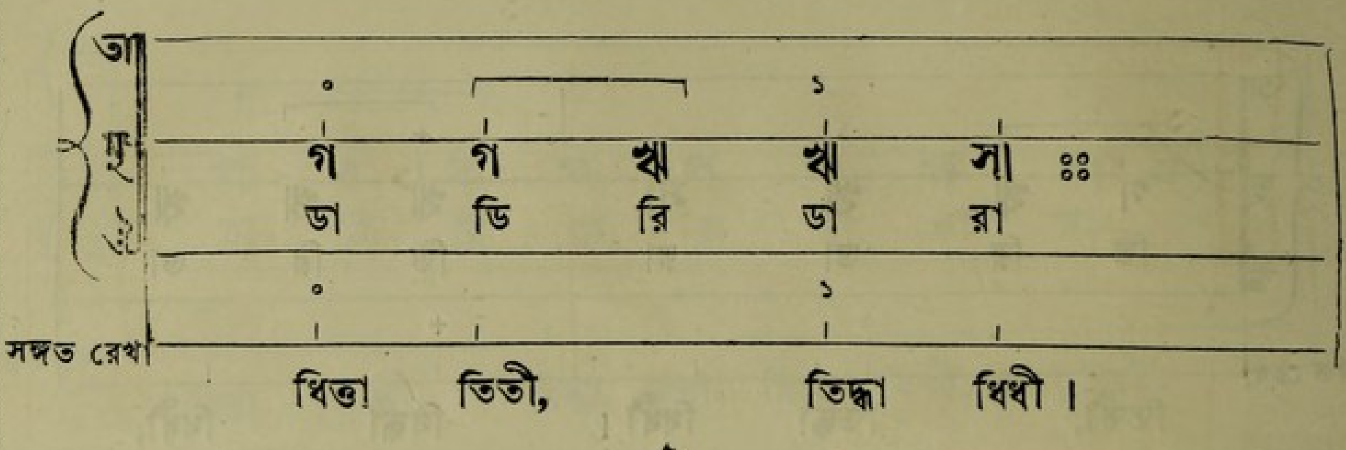

৫

গৌড় সারঙ্গ। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

মঙ্কঃ প্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

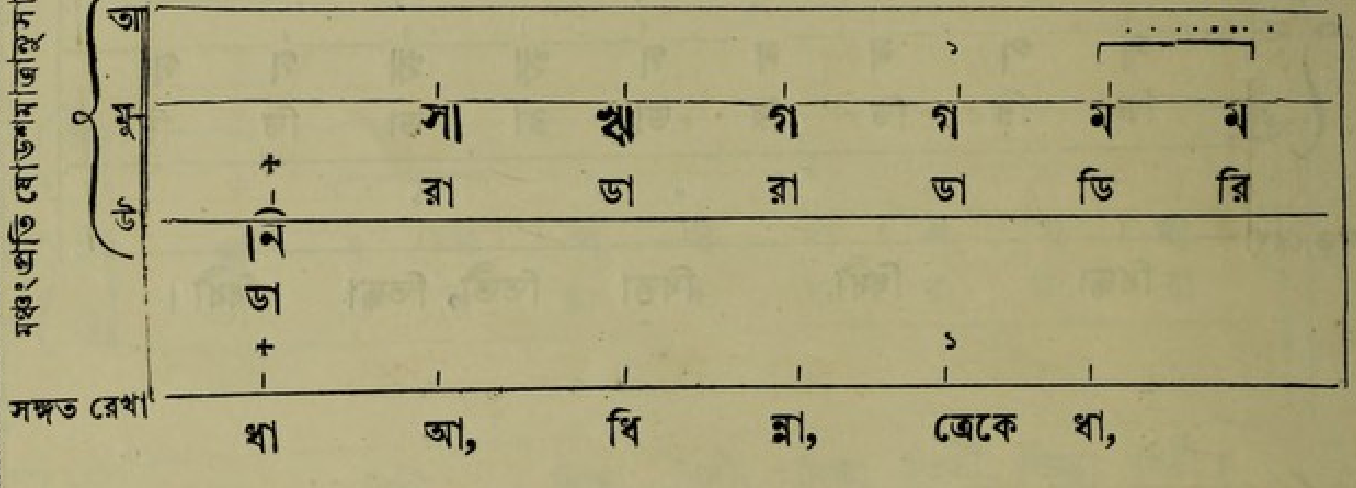

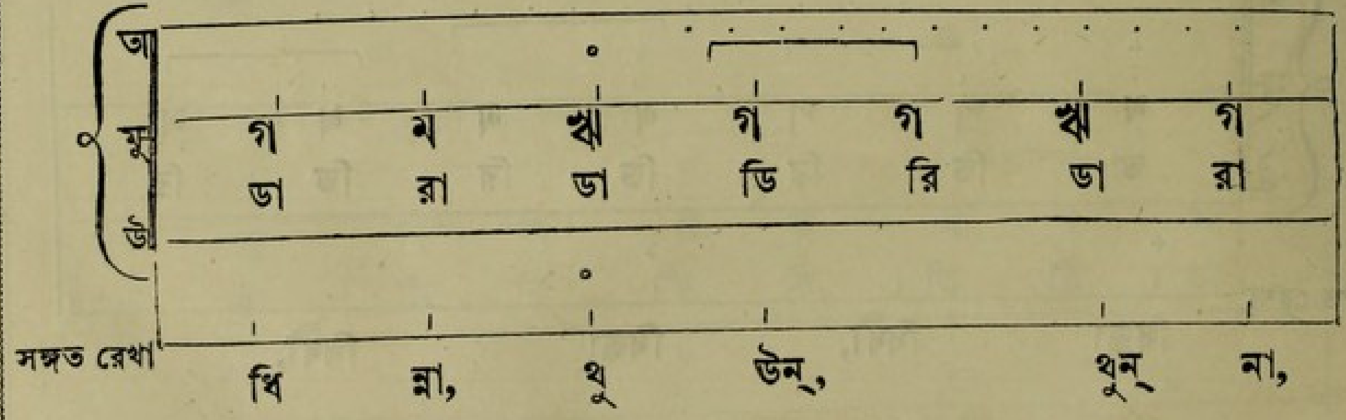

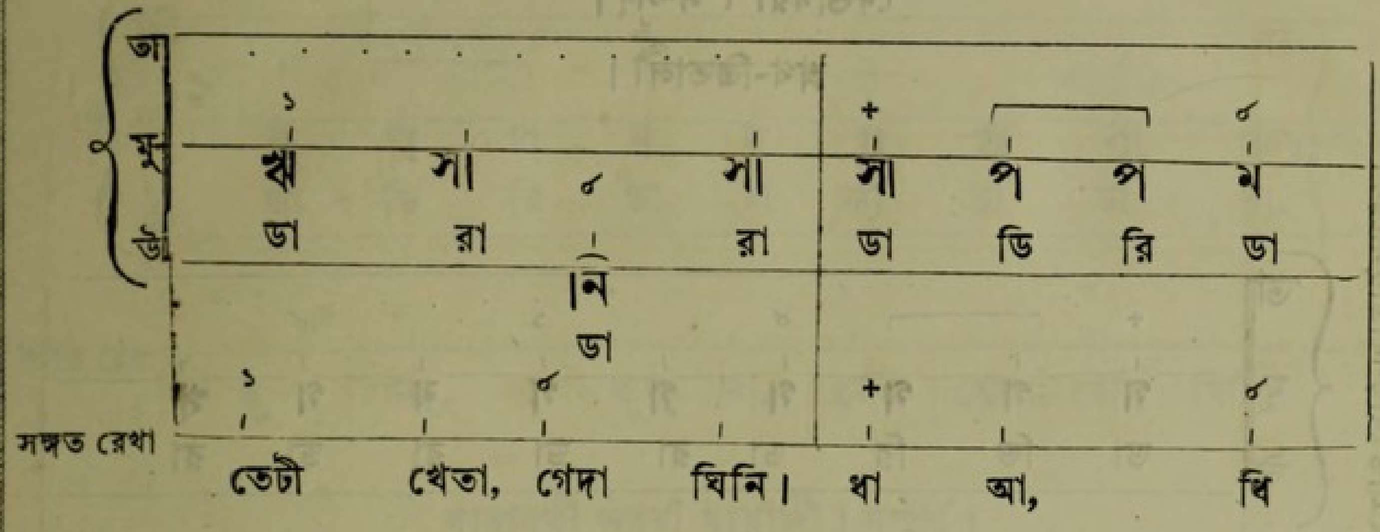
আ
মু
উ
ঋ সা সা সা প প ম
ডা রা রা ডা ডি রি ডা
নি
ডা
সঙ্গত রেখা
তেটী খেতা, গেদা ঘিনি। ধা আ, ধি

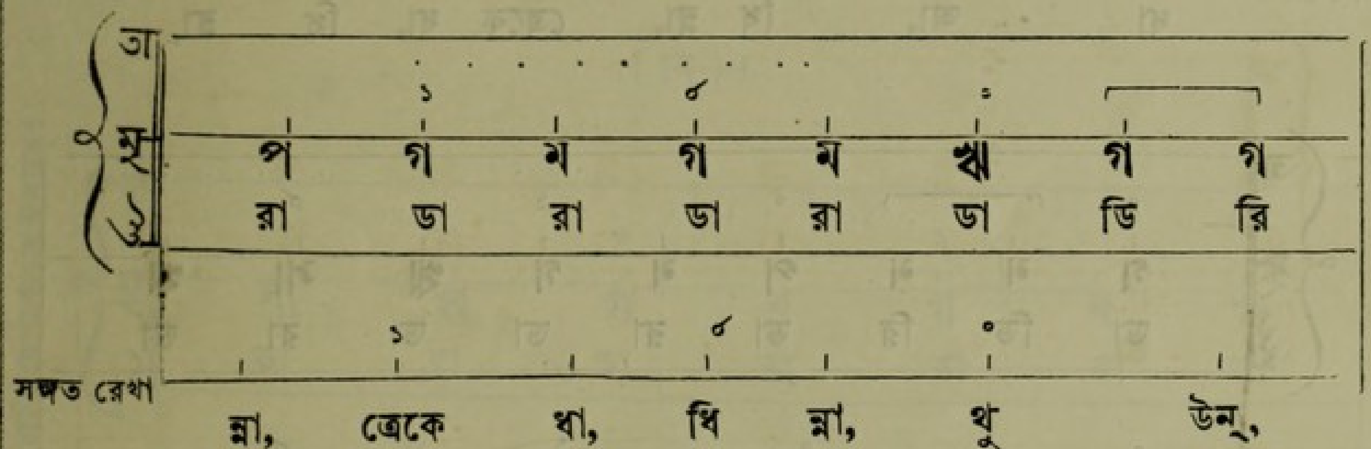
প গ ম গ ম ঋ গ গ
রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি
সঙ্গত রেখা
ন্না, ত্রেকে ধা, ধি ন্না, থু উন্,

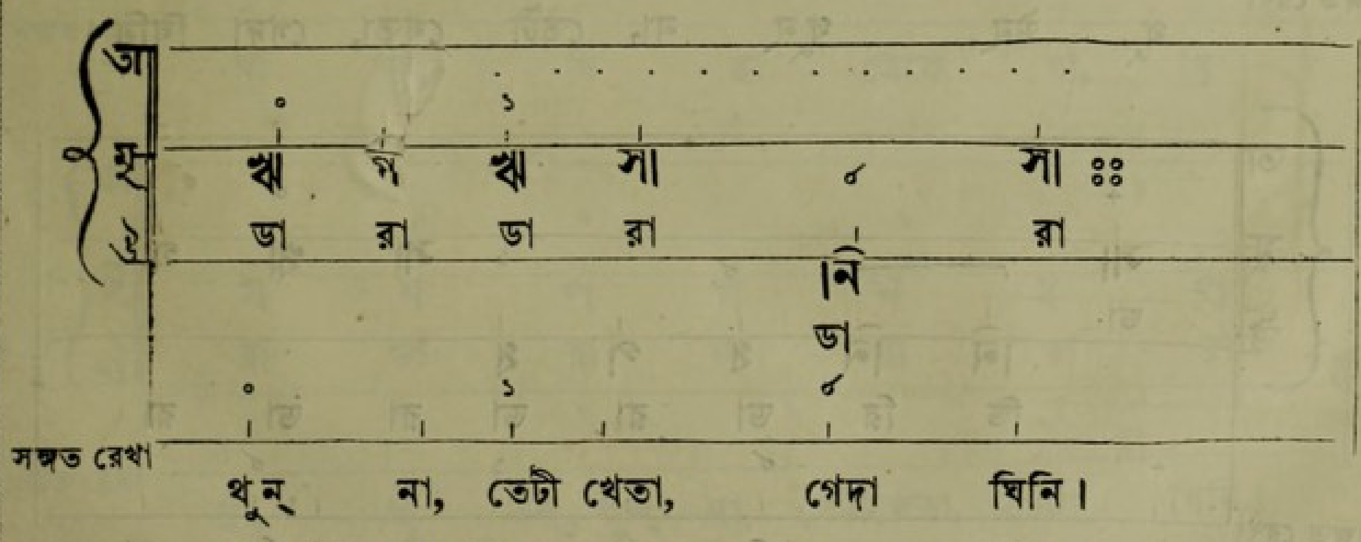
ঋ গ ঋ সা সা ঃঃ
ডা রা ডা রা রা
নি
ডা
সঙ্গত রেখা
থুন্ না, তেটী খেতা, গেদা ঘিনি।

দেওগিরী। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

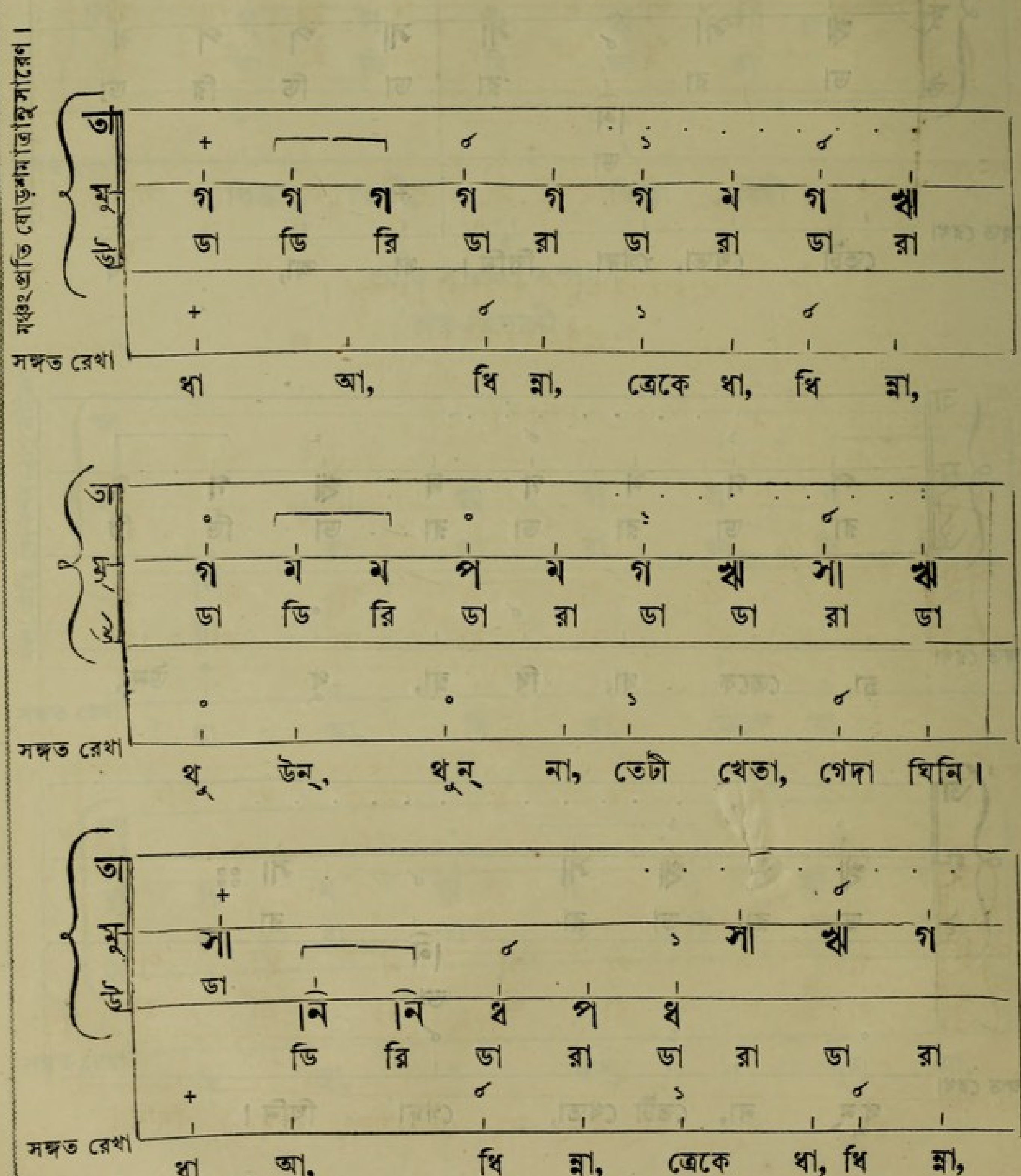

আ স্থা ই

০ ০ ১ ৪

ম প প ম ম গ ঋ সা ঋ ঃঃ

ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা

০ ০ ১ ৪

সঙ্গত রেখা

থু উন্, থুন্ না, তেটী খেতা, গেদি ঘিনি।

৭

খাম্বাবতী অথবা খাম্বাজী। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

△
(নি)।

মঙ্কঃপ্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

আ স্থা ই

\+ ৪ ১ ৪

সা ঋ গ ম গ ম ঋ

ডা রা ডা রা ডা রা ডা

\+ ৪ ১ ৪

সঙ্গত রেখা

ধা আ, ধি ন্না, ত্রেকে ধা, ধি

আ স্থা ই

০ ০ ১ ৪

গ ম প গ ম ধ প

রা ডা র্রা ডা রা ডা রা

০ ০ ১ ৪

সঙ্গত রেখা

ন্না, থু উন্, থুন্ না, তেটীখেতা, গেদা ঘিনি।

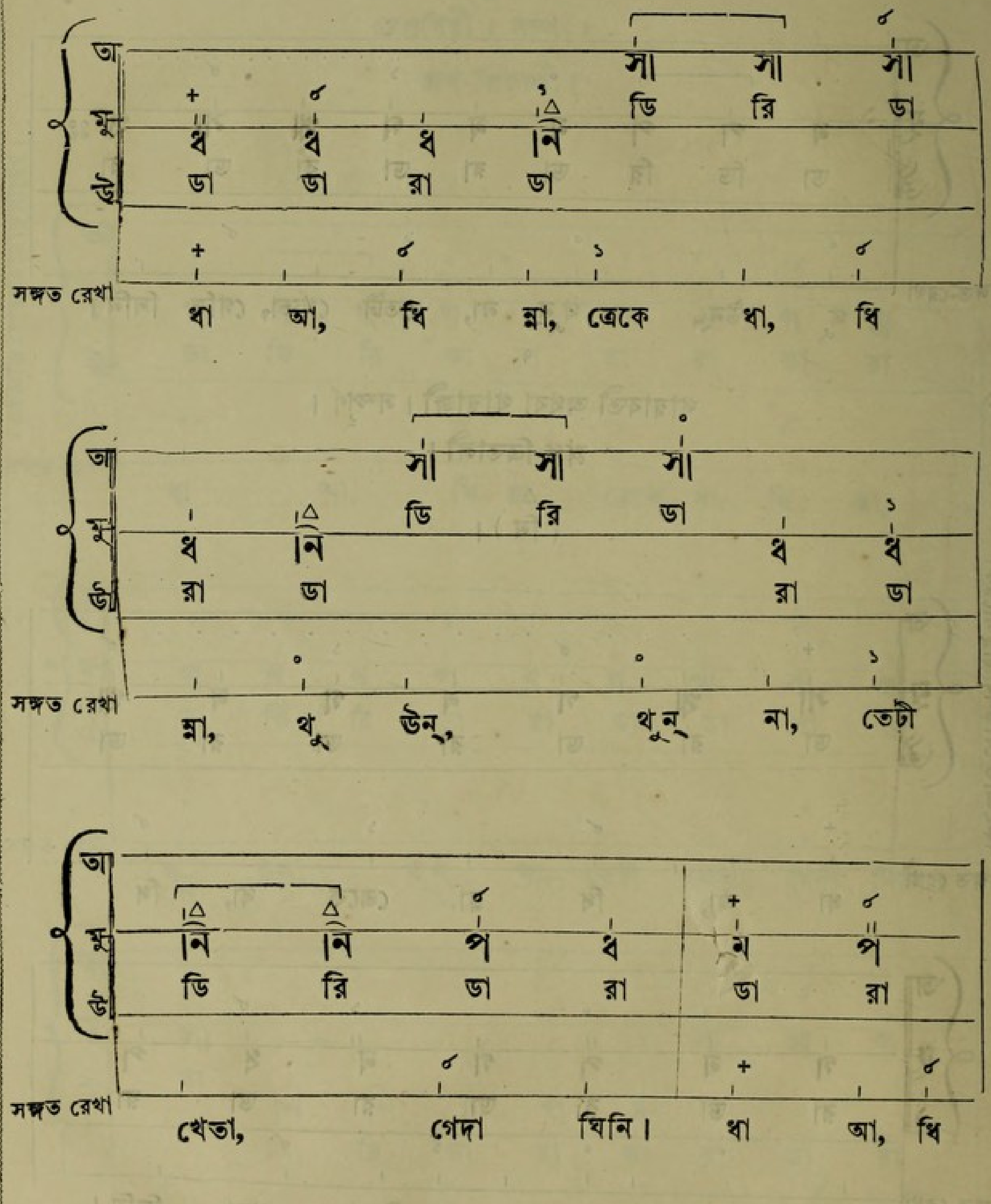
আ
মু
উ
সা সা সা
ডি রি ডা
ধ ধ ধ নি
ডা ডা রা ডা
সঙ্গত রেখা
ধা আ, ধি ন্না, ত্রেকে ধা, ধি
সা সা সা
ডি রি ডা
ধ নি ধ ধ
রা ডা রা ডা
সঙ্গত রেখা
ন্না, থু উন্, থুন্ না, তেটী
নি নি প ধ ম প
ডি রি ডা রা ডা রা
সঙ্গত রেখা
খেতা, গেদা ঘিনি। ধা আ, ধি

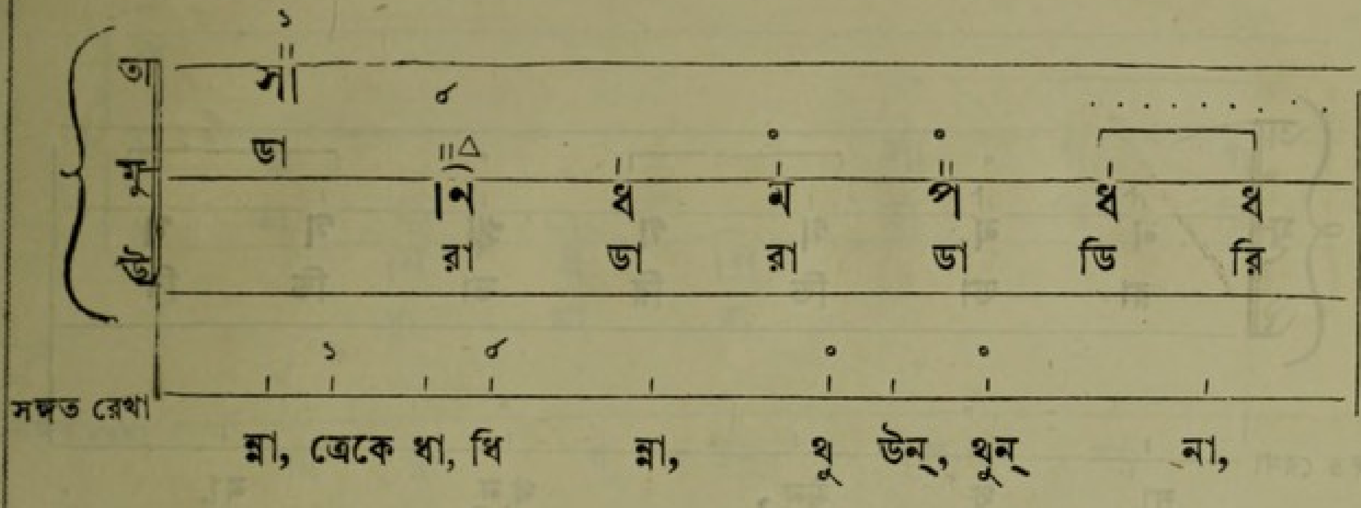

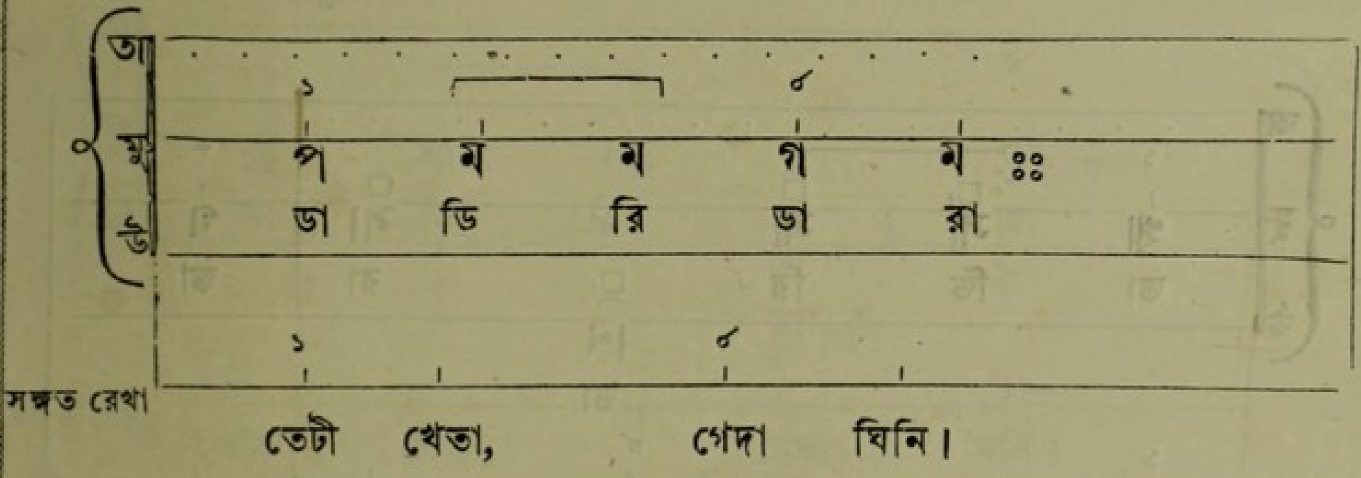

ইমন। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(ম)।

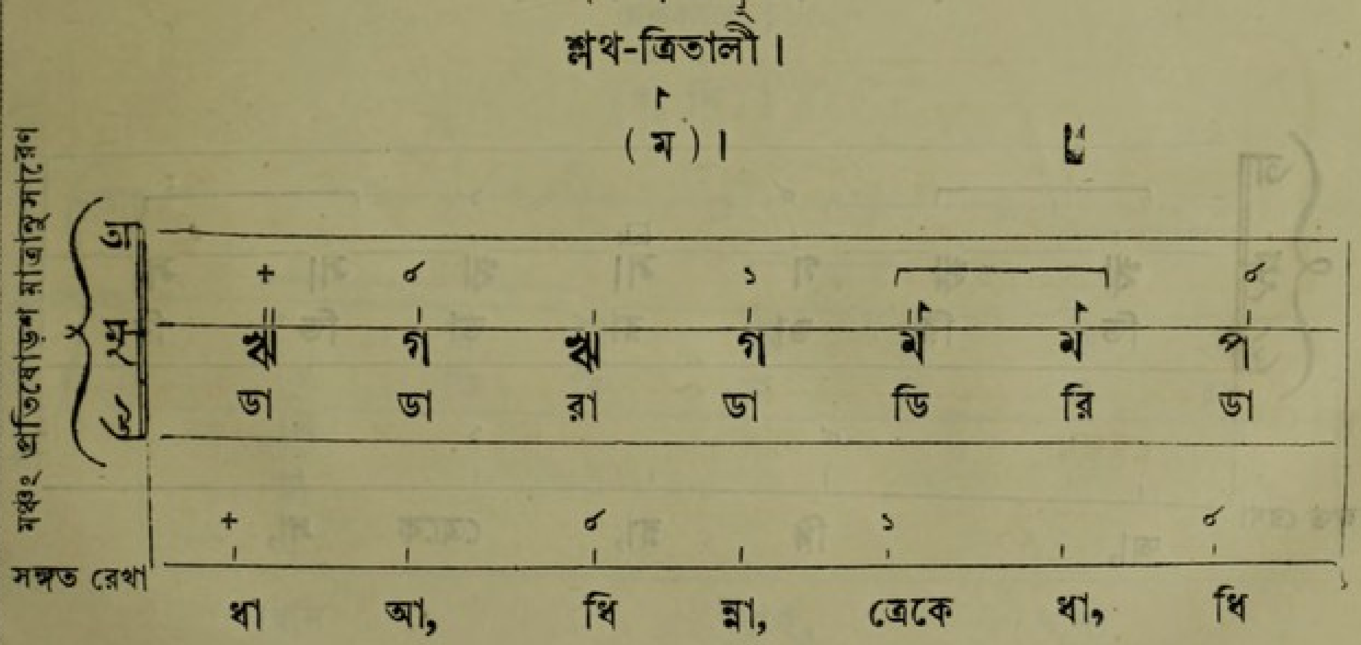

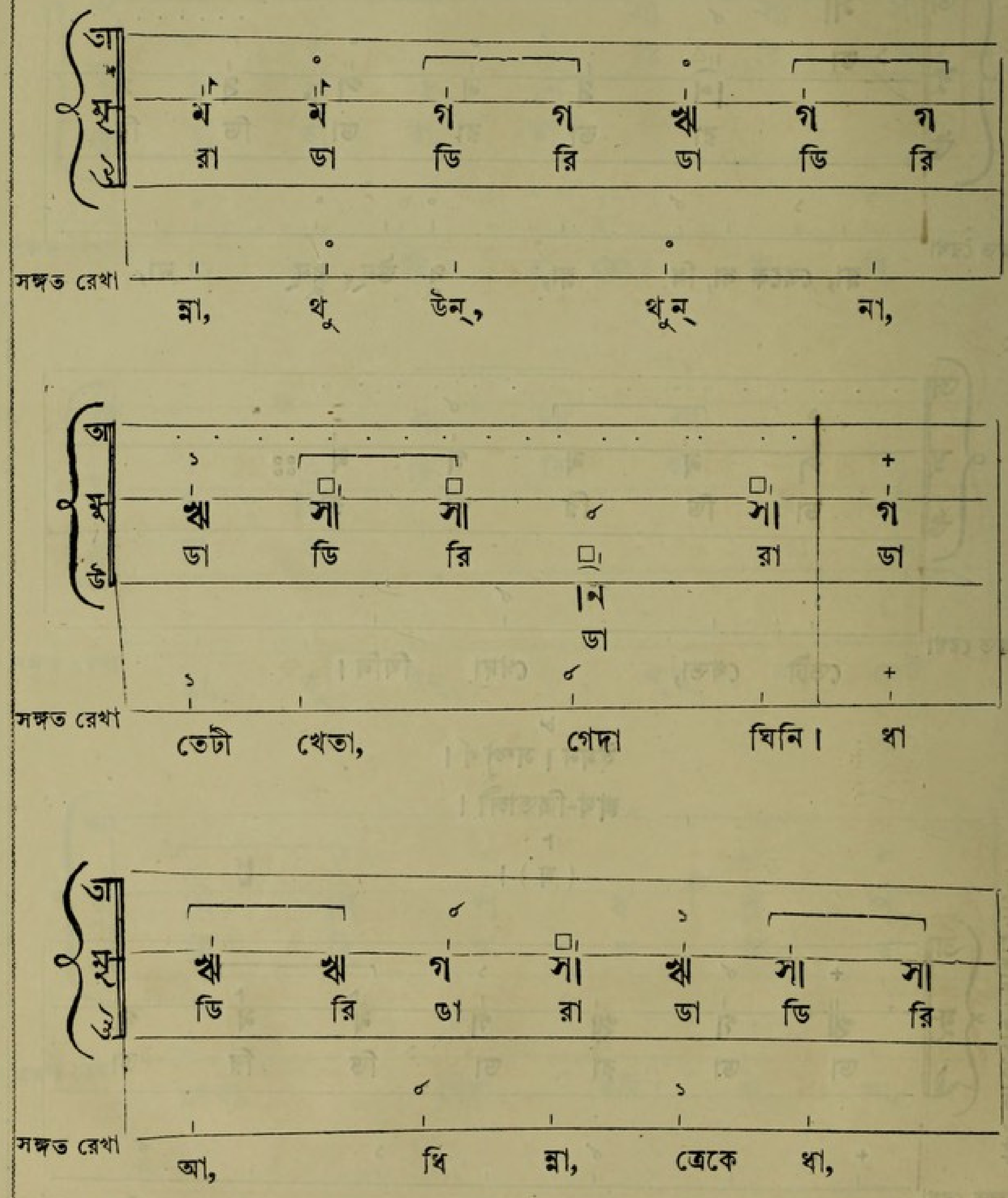
ম ম গ গ ঋ গ গ
রা ডা ডি রি ডা ডি রি
সঙ্গত রেখা
ন্না, থু উন্, থুন্ না,
ঋ সা সা সা গ
ডা ডি রি ডা রা ডা
সঙ্গত রেখা
তেটী খেতা, গেদা ঘিনি। ধা
ঋ ঋ গ সা ঋ সা সা
ডি রি ডা রা ডা ডি রি
সঙ্গত রেখা
আ, ধি ন্না, ত্রেকে ধা,

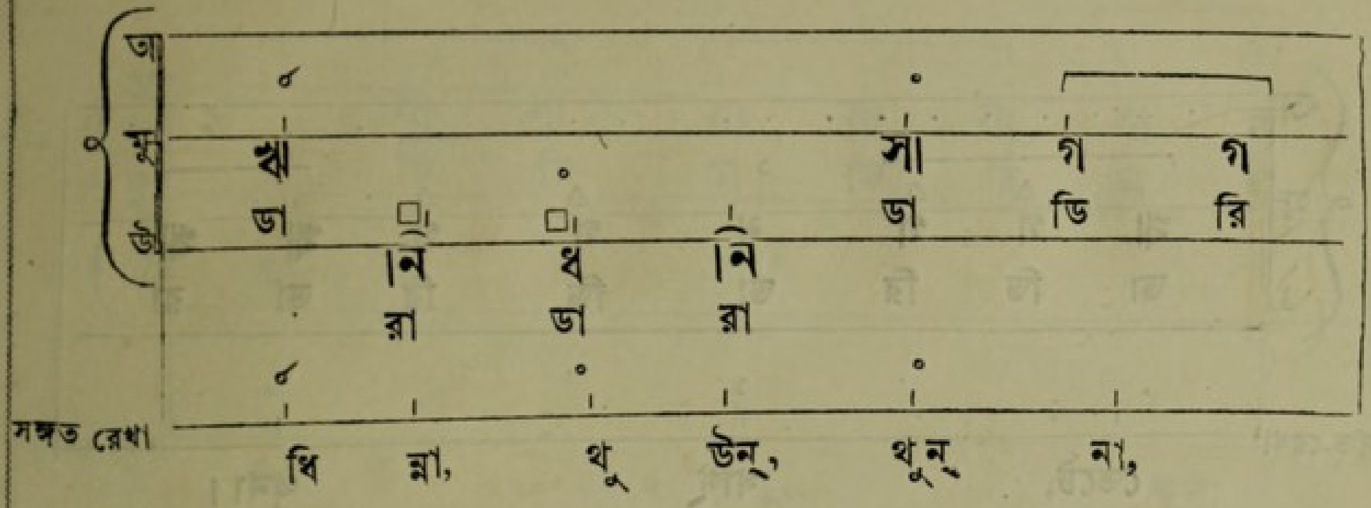

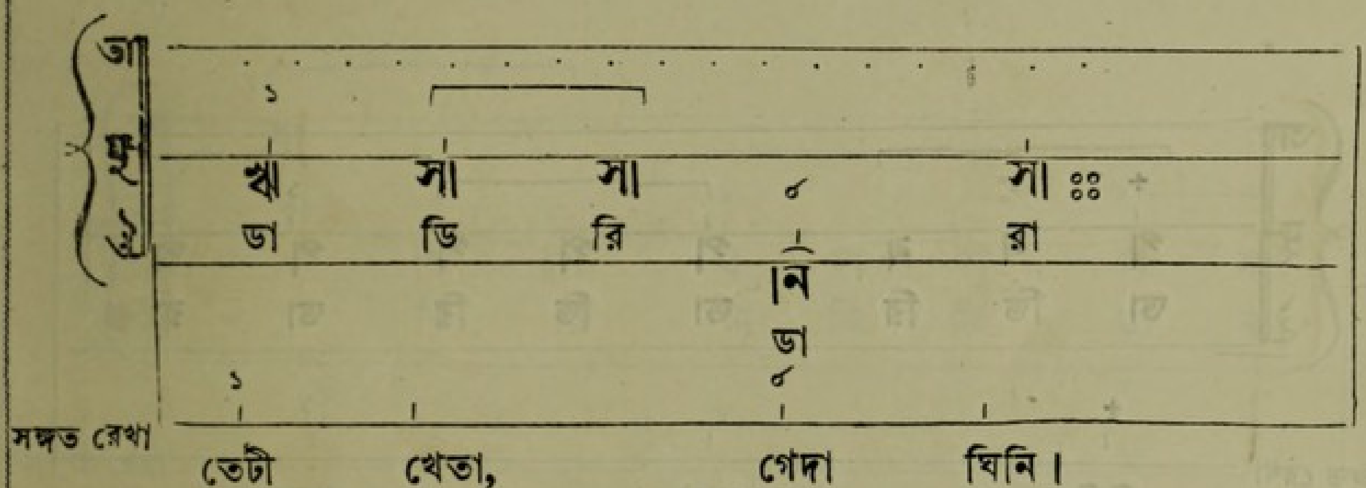

৯

সিন্ধু। সম্পূর্ণ।

একতালা।

(গ, নি)।

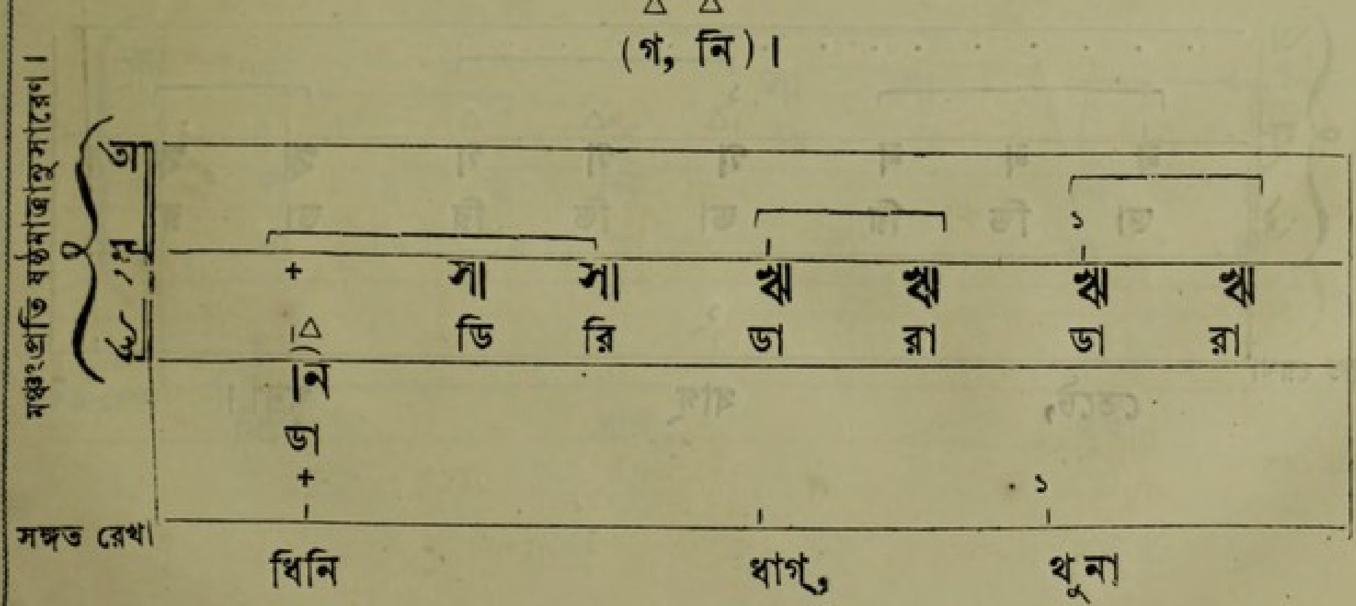

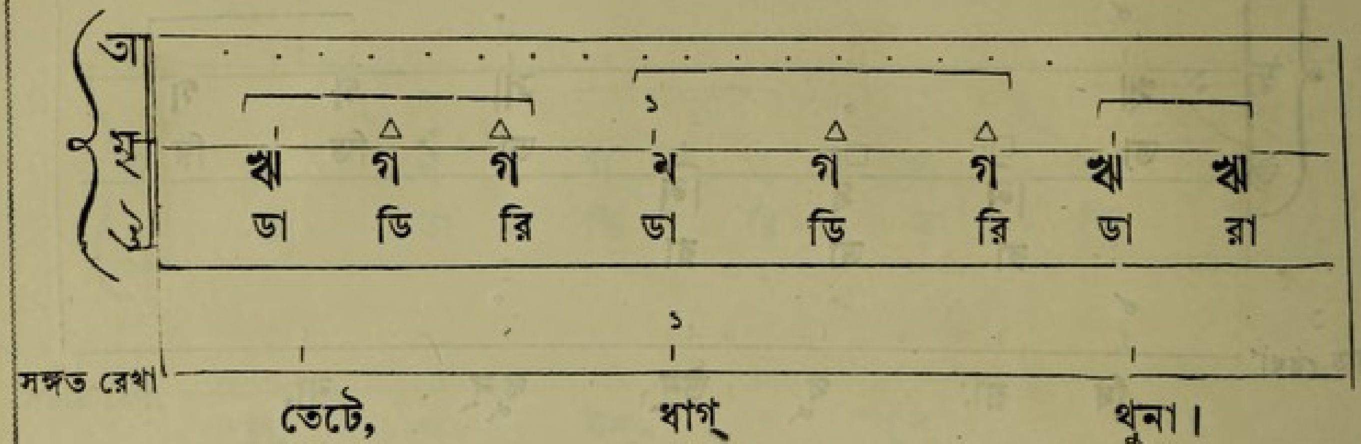
আ
মু
উ
ঋ গ গ ম গ গ ঋ ঋ
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা
সঙ্গত রেখা
তেটে, ধাগ্ থুনা।

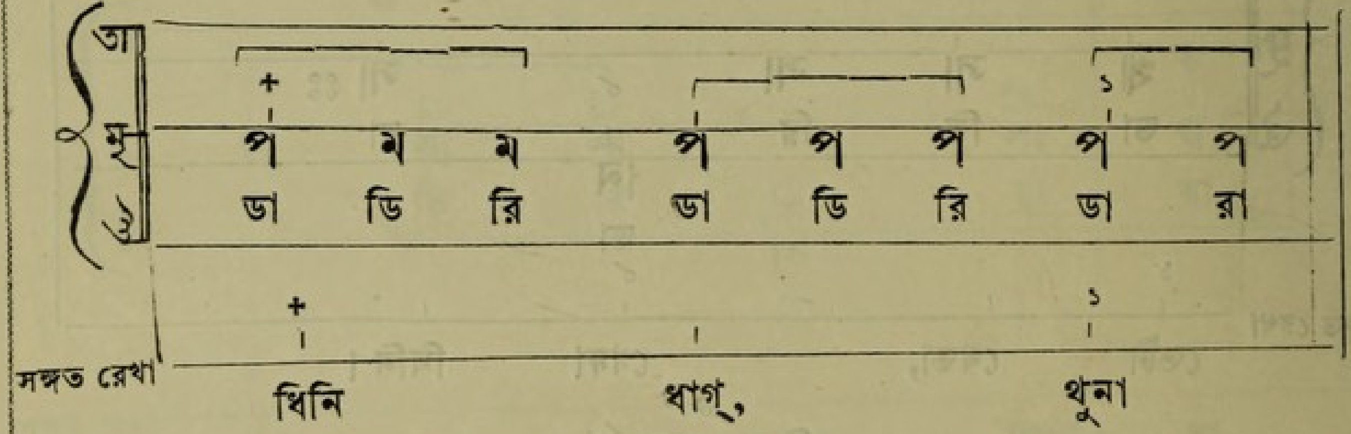
আ
মু
উ
প ম ম প প প প প
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা
সঙ্গত রেখা
ধিনি ধাগ্, থুনা

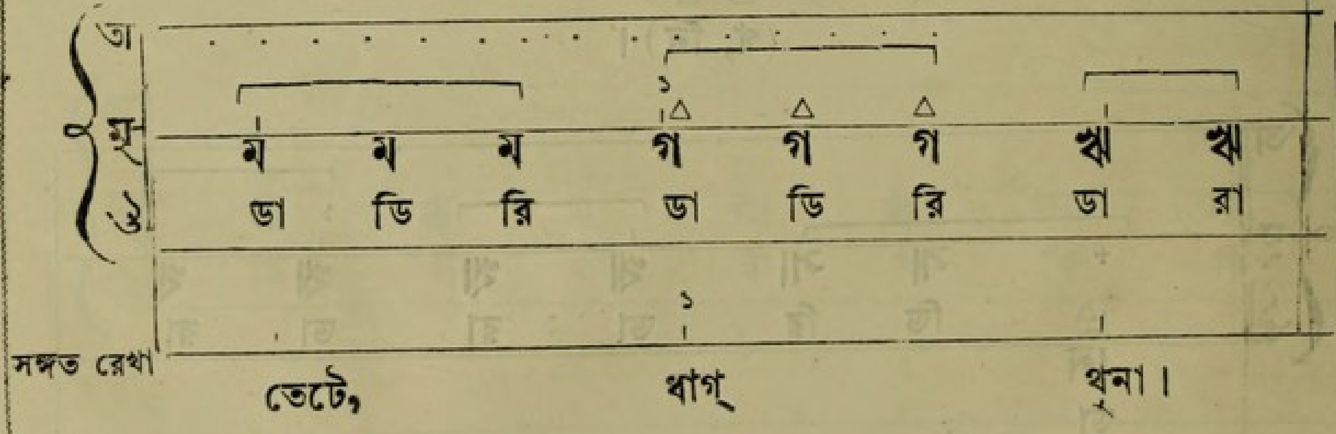
আ
মু
উ
ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা
সঙ্গত রেখা
তেটে, ধাগ্ থুনা।

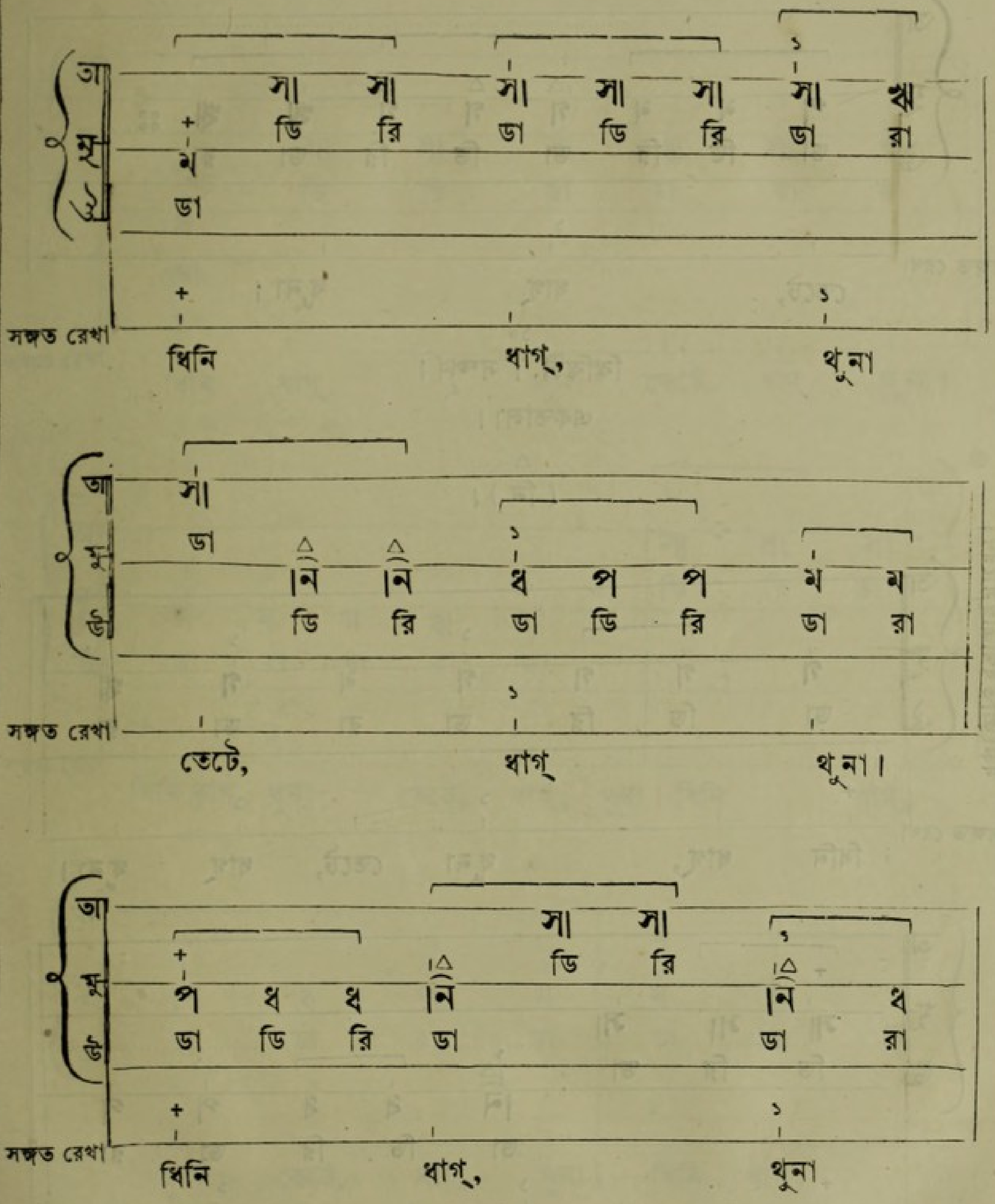
আ
মু
উ
সা সা সা সা সা সা ঋ
ডি রি ডা ডি রি ডা রা
ম
ডা
সঙ্গত রেখা
ধিনি ধাগ্, থুনা
সা
ডা
নি নি ধ প প ম ম
ডি রি ডা ডি রি ডা রা
সঙ্গত রেখা
তেটে, ধাগ্ থুনা।
সা সা
ডি রি
প ধ ধ নি নি ধ
ডা ডি রি ডা ডা রা
সঙ্গত রেখা
ধিনি ধাগ্, থুনা

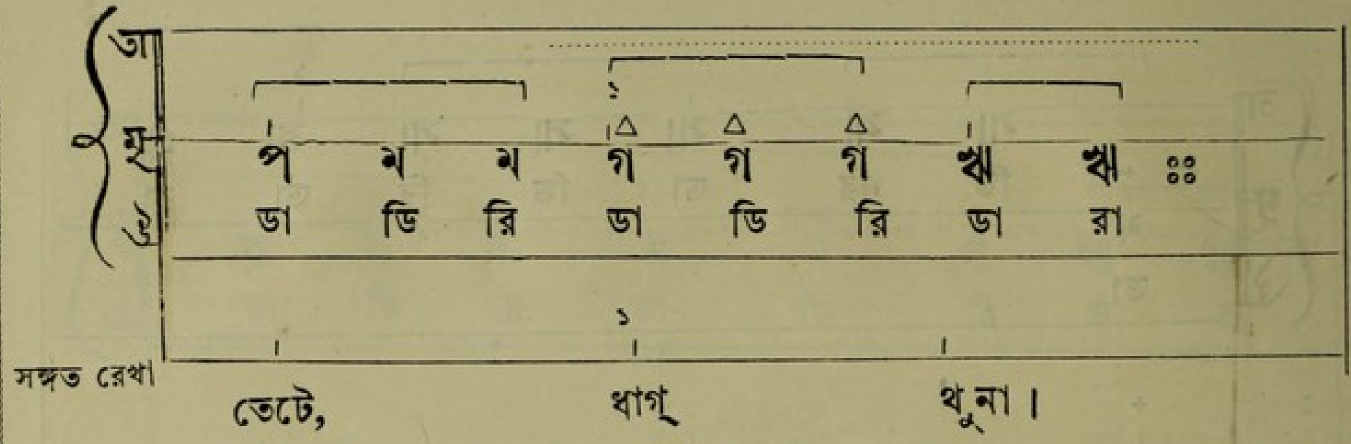

১০

ঝিঝিটী। সম্পূর্ণ।

একতালা।

△
(নি)।

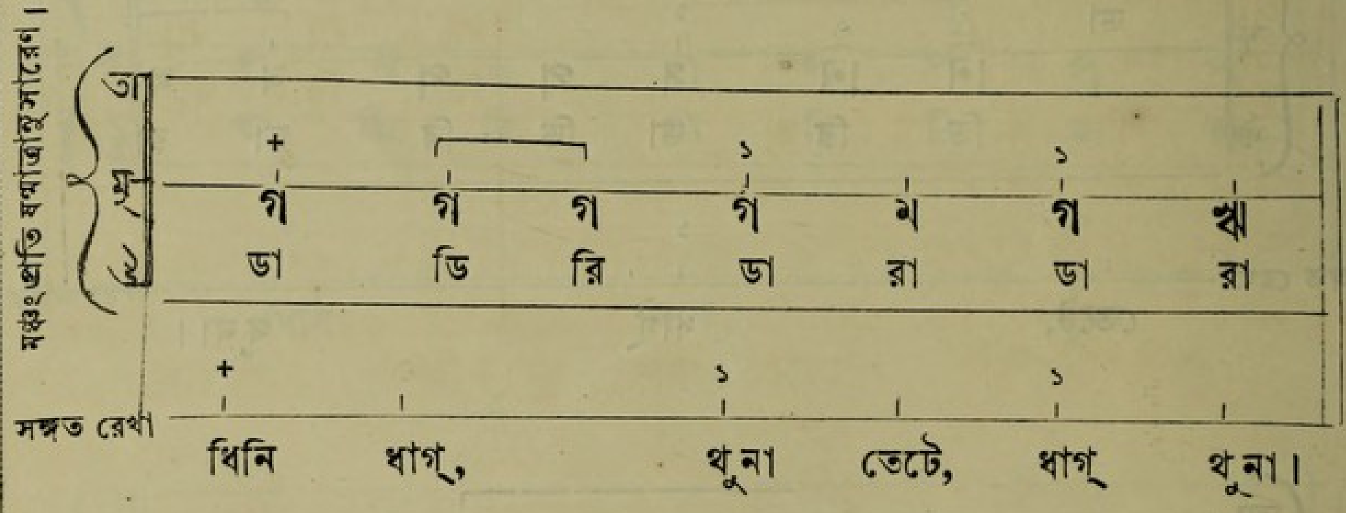

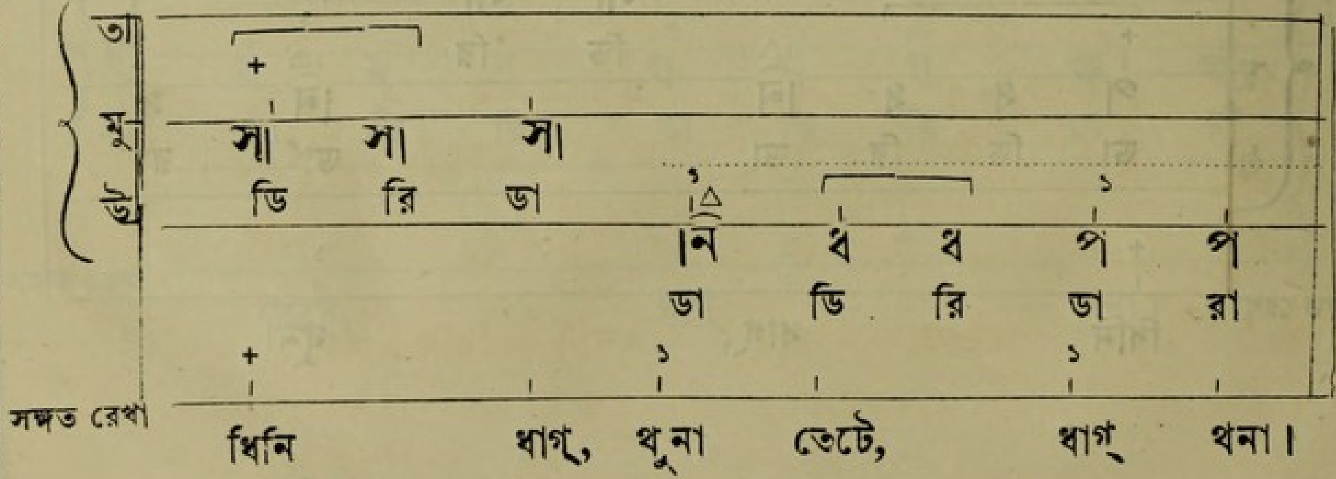

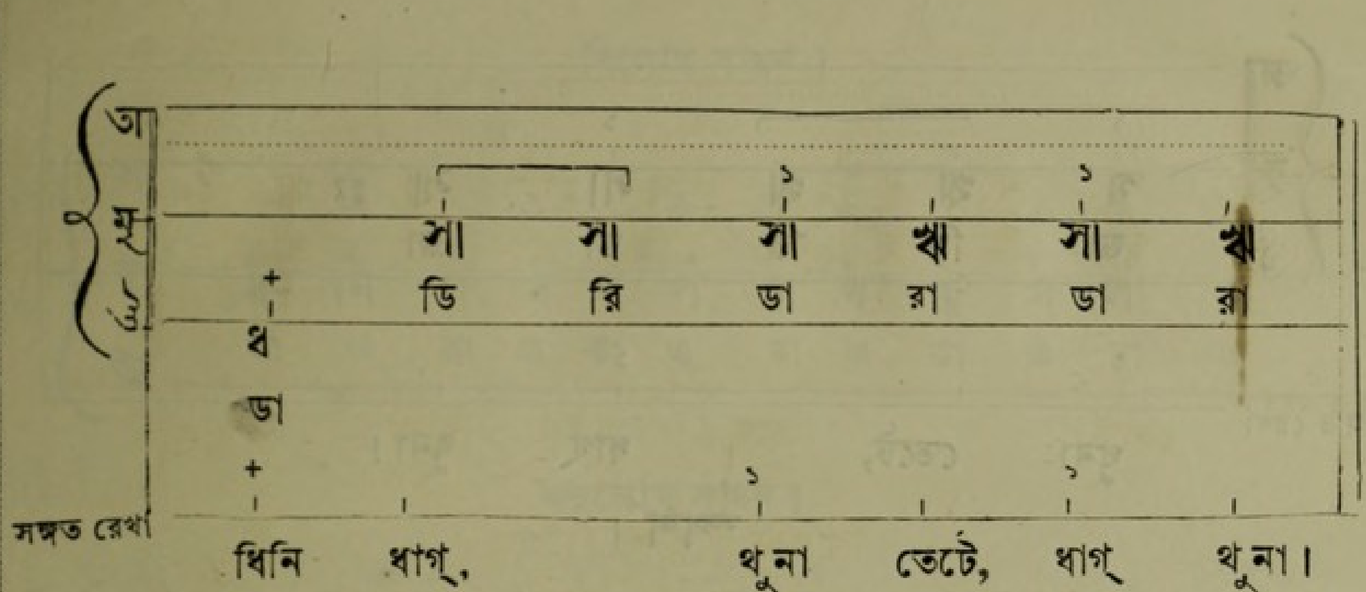
আ
স্থ
উ
সা সা সা ঋ সা ঋ
ডি রি ডা রা ডা রা
ধ
ডা
সঙ্গত রেখা
ধিনি ধাগ্, থুনা তেটে, ধাগ্ থুনা।

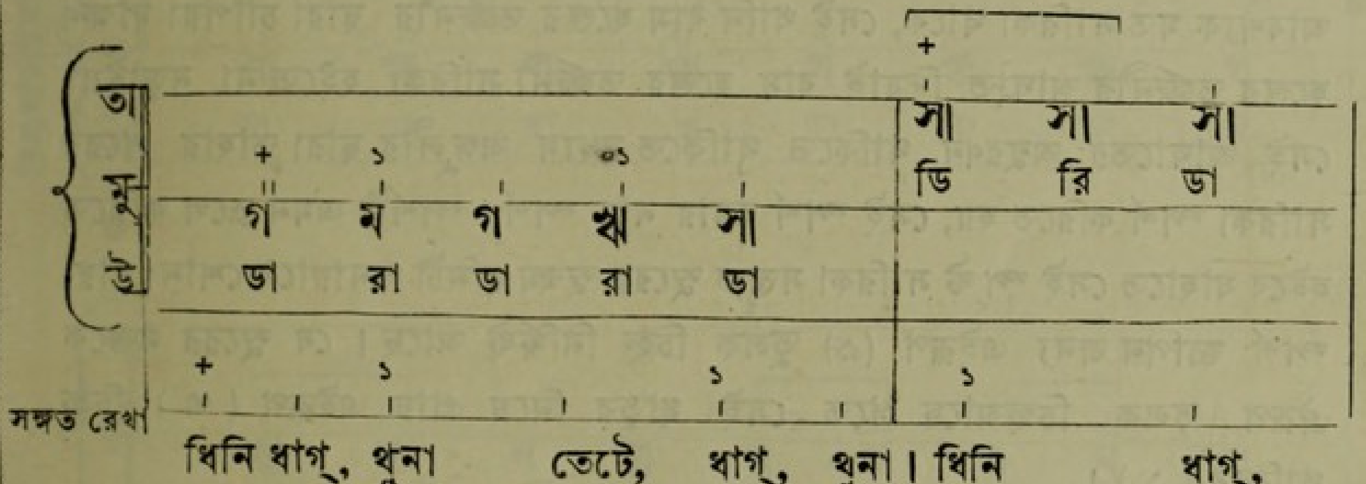
আ
সু
উ
সা সা সা
ডি রি ডা
গ ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা
সঙ্গত রেখা
ধিনি ধাগ্, থুনা তেটে, ধাগ্, থুনা। ধিনি ধাগ্,

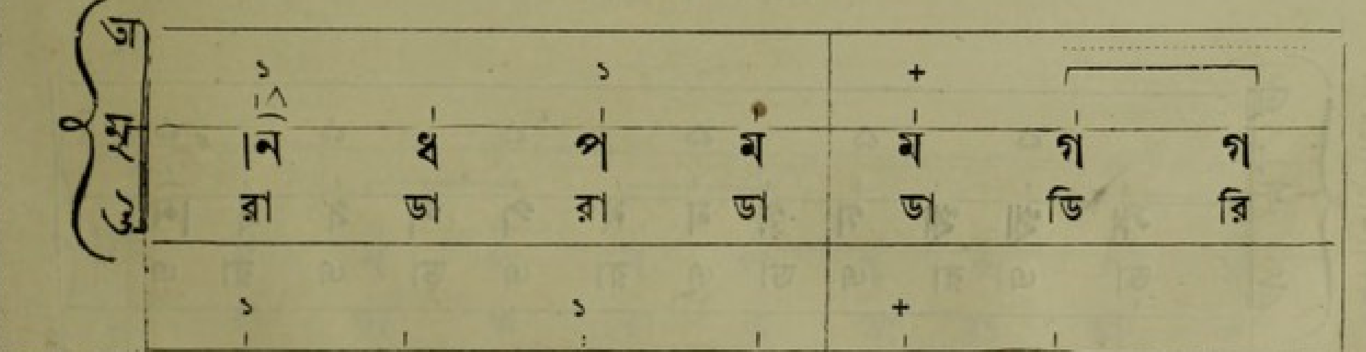
আ
স্থ
উ
নি ধ প ম ম গ গ
রা ডা রা ডা ডা ডি রি
সঙ্গত রেখা
থুনা তেটে, ধাগ্ থুনা। ধিনি ধাগ্,

আ						
	১			১		
মু	গ	ঋ	ঋ	সা	সা	ঃঃ
উ	ডা	ডি	রি	ডা	রা	
	১			১		
সঙ্কত রেখা	থুনা	তেটে,		ধাগ্	থুনা।	

স্পর্শ।

যে কোন সারিকা হউক কিন্তু এমন একটী সারিকা লইতে হইবে যাহার পরে আরও আবশ্যক মত সারিকা থাকে, সেই খানি বাম হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর আঘাত দিয়াই বাম হস্তের তর্জ্জনী সারিকা হইতে না নড়াইয়া সেই আঘাতের অনুরণন থাকিতে থাকিতে মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা তাহার পরের সারিকা স্পর্শ করিতে হয়, সেই স্পর্শ করার নাম স্পর্শ। স্পর্শটী এমন রূপে করিতে হইবে যাহাতে সেই স্পৃষ্ট সারিকা সম্ভূত সুরের সূক্ষ্ম ধ্বনিটী অনায়াসে শোনা যায়, স্পর্শ জ্ঞাপন জন্য এইরূপ (ᘯ) তুলক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সুরের মস্তকে ঐরূপ তুলক চিহ্নআছে পতে সেই ধাতুর নিম্নে প্রায় এইরূপ (এ) চিহ্ন থাকিবে (১)।

অনুলোম সাধন।

একমাত্রানুসারেণ।

আ		ᘯ		ᘯ		ᘯ		ᘯ		ᘯ		ᘯ
মু	সা	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	প	ধ	ধ	নি
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

(১) রাগাদির আলাপের সময়ে ডা এ রা, ডারা ইত্যাদি কল্পনিক বোলের নাম, বিশেষ আবশ্যক করে না সেই জন্য সেস্থলে স্পৃষ্ট সারিকা সম্ভূত সুরের নীচে (এ) এই চিহ্নের পরিবর্ত্তে একটী মাত্র শূন্য দেওয়া থাকিবে।

বিলোম সাধন।

তা												
সু	ধ	নি	প	ধ	ম	প	গ	ম	ঋ	গ	সা	ঋ
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

অনুলোম সাধন।

মিশ্র মাত্রানুসারেণ।

তা								
সু	সা	ঋ	সা	ঋ	গ	ঋ	ঋ	গ
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ

তা									
সু	ঋ	গ	ম	গ	গ	ম	গ	ম	প
উ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ	রা	এ	ডা

তা									
সু	ম	ম	প	ম	প	ধ	প	প	ধ
উ	রা	ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ

প	ধ	নি	ধ	ধ	নি	ধ	নি	ধ	নি	নি
রা	এ	ডা	রা	ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা

বিলোম সাধন।

ধ	নি	ধ	নি	ধ	প	প	ধ
ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ

প	ধ	প	ম	ম	প	ম	প
রা	এ	ডা	রা	ডা	এ	রা	এ

ম	গ	গ	ম	গ	ম	গ	ঋ	ঋ	গ
ডা	রা	ডা	এ	রা	এ	ডা	রা	ডা	এ

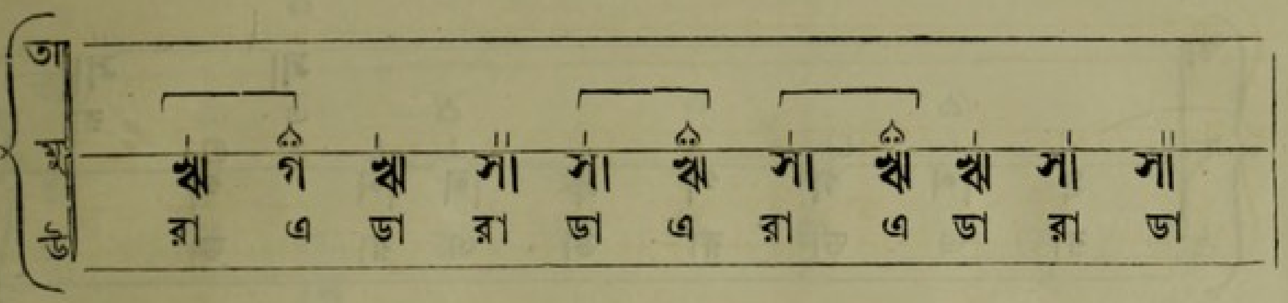

অনুলোম সাধন।

মিশ্র মাত্রানুসারেণ।

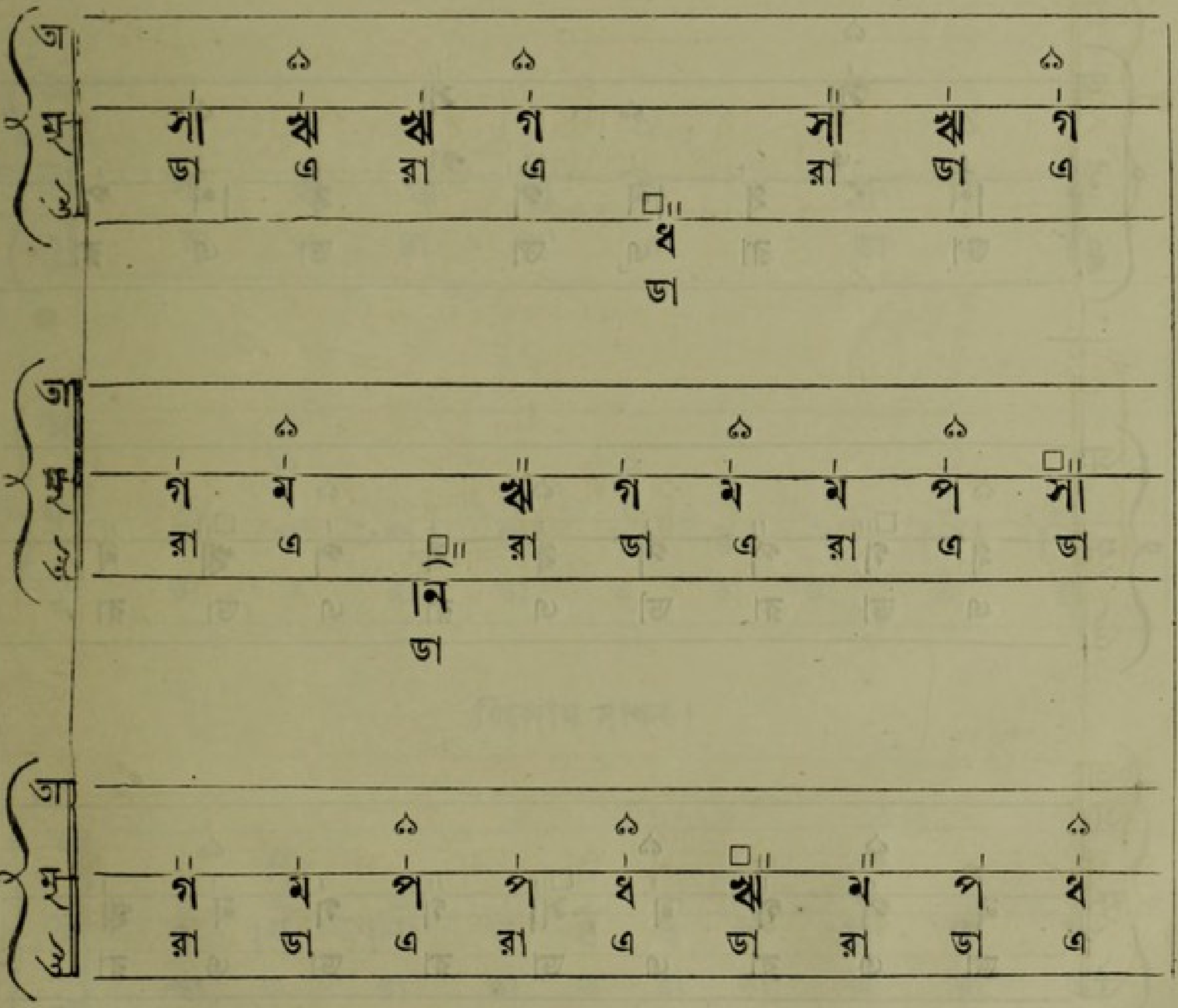

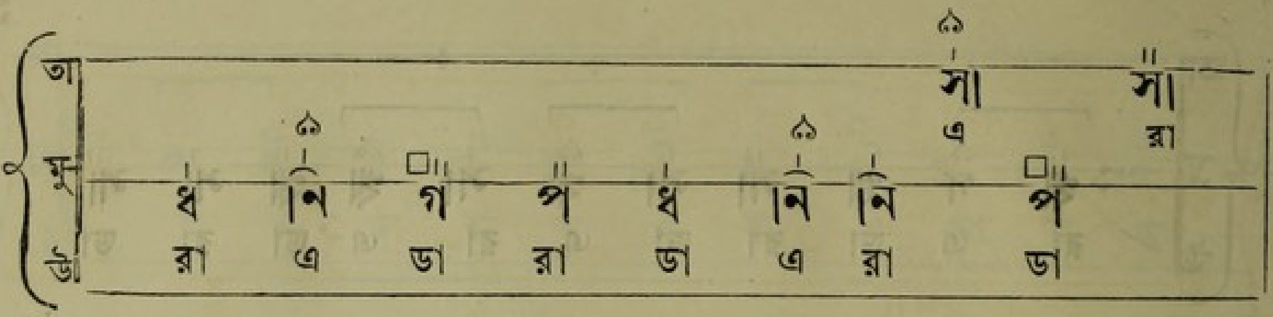
আ মু উ
সা সা
এ রা
ধ নি গ প ধ নি নি প
রা এ ডা রা ডা এ রা ডা

বিলোম সাধন।

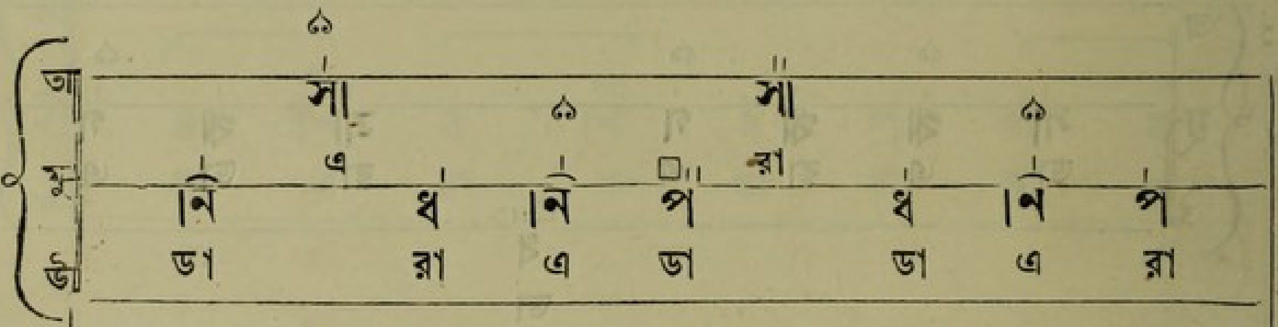
আ মু উ
সা সা
এ রা
নি ধ নি প ধ নি প
ডা রা এ ডা ডা এ রা

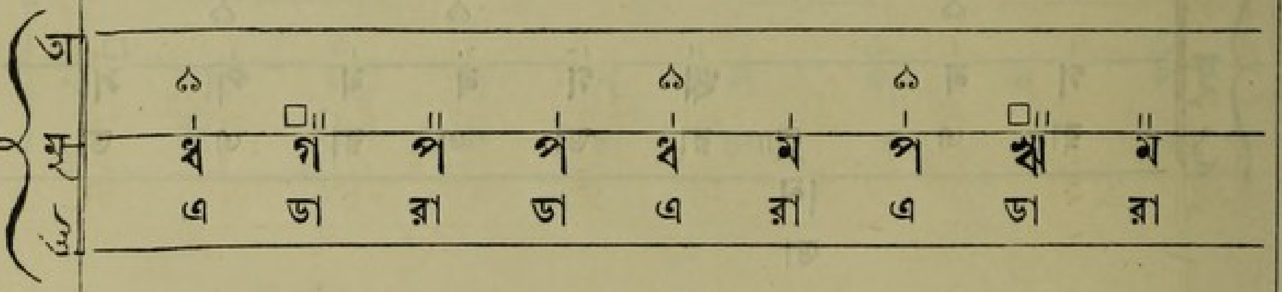
আ মু উ
ধ গ প প ধ ম প ঋ ম
এ ডা রা ডা এ রা এ ডা রা

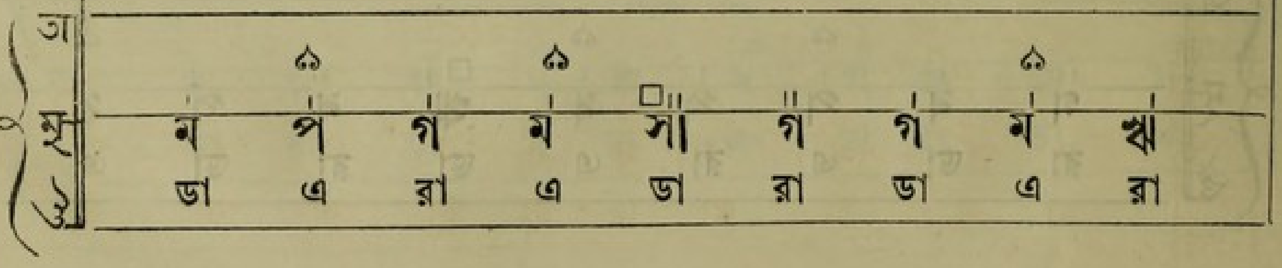
আ মু উ
ম প গ ম সা গ গ ম ঋ
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ রা

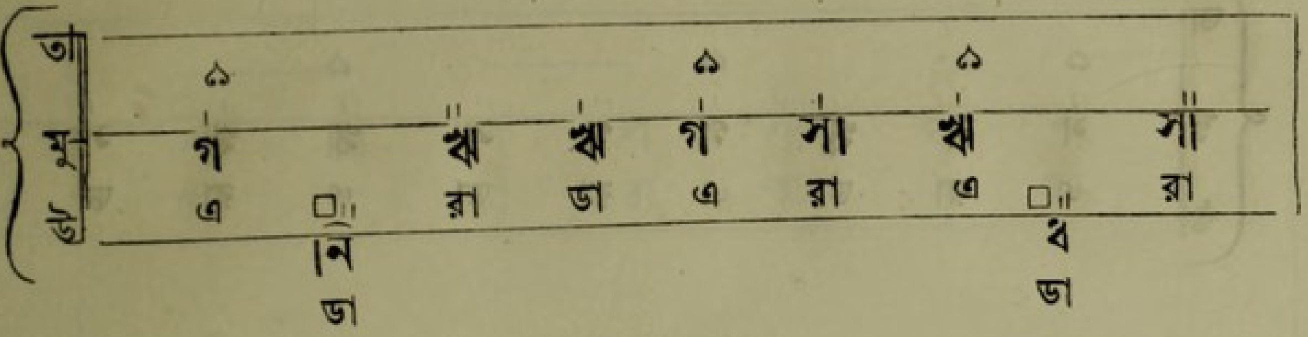

অনুলোম সাধন।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

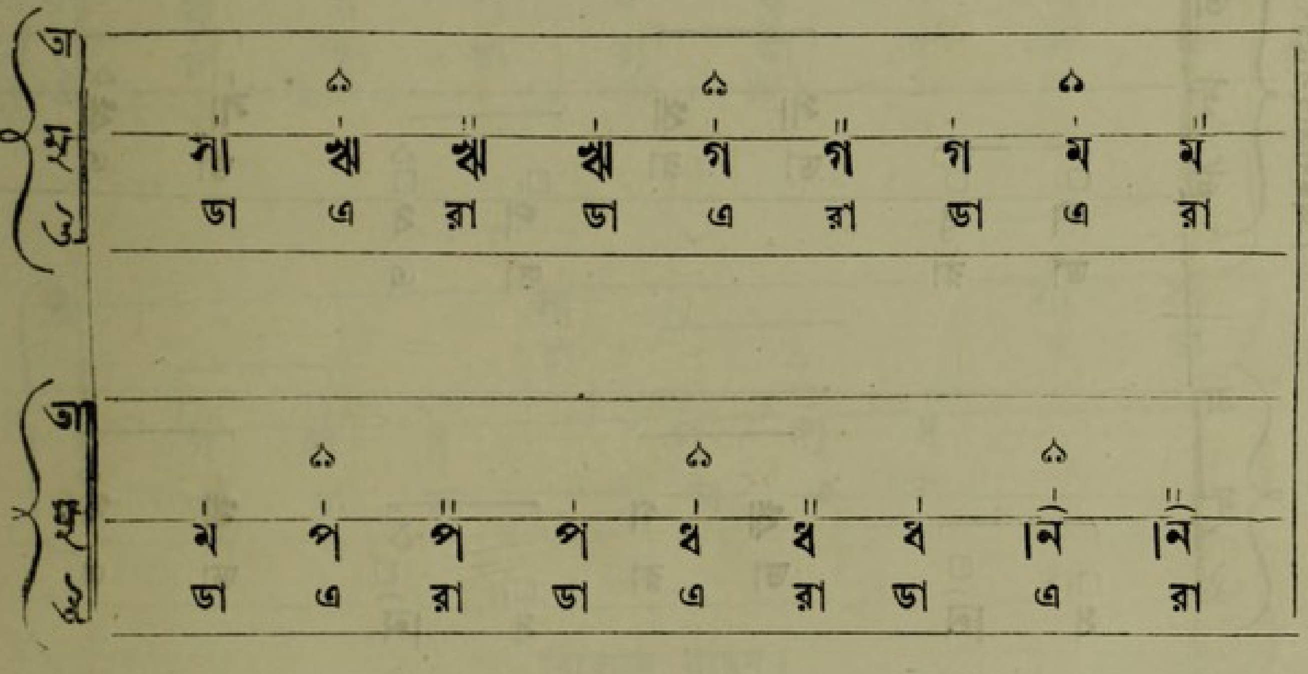

বিলোম সাধন।

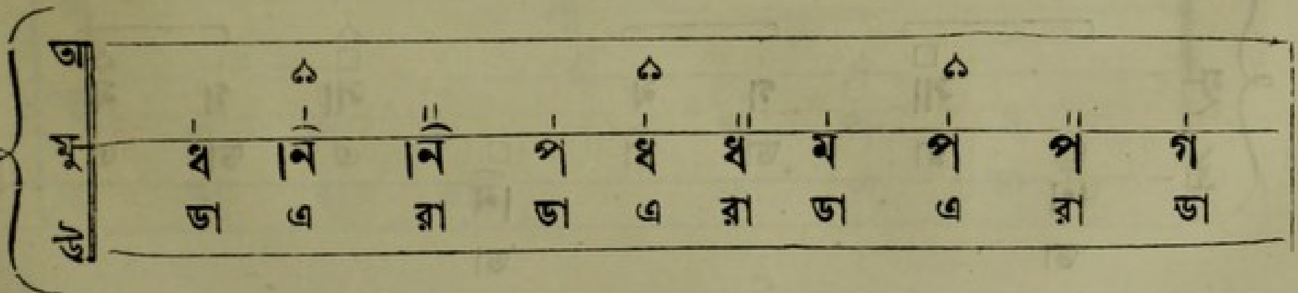

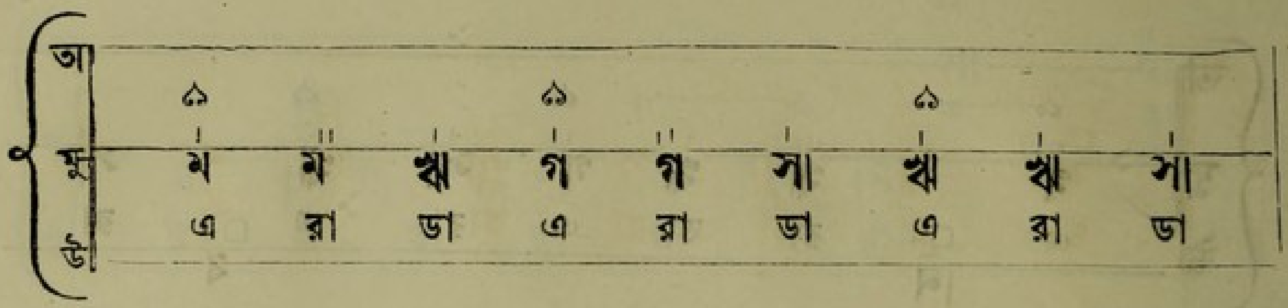
আ
মু
উ
ম ম ঋ গ গ সা ঋ ঋ সা
এ রা ডা এ রা ডা এ রা ডা

অনুলোম সাধন।

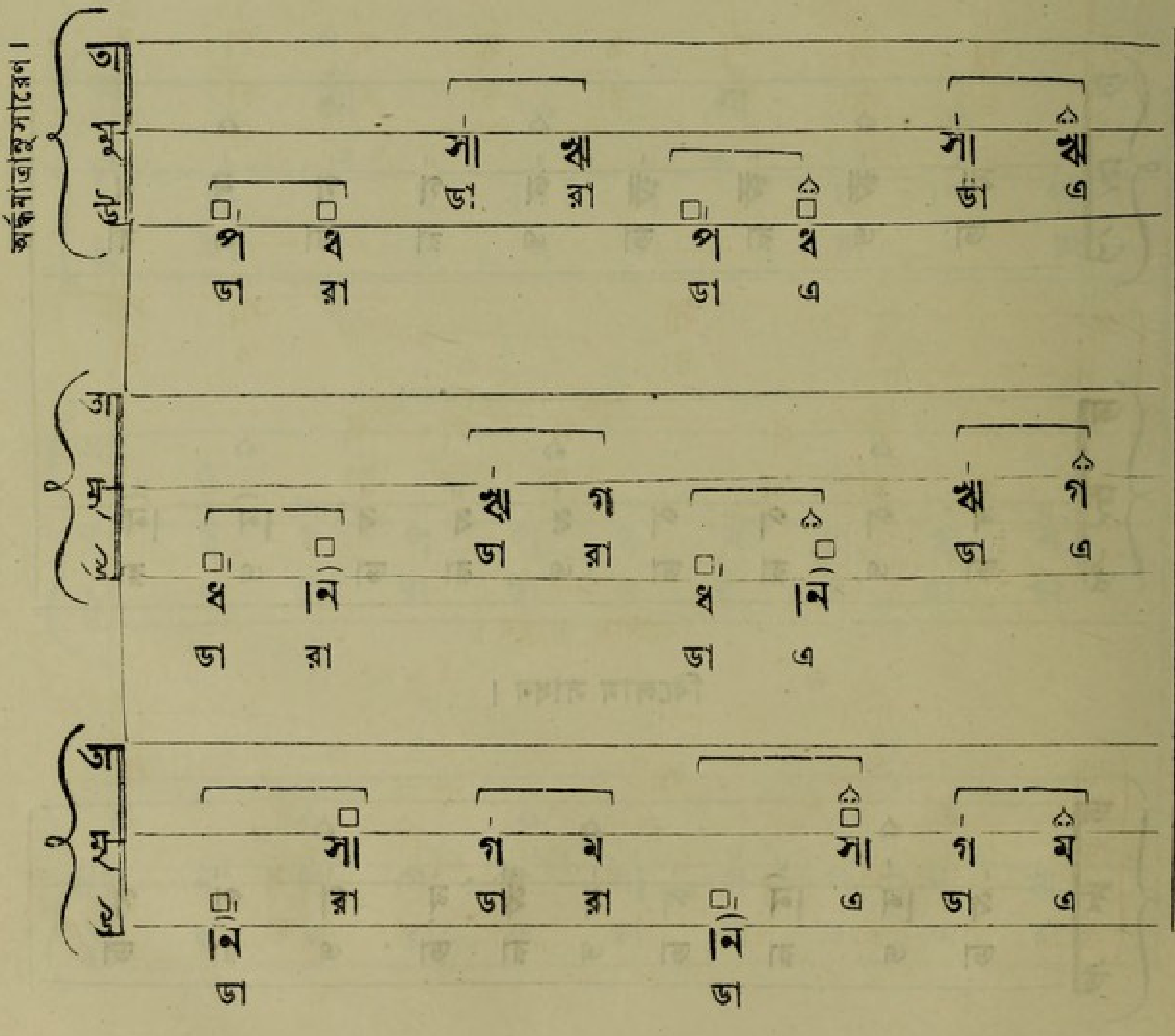
অর্দ্ধমাত্রানুসারেণ।
আ
মু
উ
সা ঋ সা ঋ
ডা রা ডা এ
প ধ প ধ
ডা রা ডা এ
ঋ গ ঋ গ
ডা রা ডা এ
ধ নি ধ নি
ডা রা ডা এ
সা গ ম সা গ ম
রা ডা রা এ ডা এ
নি নি
ডা ডা

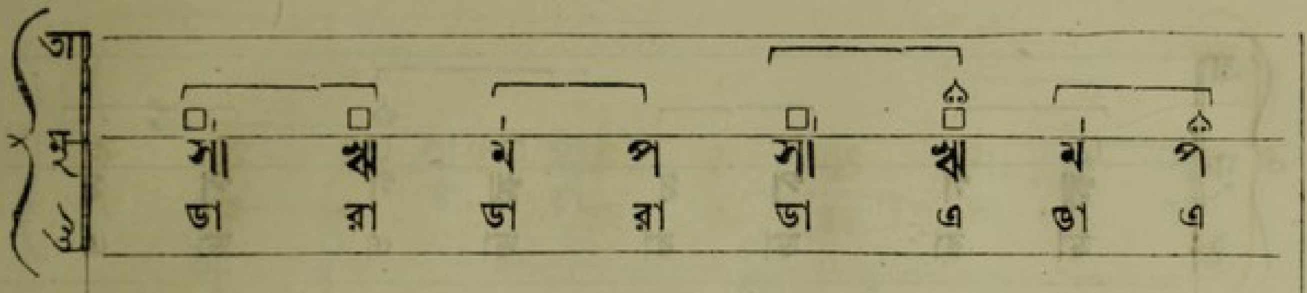
আ
মু
উ
সা ঋ ম প সা ঋ ম প
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ

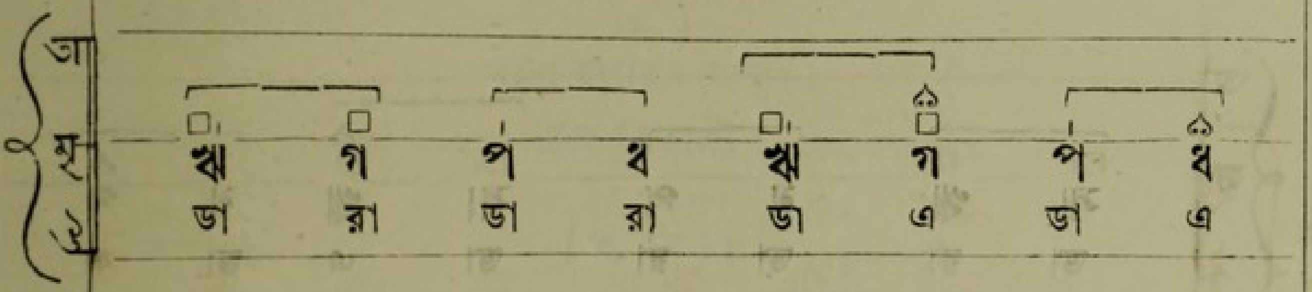
আ
মু
উ
ঋ গ প ধ ঋ গ প ধ
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ

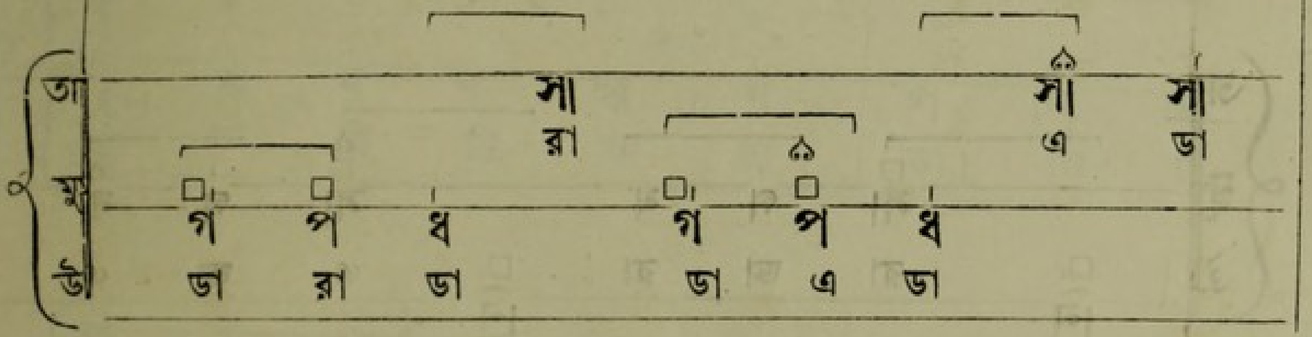
আ
মু
উ
সা সা সা
রা এ ডা
গ প ধ গ প ধ
ডা রা ডা ডা এ ডা

বিলোম সাধন।

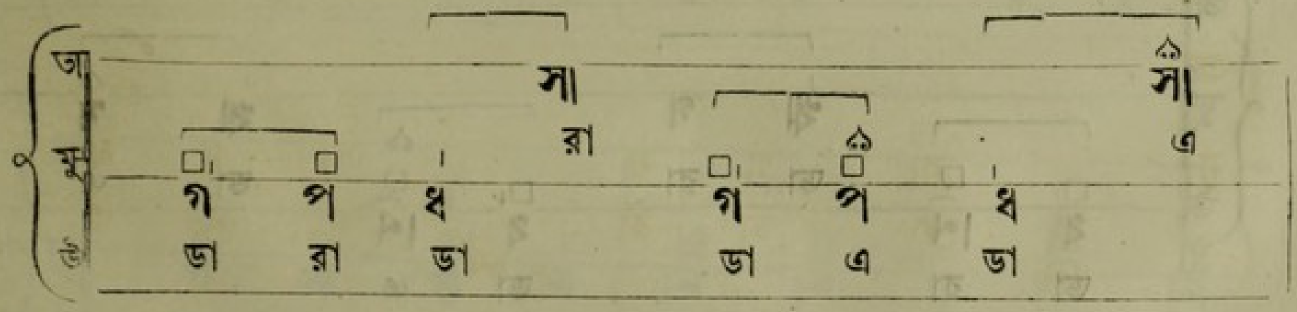
আ
মু
উ
সা সা
রা এ
গ প ধ গ প ধ
ডা রা ডা ডা এ ডা

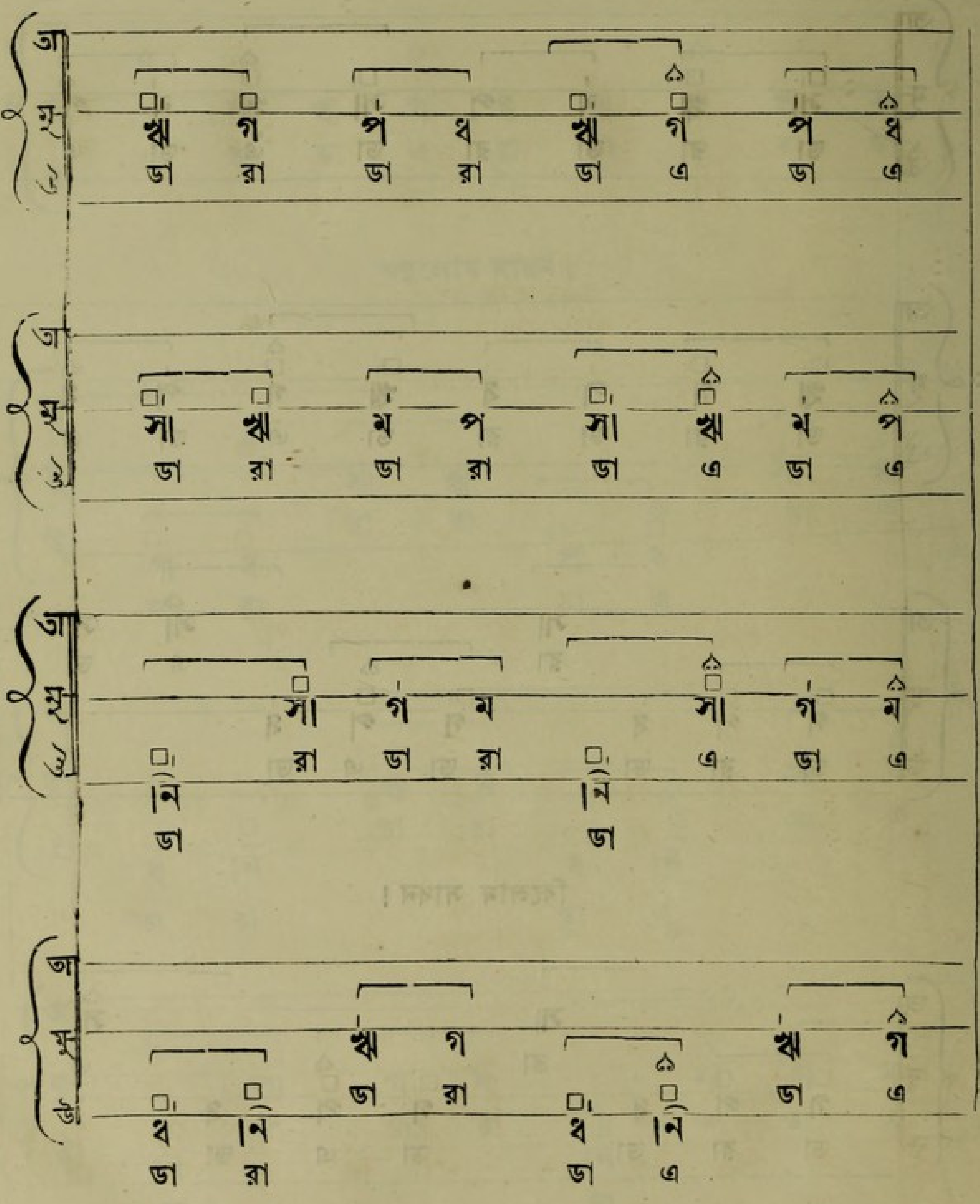
তা
মু
উ
ঋ গ প ধ ঋ গ প ধ
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ
সা ঋ ম প সা ঋ ম প
ডা রা ডা রা ডা এ ডা এ
সা গ ম সা গ ম
রা ডা রা এ ডা এ
নি নি
ডা ডা
ঋ গ ঋ গ
ডা রা ডা এ
ধ নি ধ নি
ডা রা ডা এ

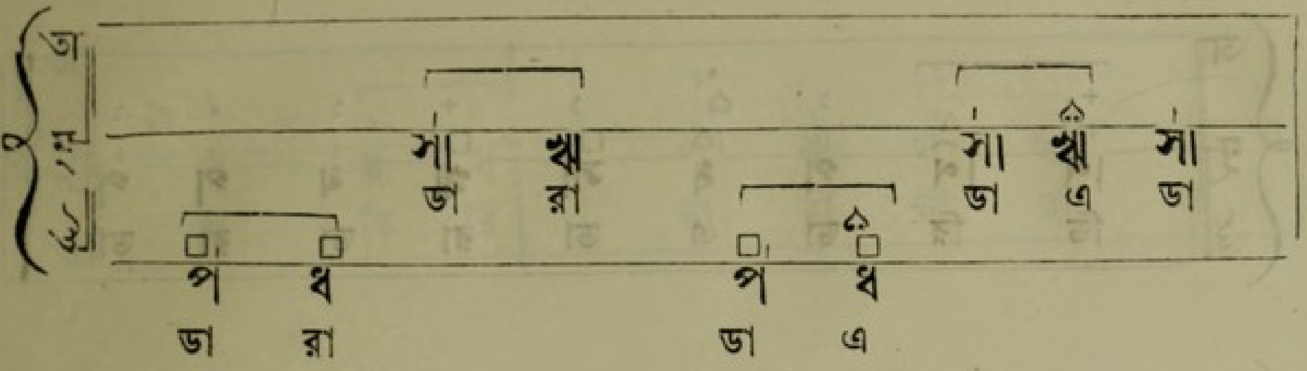

১১

অরুণ-মল্লার। সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

(ধ, নি)।

মঙ্ক্ষঃপ্রভৃতি চতুর্মাত্রানুসারেণ।

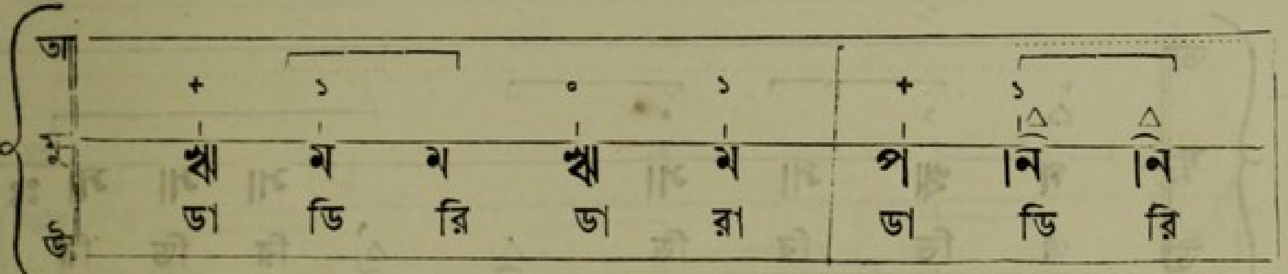

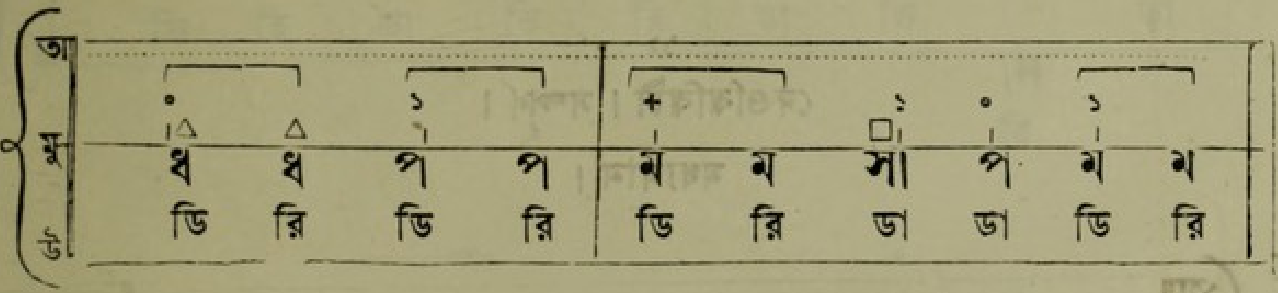

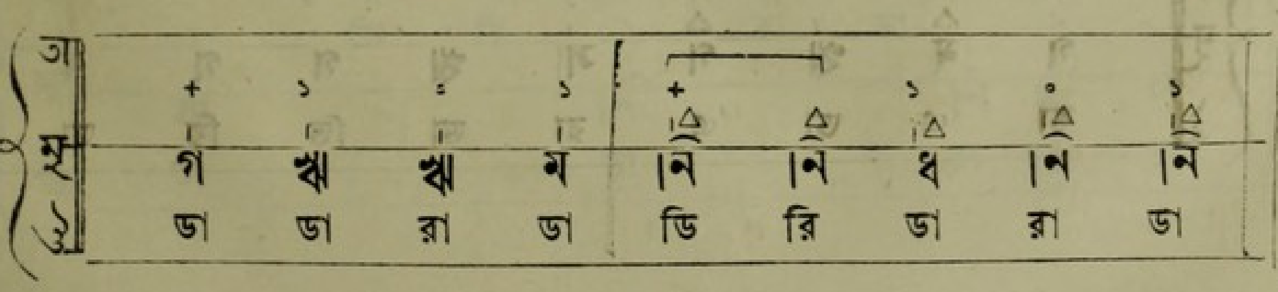

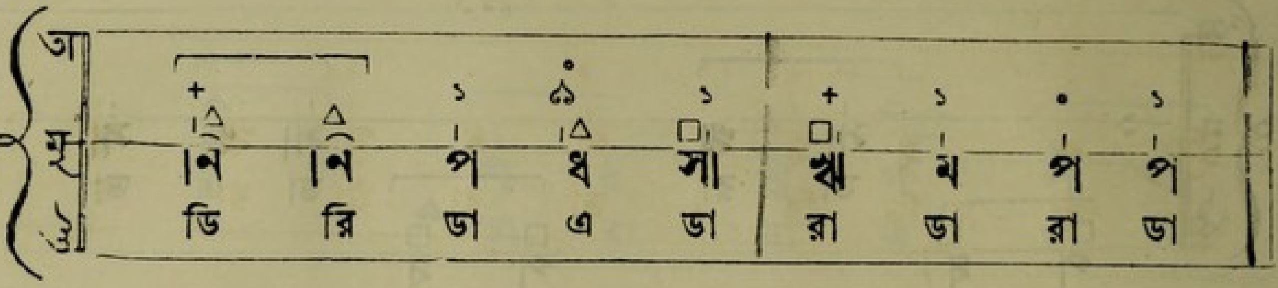

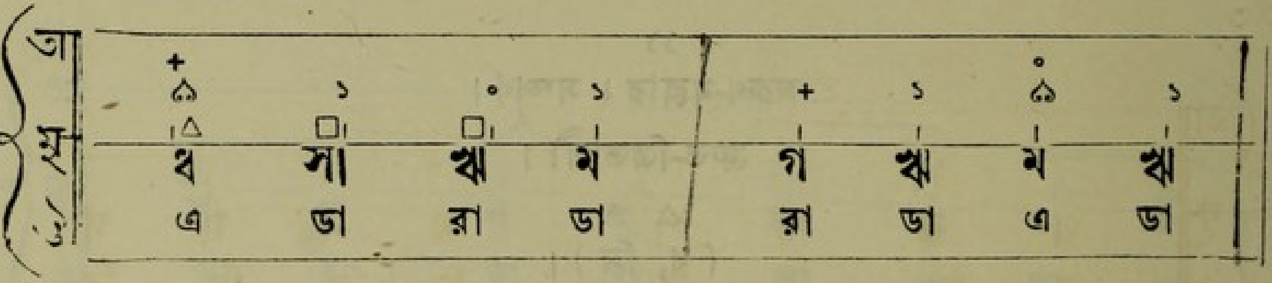

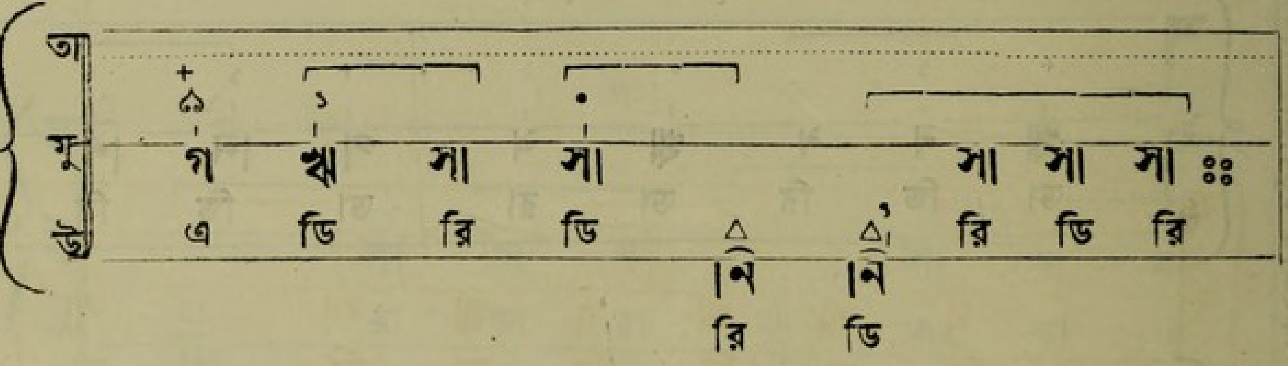

১২

দেওঝিঝিটী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

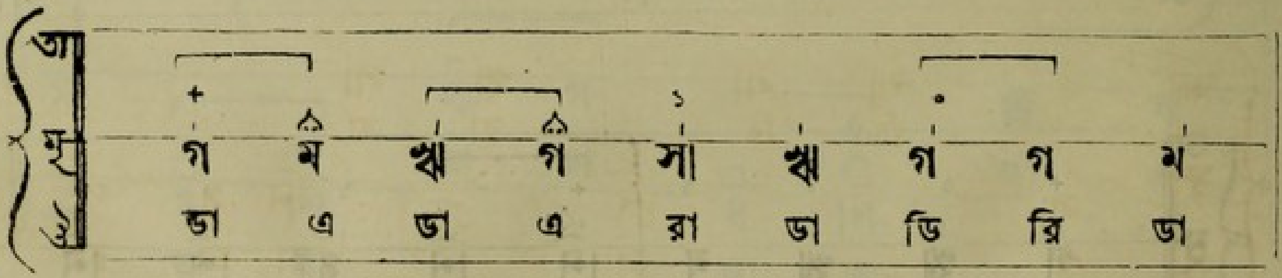

মঞ্চং প্রতিঅঙ্ক মাত্রানুসারেণ।

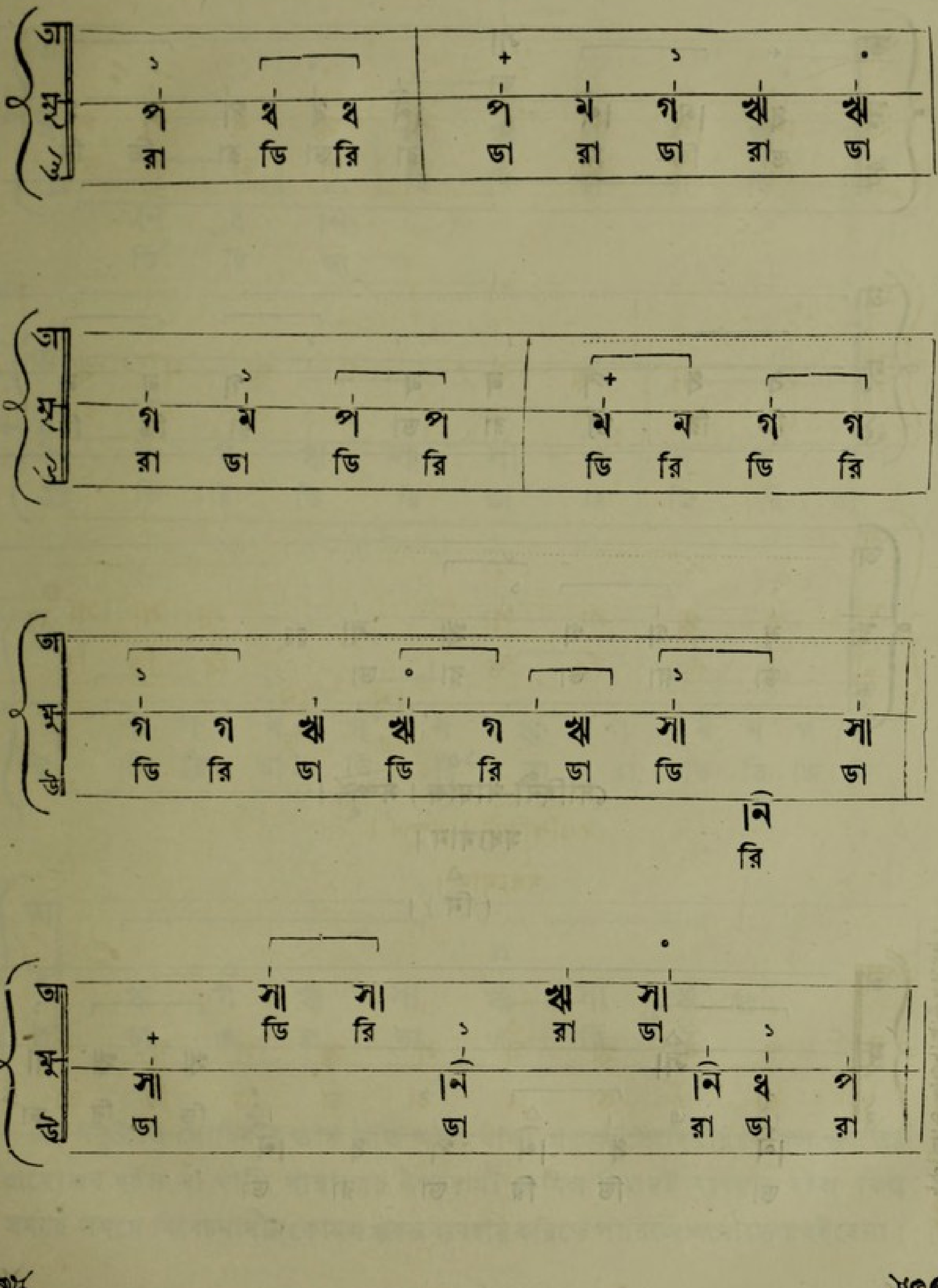
আ
মূ
উ
প ধ ধ প ম গ ঋ ঋ
রা ডি রি ডা রা ডা রা ডা
গ ম প প ম ম গ গ
রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি
গ গ ঋ ঋ গ ঋ সা সা
ডি রি ডা ডি রি ডা ডি ডা
নি
রি
সা সা ঋ সা
ডি রি রা ডা
সা নি নি ধ প
ডা ডা রা ডা রা

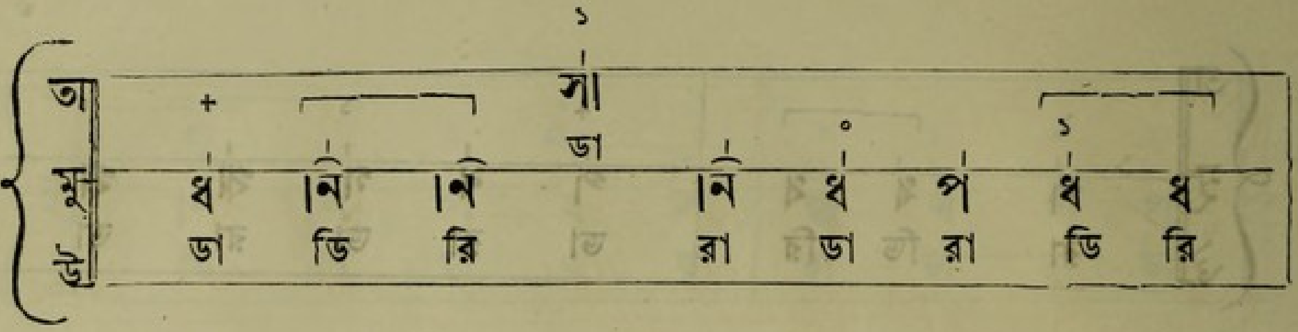

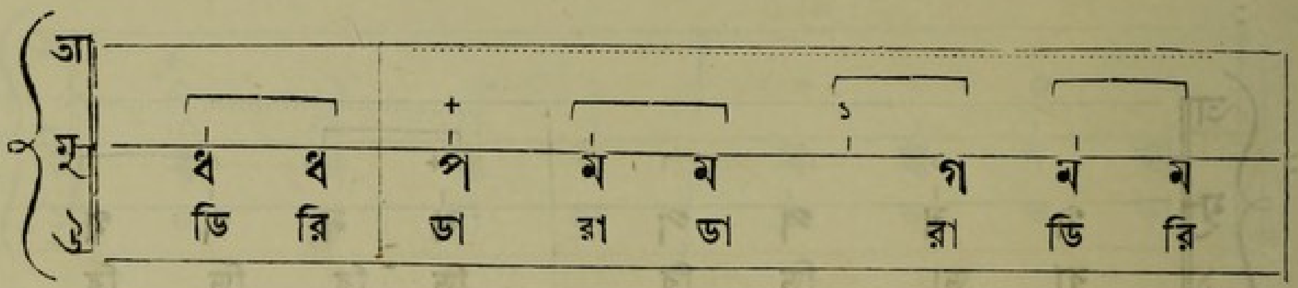

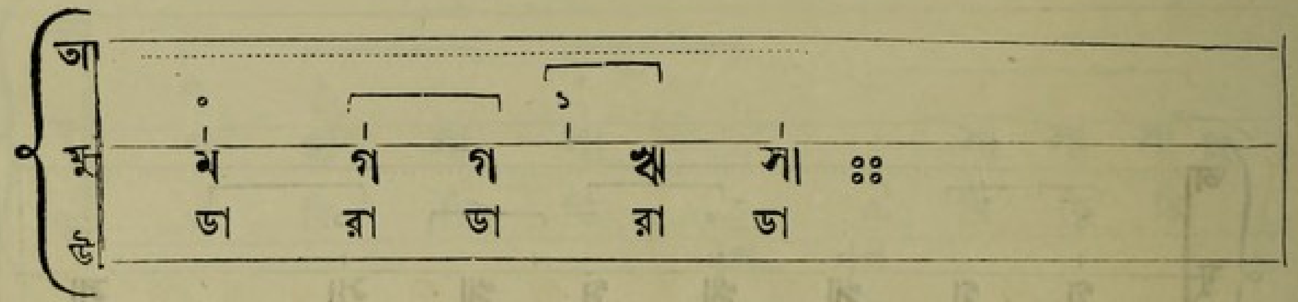

১৩

সোহিনী-খাম্বাজ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)।

মঞ্চং প্রতি অষ্টমাত্রানুসারেণ।

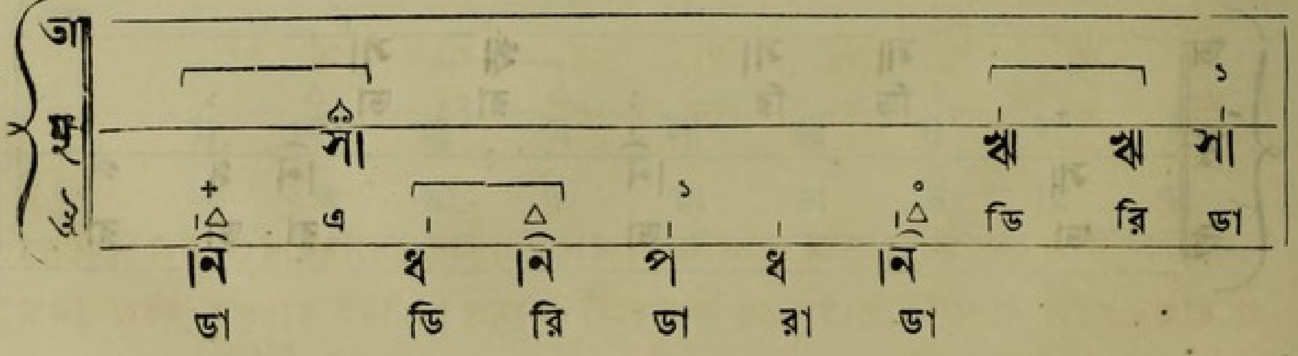

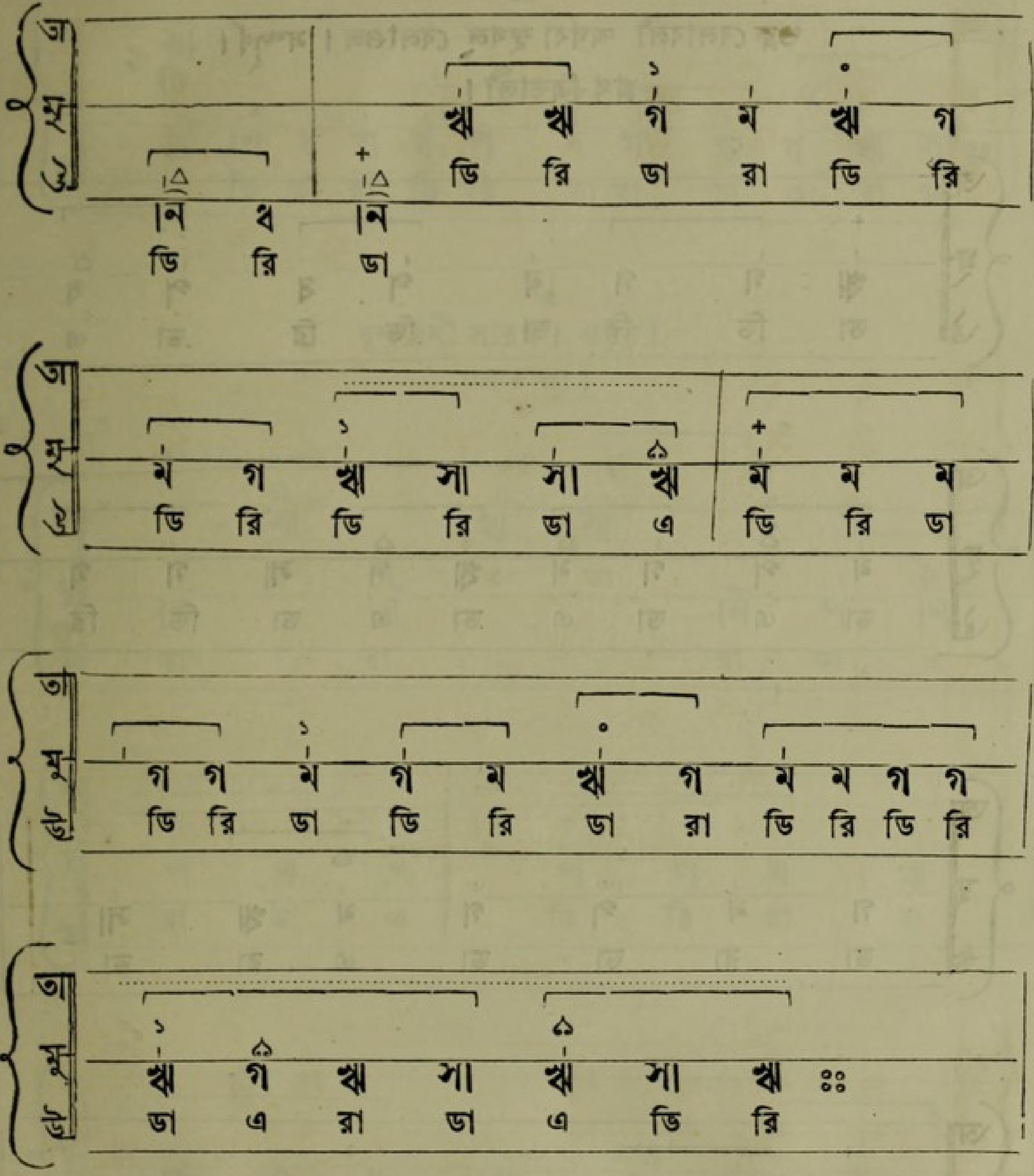

এই গত্‌টীতে সোহিনীর ভাগ অতি অল্প থাকা প্রযুক্ত, সোহিনীর কোমল ঋষভের প্রয়োজন হইল না খালি খাম্বাজের উপযোগী কোমল নিষাদই ব্যবহৃত হইল কিন্তু সময়ে সময়ে বিবেচনাধীন কোমল ঋষভ ব্যবহার করিতে পারিলে অযৌক্তেয় হইবে না।

১৪

শুক্ল বেলাবলী অথবা স্থখল্ বেলাওল। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

মঞ্চঃপ্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

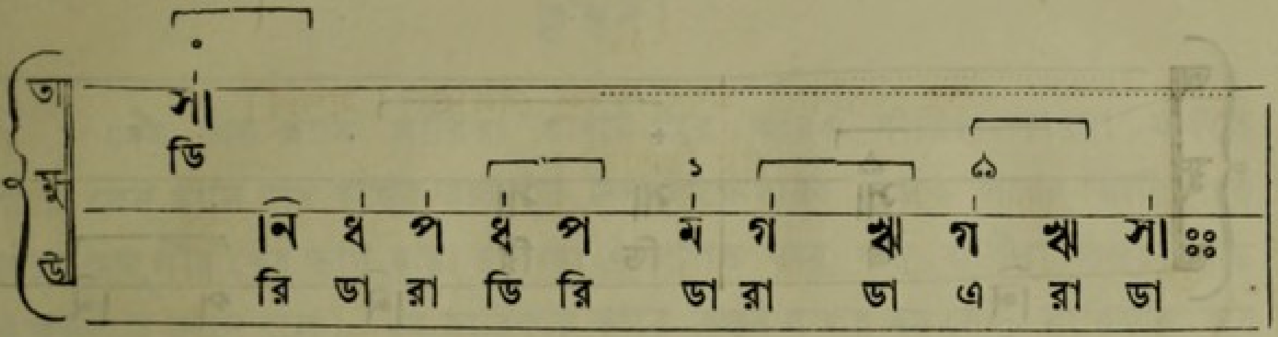

১৫

বৃন্দাবনী সারঙ্গ। ওড়ব।

একতালা।

মধ্যঃ প্রভৃতি মধ্যাহ্নে গাবেন।

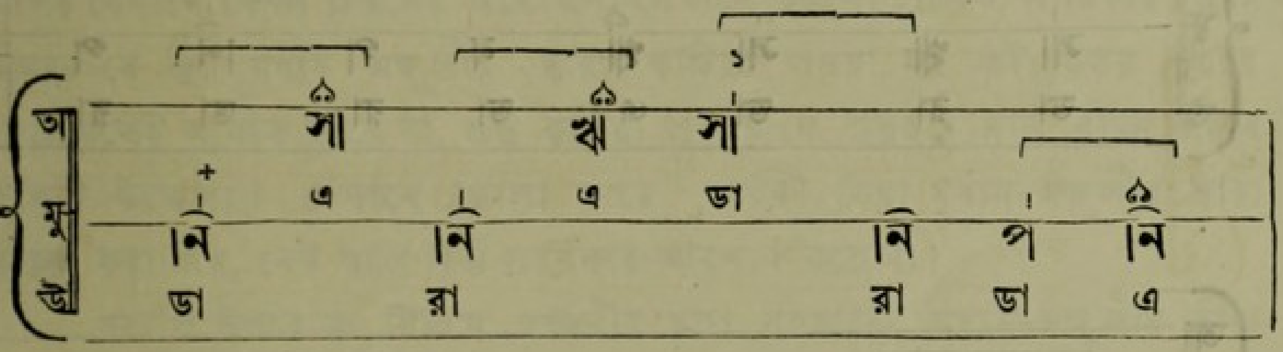

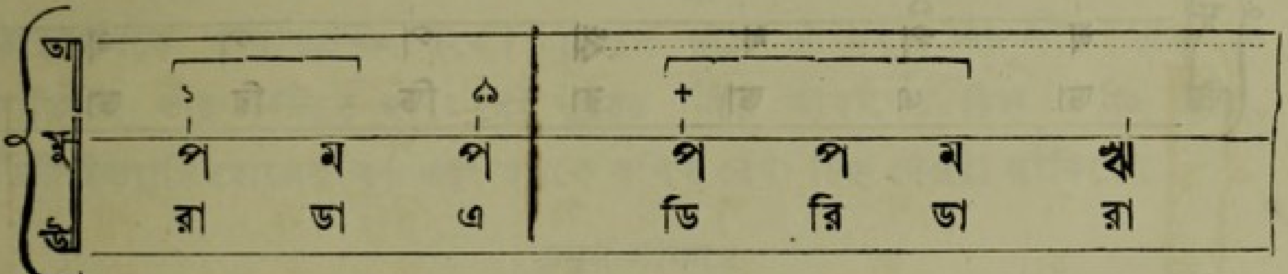

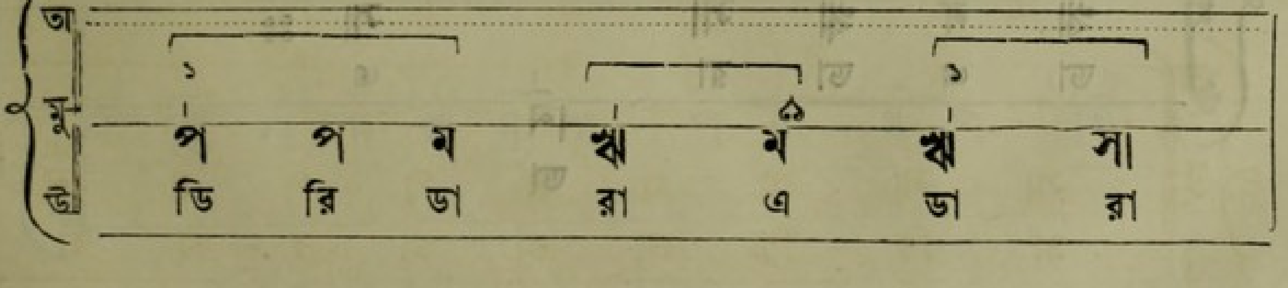

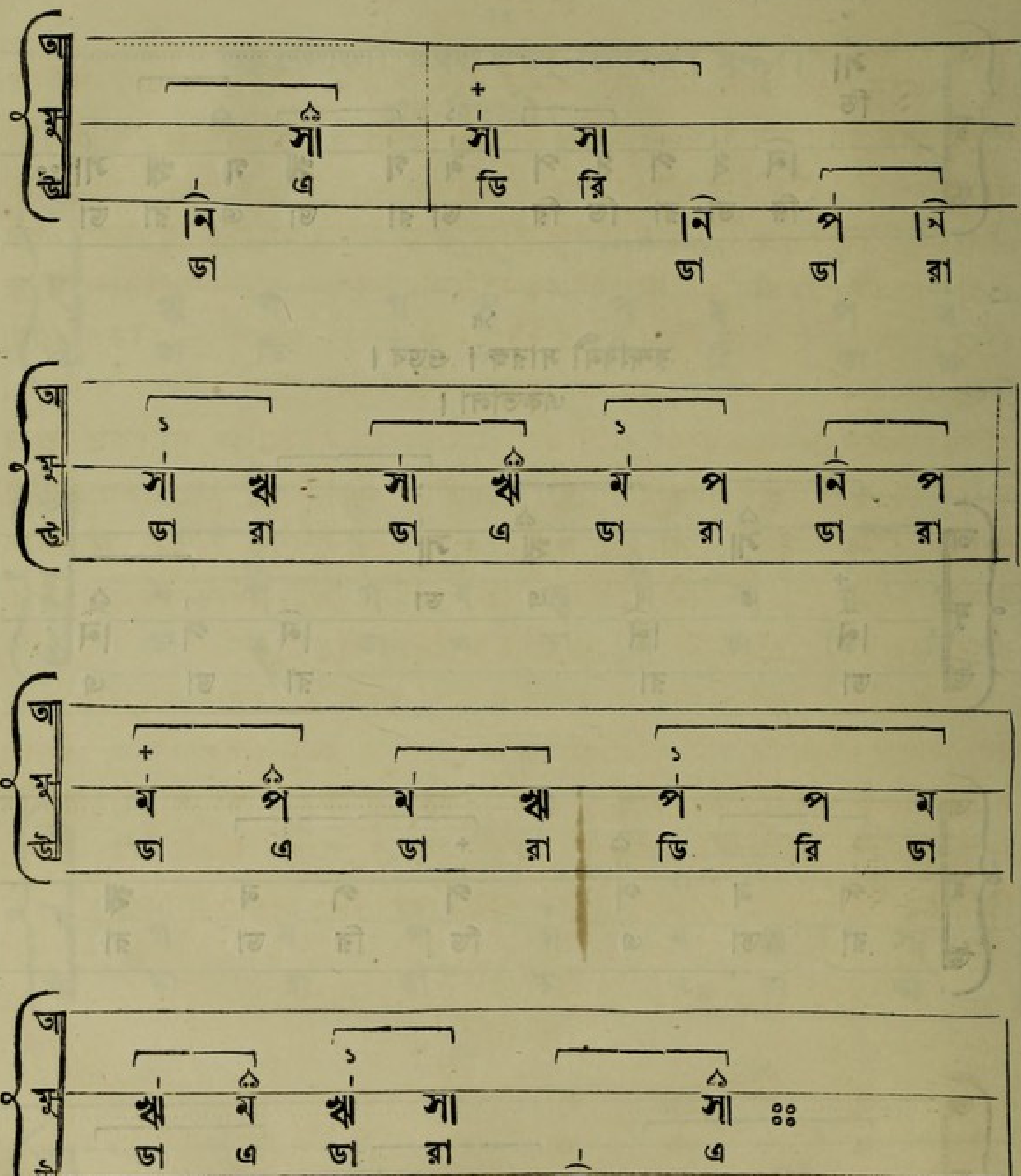
আ
মু
উ
নি সা সা সা নি প নি
ডা এ ডি রি ডা ডা রা
সা ঋ সা ঋ ম প নি প
ডা রা ডা এ ডা রা ডা রা
ম প ম ঋ প প ম
ডা এ ডা রা ডি রি ডা
ঋ ম ঋ সা নি সা ঃঃ
ডা এ ডা রা ডা এ

ক্রন্তন।

এমন এক খানি সারিকা যাহার পরে আরও সারিকা পাওয়া যাইতে পারে, সেই খানি বাম হস্তের তর্জ্জনীর টীপযোগে ধারণ পূর্ব্বক পরের সারিকাকে মধ্যম-অঙ্গুলীর শেষ ভাগ দ্বারা চাপিয়া ঐ চাপিত তার যদি কাটিয়া লওয়া যায় ঐ কর্ত্তনকে ক্রন্তন বলে। যে সারিকার তারে ক্রন্তন সম্পন্ন হয় সেই সারিকার স্বর প্রকাশ না হইয়া তর্জ্জনীর টীপযোগে ধৃত সারিকারই সূক্ষ্ম স্বর বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। আরও যে স্বরে ক্রন্তন সম্পন্ন হইবে, ঐ স্বরের মস্তকে — এইরূপ রেখা চিহ্ন, এবং পূর্ব্ব স্বরটীর নীচে কেবলমাত্র একটী (এ) চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। অপিচ যেখানে কেবল ক্রন্তনের প্রয়োজন, সেখানে তর্জ্জনী চাপিত সারিকার স্বরে অথবা যে স্বর মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা কাটিয়া লওয়া হয় এই উভয় স্বরের কোনটীতেই আঘাত হইবে না, শুদ্ধ কাটিয়া লইতে যে স্বরটুকু মাত্র ব্যক্ত হইবে তাহাই উদ্দেশ্য। যেখানে খোলা তারে তর্জ্জনী কিম্বা মধ্যম-অঙ্গুলীর দ্বারা ক্রন্তন করা যায়, সেই স্থলে পূর্ব্ব সারিকার আবশ্যক করে না।

যদ্যপি উপরোক্ত নিয়মে তর্জ্জনীর চাপ সহকারে মধ্যম-অঙ্গুলীর দ্বারা যথা মাত্রানুসারে পর সারিকায় আঘাতানন্তর তার কাটিয়া লওয়া যায়, ঐ রূপ তারকর্ত্তনকে আঘাতক্রন্তন কহে। সেরূপ স্থলে ঐ মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা যে সারিকার তার কাটিতে হইবে সেই স্বরের নিম্নে আঘাতের চিহ্ন অর্থাৎ ডারা, ডিরি ইত্যাদি বোলের বর্ণ এবং মস্তকে কথিত রেখা চিহ্ন দেওয়া থাকিবে।

ক্রন্তন-সাধন।

অনুলোম।

এক মাত্রায় সাধন।

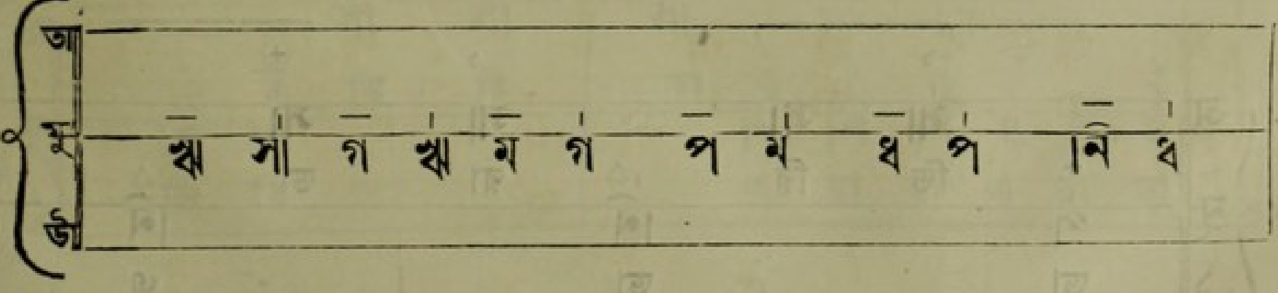

বিলোম।

আ												
স্থ	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
উ												

আঘাত-ক্রন্তন।

অনুলোম।

অর্দ্ধমাত্রানুসারেণ।

আ												
স্থ	ঋ	সা	গ	ঋ	ম	গ	প	ম	ধ	প	নি	ধ
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

বিলোম।

আ												
স্থ	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

১৬

খাম্বাজ। সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

(নি)।

অঙ্কঃ প্রতিচতুর্থমাত্রানুসারেণ।

		১			১		+	
আ		সা	সা	০	সা		সা	
	+	ডি	রি		রা		ডা	
স্থ	প			নি				নি
উ	ডা			ডা				এ

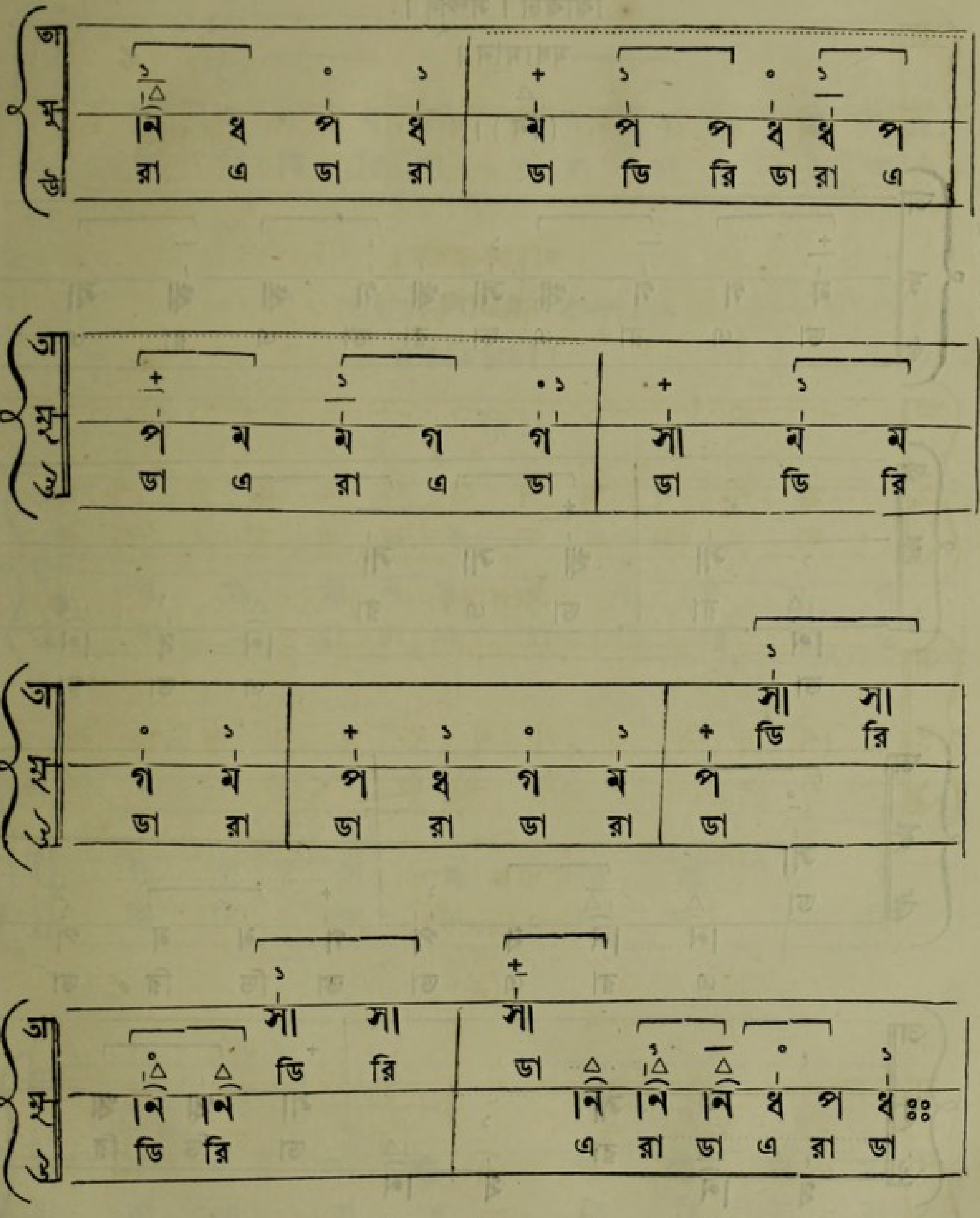
নি ধ প ধ ম প প ধ ধ প
রা এ ডা রা ডা ডি রি ডা রা এ
প ম ম গ গ সা ম ম
ডা এ রা এ ডা ডা ডি রি
গ ম প ধ গ ম প সা সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি
নি নি সা সা সা নি নি নি ধ প ধ
ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

১৭

ঝিঝিটী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△
(নি)।

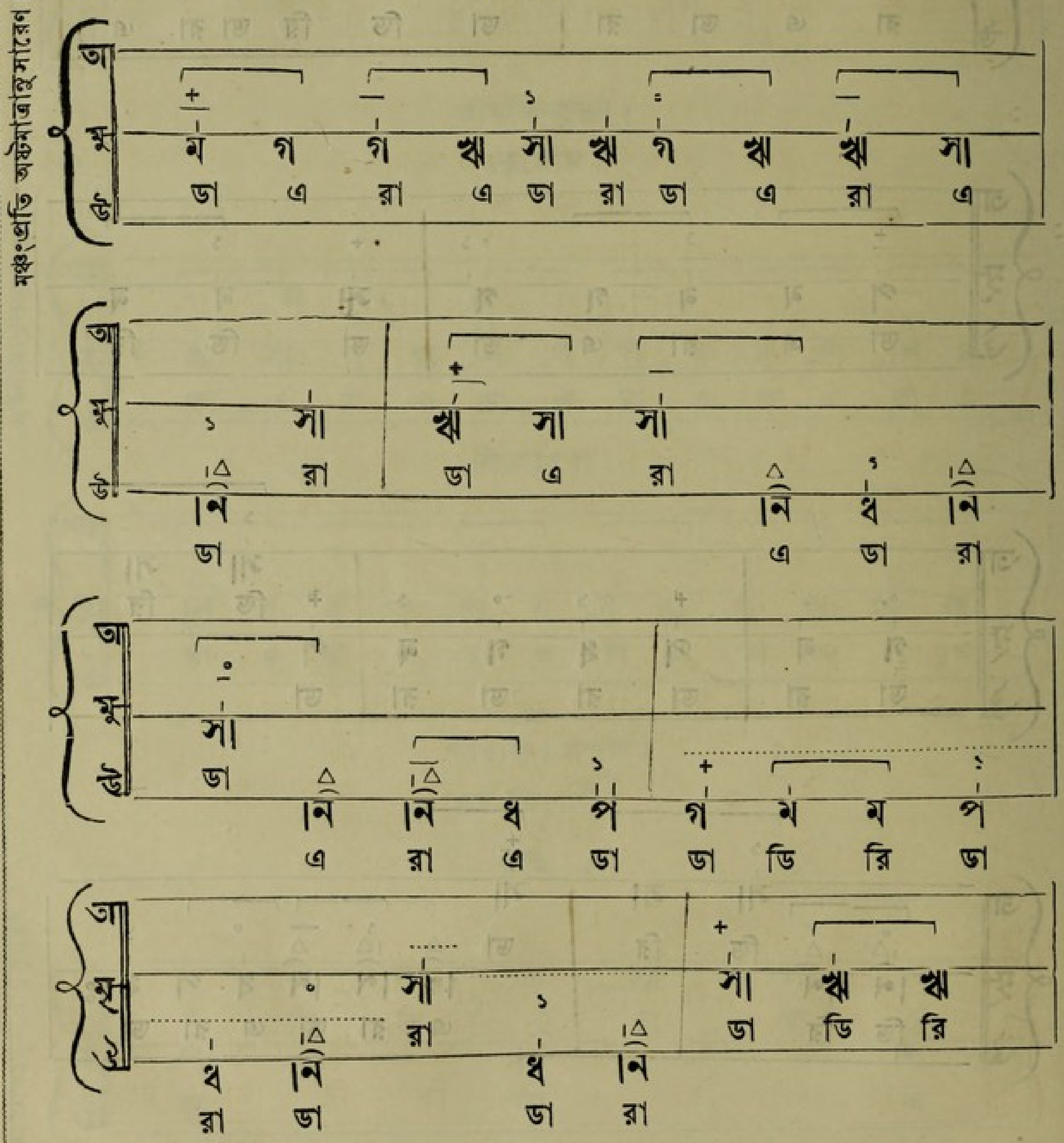

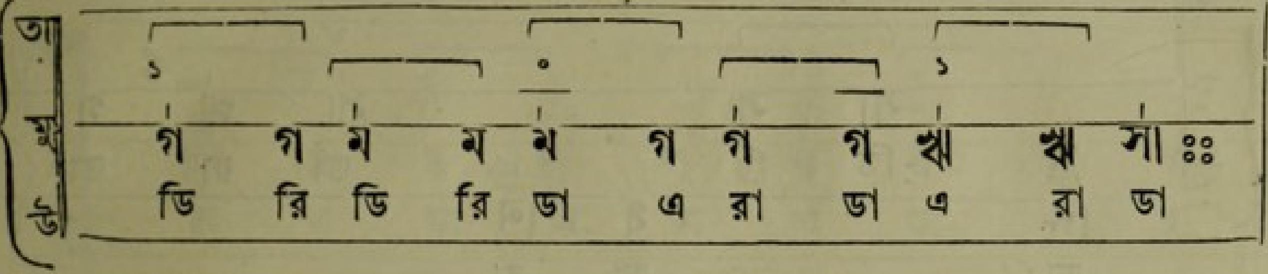

১৮

পাহাড়ী-ঝিঝিটী। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

△
(নি)।

মধ্যমং প্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

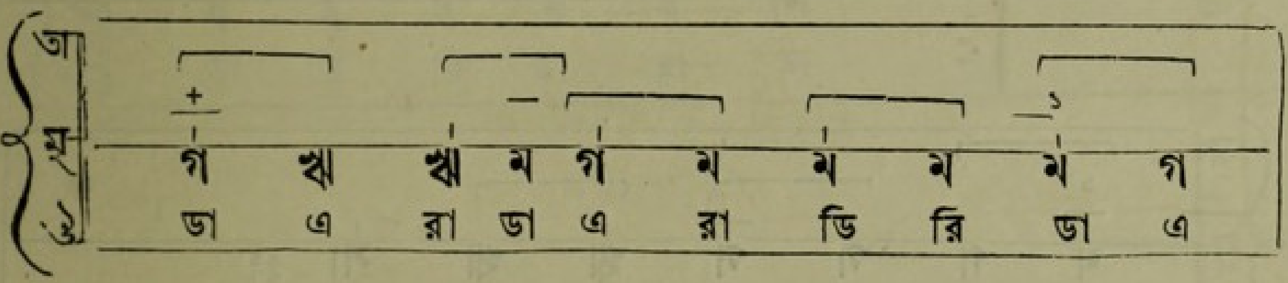

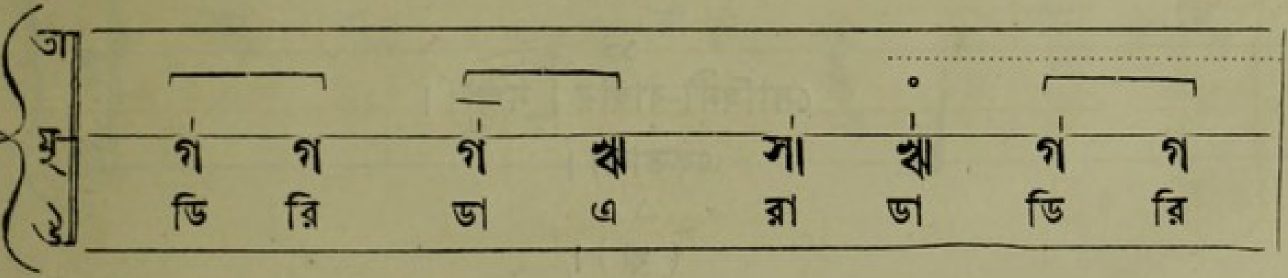

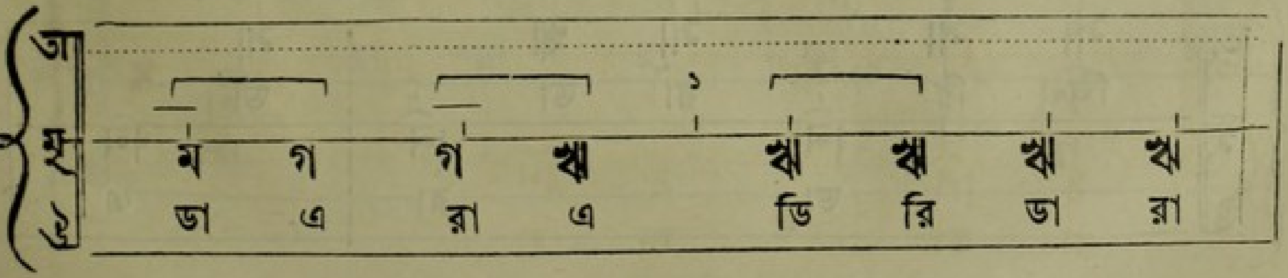

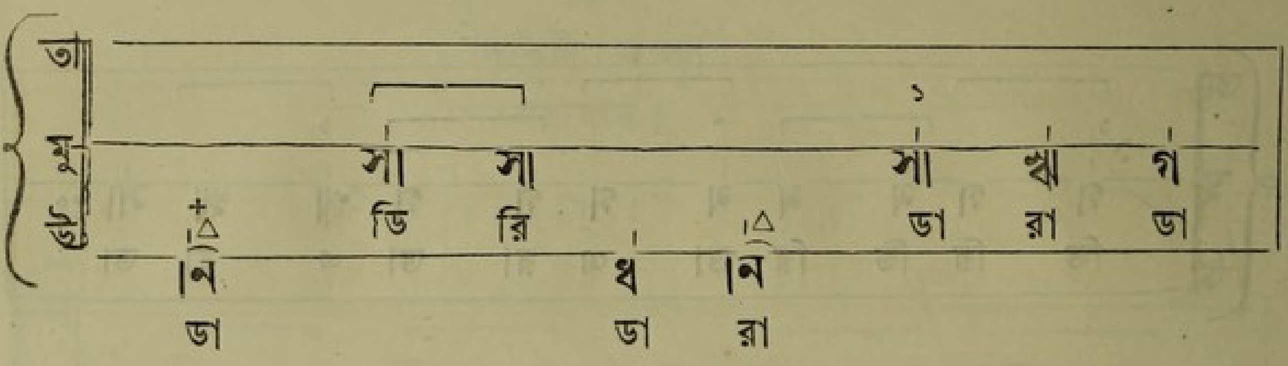

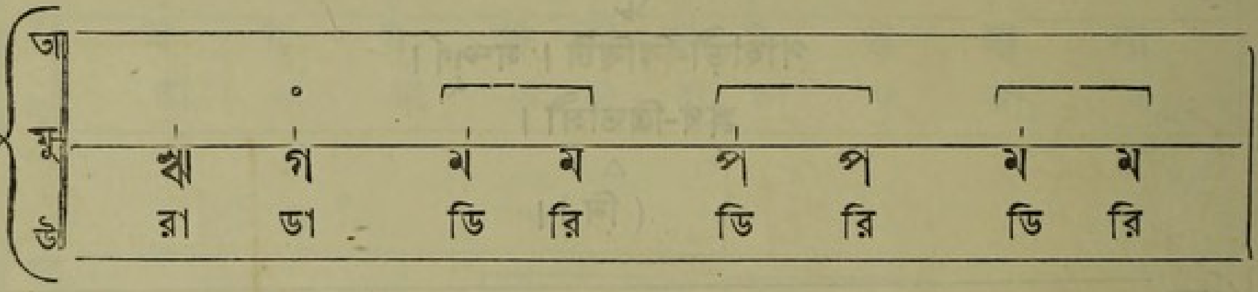

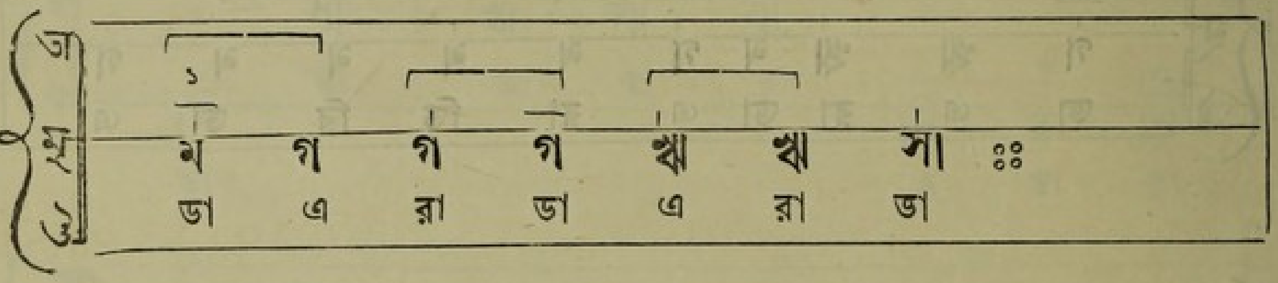

১৯

সোহিনী-বাহার। সম্পূর্ণ।

একতালা।

(ঋ)।

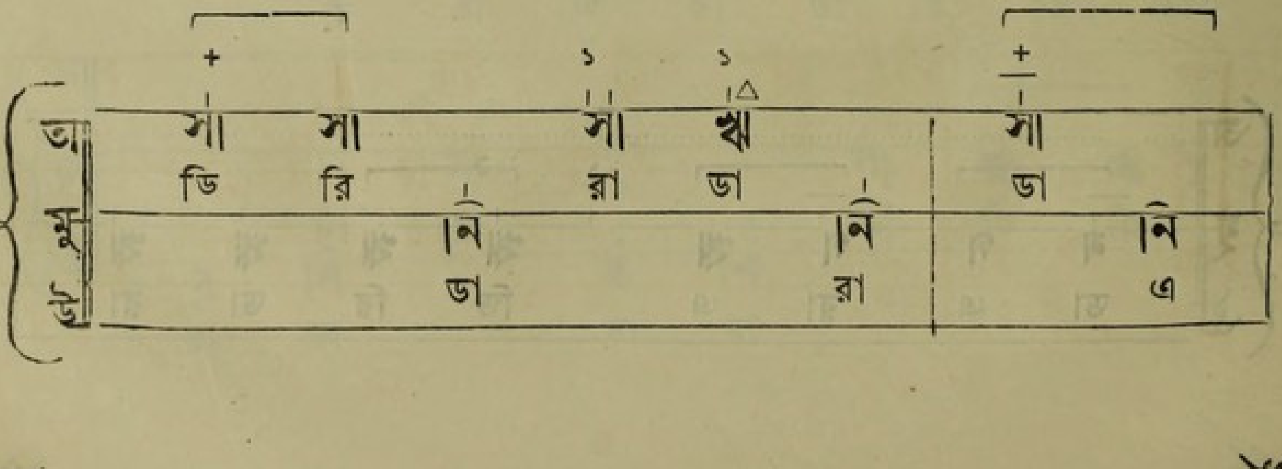

মঞ্চঃ প্রভৃতি যন্ত্রানুসারেণ।

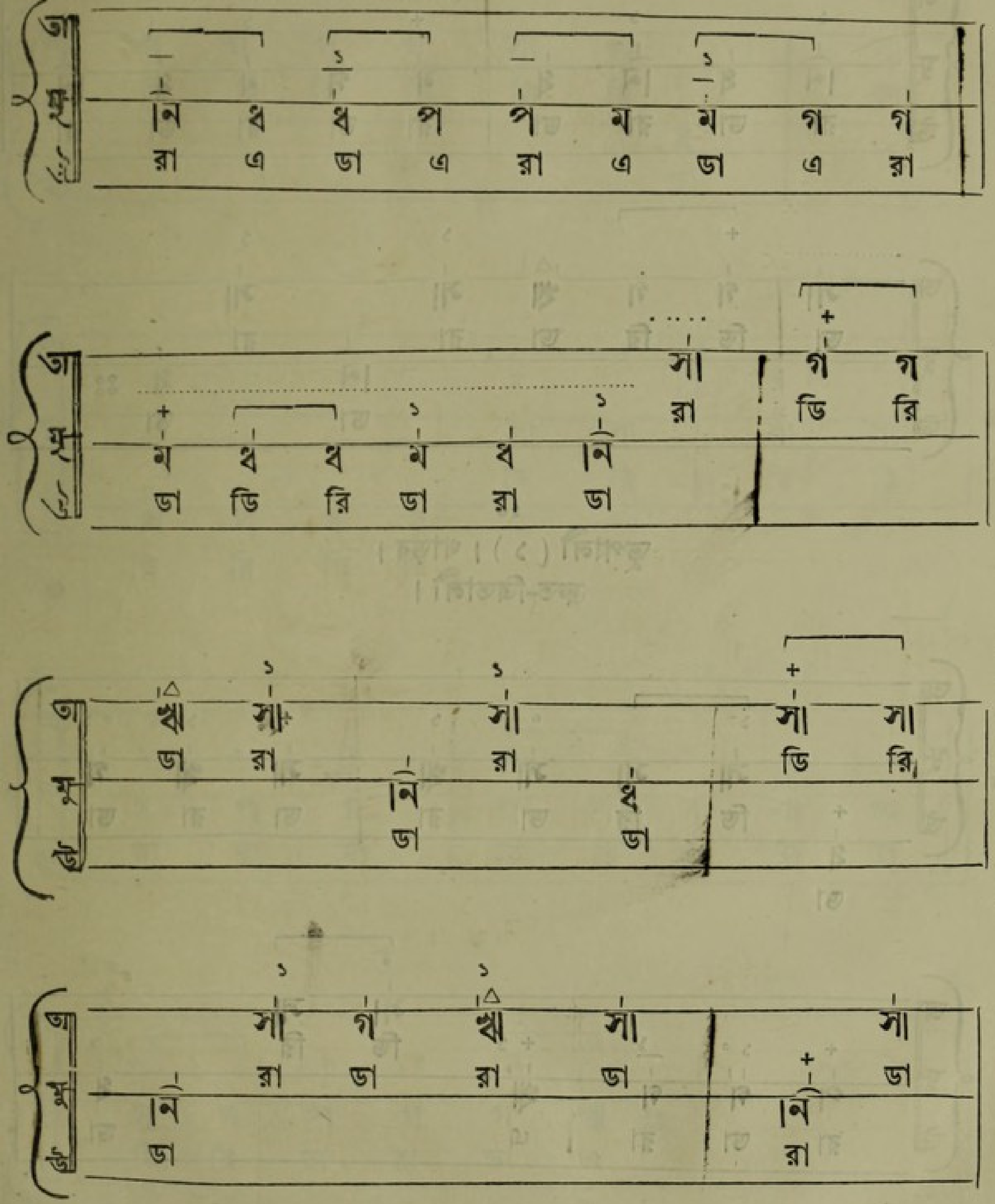
নি ধ ধ প প ম ম গ গ
রা এ ডা এ রা এ ডা এ রা
সা গ গ
রা ডি রি
ম ধ ধ ম ধ নি
ডা ডি রি ডা রা ডা
ঋ সা সা সা সা
ডা রা রা ডি রি
নি ধ
ডা ডা
সা গ ঋ সা সা
রা ডা রা ডা ডা
নি নি
ডা রা

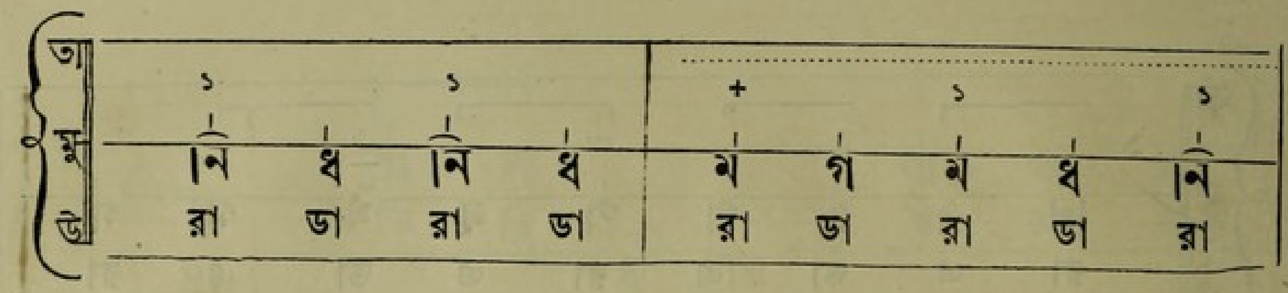

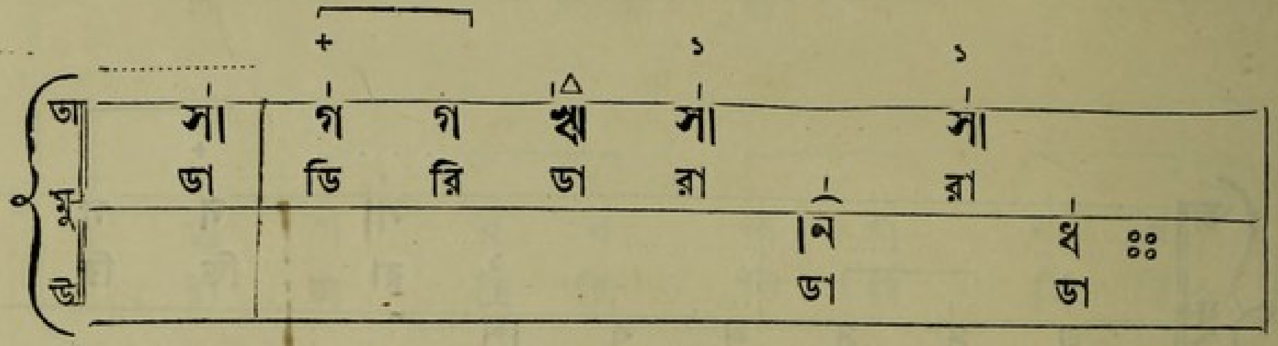

২০

ভূপালী (১)। খাড়ব।

দ্রুত-ত্রিতালী।

মঙ্কং প্রতি চতুর্মাত্রায় সারেণ।

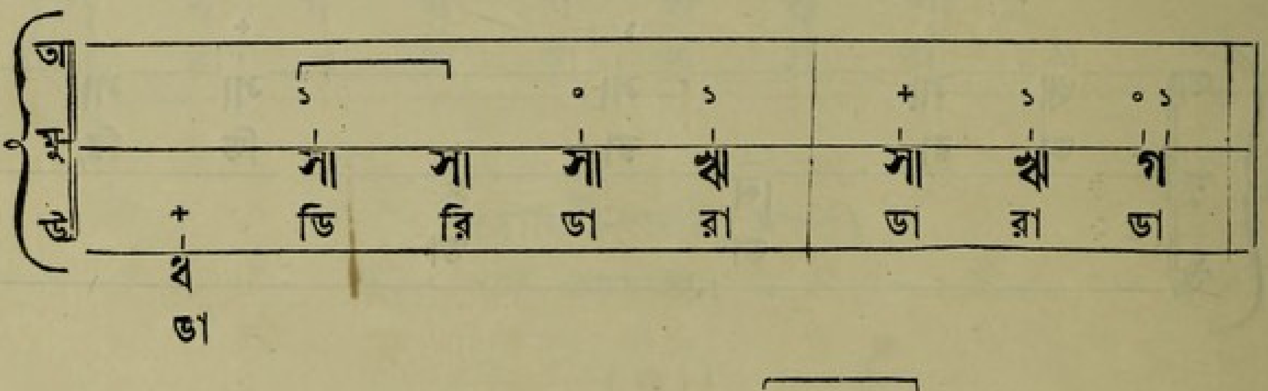

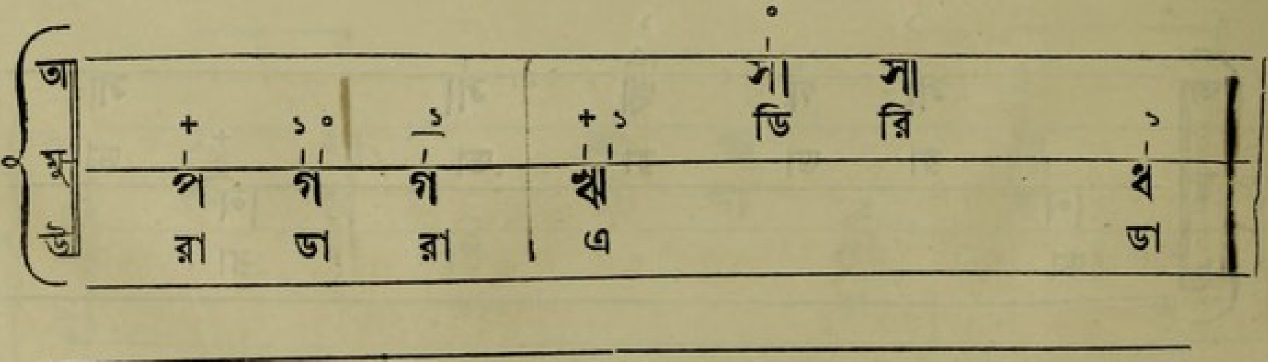

ইহার মধ্যম সুর বিবাদী।

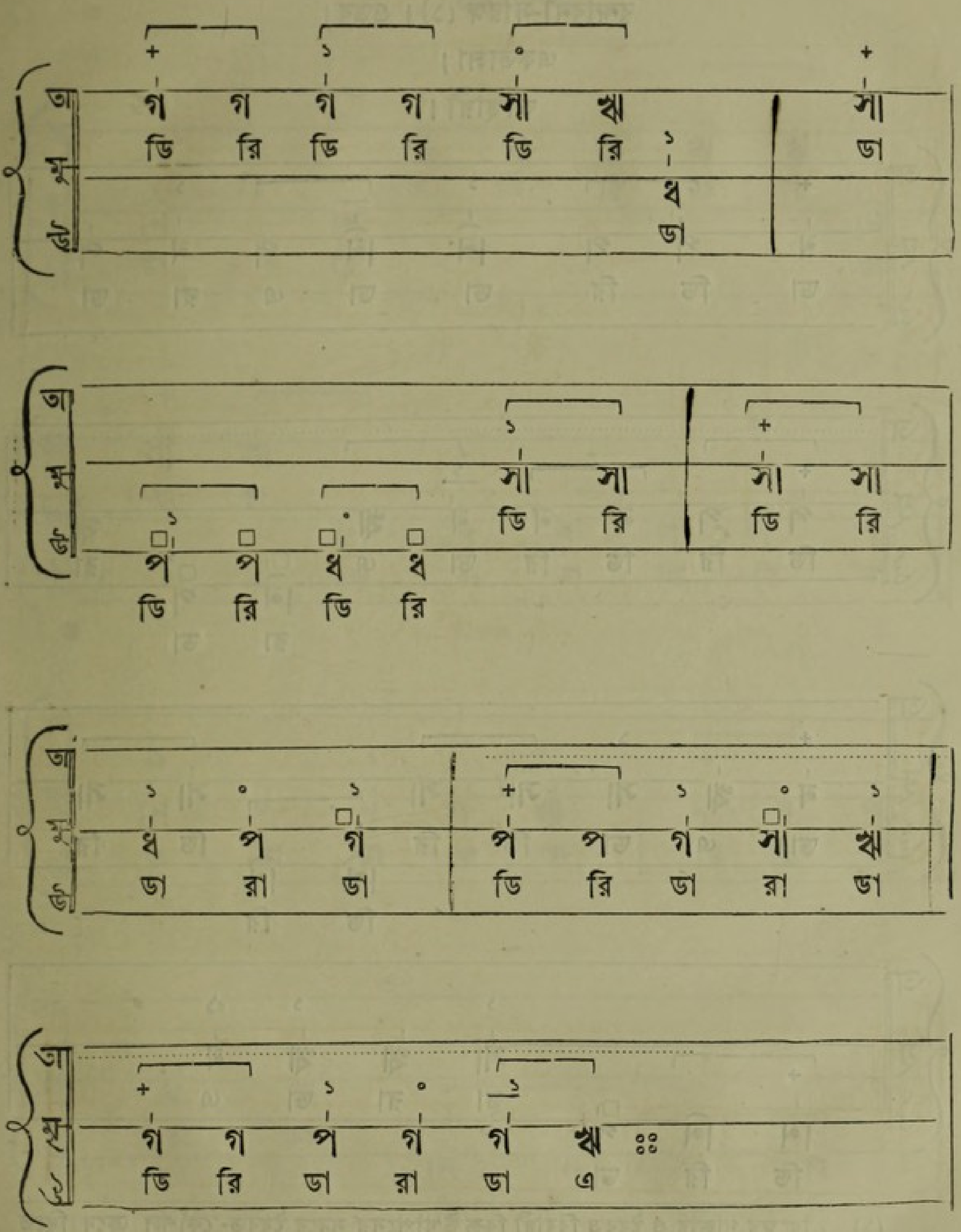
আ মু উ
গ গ গ গ সা ঋ সা
ডি রি ডি রি ডি রি ডা
ধ
ডা
আ মু উ
সা সা সা সা
ডি রি ডি রি
প প ধ ধ
ডি রি ডি রি
আ মু উ
ধ প গ প প গ সা ঋ
ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা
আ মু উ
গ গ প গ গ ঋ ঃঃ
ডি রি ডা রা ডা এ

২১

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ (১)। ওড়ব।

একতালা।

আস্থায়ী।

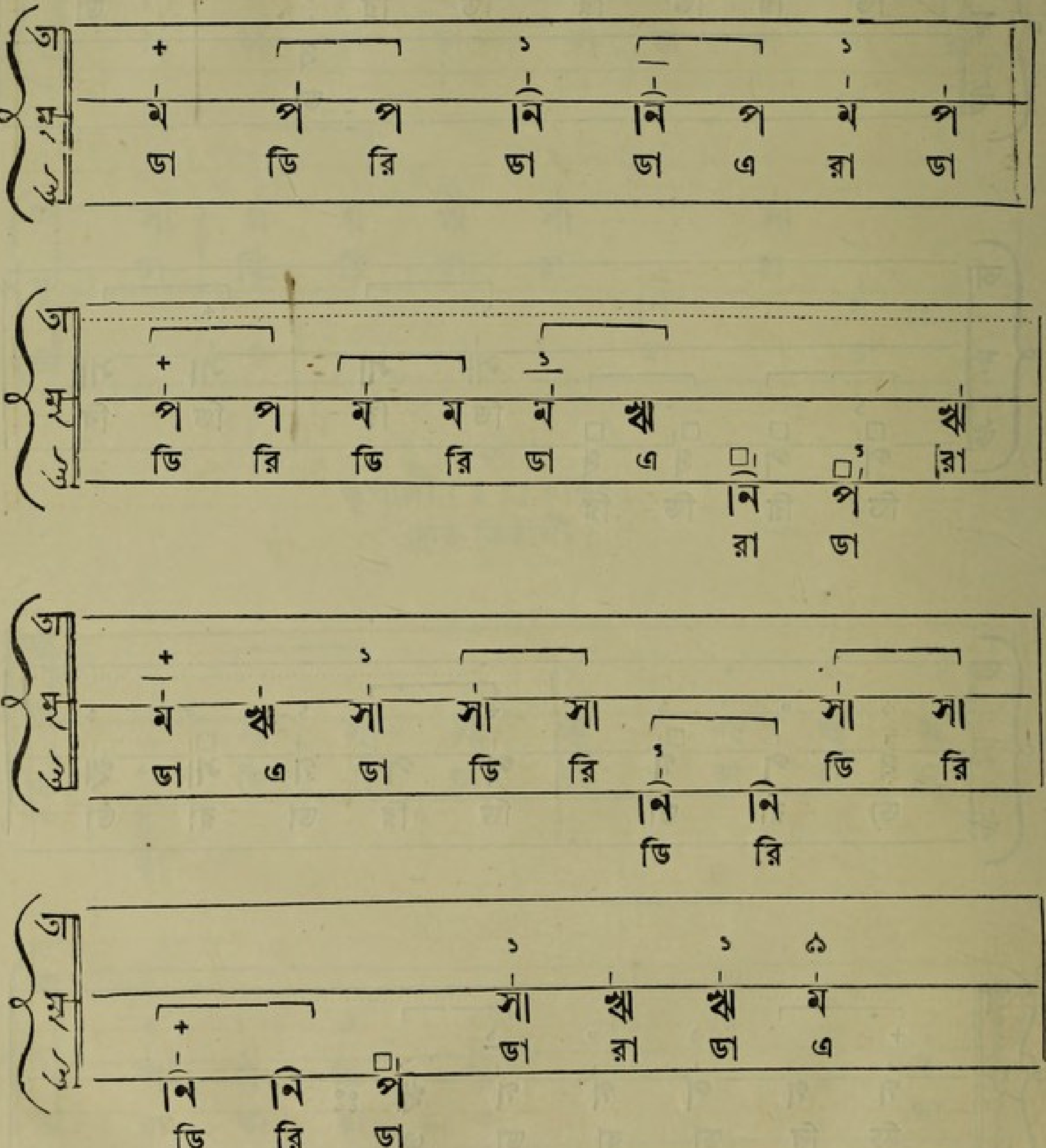

(১) সারঙ্গের গান্ধার ও ধৈবত বিবাদী কিন্তু উত্থাপনের সময়ে ধৈবত কৌশল ক্রমে দিতে পারিলে রাগ নষ্ট হয় না, পরন্তু এ স্বরনিবন্ধনীটীতে ধৈবত ব্যবহার হয় নাই।

অন্তরা।

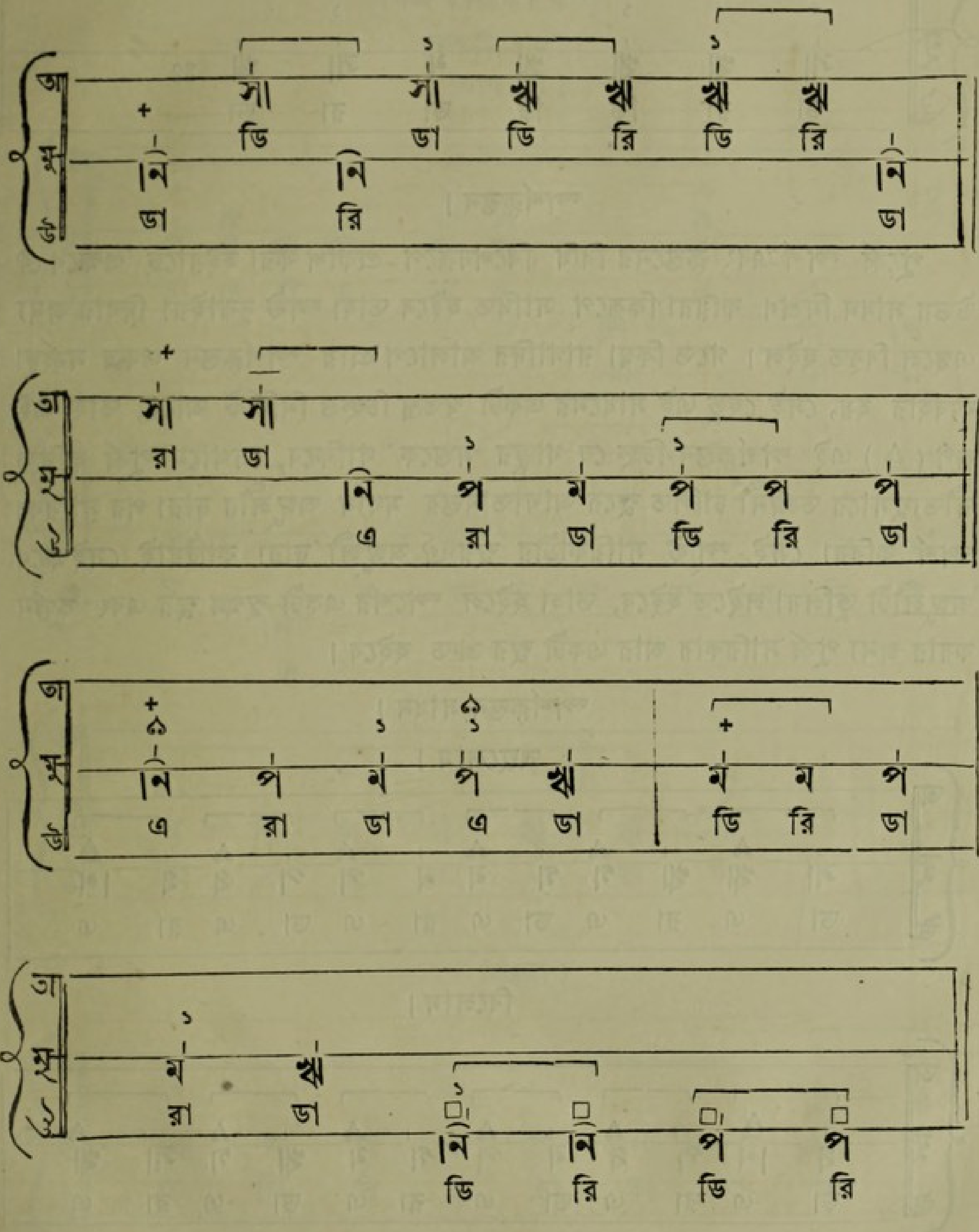

আ মু উ
সা সা ঋ ঋ ঋ ঋ
ডি ডা ডি রি ডি রি
নি নি নি
ডা রি ডা
সা সা
রা ডা
নি প ম প প প
এ রা ডা ডি রি ডা
নি প ম প ঋ ম ম প
এ রা ডা এ ডা ডি রি ডা
ম ঋ
রা ডা
নি নি প প
ডি রি ডি রি

	+		১			২	
	সা	ঋ	ঋ	ঋ	ম	সা	ঋ ঃঃ
	ডা	রা	ডি	রি	ডা	রা	ডা

স্পর্শক্রন্তন।

পূর্ব্বে স্পর্শ এবং ক্রন্তনের বিধি বিশেষরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে এক্ষণে ঐ উভয় সাধন মিশ্রণ করিয়া কিরূপে সাধিত হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য এস্থলে বিবৃত হইল। গতে কিম্বা রাগাদির আলাপে প্রায় স্পর্শক্রন্তন একত্র সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, সেই হেতু এই সাধনের একটী স্বতন্ত্র চিহ্নও নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এই রূপ (∆) এই স্পর্শক্রন্তন-চিহ্ন যে ধাতুর মস্তকে থাকিবে, সেখানে পূর্ব্ব কথিত রীত্যনুসারে তর্জ্জনী চাপিত সুরে আঘাতানন্তর মধ্যম অঙ্গুলীর দ্বারা পর সারিকা স্পর্শ করিয়া সেই স্পৃষ্ট সারিকাটীর সুর ঐ অঙ্গুলী দ্বারা কাটিয়াই সেইক্ষণে অঙ্গুলীটী তুলিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে স্পর্শের একটী সূক্ষ্ম সুর এবং কর্ত্তন করার জন্য পূর্ব্ব সারিকার আর একটী সুর শ্রুত হইবে।

স্পর্শক্রন্তন-সাধন।

অনুলোম।

		∆		∆		∆		∆		∆		∆
	সা	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	প	ধ	ধ	নি
	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

বিলোম।

		∆		∆		∆		∆		∆		∆
	ধ	নি	প	ধ	ম	প	গ	ম	ঋ	গ	সা	ঋ
	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

অঙ্গাভানুসারেণ।

মধ্যং প্রভৃতি চতুর্মাত্রানুসারেণ।

২২

মিশ্র বেহাগ। সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

আস্থায়ী।

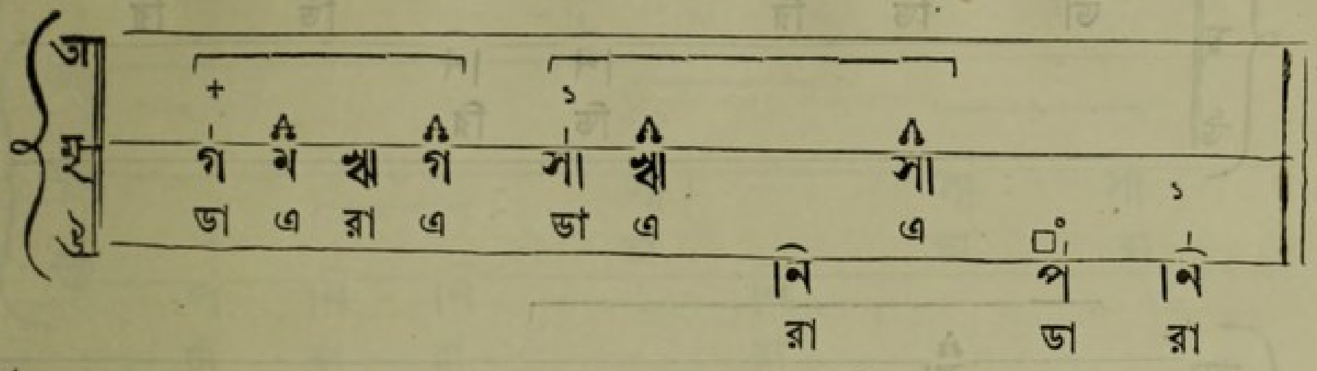

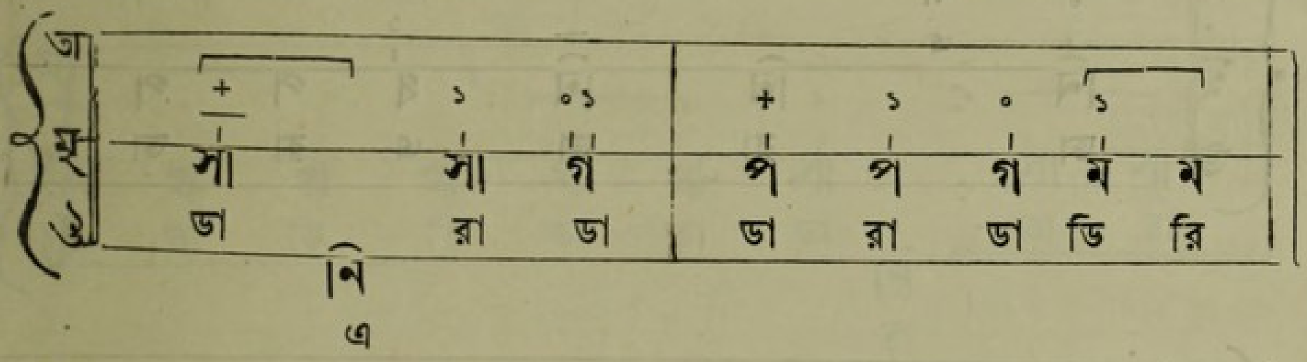

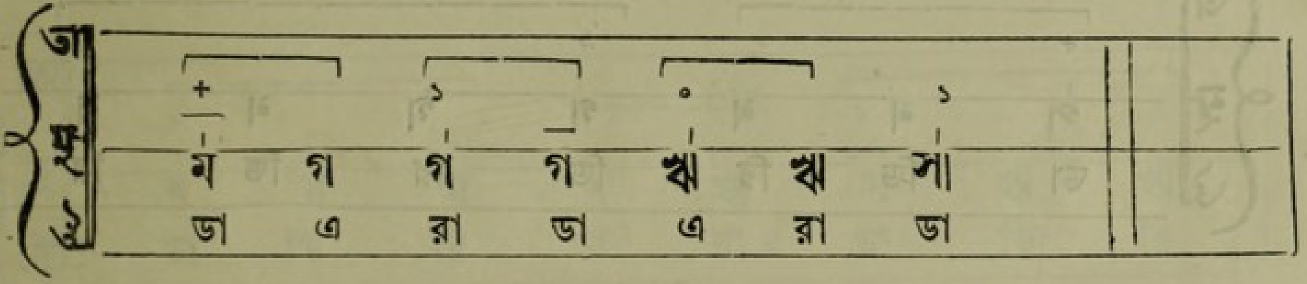

অন্তরা।

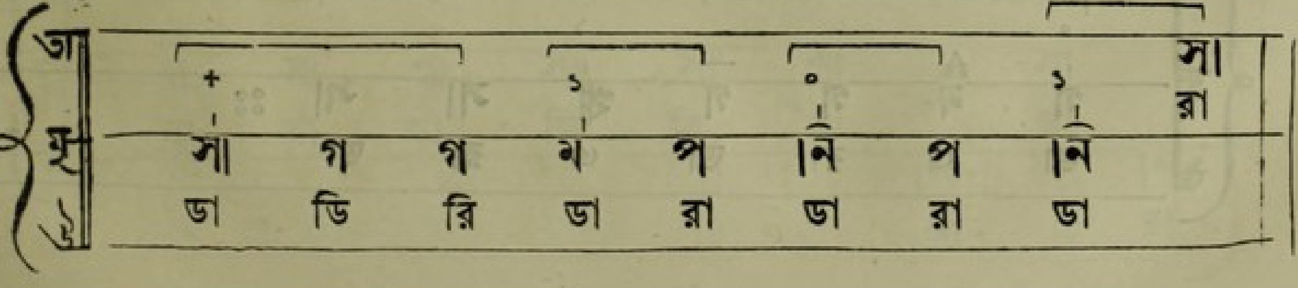

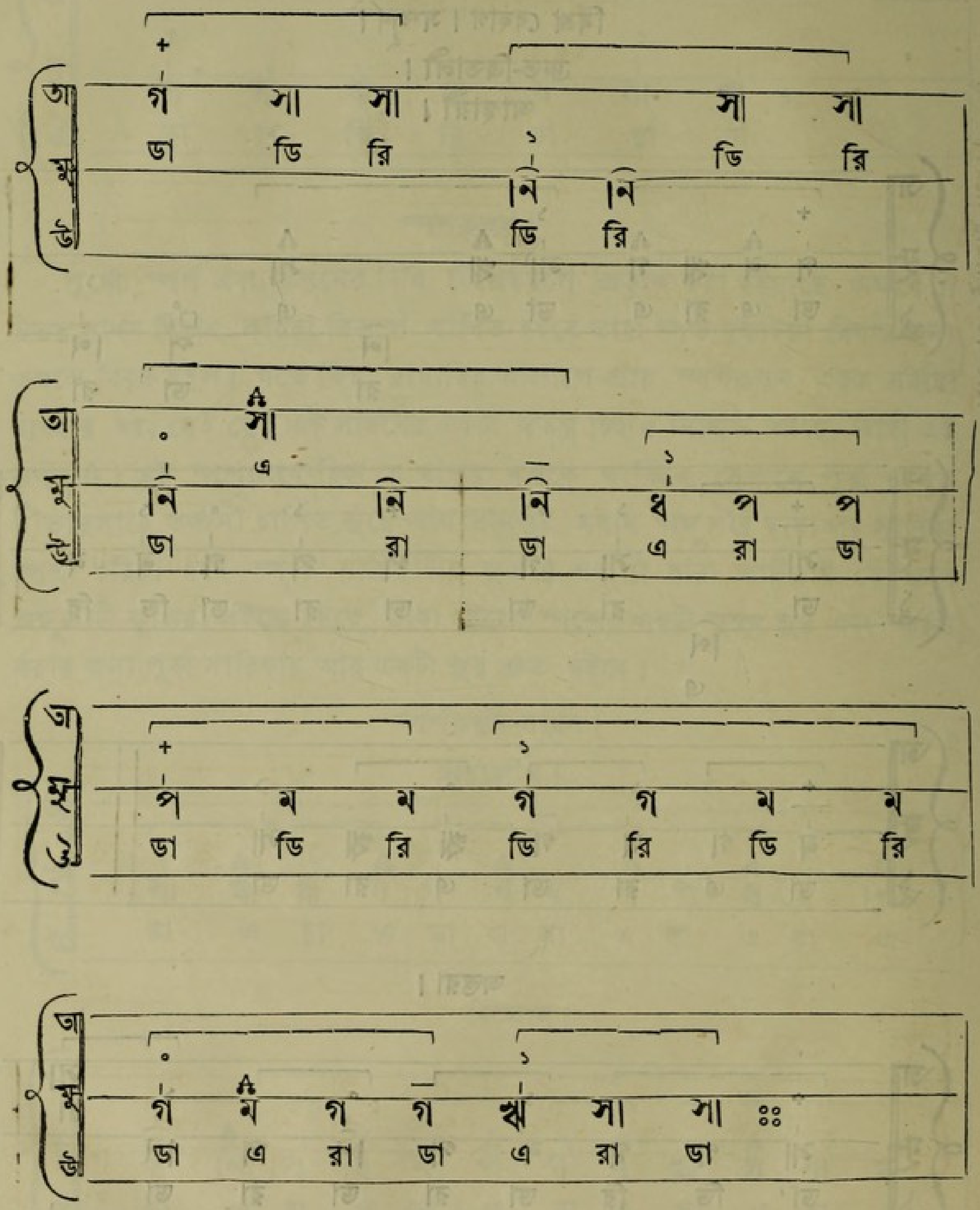
আ
মু
উ
গ সা সা সা সা
ডা ডি রি ডি রি
নি নি
ডি রি
সা এ
নি নি নি ধ প প
ডা রা ডা এ রা ডা
প ম ম গ গ ম ম
ডা ডি রি ডি রি ডি রি
গ ম গ গ ঋ সা সা ঃঃ
ডা এ রা ডা এ রা ডা

২৩

মিশ্র বারঞা। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ)।

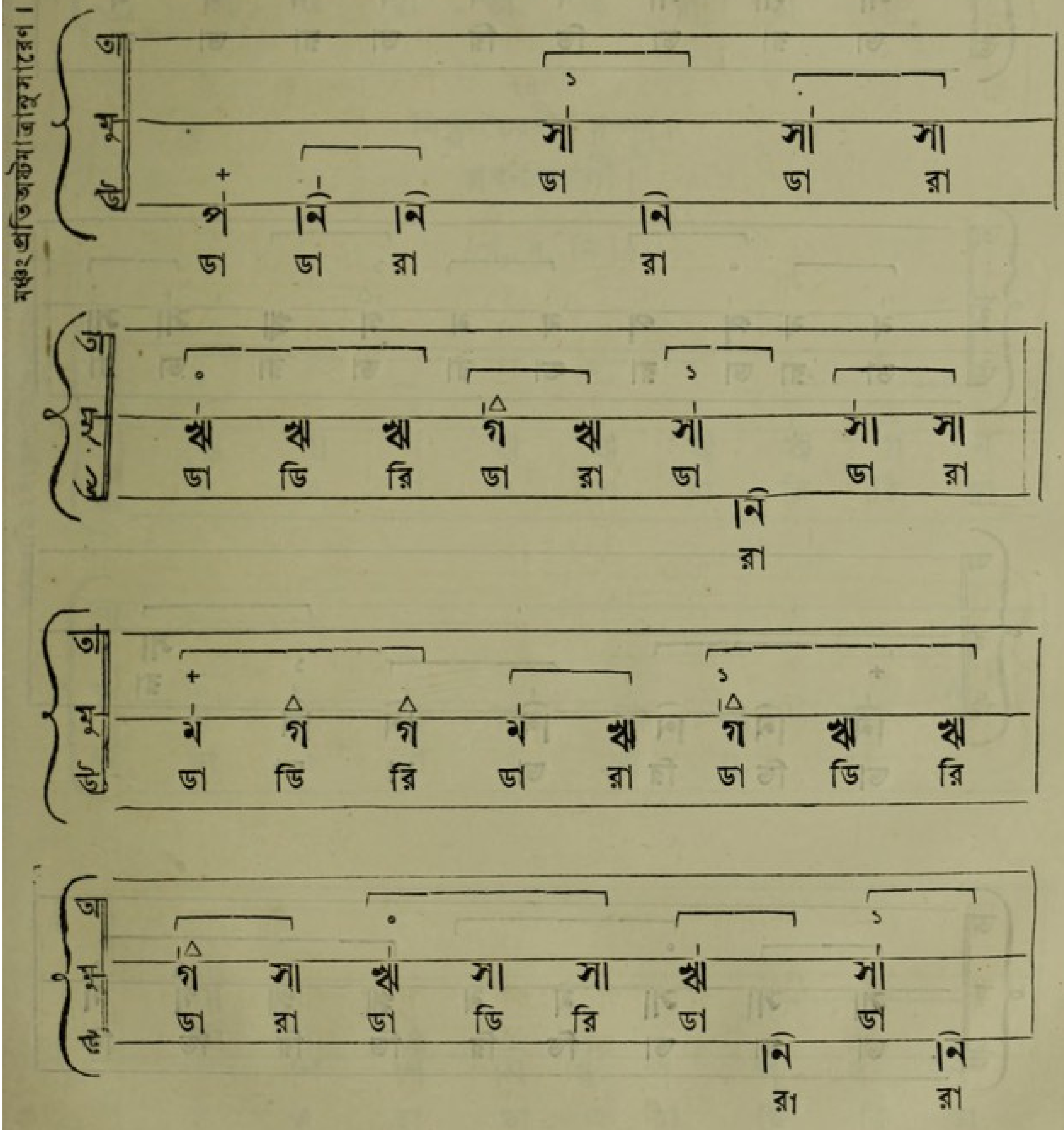

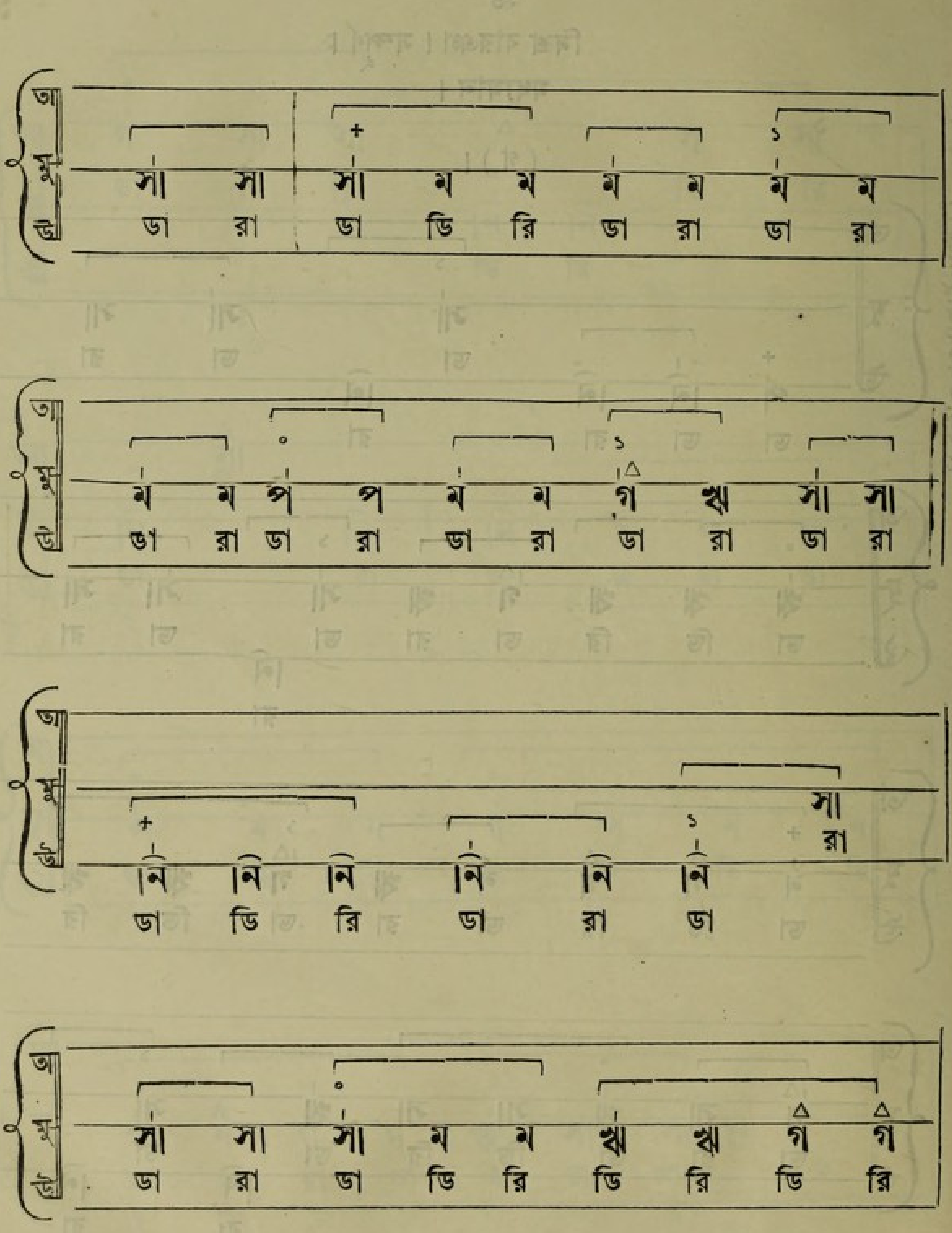
আ
মু
উ
সা সা সা ম ম ম ম ম ম
ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা রা
ম ম প প ম ম গ ঋ সা সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
সা
রা
নি নি নি নি নি নি
ডা ডি রি ডা রা ডা
সা সা সা ম ম ঋ ঋ গ গ
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি

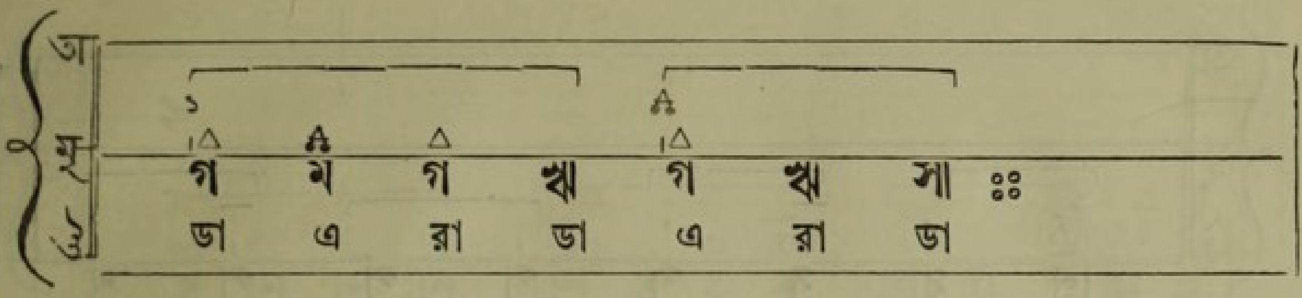

২৪

সিন্ধু-ভৈরবী। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(গ, ধ, নি)।

মঙ্কংপ্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

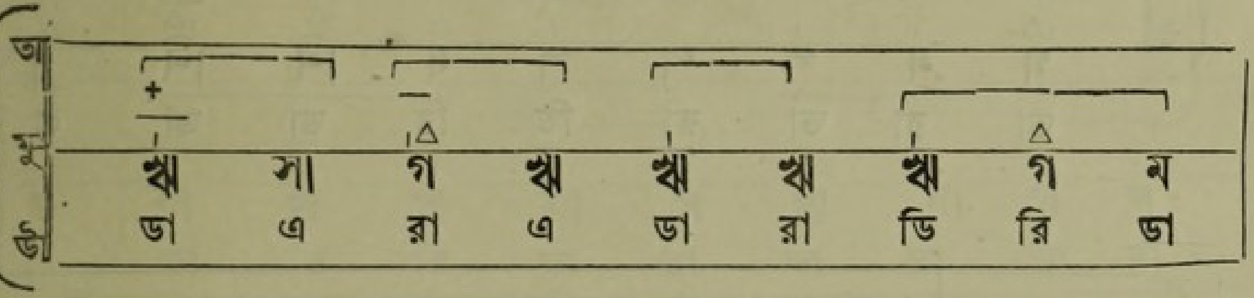

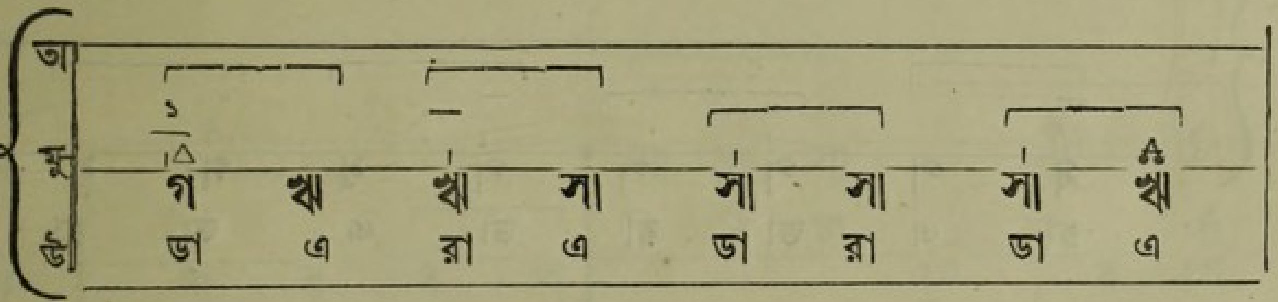

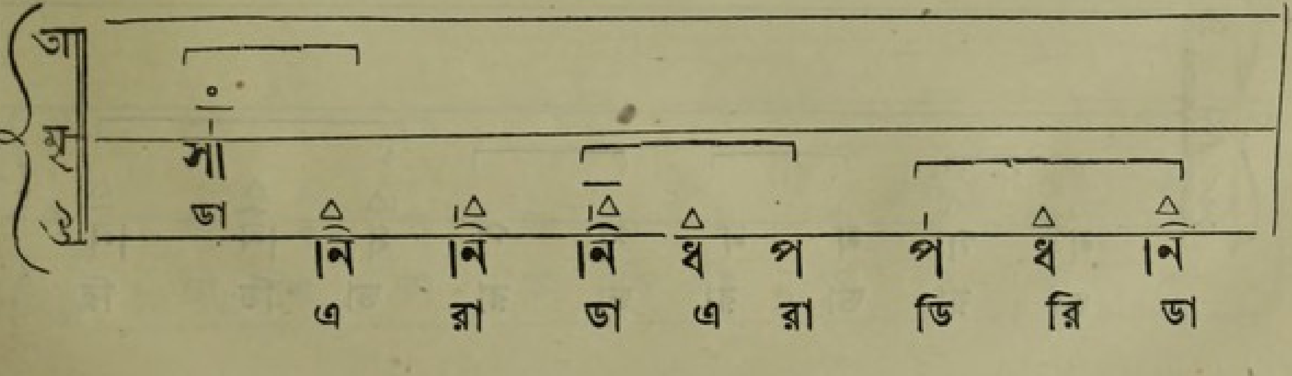

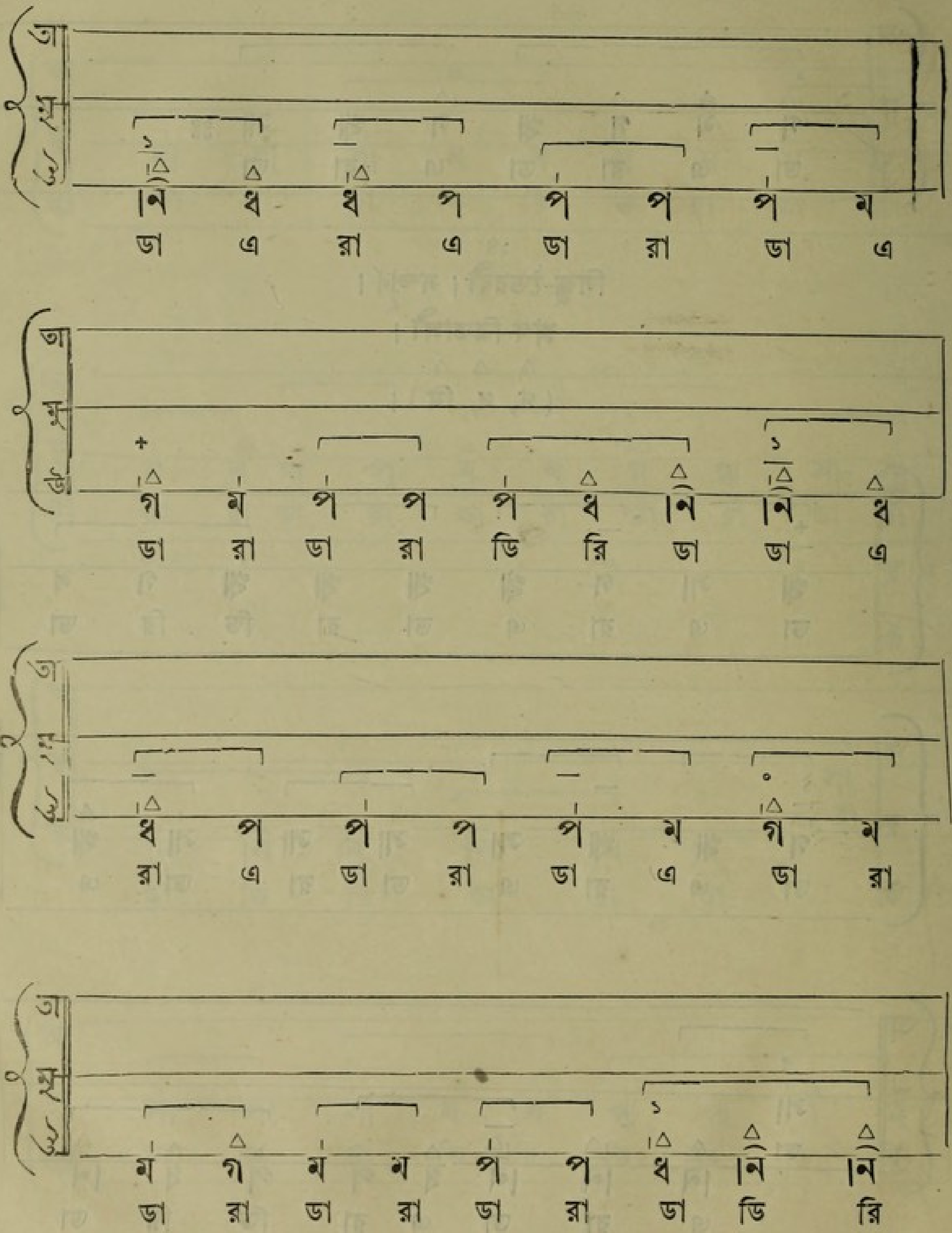
নি ধ ধ প প প প ম
ডা এ রা এ ডা রা ডা এ
গ ম প প প ধ নি নি ধ
ডা রা ডা রা ডি রি ডা ডা এ
ধ প প প প ম গ ম
রা এ ডা রা ডা এ ডা রা
ম গ ম ম প প ধ নি নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি

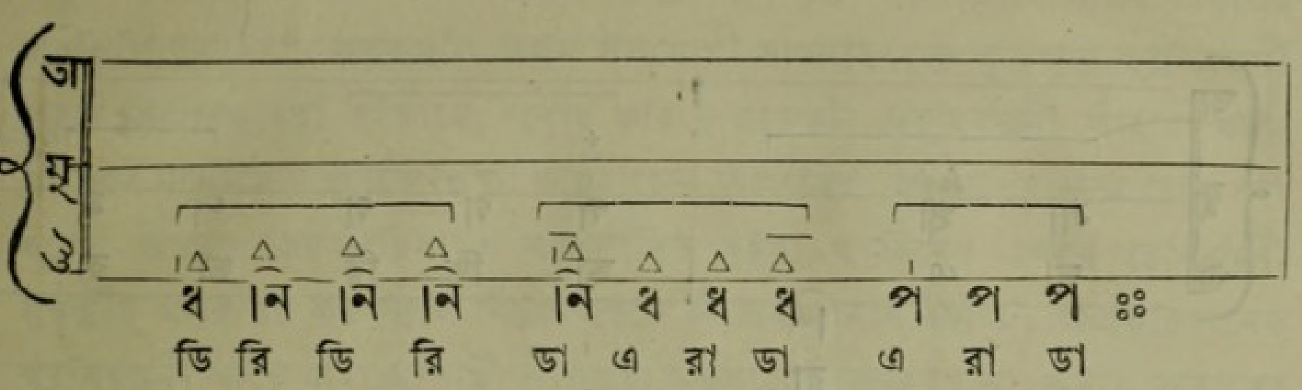

২৫

পুরবী। সম্পূর্ণ।

একতালা।

(ঋ, ম)।

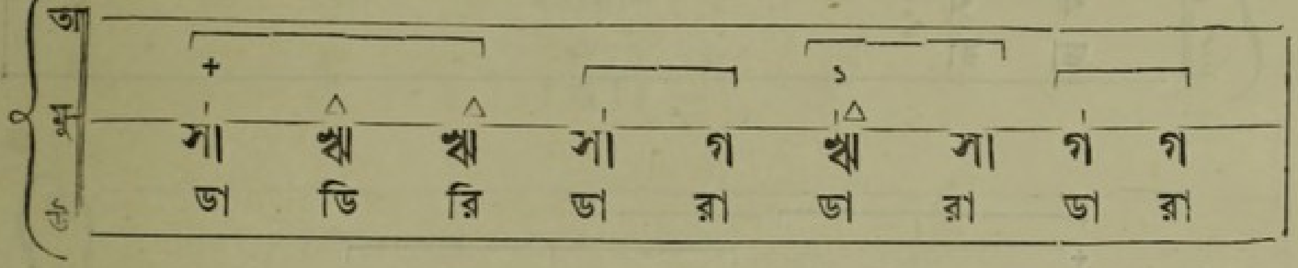

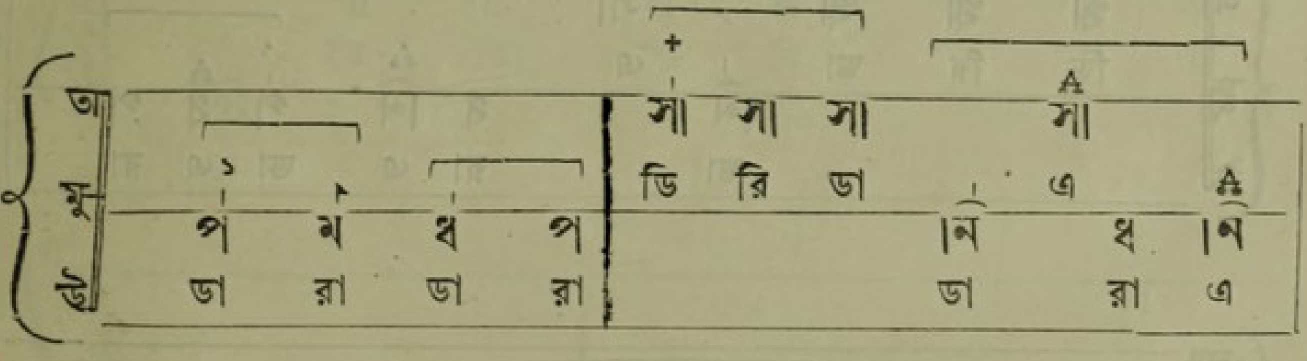

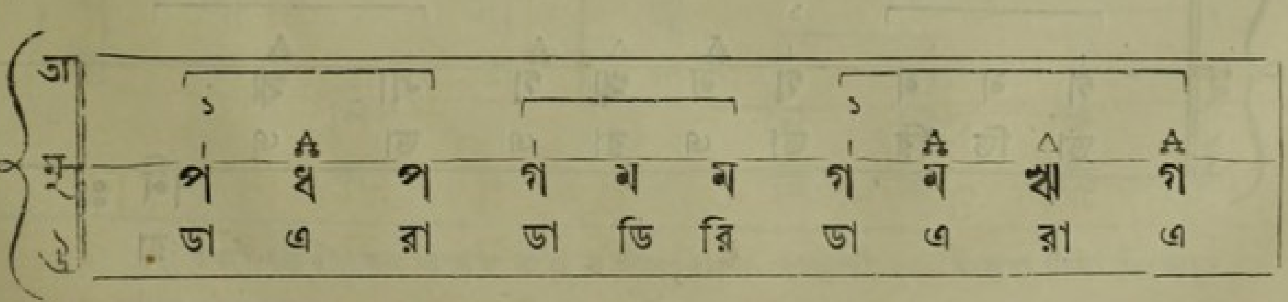

যন্ত্রং প্রতি যন্ত্রানুসারেণ।

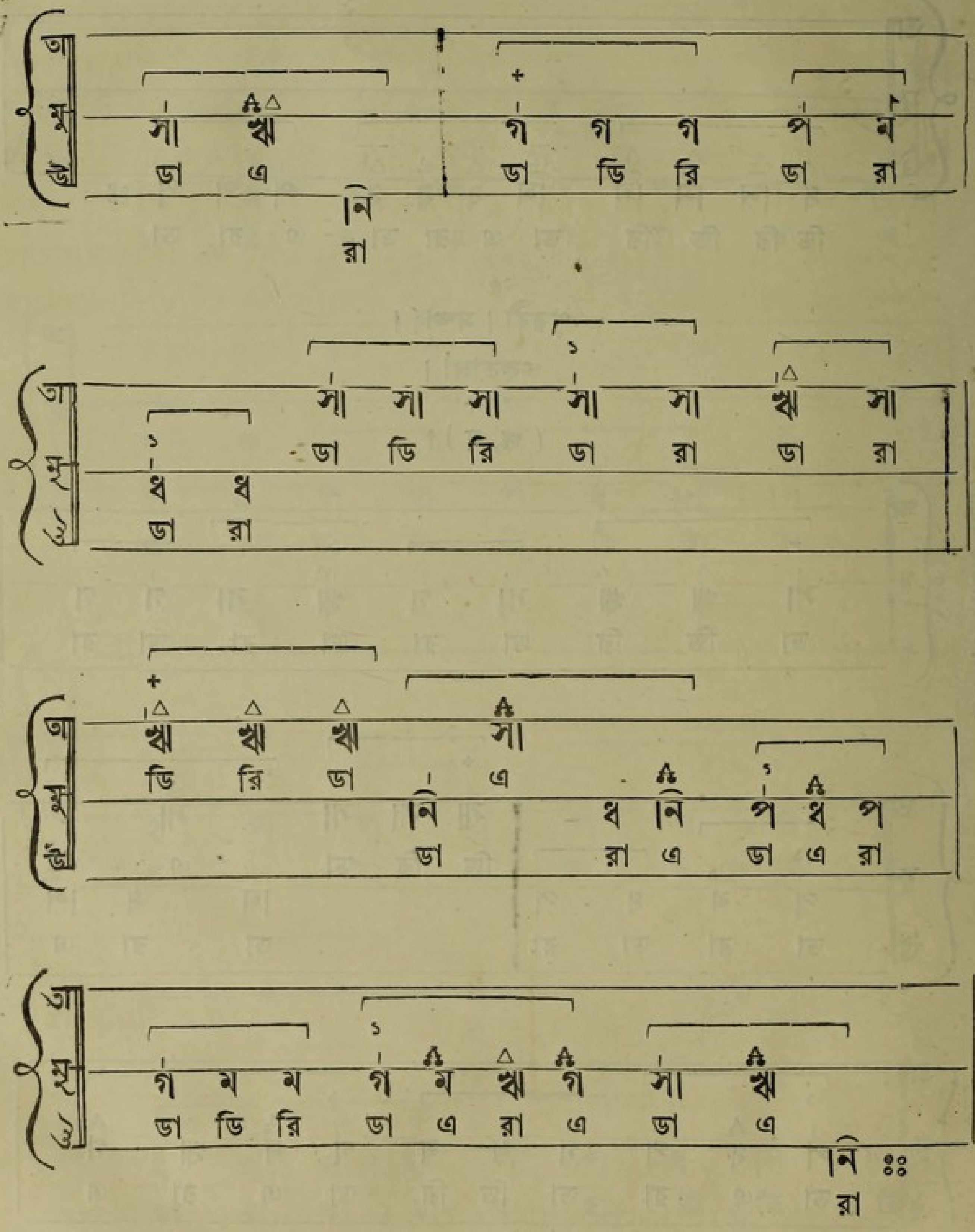
সা ঋ গ গ গ প ন
ডা এ ডা ডি রি ডা রা
নি
রা
ধ ধ সা সা সা সা সা ঋ সা
ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা রা
ঋ ঋ ঋ সা নি ধ নি প ধ প
ডি রি ডা এ ডা রা এ ডা এ রা
গ ম ম গ ম ঋ গ সা ঋ
ডা ডি রি ডা এ রা এ ডা এ
নি ঃঃ
রা

স্বরগ্রাম-সাধন, স্পর্শ-সাধন, ক্রন্তন-সাধন ও স্পর্শ-ক্রন্তন-সাধন প্রভৃতির স্বরলিপি বুঝাইবার কতকগুলি প্রথম উপযোগী সাধনাসংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরনিবন্ধনী পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, বোধ করি ঐ কয়েকটী স্বরনিবন্ধনী যাঁহারা যথা-রীতিতে মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের স্বরলিপির মর্ম্ম বোধ এবং হস্তের জড়তা কিয়ৎপরিমাণে অপনোদিত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে স্বরনিবন্ধনী সম্বন্ধীয় অপরাপর কতকগুলি নিয়ম এস্থলে বিশেষ জানান কর্ত্তব্য। এপ্রকার অনেক স্বরনিবন্ধনী আছে যাহা আস্থায়ী ও অন্তরা অনুসারে বিভক্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাদের আস্থায়ী বা অন্তরা কিছুই নাই, প্রথম হইতে আরব্ধ হইয়া যথাস্থানে একেবারে পরিসমাপ্তি হয়, সে গুলির নাম প্রস্তারিকা বা ক্রমান্বয়িকা বলে (১)। যথা—

২৬

সোহিনী। খাড়ব।

মধ্যমান।

△

(ঋ)।

মঞ্চ২ প্রতি অষ্টমাত্রানুসারেণ।

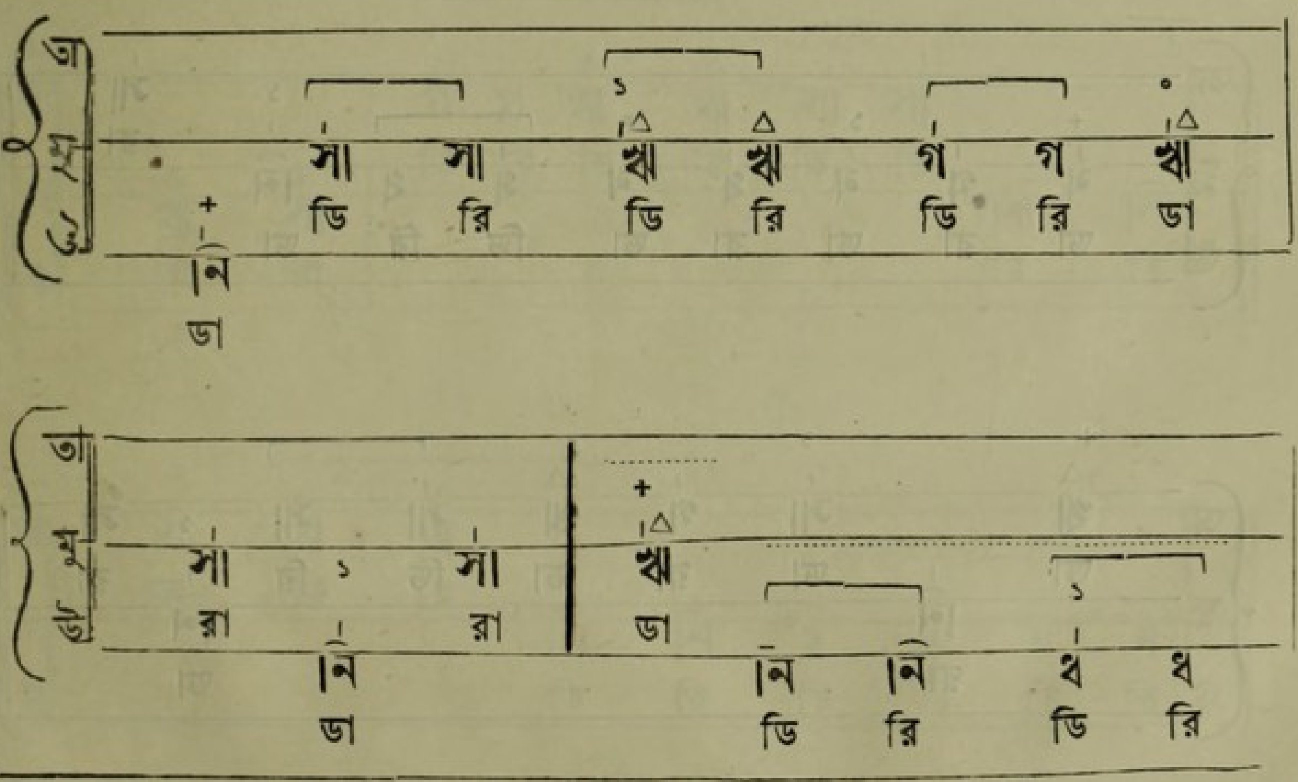

(১) শুদ্ধ স্বরনিবন্ধনী কেন অনেক সংস্কৃত গীত ঐরূপ আস্থায়ী এবং অন্তরা বিনা বিভেদে ব্যবহৃত দেখা যায়, সে সকল গীতও প্রস্তার নামে বিখ্যাত।

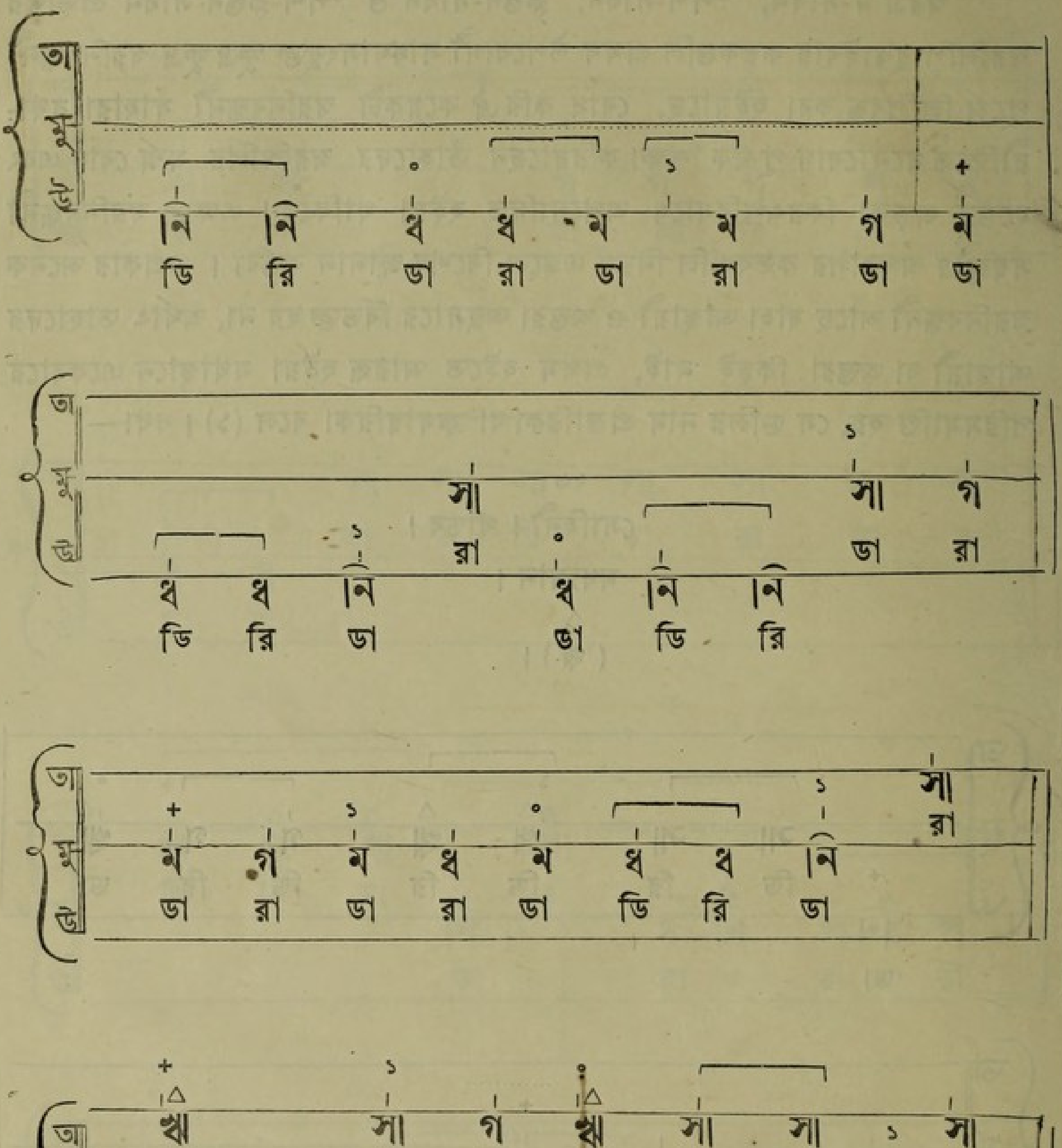
আ
মু
উ
নি নি ধ ধ ম ম গ ম
ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডা
সা সা গ
রা ডা রা
ধ ধ নি ধ নি নি
ডি রি ডা ডা ডি রি
সা
রা
ম গ ম ধ ম ধ ধ নি
ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা
ঋ সা গ ঋ সা সা সা
ডা ডা রা ডা ডি রি রা
নি নি
রা ডা

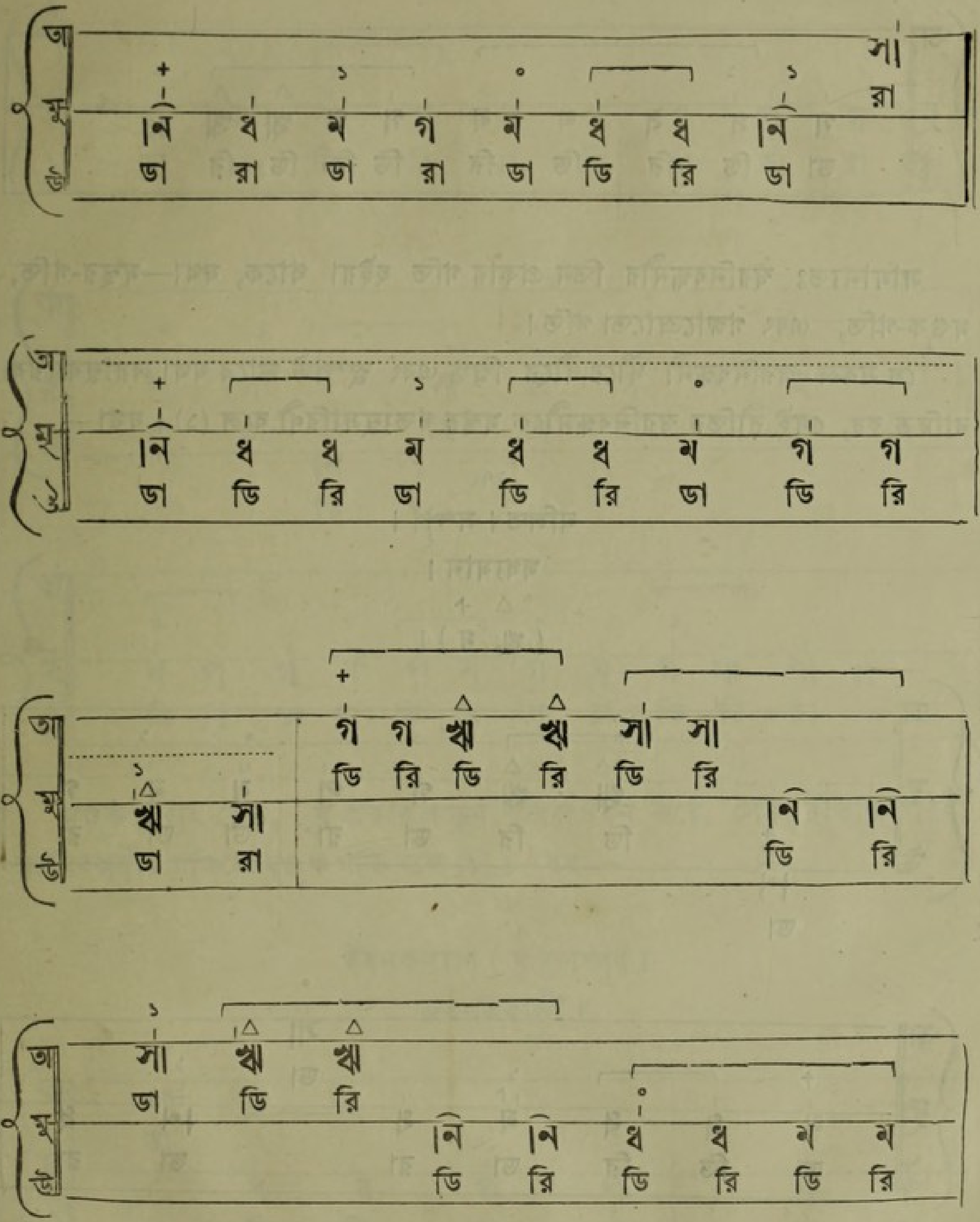

আ মু উ
সা
রা
নি ধ ম গ ম ধ ধ নি
ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা
নি ধ ধ ম ধ ধ ম গ গ
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ডি রি
গ গ ঋ ঋ সা সা
ডি রি ডি রি ডি রি
ঋ সা নি নি
ডা রা ডি রি
সা ঋ ঋ
ডা ডি রি
নি নি ধ ধ ম ম
ডি রি ডি রি ডি রি

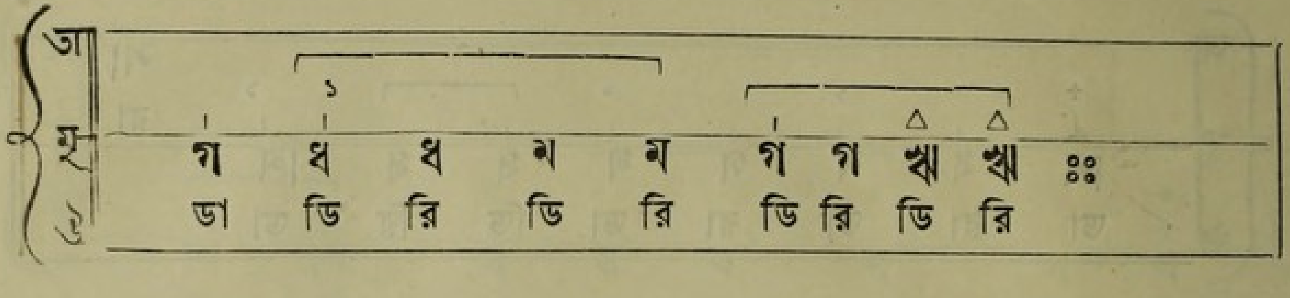

সামান্যতঃ স্বরনিবন্ধনীর তিন প্রকার গতি হইয়া থাকে, যথা—মন্থর-গতি, মণ্ডূক-গতি, এবং গঙ্গাস্রোতো গতি।

যে সকল স্বরনিবন্ধনী ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ এবং সুস্পষ্ট ভাবে যথা লয়ানুযায়িক বাদিত হয়, সেই রীতির স্বরনিবন্ধনীকে মন্থর গত্যনুসারিণী বলে (১)। যথা—

২৭

নলিত। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ, ম)।

মঞ্চঃ প্রতিঅষ্টমাত্রানুসারেণ।

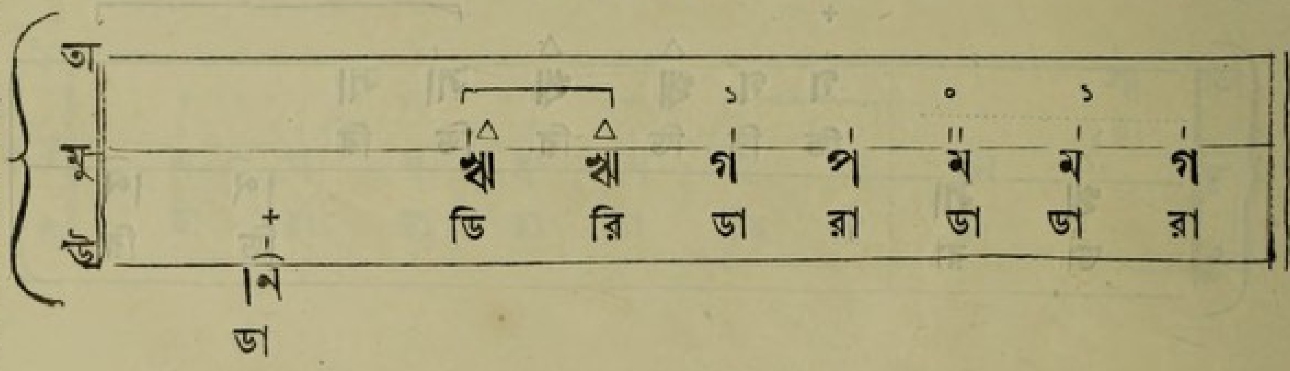

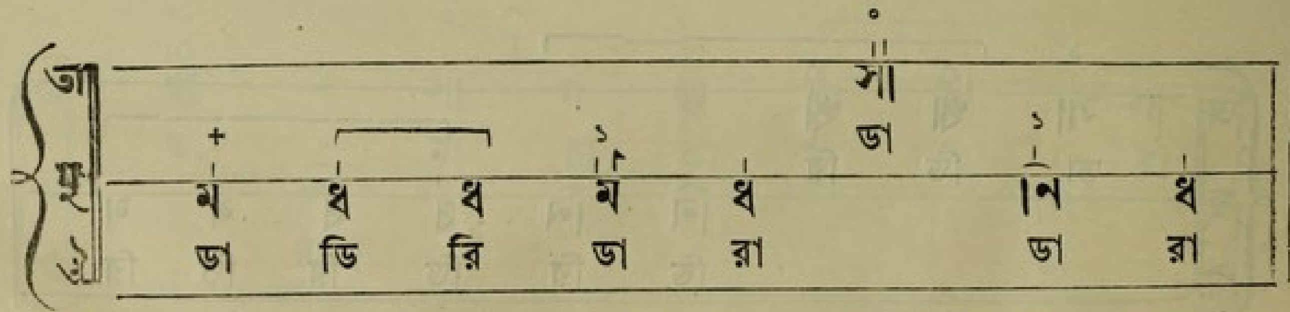

(১) এই প্রকার স্বরনিবন্ধনী রীতিকে ইটালীয় ভাষায় (Adagiatic stile,) এডাজুয়টীক্ ইস্টাইল্ বলে।

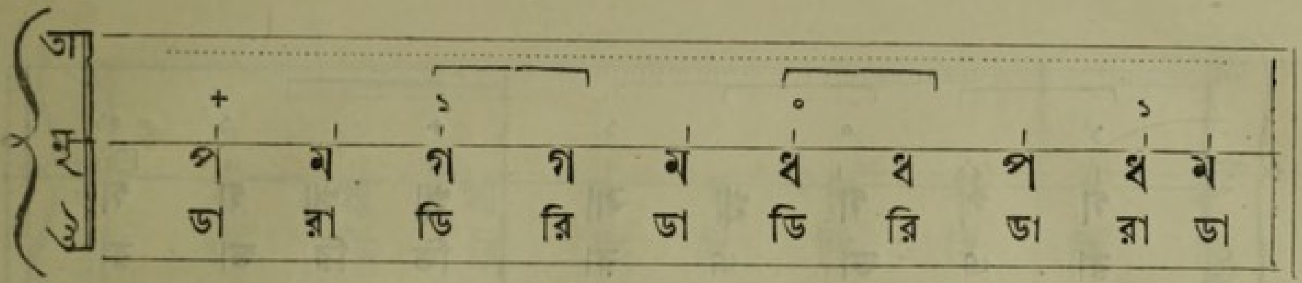

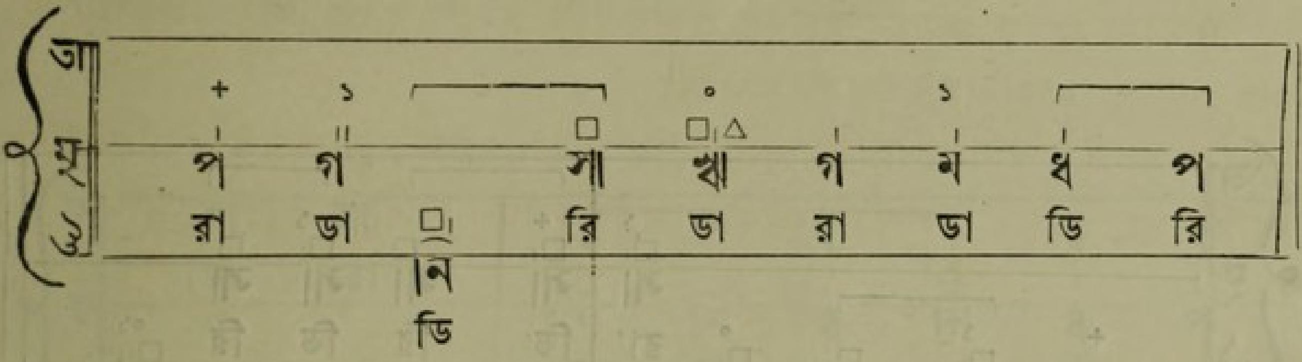

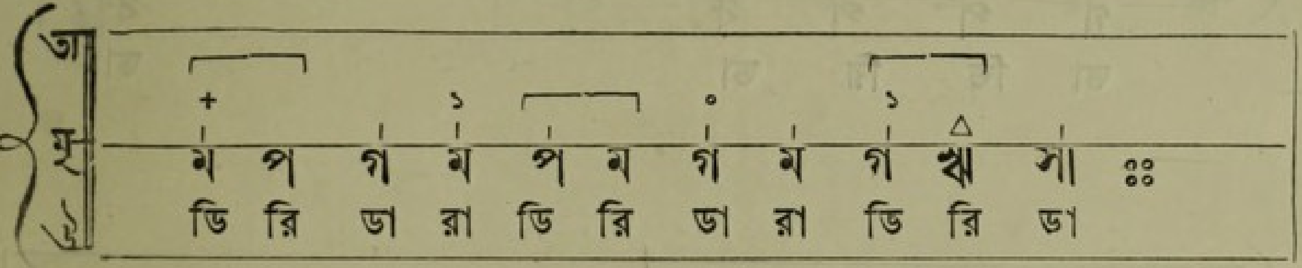

মণ্ডূক অর্থাৎ ভেক, যে প্রকার লম্ফন পূর্ব্বক গমন করে, সেই রীত্যনুসারিণী স্বরনিবন্ধনীর গতিকে মণ্ডূক গতি বলে (১)। যথা—

২৮

ইমনকল্যাণ (ম) সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

মণ্ডূক প্রতি চতুর্মাত্রানুসারেণ।

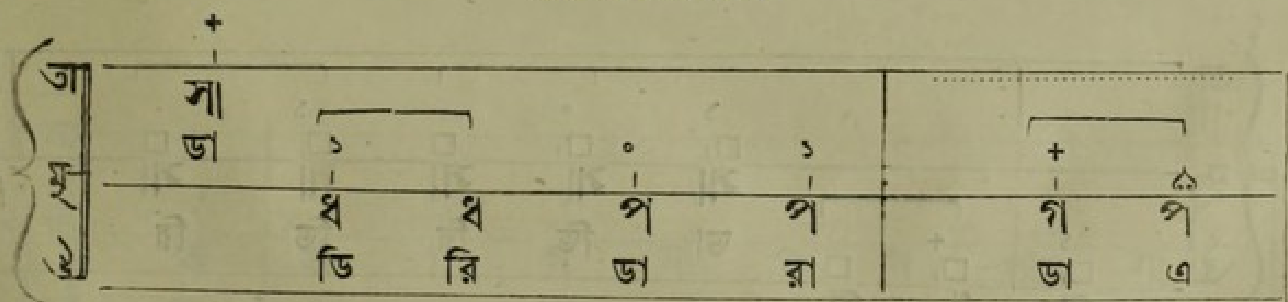

(১) ইটালীয় ভাষায় উহার নাম (Arpeggiotic style) আর্‌পিজুয়টীক্‌ ইস্‌টাইল্‌ বলে।

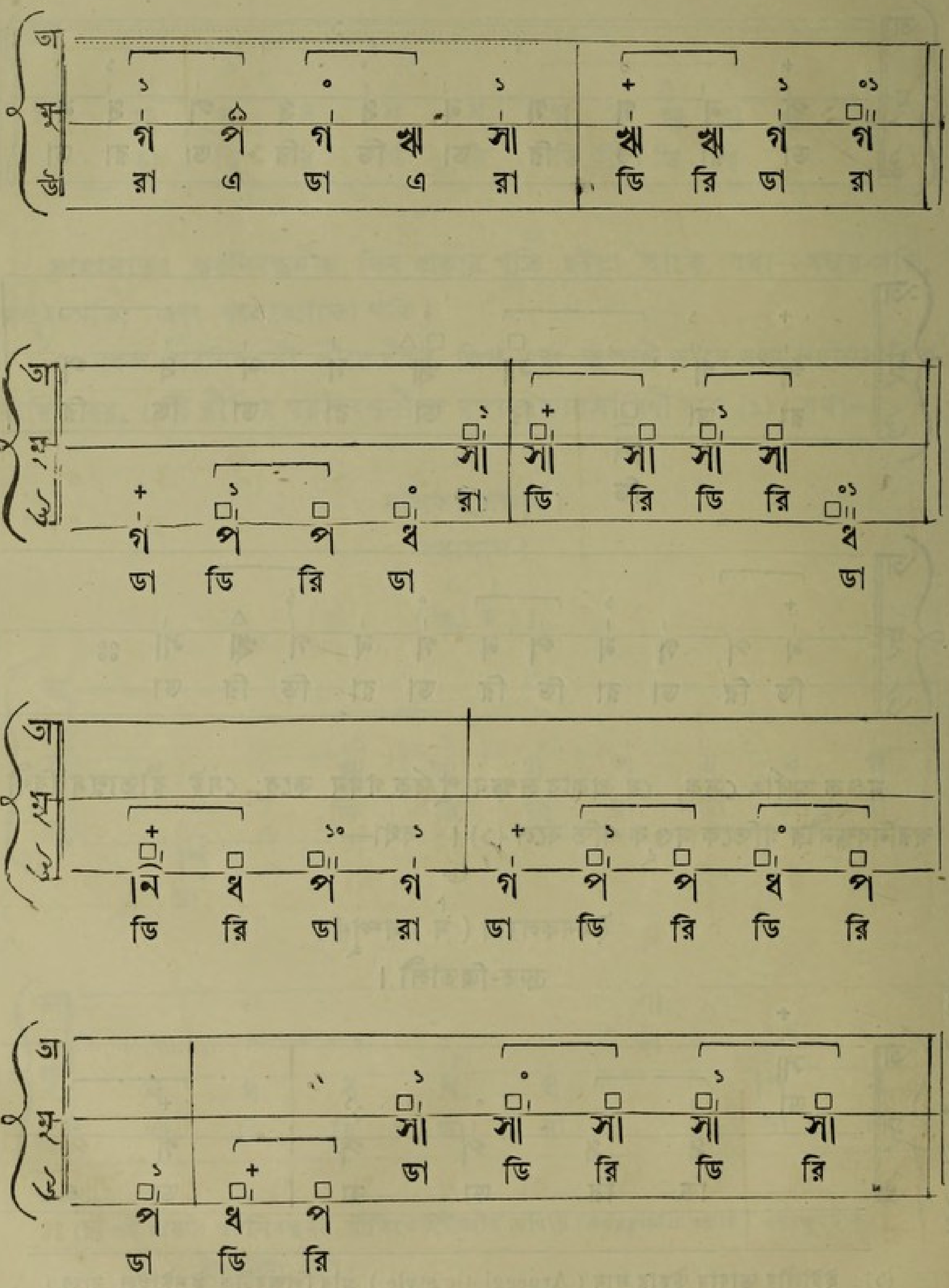
গ প গ ঋ সা ঋ ঋ গ গ
রা এ ডা এ রা ডি রি ডা রা
সা সা সা সা সা
রা ডি রি ডি রি
গ প প ধ ধ
ডা ডি রি ডা ডা
নি ধ প গ গ প প ধ প
ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডি রি
সা সা সা সা সা
ডা ডি রি ডি রি
প ধ প
ডা ডি রি

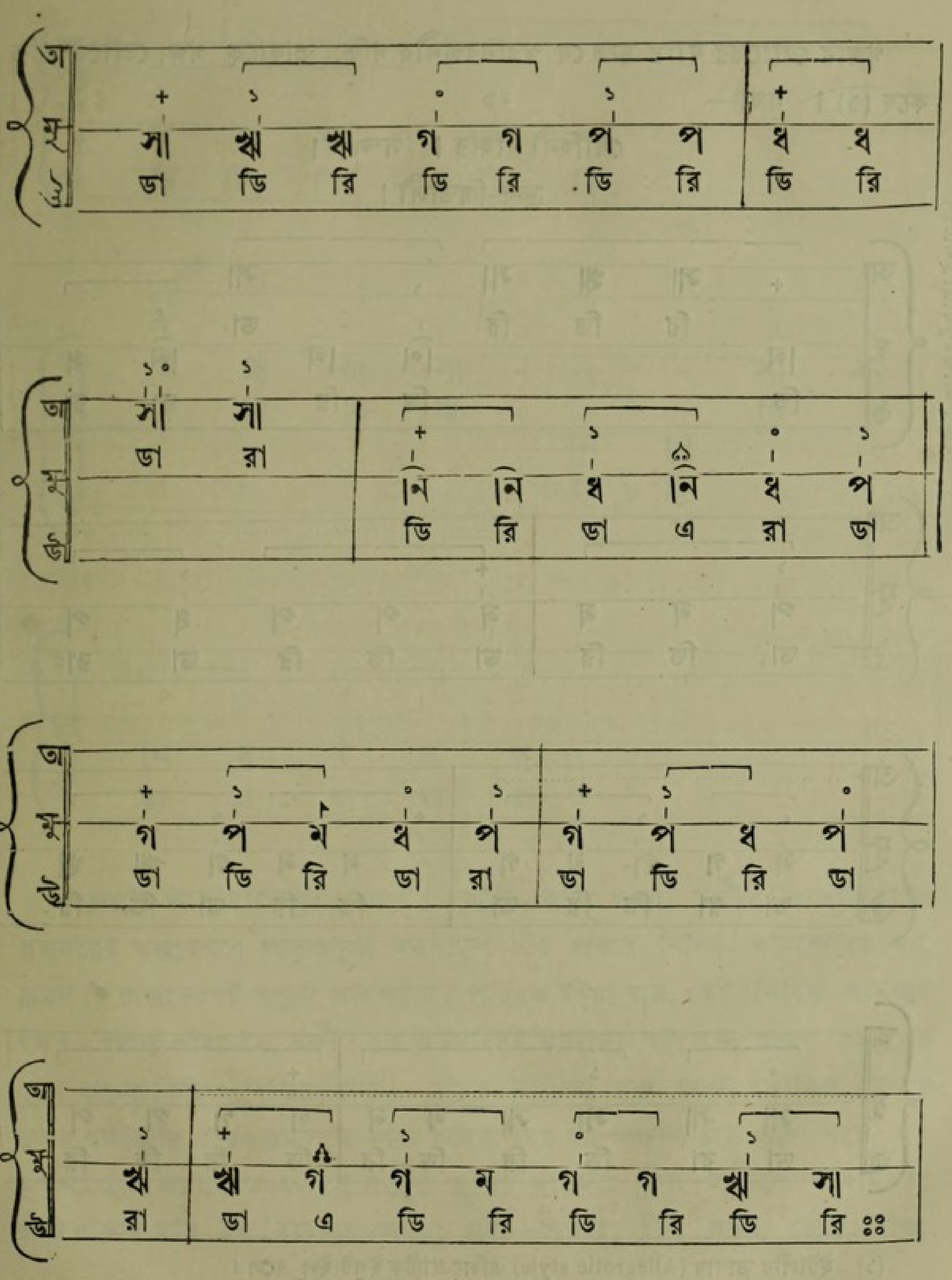
আ
মু
উ
সা ঋ ঋ গ গ প প ধ ধ
ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
সা সা
ডা রা
নি নি ধ নি ধ প
ডি রি ডা এ রা ডা
গ প ম ধ প গ প ধ প
ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা
ঋ ঋ গ গ ম গ গ ঋ সা
রা ডা এ ডি রি ডি রি ডি রি ঃঃ

গঙ্গার স্রোতের ন্যায় দ্রুত যে স্বরনিবন্ধনীর গতি, তাহাকে গঙ্গা স্রোতোগতি কহে (১)। যথা—

২৯

সোহিনী বাহার। সম্পূর্ণ।

দ্রুত-ত্রিতালী।

মঞ্চঃ প্রতিচতুর্মাত্রাযুক্তসারেণ

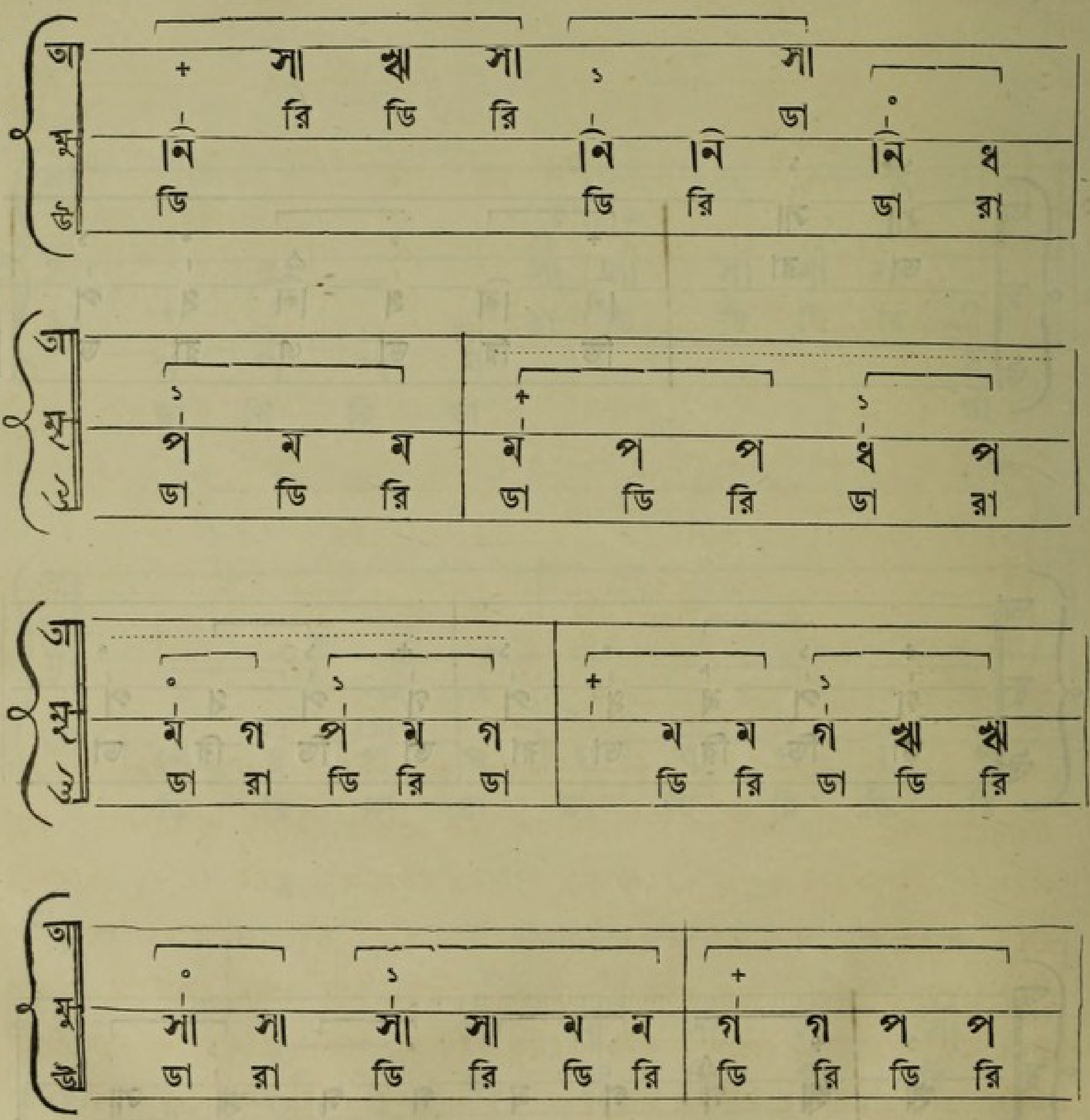

(১) ইটালীয় ভাষায় (Allegrotic style) এলিগ্রোটিক্ ইস্টাইল্ বলে।

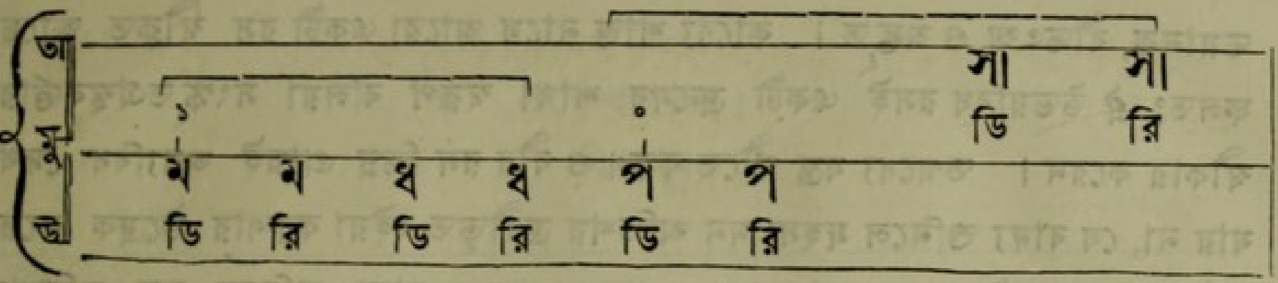

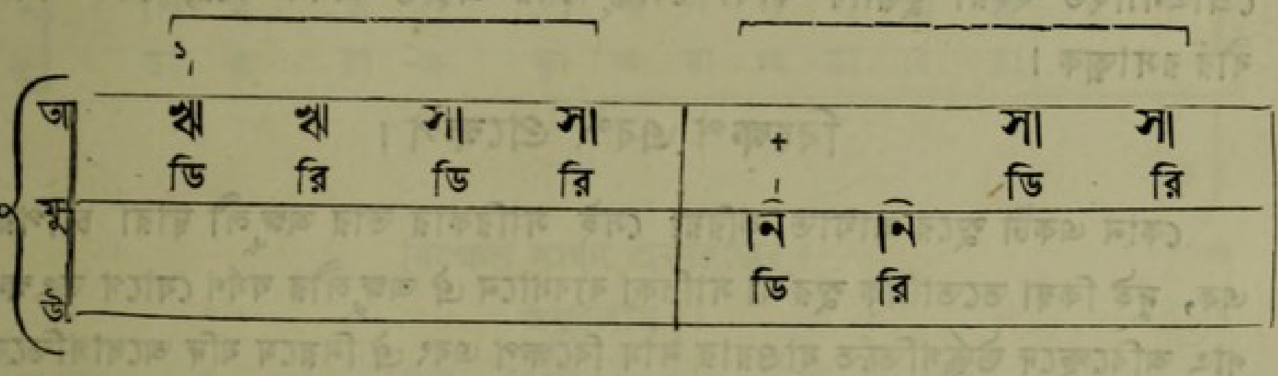

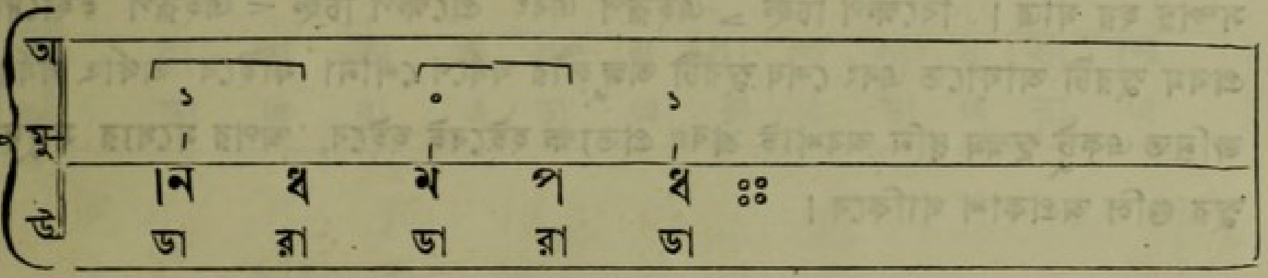

"রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"। অর্থাৎ কাব্য অথবা সঙ্গীত শ্রবণাদিকালে সহৃদয়ের অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব অনন্যদৃশ এক প্রকার নিবিড় আনন্দোদয় হয়, এমন কি অন্তঃকরণই অপূর্ব্ব আনন্দাকরে পরিণত হইয়া যায়, সেই নিবিড় আনন্দই রস। পরন্তু কাব্য রস, সঙ্গীত রস উভয়বিধই আস্বাদ্য হইলেও কারণ কলাপের ভেদ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন মাত্র। নায়ক নায়িকা চন্দ্র চন্দন কোকিল কূজিত ভ্রমর ঝঙ্কারাদি কারণ সঙ্কলনে কাব্য রসের উদয় হয়, সঙ্গীত রসে তাহা নহে, স্বর মূর্চ্ছনা তাল লয়াদিতে এই রস সম্ভূত হইয়া থাকে। এবং সঙ্গীতে সামান্যতঃ আট প্রকার মাত্র রস ব্যবহৃত আছে, যথা—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য,

ভয়ানক, বীভৎস্য ও অদ্ভুত। কাব্যে শান্ত নামে আরো একটী রস স্বীকৃত আছে, ফলতঃ ঐ উভয়বিধ রসই একটী দ্রুমের শাখা স্বরূপ বলিয়া সংস্কৃতগ্রন্থকর্ত্তারা স্বীকার করেন। তন্মধ্যে যন্ত্র গীতে করুণ ও বীর রস ভিন্ন প্রায়ই অন্যবিধ দেখা যায় না, যে বাদ্য শুনিলে সহসা মন অতিশয় দ্রবীভূত হইয়া করুণার উদ্রেক করে, সেই সকল বাদ্যই করুণরসাত্মক। এবং যে সকল বাদ্য শুনিলে মন অতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া যুদ্ধাদি কার্য্য যোদ্ধৃবর্গের প্রবৃত্তি প্রসব করে, সেই সকল বীর রসাত্মক।

বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ।

কোন একটী স্বুরে আঘাত করিয়া সেই সারিকার তার অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া এক, দুই কিম্বা ততোধিক স্বুর বা সারিকা ব্যবধানে ঐ অঙ্গুলীর ঘর্ষণ যোগে তৎক্ষণাৎ অবিচ্ছেদে উর্দ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ এবং ঐ নিয়মে যদি অধোগতিতে যাওয়া যায় তবে তাহাকে প্রক্ষেপ বলে। বিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ কেবল গতিভেদে সম্পন্ন হয় মাত্র। বিক্ষেপ চিহ্ন > এইরূপ এবং প্রক্ষেপ চিহ্ন < এইরূপ ইহাদের প্রথম স্বুরটী আঘাতে এবং শেষ স্বুরটী অঙ্গুলীর ঘর্ষণে শোনা যাইবে অর্থাৎ ঘর্ষণজনিত একটু সূক্ষ্ম ধ্বনি অবশ্যই শ্রবণ প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে, অপর মধ্যের সমুদয় স্বুর গুলি অপ্রকাশ থাকিবে।

বিক্ষেপ-সাধন।

অনুলোম।

অর্দ্ধমাত্রানুসারেণ।

আ												
মু	সা	ঋ	ঋ	গ	গ	ম	ম	প	প	ধ	ধ	নি
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

একমাত্রানুসারেণ।

প্রক্ষেপ সাধন।

বিলোম।

তা		<		<		<		<		<		<
মু	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

বিক্ষেপ সাধন প্রকারান্তর।

অনুলোম।

তা		>		>		>		>		>		>
মু	সা	ঋ	সা	গ	সা	ম	সা	প	সা	ধ	সা	নি
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

প্রক্ষেপ সাধন প্রকারান্তর।

বিলোম।

তা		<		<		<		<		<		<
মু	নি	ধ	নি	প	নি	ম	নি	গ	নি	ঋ	নি	সা
উ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ	ডা	এ	রা	এ

৩০

ভূপালী। খাড়ব।

মধ্যমান।

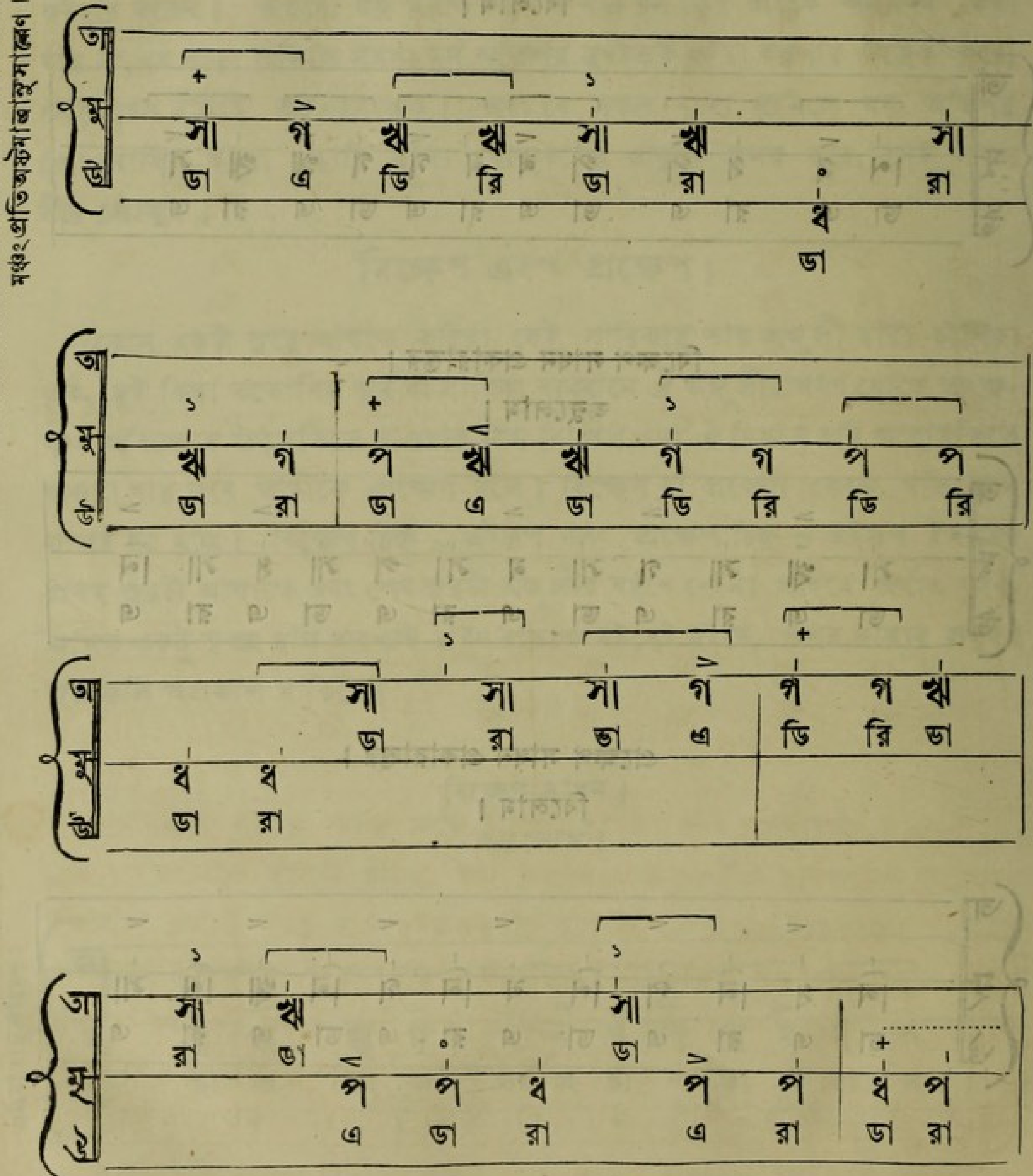

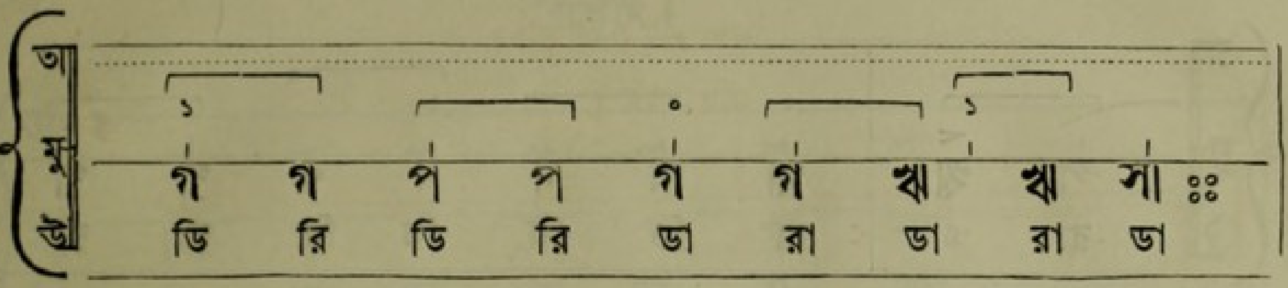

৩১

ছায়ানট। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

মঞ্চঃপ্রতি অষ্টমাত্রানুসারেণ

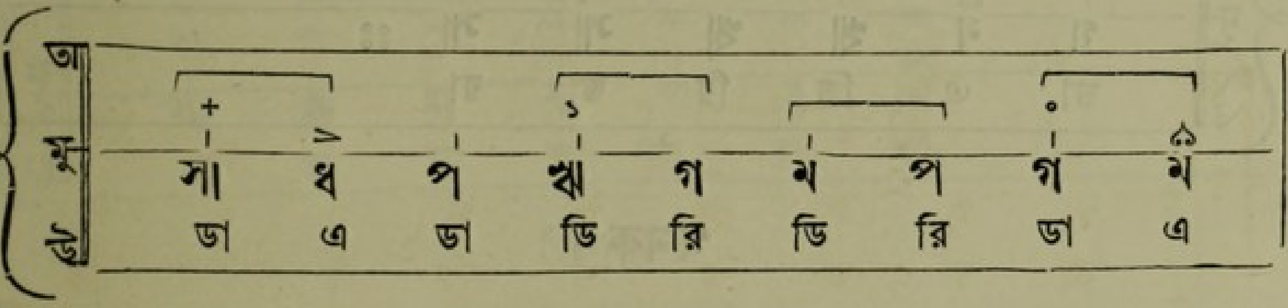

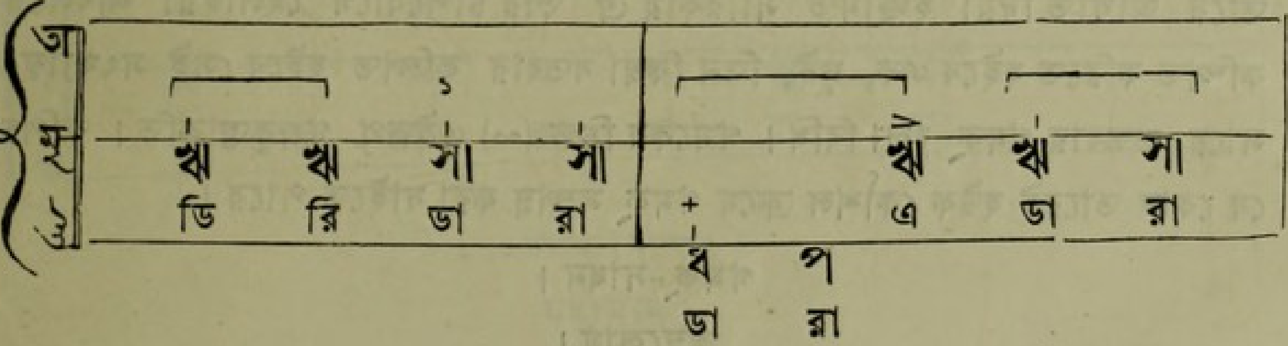

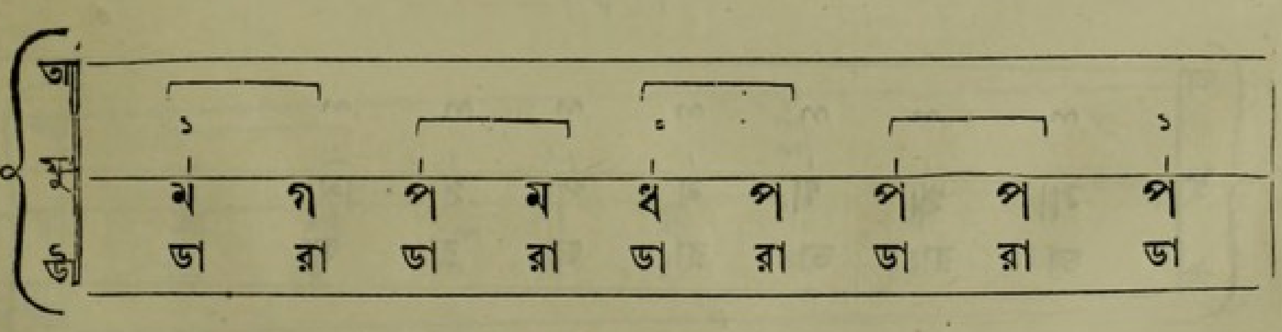

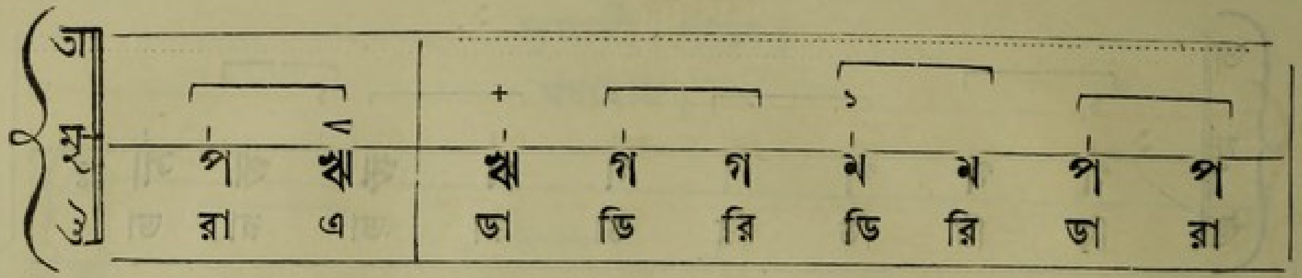

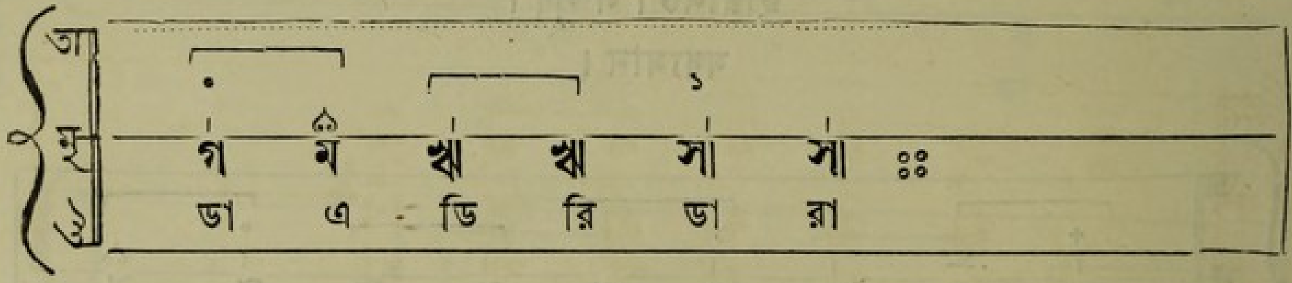

গমক্।

স্বর কম্পনের নাম গমক্। কোন স্বর কম্পন করিতে হইলে নায়িকা বা প্রথম তারে আঘাত দিয়া ইচ্ছামত সারিকায় ঐ তার চাপযোগে হেলাইয়া অবিলম্বে কম্পিত করিতে হইবে এক, দুই, তিন কিম্বা যতবার কম্পিত হইবে সেই সংখ্যানুসারে ততবার গমক্ বলা বিধি। গমকের চিহ্ন (ᨓ) এইরূপ গজকুম্ভাকৃতি। অপিচ যে কোন তারেই হউক কৌশল ক্রমে গমক্ সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

গমক্-সাধন।

অনুলোম।

একমাত্রানুসারেণ।

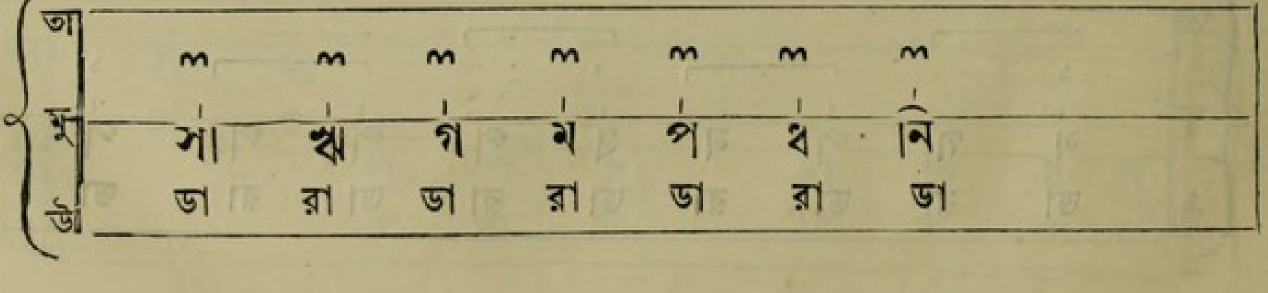

বিলোম।

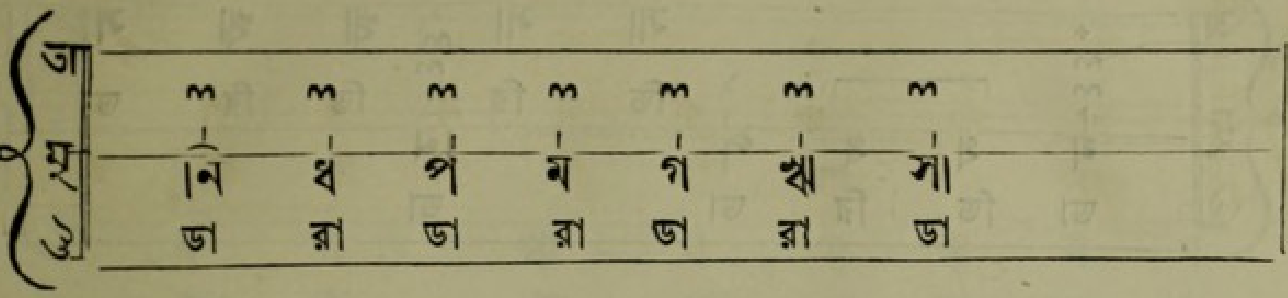

অনুলোম।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

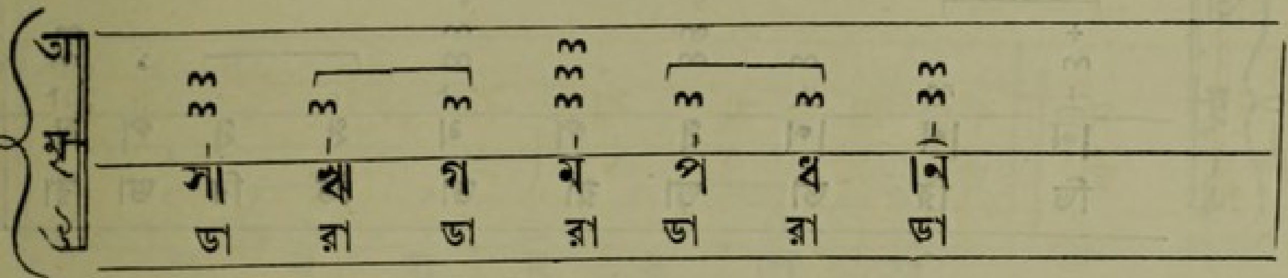

বিলোম।

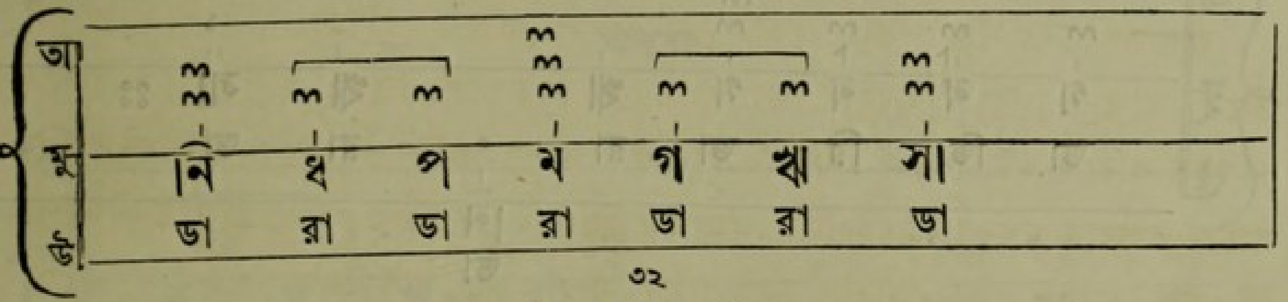

৩২

ইমন। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)।

মধ্যং প্রতিঅষ্টমাত্রানুসারেণ।

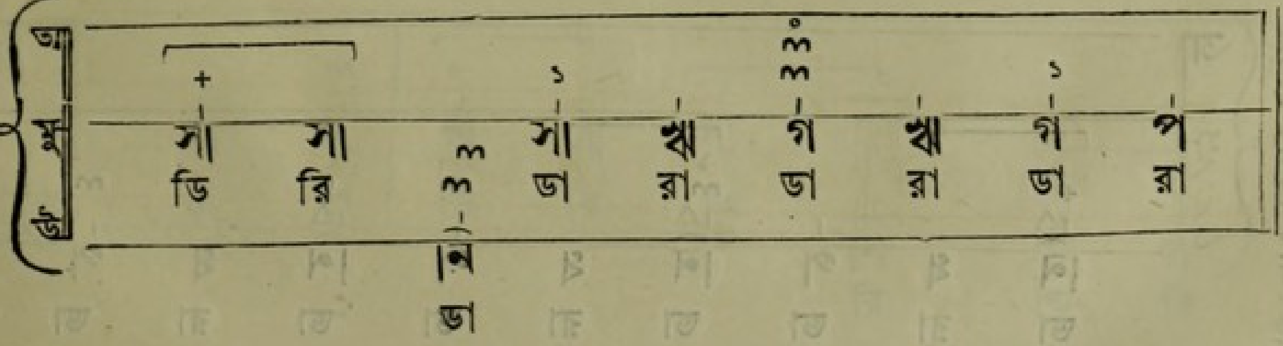

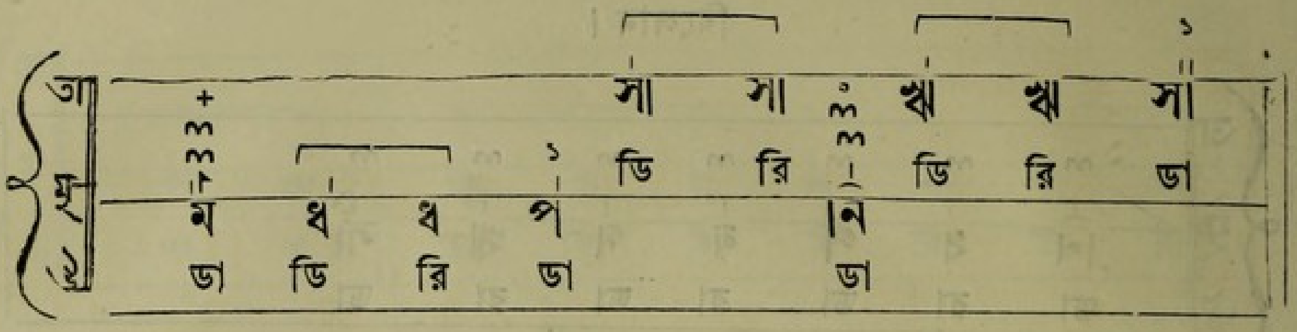

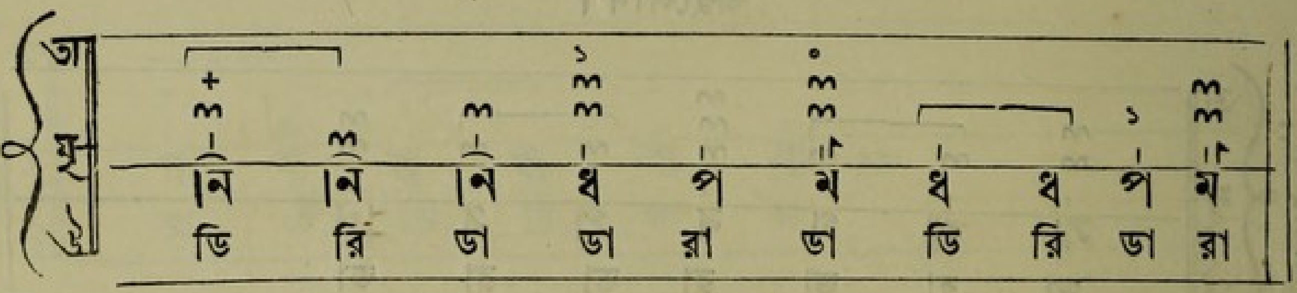

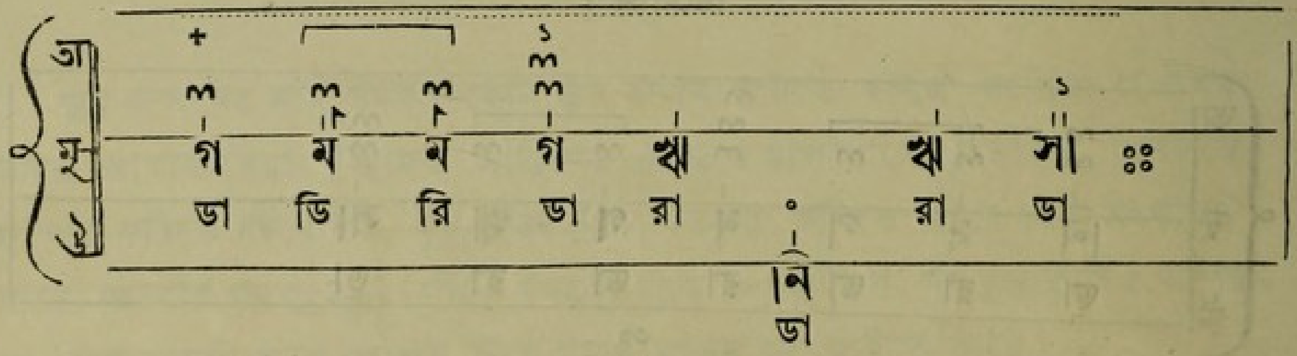

৩৩

খাম্বাজ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△

(নি)।

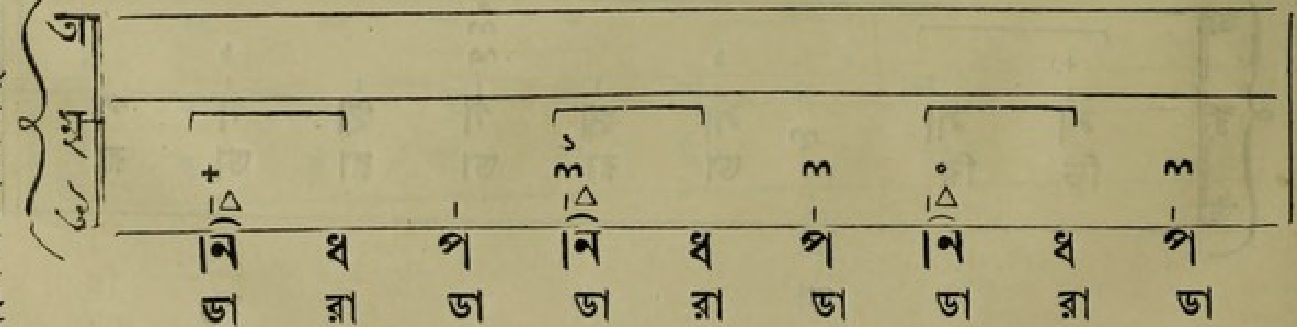

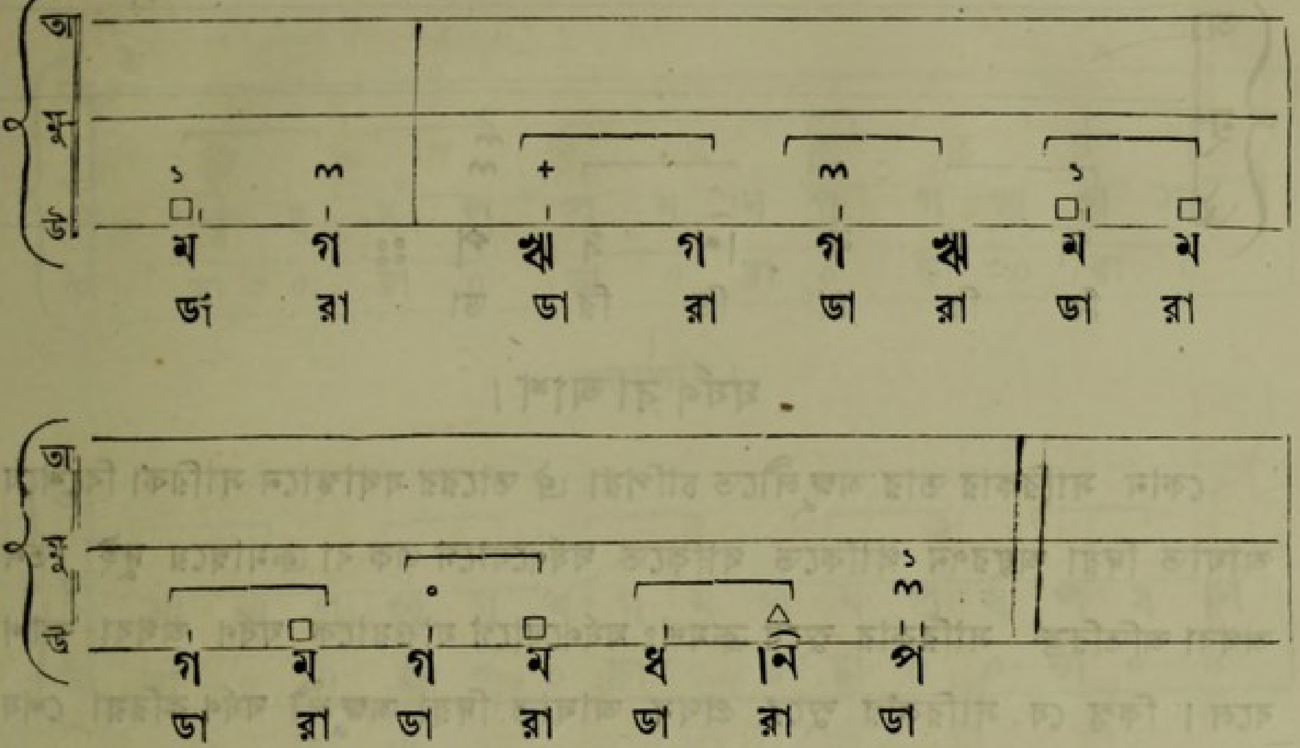
আ
মু
উঁ
ম গ ঋ গ গ ঋ ম ম
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
গ ম গ ম ধ নি প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা

অন্তরা ।

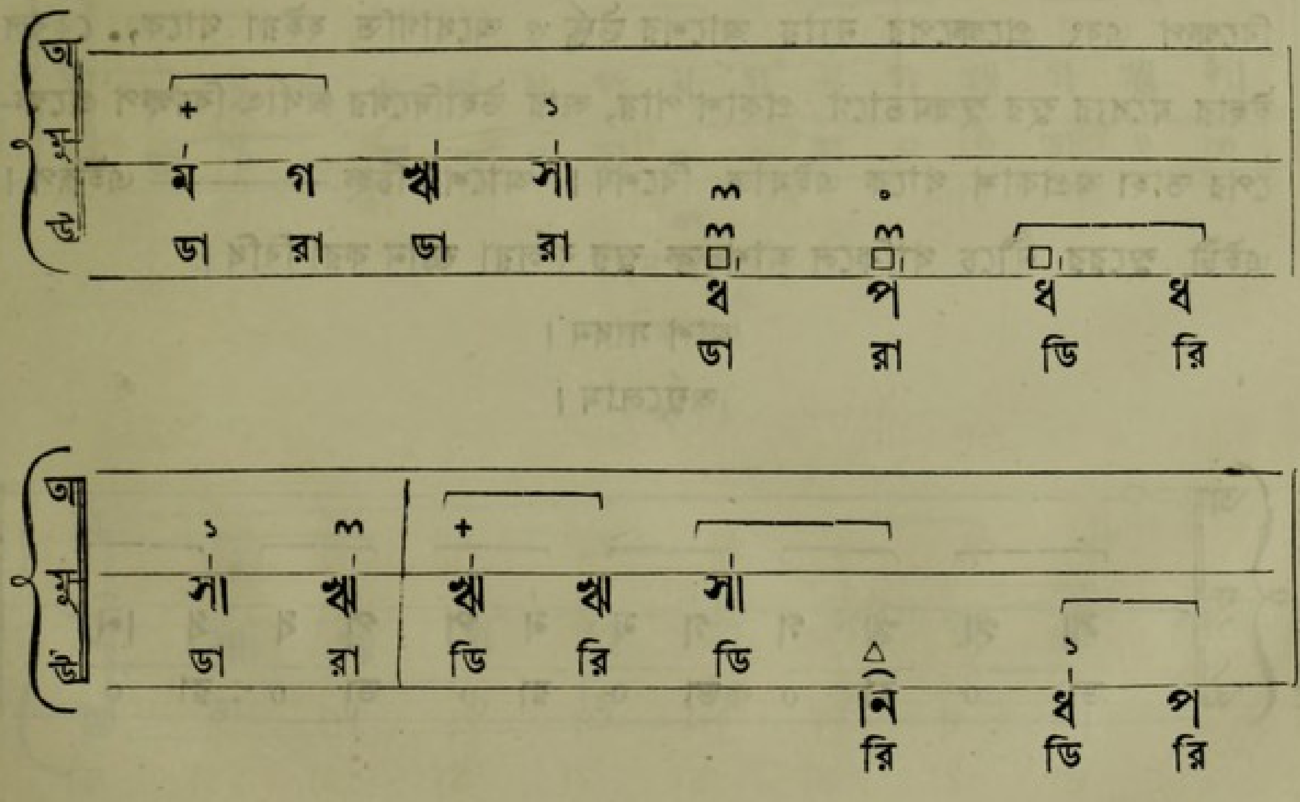
আ
মু
উঁ
ম গ ঋ সা
ডা রা ডা রা
ধ প ধ ধ
ডা রা ডি রি
সা ঋ ঋ ঋ সা
ডা রা ডি রি ডি
নি ধ প
রি ডি রি

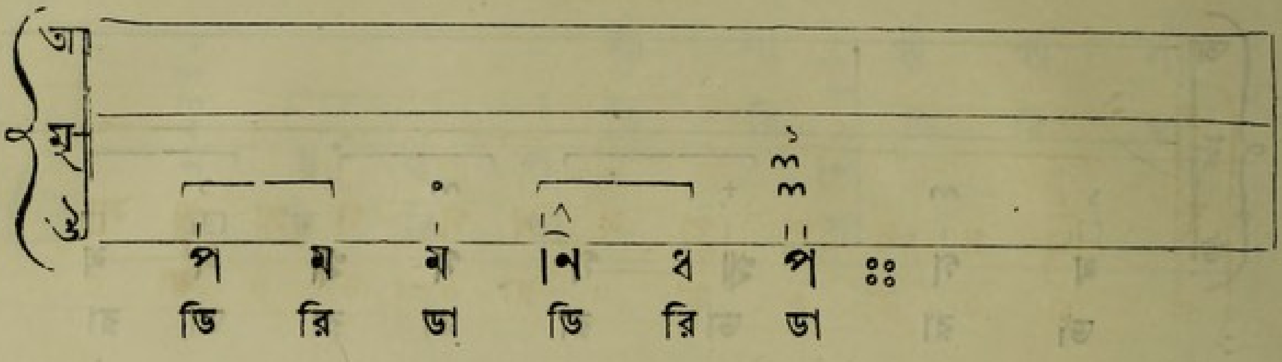

ঘর্ষণ বা আশ।

কোন সারিকার তার অঙ্গুলীতে চাপিয়া ঐ তারের যথাস্থানে সারিকা বিশেষে আঘাত দিয়া অনুরণন থাকিতে থাকিতে ঘর্ষণযোগে এক বা ক্রমান্বয়ে দুই তিন অথবা অতিরিক্ত সারিকার সুরে ক্রমশঃ ঘর্ষণযোগে যাওয়াকে ঘর্ষণ অথবা আশ বলে। কিন্তু যে সারিকার সুরে প্রথম আঘাত দিয়া অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিয়া শেষ সুরে যাইবে সেই শেষ সুর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যে কএকটী সুর থাকিবে সে সমুদয় সারিকার সুর গুলিরই পৃথক রূপে সূক্ষ্ম অনুরণন ভাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপের ন্যায় আশের উর্দ্ধ ও অধোগতি হইয়া থাকে, কেবল ইহার মধ্যের সুর সূক্ষ্মভাগে প্রকাশ পায়, আর উহাদিগের অর্থাৎ বিক্ষেপ প্রক্ষেপের তাহা অপ্রকাশ থাকে এইমাত্র বিশেষ। আশের চিহ্ন ——— এইরূপ। এইটী সুরের নীচে থাকিলে আশযুক্ত সুর বলিয়া জ্ঞান করা বিধি।

আশ সাধন।

অনুলোম।

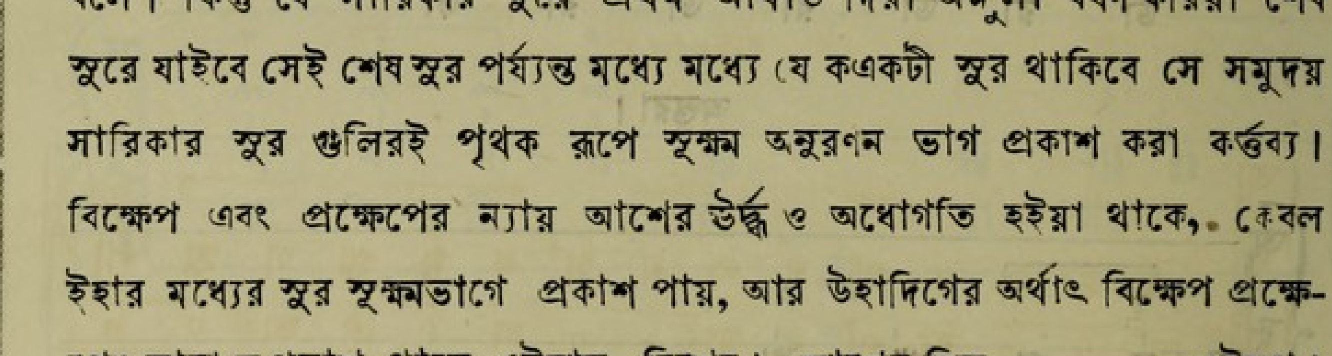

বিলোম।

আ												
মু	নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা
উ	ডা	০	রা	০	ডা	০	রা	০	ডা	০	রা	০

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

অনুলোম।

আ															
মু	সা	ঋ	গ	ঋ	গ	ম	গ	ম	প	ম	প	ধ	প	ধ	নি
উ	ডা	০	০	রা	০	০	ডা	০	০	রা	০	০	ডা	০	০

বিলোম।

আ															
মু	নি	ধ	প	ধ	প	ম	প	ম	গ	ম	গ	ঋ	গ	ঋ	সা
উ	ডা	০	০	রা	০	০	ডা	০	০	রা	০	০	ডা	০	০

৩৪

ইমন সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)।

মধ্যং প্রতি অষ্টমাত্রানুসারেণ।

আ	+		১			০		১	
মু	সা	ঋ	গ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
উ	ডা	০	০	ডি	রি	ডা	০	০	রা

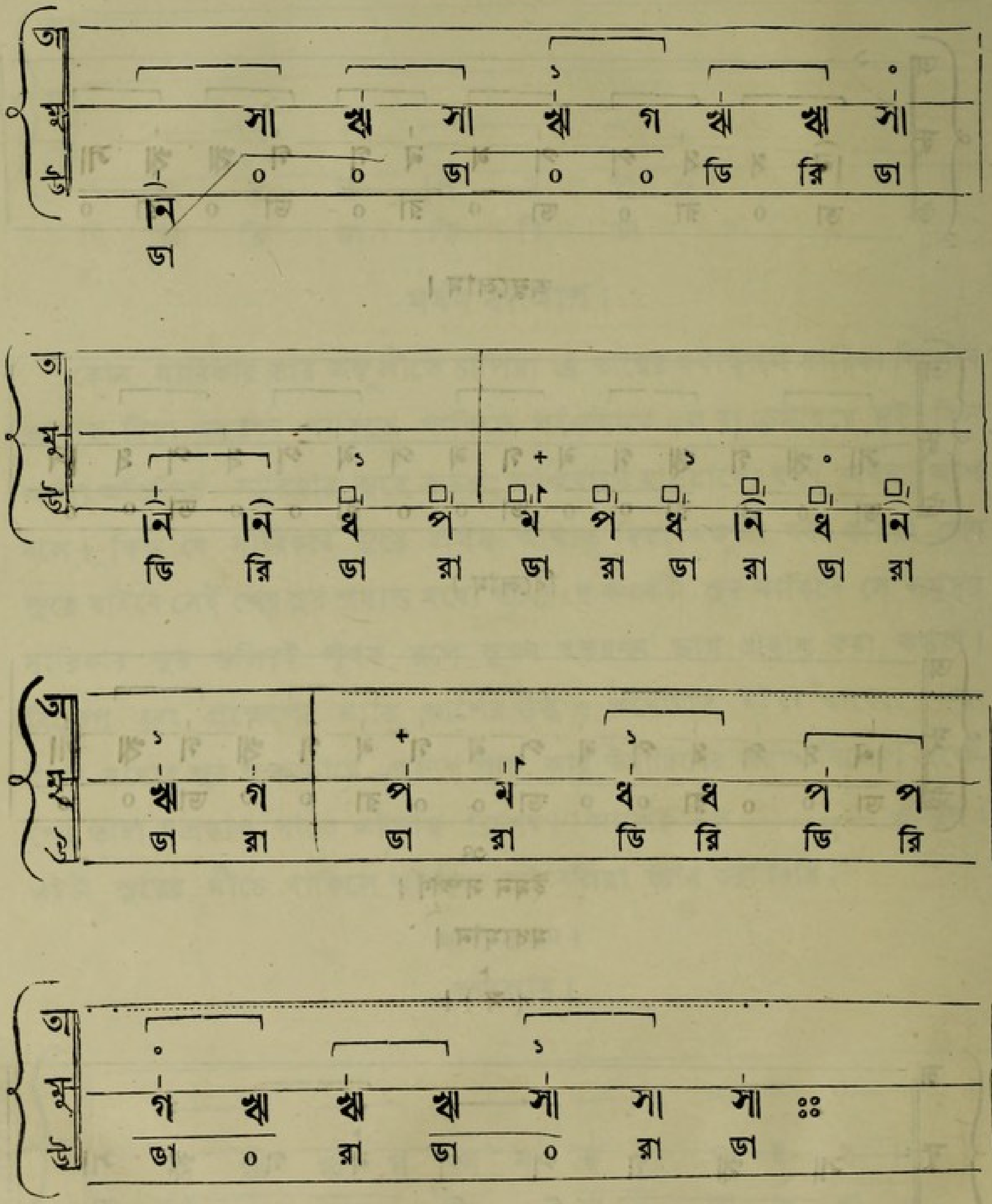

আ মু উ
সা ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ সা
০ ০ ডা ০ ০ ডি রি ডা
নি
ডা
নি নি ধ প ম প ধ নি ধ নি
ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা
ঋ গ প ম ধ ধ প প
ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি
গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা ঃঃ
ডা ০ রা ডা ০ রা ডা

৩৫

ঝিঁঝিটী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△

(নি)।

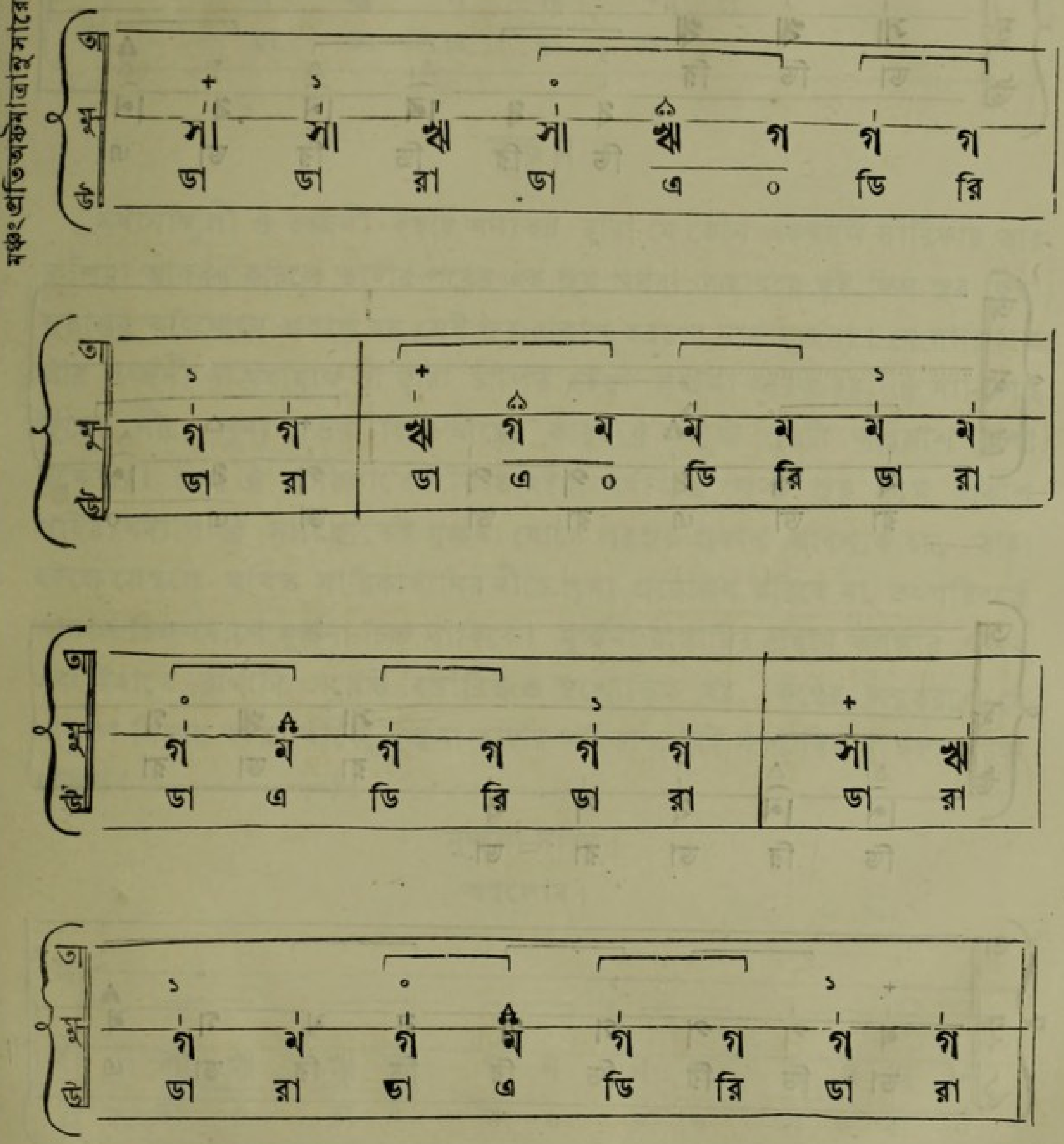

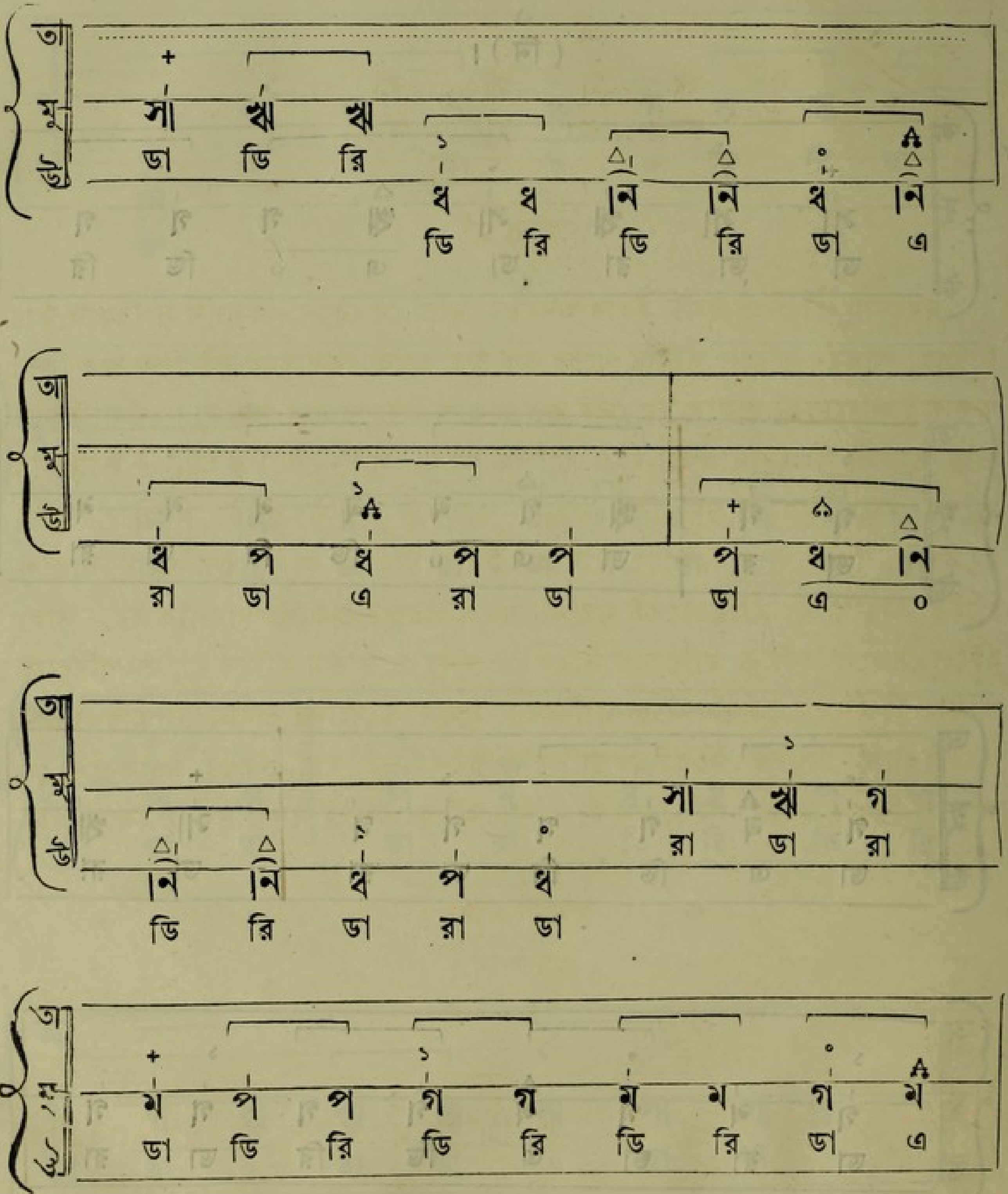
সা ঋ ঋ
ডা ডি রি
ধ ধ নি নি ধ নি
ডি রি ডি রি ডা এ
ধ প ধ প প প ধ নি
রা ডা এ রা ডা ডা এ ০
সা ঋ গ
রা ডা রা
নি নি ধ প ধ
ডি রি ডা রা ডা
ম প প গ গ ম ম গ ম
ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা এ

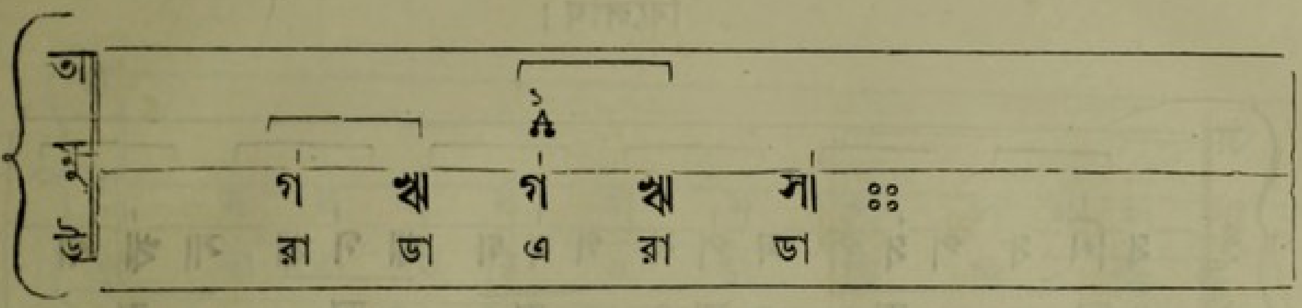

মূর্চ্ছনা।

মধ্যমাঙ্গুলী ও তর্জ্জনী ইহার অন্যতর দ্বারা যে কোন একখানি সারিকার তার চাপিয়া আকর্ষণ করিলে তাহার পরের এক সুর অথবা ক্রমান্বয়ে দুই তিন সুর কিম্বা সুরান্তর অবিচ্ছেদে প্রকাশ হয় সেই সুর প্রকাশ করণের নাম মূর্চ্ছনা। যে সারিকার তার তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা চাপিত হইয়া মূর্চ্ছনা আরম্ভ হয়, ঐ সারিকার সুরের নীচে শূন্য দেওয়া বিধি আছে, কারণ ঐ স্পৃষ্ট সুরটী অপ্রকাশ রাখা উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ সারিকাতে আঘাত হইয়া অর্থাৎ ঐ স্পৃষ্ট সুর অগ্রে প্রকাশ পাইয়া যদ্যপি ঐ সারিকাতেই মূর্চ্ছনা যোগে পরসুর প্রকাশ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেস্থলে কথিত সারিকাখানির নীচে শূন্য প্রয়োজন করিবে না, তৎপরিবর্ত্তে আঘাত চিহ্ন-যোগে মূর্চ্ছনা-চিহ্ন থাকিবে। মূর্চ্ছনা রাগাদির প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ এবং ইহাতে রাগাদি যথেষ্ট বিস্তারিত ও সুশোভিত হয়, কণ্ঠের অনুকরণে যে আলাপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, মূর্চ্ছনা তাহার অধিকাংশেরই সম্পাদিকা। ইহার চিহ্ন এইরূপ (————————)।

মূর্চ্ছনা-সাধন।

অনুলোম।

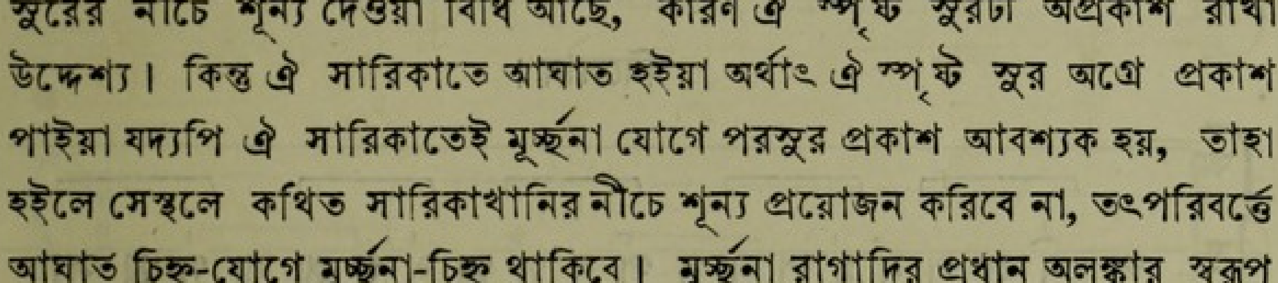

বিলোম।

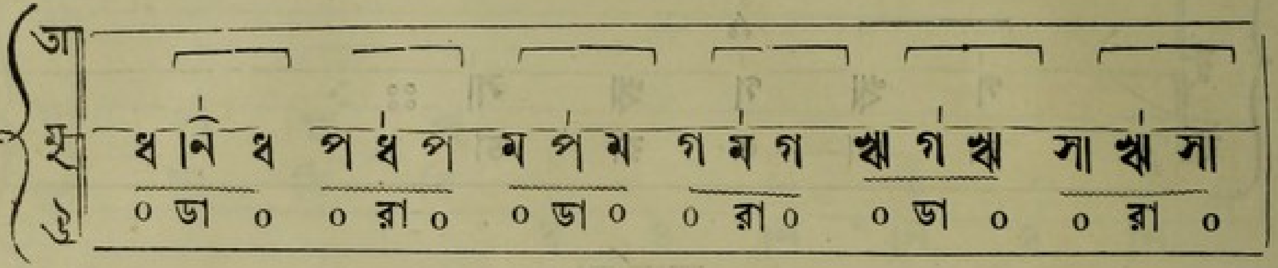

অনুলোম।

মিশ্রমাত্রানুসারেণ।

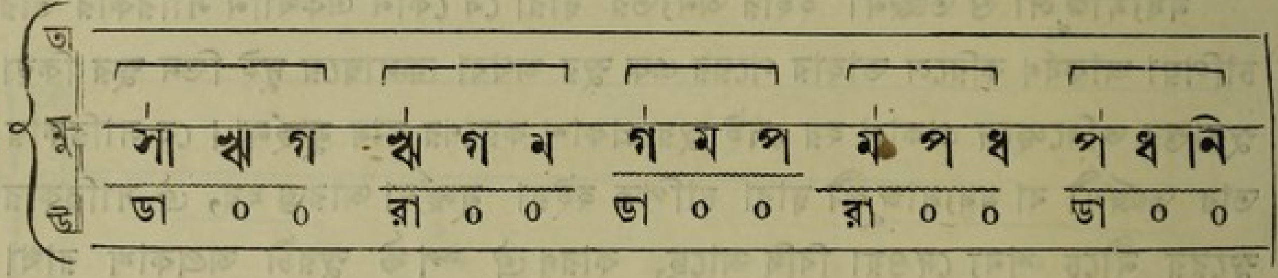

বিলোম।

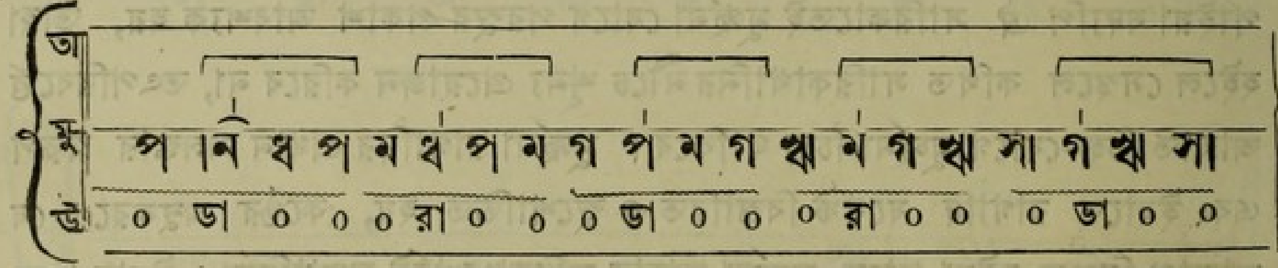

৩৬

কেদারা। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(ম)।

মৃদঙ্গপ্রতিযোগমাত্রানুসারেণ।

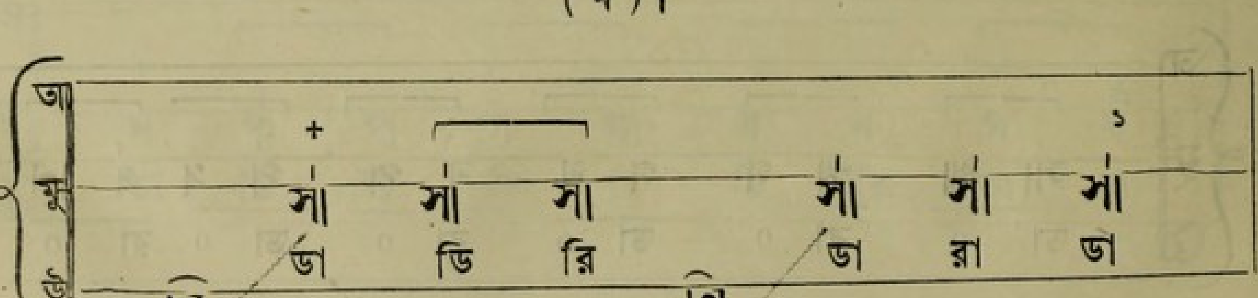

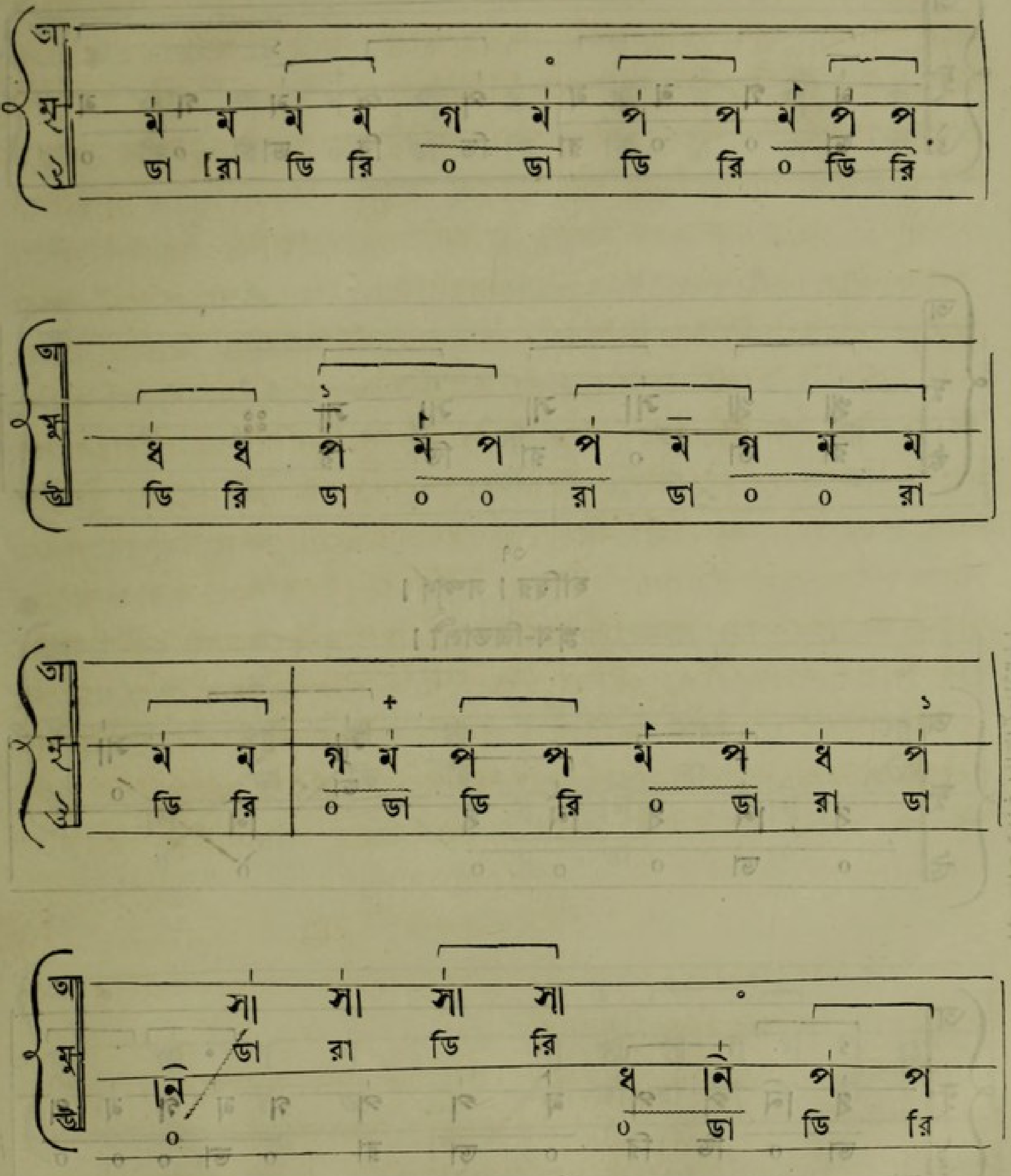
আ
মু
উ
ম ম ম ম গ ম প প ম প প
ডা রা ডি রি ০ ডা ডি রি ০ ডি রি
ধ ধ প ম প প ম গ ম ম
ডি রি ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা
ম ম গ ম প প ম প ধ প
ডি রি ০ ডা ডি রি ০ ডা রা ডা
সা সা সা সা
ডা রা ডি রি
নি ধ নি প প
০ ০ ডা ডি রি

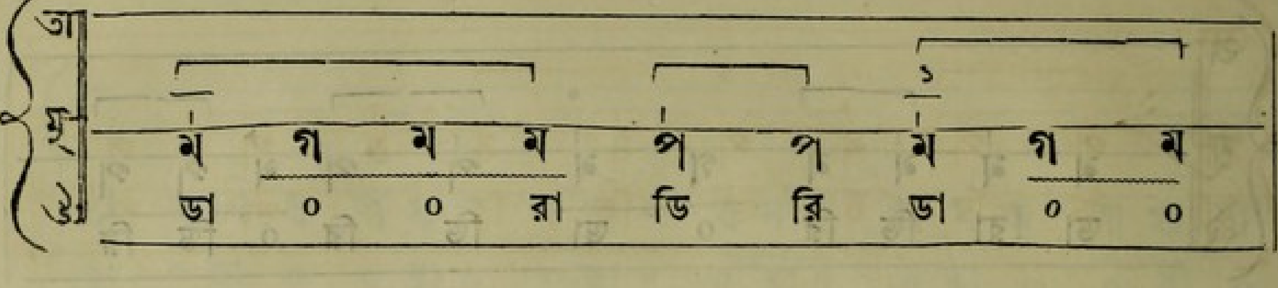

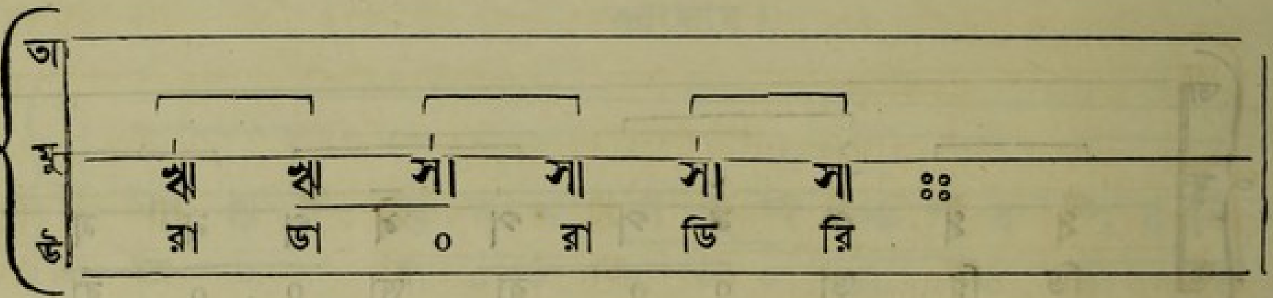

৩৭

হাম্বির। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

মধ্যঃ প্রতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

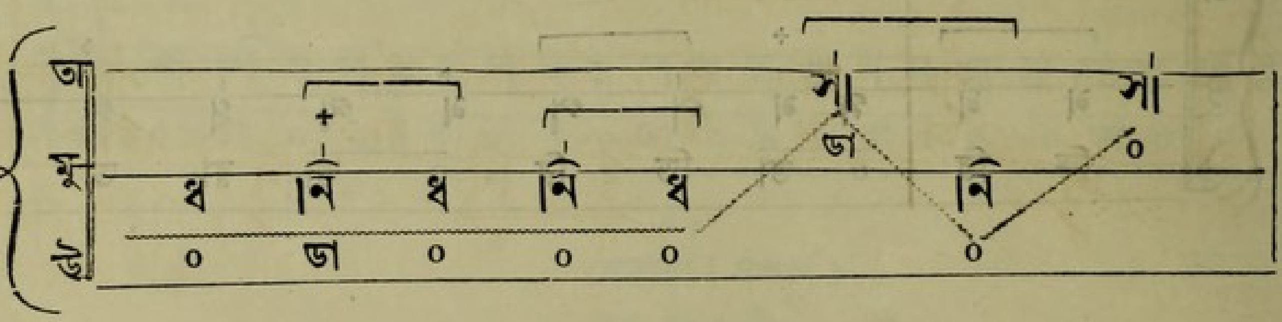

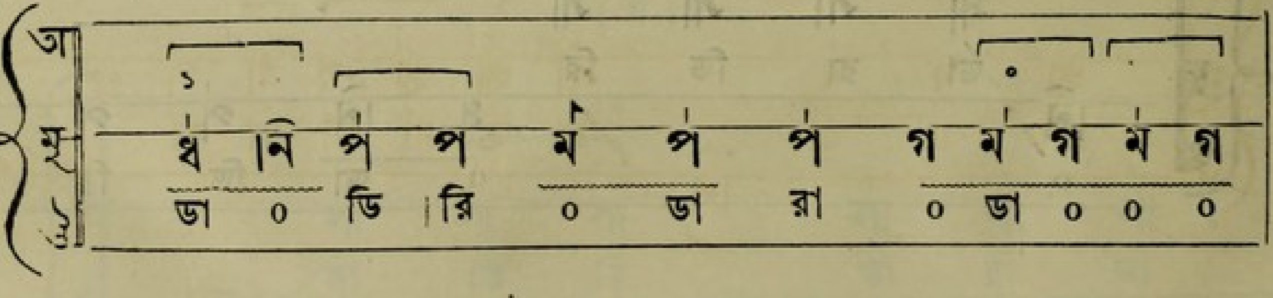

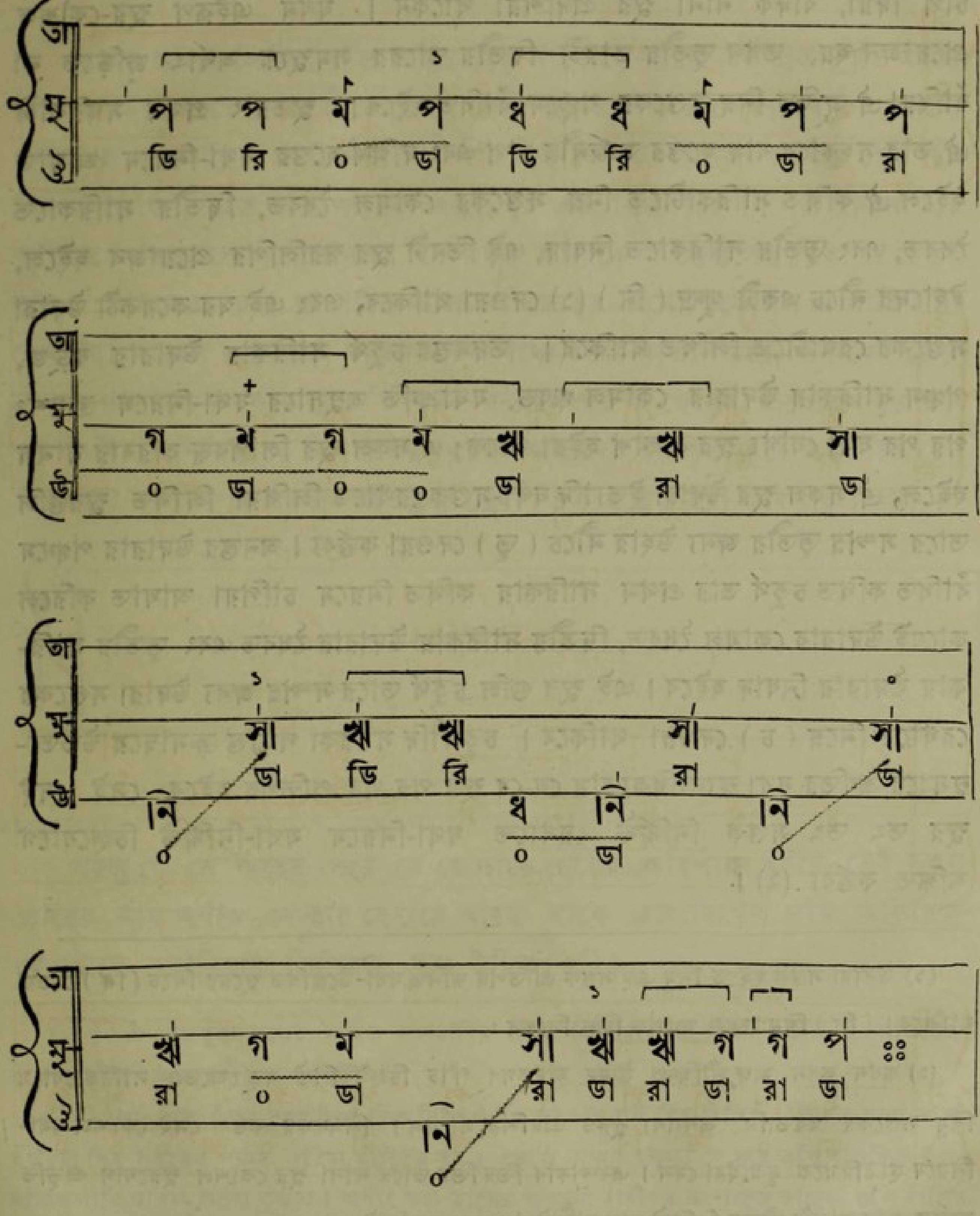

কখন কখন গতের অলঙ্কার গৌরব জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ তারে সারিকানুযায়িক-চাপ দিয়া, বাদক নানা স্বুর প্রদর্শিয়া থাকেন। যখন এইরূপ স্বুর-কৌশল প্রয়োজন হয়, তখন তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমস্বুরে অর্থাৎ জুড়িতে না বাঁধিয়া ঐ জুড়ির নিম্ন সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিত হইবে। স্বুতরাং প্রথম সারিকাটী ঐ তার সহকারে বাম হস্তের তর্জ্জনীর চাপ এবং দক্ষিণ হস্তের যথা-নিয়মে আঘাত হইলে ঐ কথিত সারিকাটীতে নিম্ন সপ্তকের কোমল ধৈবত, দ্বিতীয় সারিকাতে ধৈবত, এবং তৃতীয় সারিকাতে নিষাদ, এই তিনটী স্বুর স্বরলিপির প্রয়োজন হইলে, ইহাদের নীচে একটী ক্ষুদ্র (নি) (১) দেওয়া থাকিবে, এবং এই স্বর কয়েকটী উদারা সপ্তকের রেখাটীতে লিখিত থাকিবে। তদনন্তর চতুর্থ সারিকায় উদারার ষড়্জ, পঞ্চম সারিকায় উদারার কোমল ঋষভ, যথাশ্রুতি অনুসারে যথা-নিয়মে ক্রমশঃ পর পর যথা যোগ্য স্বুর প্রকাশ হইয়া থাকে; এ সকল স্বুর লিপিবদ্ধ করিবার মানস হইলে, ঐ সকল স্বুর উদারা ইত্যাদি যথা-সপ্তক রেখাতে লিখিয়া লিখিত স্বুরগুলি তারে সম্পন্ন তৃতীয় জন্য উহার নীচে (তৃ) দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর উদারার পঞ্চমে বাঁধিত কথিত চতুর্থ তার প্রথম সারিকায় কথিত নিয়মে চাপিয়া আঘাত করিলে কাযেই উদারার কোমল ধৈবত, দ্বিতীয় সারিকায় উদারার ধৈবত এবং তৃতীয় সারি-কায় উদারার নিষাদ হইবে। এই স্বুর গুলি চতুর্থ তারে সম্পন্ন জন্য উদারা সপ্তকের রেখাতে নিম্নে (চ) দেওয়া থাকিবে। চতুর্থাদি সারিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চতা-নুসারে শ্রুতির যথা ন্যুনাধিক্যতায় যে যে স্বুর পর পর প্রতিপন্ন হইবে, সেই সেই স্বুর তৎ তৎ সপ্তক নির্দ্দিষ্ট রেখাতে যথা-নিয়মে যথা-নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযোগে অঙ্কিত কর্ত্তব্য (২)।

---

(১) উদারা সপ্তক হইতে নিম্ন এক সপ্তক প্রতিপন্ন জনিত যথা-উল্লেখিত স্বুরের নিচে (নি) দেওয়া থাকিবে। (নি) নিম্ন সপ্তক জ্ঞাপক চিহ্ন বিশেষ।

(২) কখন কখন অঙ্গুলীক্ষিপ্র উত্তম বাদকগণ পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্ট ষড়্জেতেও সারিকাযোগে নিম্ন সপ্তকের ঋষভাদি অন্যান্য স্বুরও প্রদর্শিয়া থাকেন। শিক্ষকের কর্ত্তব্য সেই কৌশল যথা-নিয়মে ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেন। এবম্প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তারে নানা স্বুর কৌশল স্বুরযোগ প্রভৃতি দর্শান প্রায় সাতটী কীলক বিশিষ্ট রাগ বাজাইবার বড় সেতারেই সম্ভবে।

“শ্রেষ্ঠালঙ্কারিকা বা ছেড়”।

যে গত গুলিন লিখিত হইল তদ্ভিন্ন ছেড় সংযোগে আরো এক প্রকার গত সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নায়কী তারে যে কোন সুর প্রকাশ হইলে লয়যোগে মাত্রার অনুসারে ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা বা চিকারিতে, পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল ষড়্‌জ, চারি চিহ্ন বিশিষ্ট লৌহ নির্ম্মিত তার পঞ্চমে অথবা দুই এবং তিন চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল তার জুড়িতে বিভিন্নরূপে আঘাতানন্তর যে বাদন তাহাকে “শ্রেষ্ঠালঙ্কারিকা বা ছেড়” যায়। বাদকেরা কহা রাগাদির আলাপে ছেড়ের অনেক কৌশল ও পারিপাট্য দেখাইয়া থাকেন। ঐ ছেড় গতের সহিত মধ্যে মধ্যে বাজান যায়, উহাকেই ছেড়-সংযুক্ত গত বলে। কোন সুরে আঘাত করিয়া যদ্যপি ছেড়ের প্রয়োজন হয় তবে সুর লিখিবার নিমিত্ত যে তিনটী সরল রেখা আমাদের ব্যবহৃত আছে তদ্ব্যতীত ছেড় লিখিবার জন্য অপর একটী অতিরিক্ত রেখা (১) অঙ্কিত করা আবশ্যক। যথা—

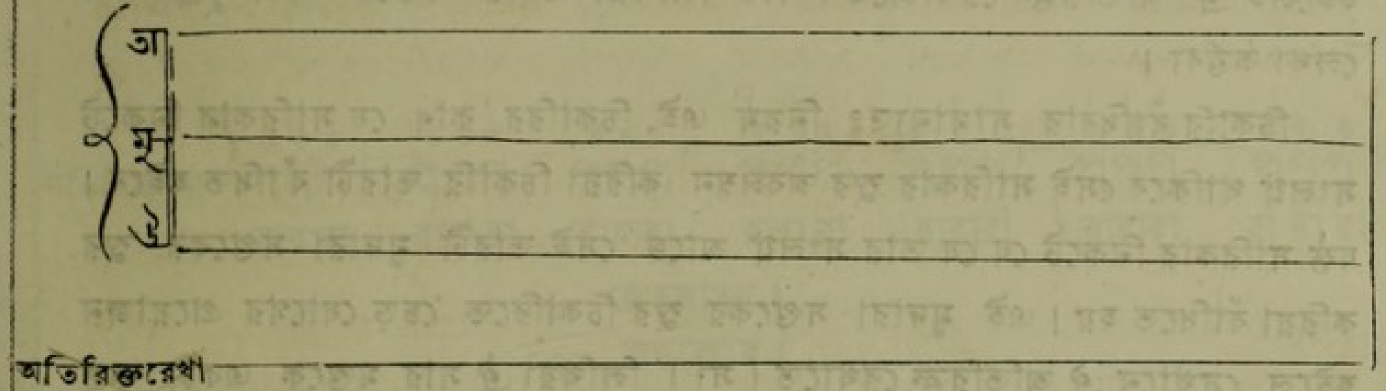

পরন্তু যে যে সুরের পরে যে যে তারে ছেড়ের আবশ্যক হইবে সেই সকল তারের নাম অর্থাৎ যে তার যে সুরে আবদ্ধ থাকে তাহাদিগের নাম অতিরিক্ত রেখাটীতে যথানিয়মে লিপিবদ্ধ করা উচিত (২)।

(১) ঐ ছেড়যুক্ত গতের সহিত সঙ্গতাদির বোল লিখিবার প্রয়োজন হইলে ঐ অতিরিক্ত রেখার নীচে সঙ্গতরেখা লেখা উচিত।

(২) ছেড় বাজাইবার সময় তিন চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তলতার দুই চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল সমসুরে না বাঁধিয়া নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। এস্থলে আরও বক্তব্য যে ক্ষুদ্র তন্ত্রিকাগুলিও যথা-রাগানুসারি করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যথা-রাগের অনুকূল বাদীস্বর রূপে ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা গুলি বাঁধিত হইবে, বাদী সম্বাদীর বিষয় কুতূহলী ছাত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতসারে রাগাধ্যায়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন।

কথিত হইয়াছে পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তলের তারের নাম ষড়্জ। সেই ষড়্জ দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারের নিম্নের ষড়্জ করিয়া বাঁধিত থাকে। উক্ত ষড়্জে যে সময়ে ছেড় যোগের প্রয়োজন হইবে তখন কথিত অতিরিক্ত রেখাটীতে ষড়্জের আদি অক্ষর (ষ) অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য। কখন কখন বাদকেরা ইচ্ছাধীন জুড়ির নিম্ন সপ্তকের মধ্যম অথবা পঞ্চম করিয়া উহা বাঁধিয়া লন্। এই নিম্নের মধ্যম অথবা পঞ্চম, ছেড়ের অনুরোধে লিখিতে হইলে ঐ মধ্যম অথবা পঞ্চম অতিরিক্ত রেখাতে লিখিবার জন্য উহাদিগের মস্তকে একটী ক্ষুদ্র (নি) দেওয়া থাকিবে।

চারি চিহ্ন বিশিষ্ট লৌহ তারটী জুড়ির পঞ্চম করিয়া বাঁধা যায়, সেই পঞ্চমে ছেড় দিবার আবশ্যক হইলে পঞ্চমের আদি অক্ষর (প) ঐ অতিরিক্ত রেখাতে লিখিয়া উদারা সপ্তক জ্ঞাপন জন্য উহার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র (উ) লেখা উচিত।

দুই এবং তিন চিহ্ন বিশিষ্ট তারটীতে যদ্যপি ছেড় দিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলেই ঐ অতিরিক্ত রেখাটীতে (সা) লিখিয়া উহার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র (উ) লেখা কর্ত্তব্য।

চিকারি বাঁধিবার সামান্যতঃ নিয়ম এই, চিকারির কাণ যে সারিকার নিকটে সংলগ্ন থাকিবে সেই সারিকার সুর অবলম্বন করিয়া চিকারি তারটী বাঁধিত হইবে। ষষ্ঠ সারিকার নিকটে যে যে তার সংলগ্ন আছে সেই তারটী মুদারা সপ্তকের সুর করিয়া বাঁধিতে হয়। এই মুদারা সপ্তকের সুর চিকারিতে ছেড় যোগের প্রয়োজন হইলে সেখানে ঐ অতিরিক্ত রেখাতে (সা) লিখিয়া ঐ সার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র (মু) দেওয়া আবশ্যক। একাদশ সারিকার মুদারা পঞ্চমের নিকট যে চিকারির তার আদ্ধব আছে ঐ মুদারার পঞ্চম চিকারিতে যদি ছেড় দিতে হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত রেখাটীতে একটী (প) লিখিয়া উহার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র (মু) দেওয়া কর্ত্তব্য। তারা সপ্তকে যদি কোন চিকারি থাকে সেখানে অতিরিক্ত রেখাটীতে চিকারির নাম লিখিয়া উহার মস্তকে একটী (তা) দেওয়া বিধি। এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। কিন্তু রাগ বিশেষে চিকারি যে যে সুরে বাঁধিত হইবে সেই সেই সুর যথাসপ্তক বিবেচনায় যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে লেখা কর্ত্তব্য।

আরও কি সপ্তক রেখাতে কি অতিরিক্ত রেখাতে লিখিত সুরগুলির নীচে ডারা ডারা প্রভৃতি বোলও লিখিত হইবে। বিশেষতঃ এই অতিরিক্ত রেখাটীতে

লিখিত সুর গুলির নাম অর্থাৎ যে যে তার যে যে সুর করিয়া বাঁধা থাকে তাহার নামের উপর (^) এই প্রকার এবং (v) এই প্রকার নারাচ চিহ্ন থাকিবে। যে স্থলে ঐ রূপ নারাচ চিহ্ন (^) থাকিবে সেখানের আঘাত কোলের দিগে হইবে, সুতরাং সে সুরের নীচে ও (ডা) লিখিত হইবে, আর যে স্থলে বিপরীত নারাচ চিহ্ন (v) থাকিবে সেখানকার আঘাত বিপরীত ভাবে দেওয়া বিধি। নারাচ চিহ্নই ছেড়-জ্ঞাপক চিহ্ন। মাত্রাদি নিয়ম ও যেরূপ অন্যান্য স্থলে লিখিত হইয়াছে ছেড়েতে ও মাত্রাদি তদনুরূপ সুরের উপর উপর লিখিত থাকিবে।

গমক, ক্রুন্তন, মুর্চ্ছনা প্রভৃতিও সমুদয় ছেড়যোগে ব্যবহার হয়, এবং যথাকথিত নিয়মে লিখিত হইতেও পারে।

ছেড়সাধন।

অনুলোম।

একমাত্রানুসারেণ।

তা							
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

অতিরিক্তরেখা

v v v	v v v	v v v	v v v	v v v	v v v	v v v
উ উ উ	উ উ উ	উ উ উ	উ উ উ	উ উ উ	উ উ উ	উ উ উ
পপপ	পপপ	পপপ	পপপ	পপপ	পপপ	পপপ
রারারা	রারারা	রারারা	রারারা	রারারা	রারারা	রা রা রা

ছেড়সাধন।

অনুলোম।

একমাত্রানুসারেণ।

তা							
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
উ	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

অতিরিক্তরেখা

^	v	^	v	^	v	^
উ	নি	উ	নি	উ	নি	উ
সা	প	সা	প	সা	প	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা

ছেড়সাধন।

অনুলোম।

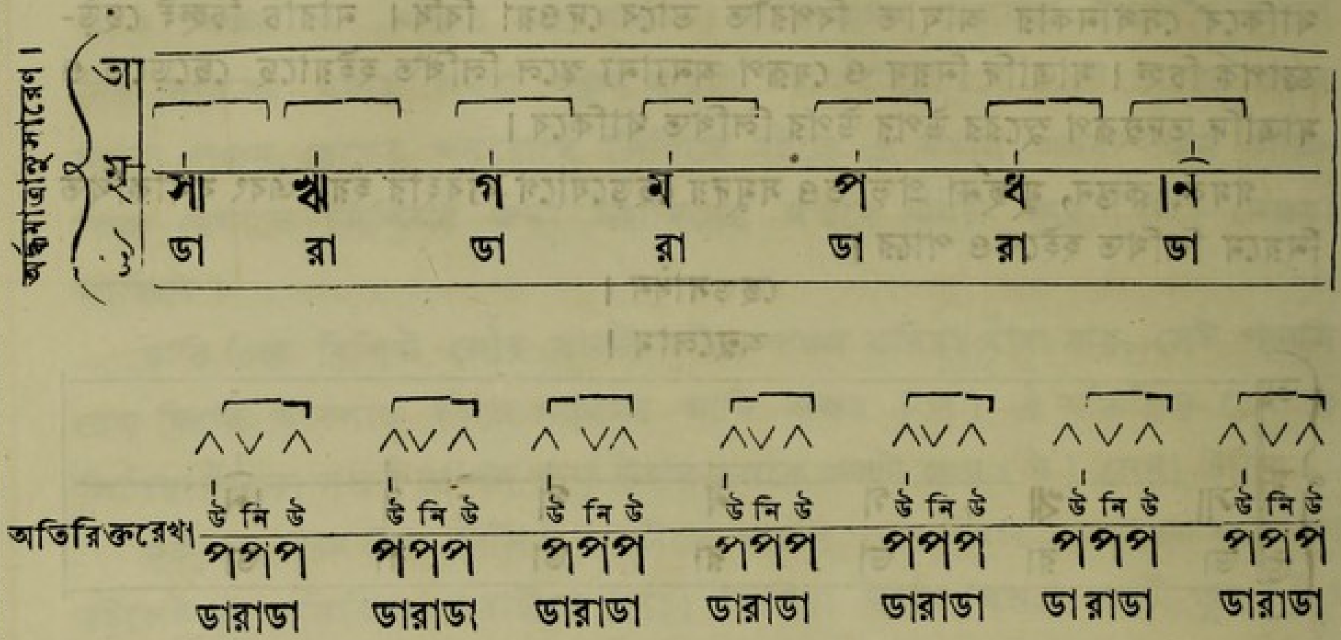

ছেড় সাধন।

অনুলোম।

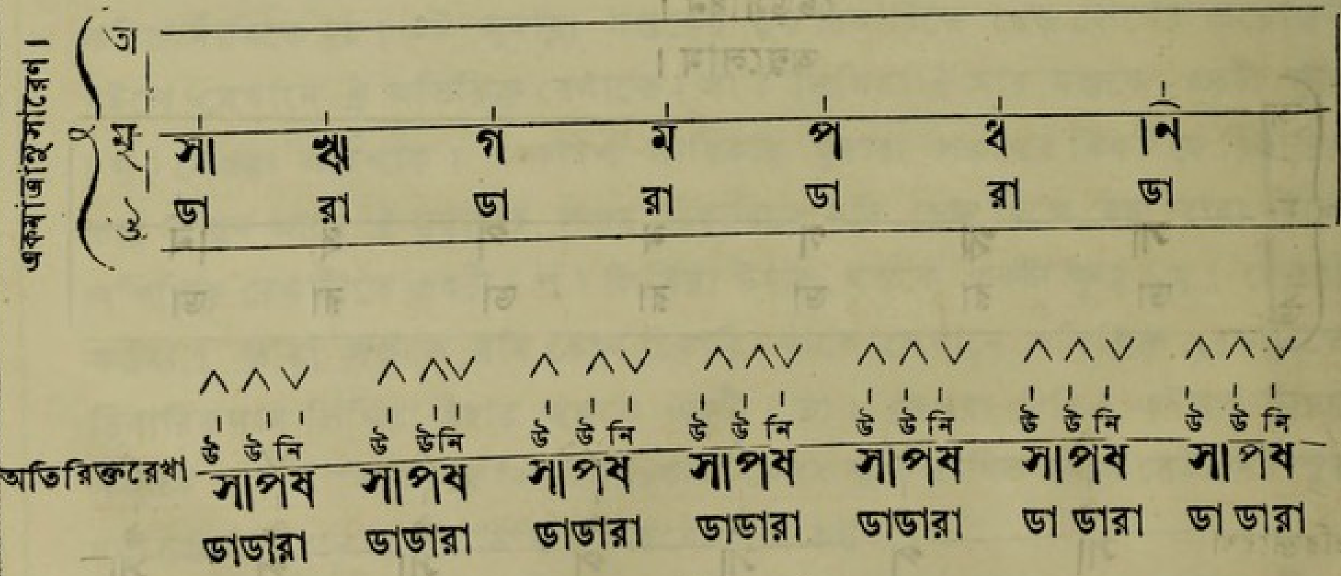

৫৮

ইমন কল্যাণ। সম্পূর্ণ।

শ্লথ-ত্রিতালী।

(ম)।

মঞ্চঃপ্রভৃতি ষোড়শমাত্রানুসারেণ।

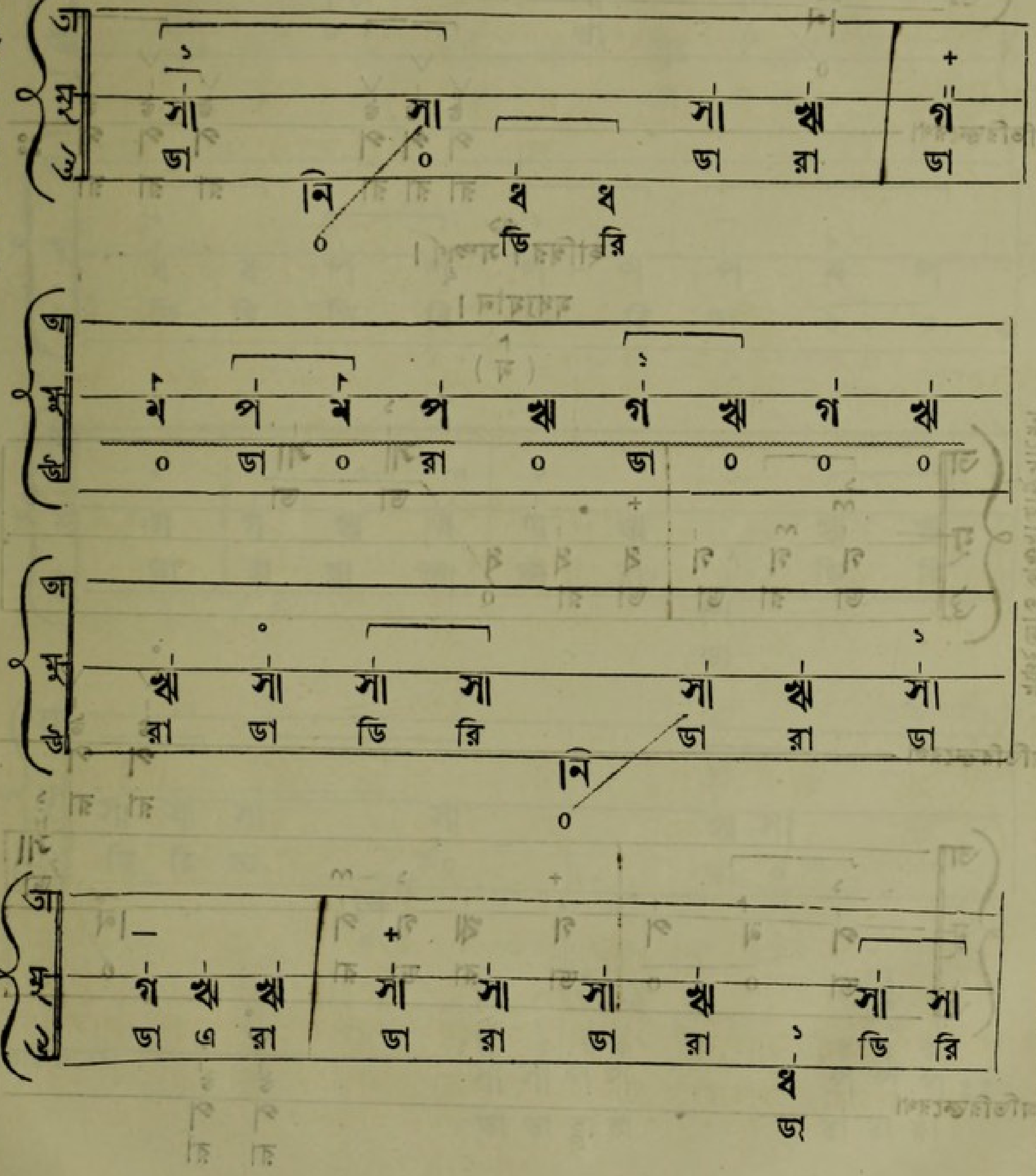

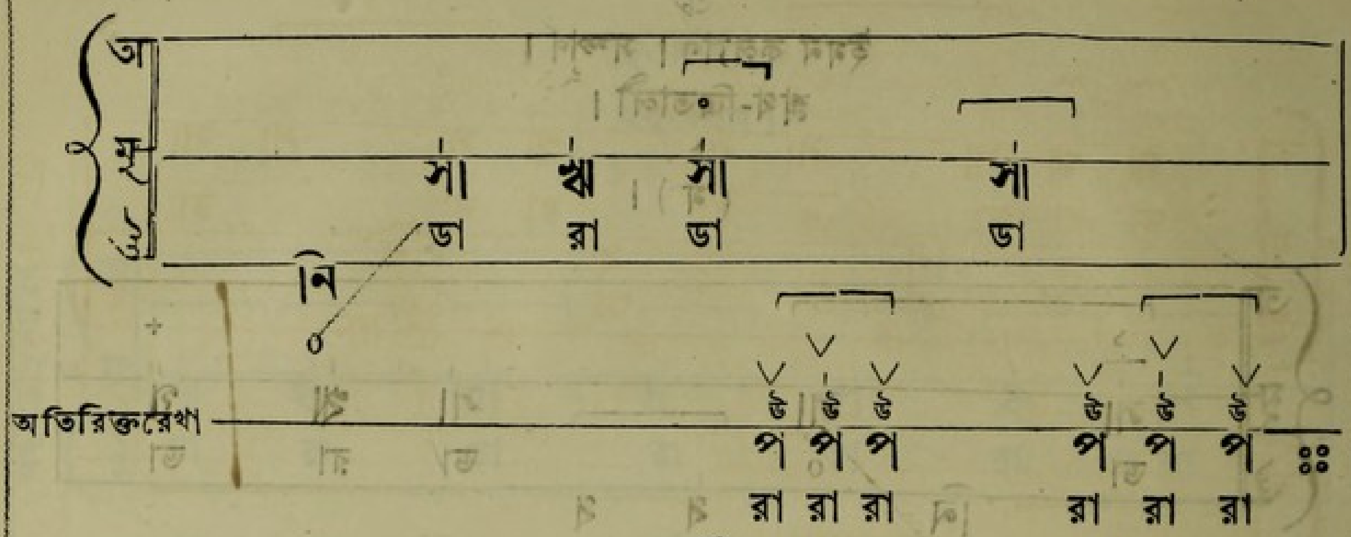

৩৭

হাম্বির। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)

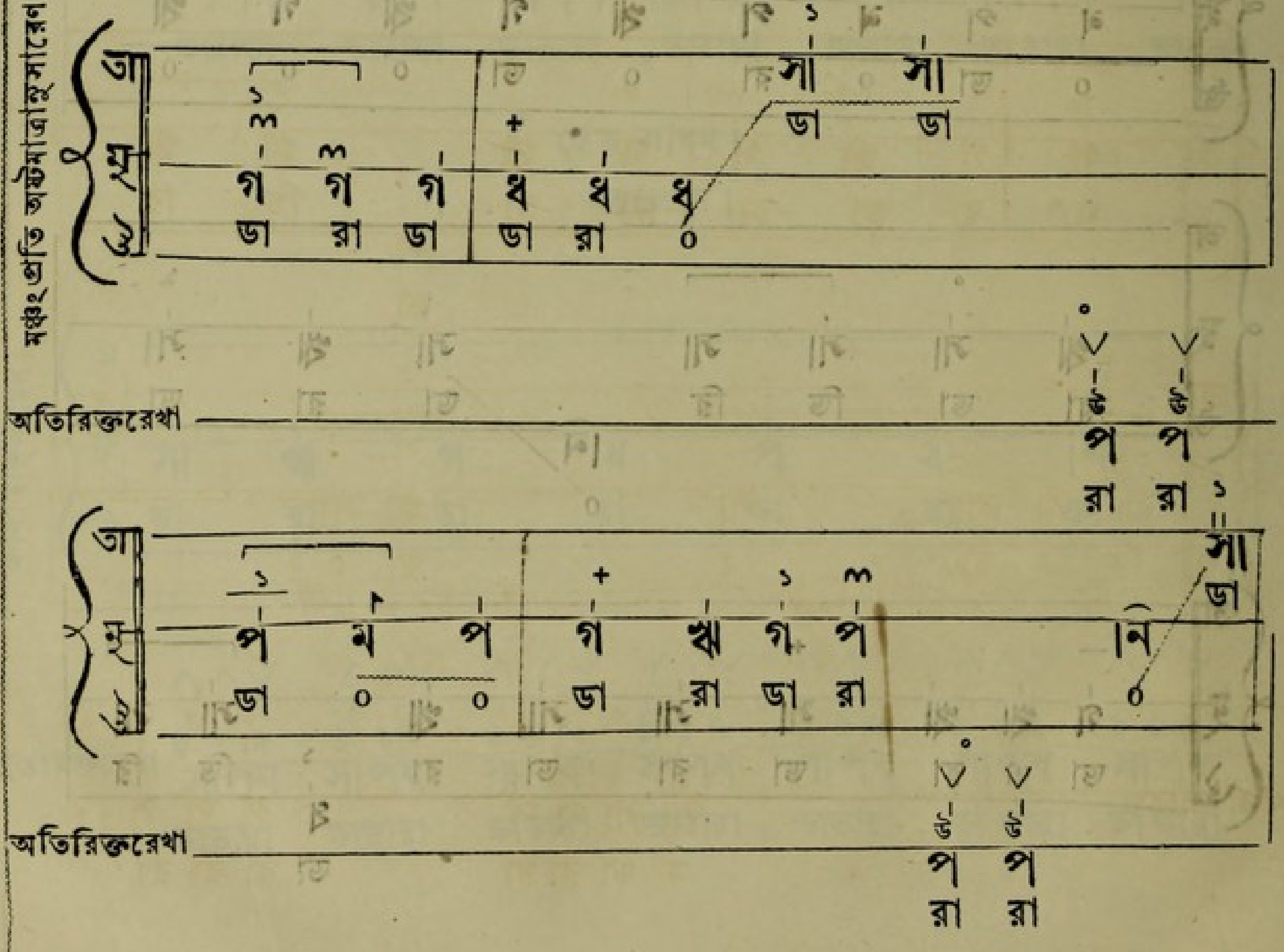

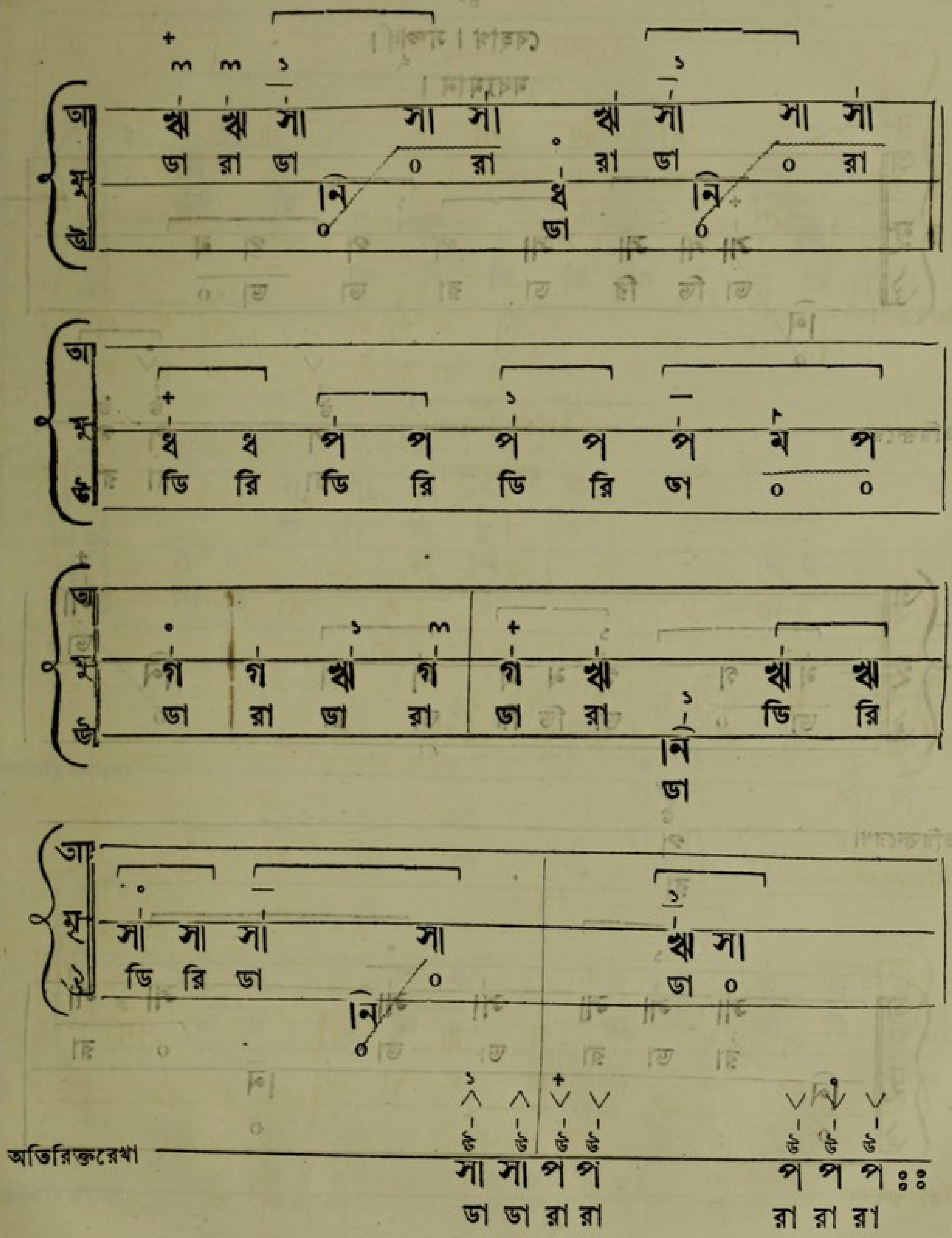
অতিরিক্তরেখা
সা সা প প
ডা ডা রা রা
প প প ঃঃ
রা রা রা

৪০

বেহাগ । সম্পূর্ণ ।

মধ্যমান ।

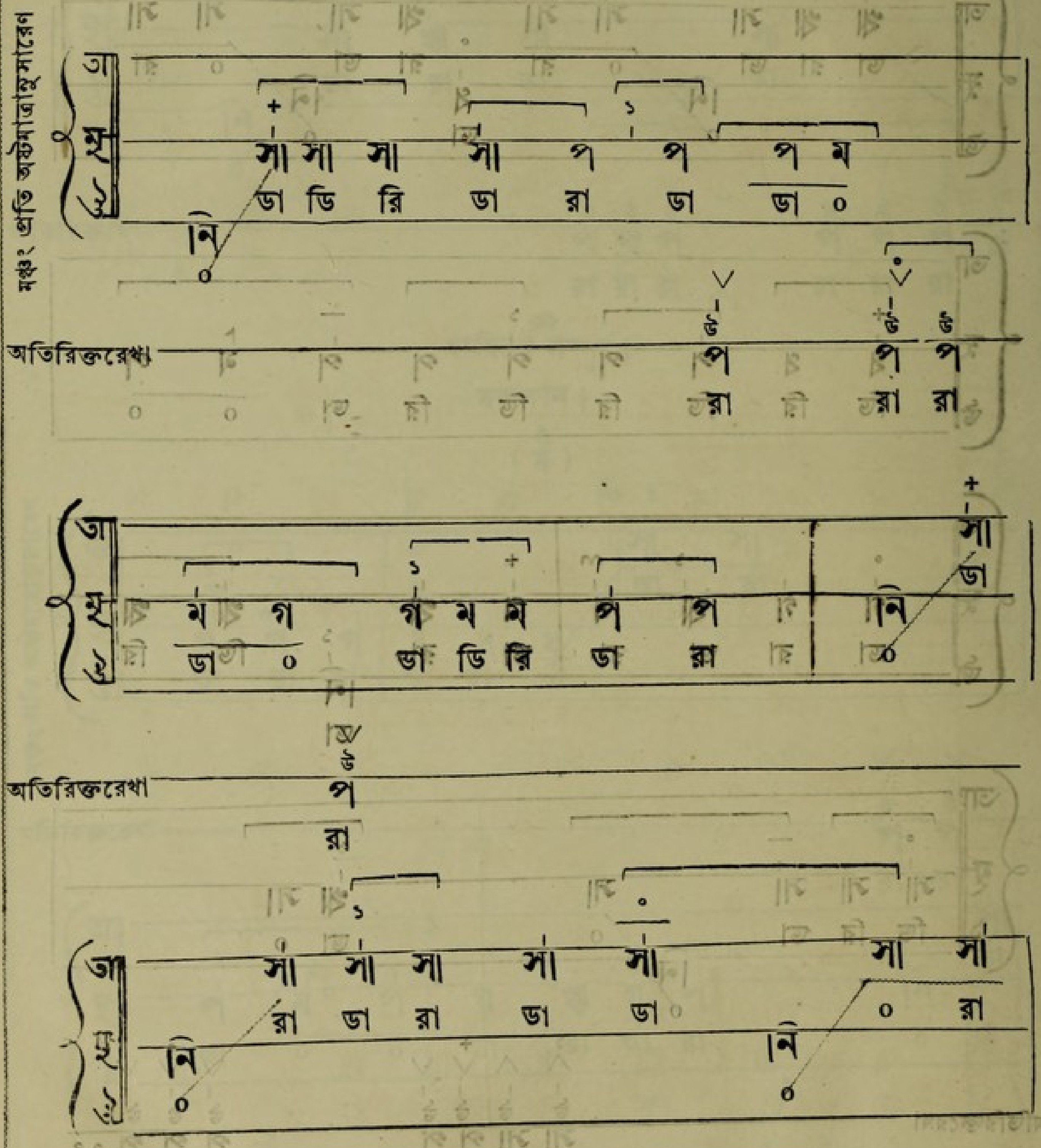

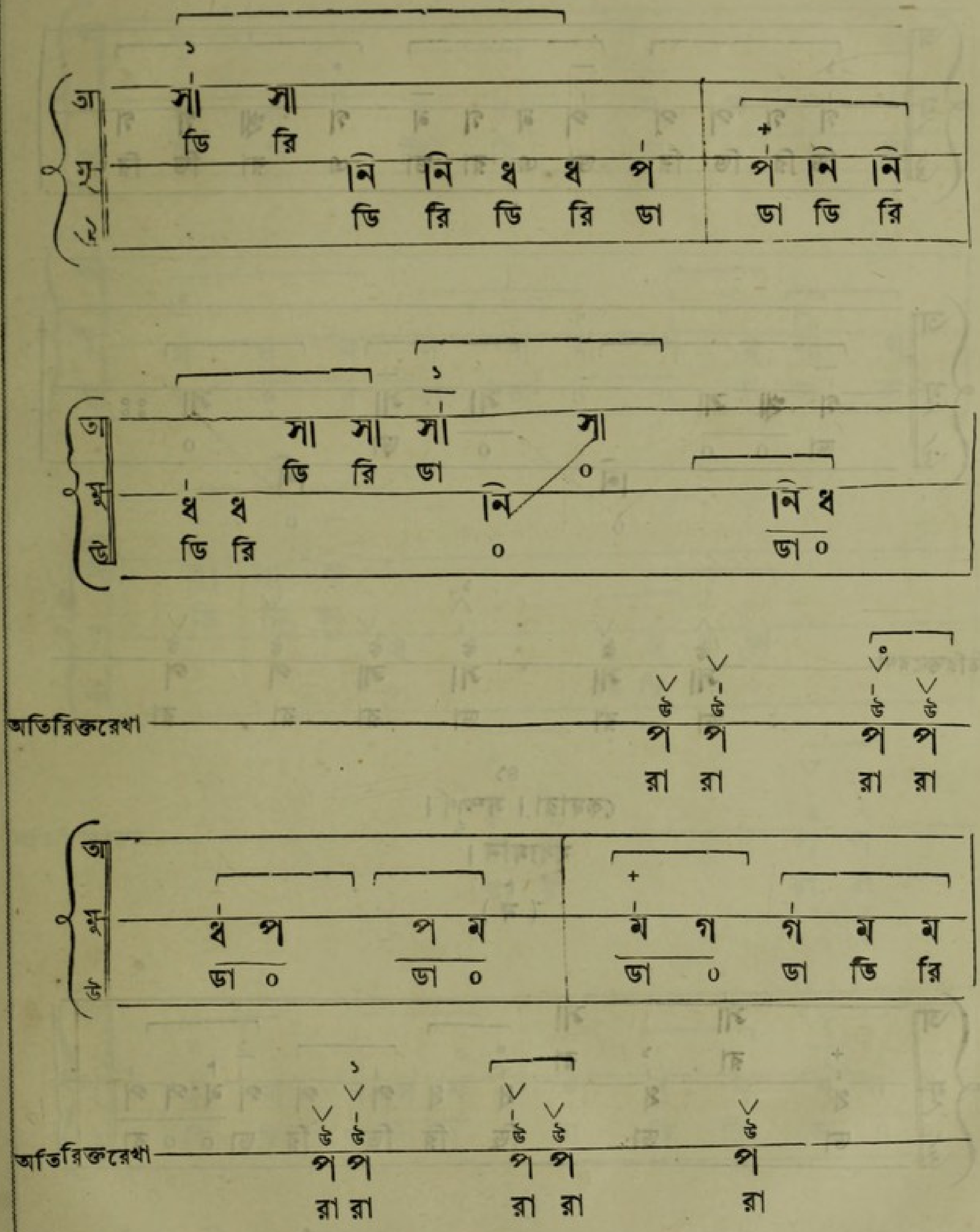
সা সা
ডি রি
নি নি ধ ধ প প নি নি
ডি রি ডি রি ডা ডা ডি রি
সা সা সা সা
ডি রি ডা ০
ধ ধ নি নি ধ
ডি রি ০ ডা ০
অতিরিক্তরেখা
প প প প
রা রা রা রা
ধ প প ম ম গ গ ম ম
ডা ০ ডা ০ ডা ০ ডা ডি রি
অতিরিক্তরেখা
প প প প প
রা রা রা রা রা

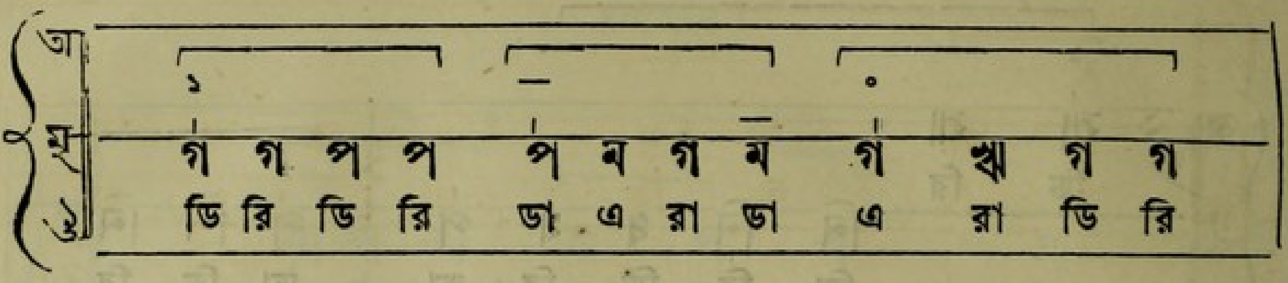

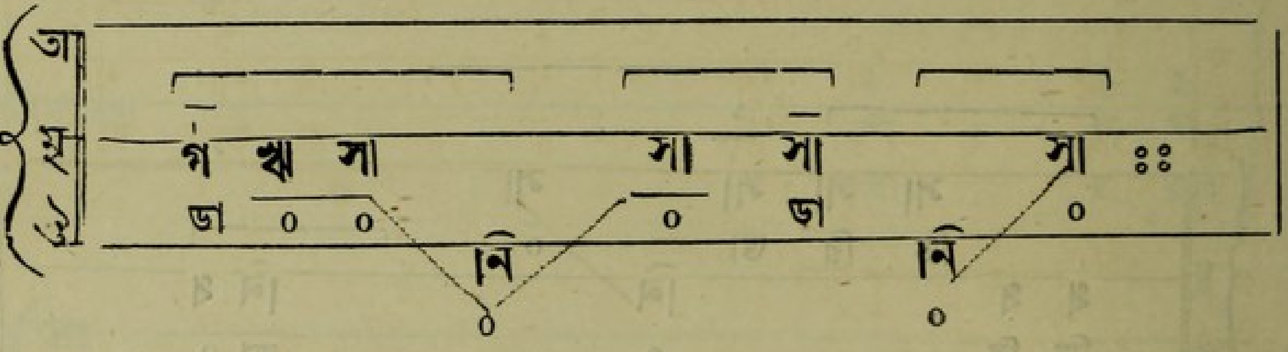

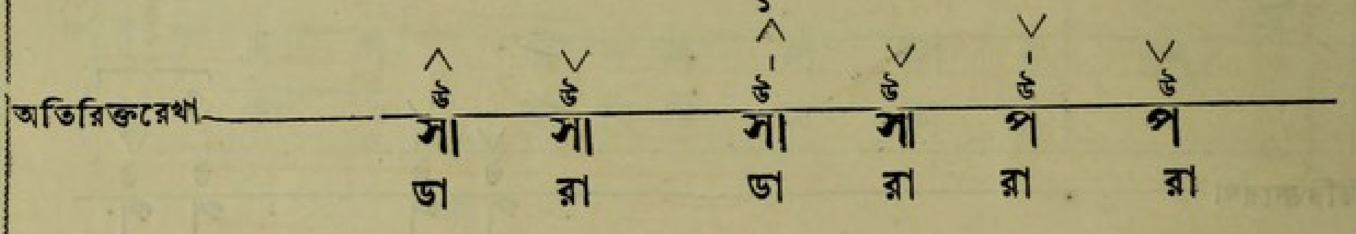

৪১

কেদারা। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(র্ম)

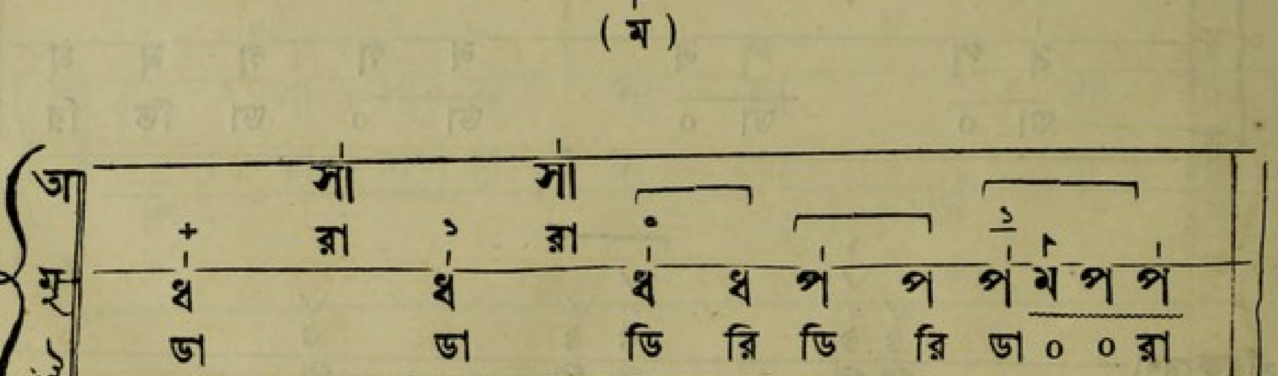

মঙ্কঃপ্রভৃতি অঙ্কমাত্রানুসারেণ।

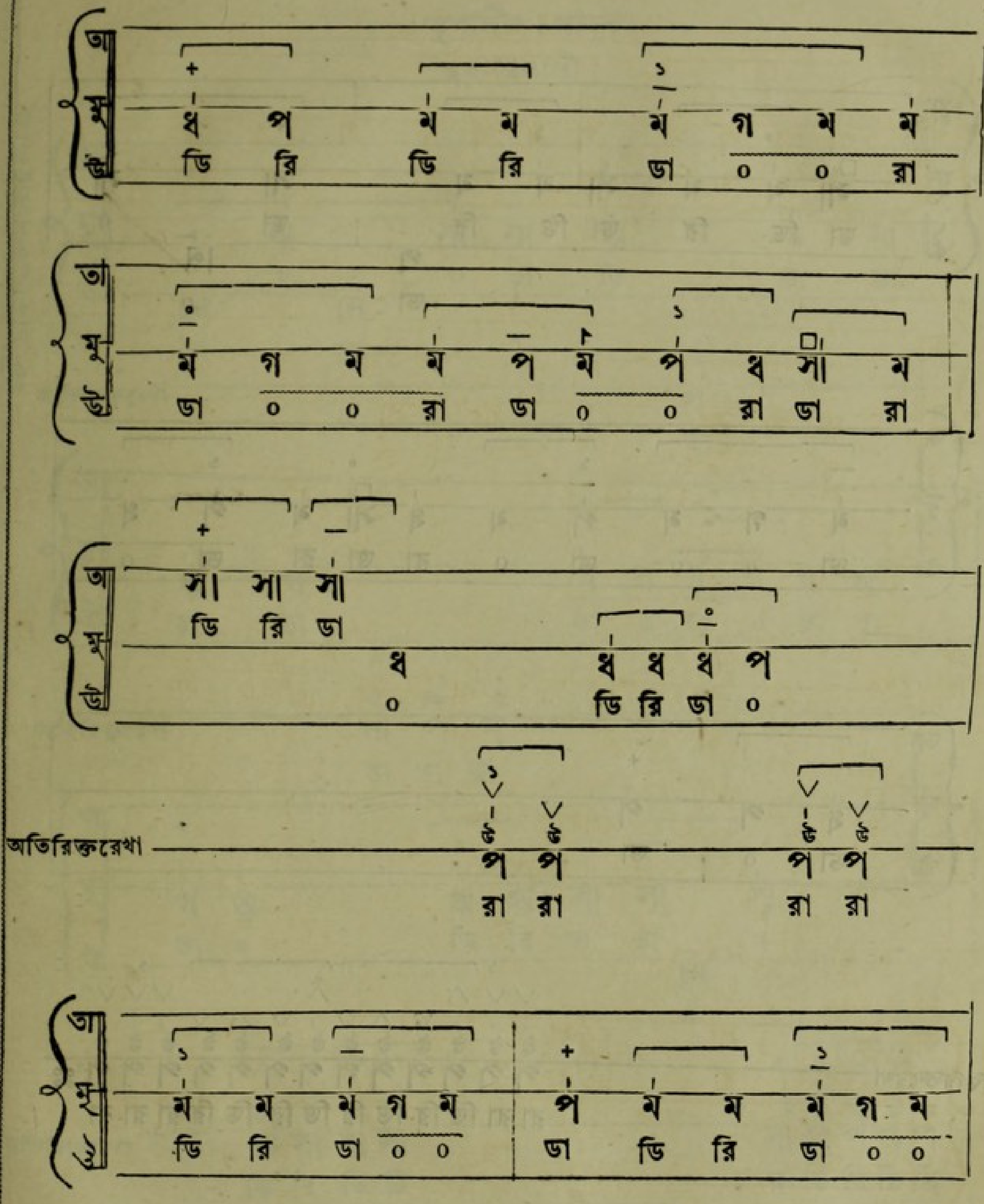
আ মু উ
ধ প ম ম ম গ ম ম
ডি রি ডি রি ডা ০ ০ রা
আ মু উ
ম গ ম ম প ম প ধ সা ম
ডা ০ ০ রা ডা ০ ০ রা ডা রা
আ মু উ
সা সা সা
ডি রি ডা
ধ ধ ধ ধ প
০ ডি রি ডা ০
অতিরিক্তরেখা
প প প প
রা রা রা রা
আ মু উ
ম ম ম গ ম প ম ম ম গ ম
ডি রি ডা ০ ০ ডা ডি রি ডা ০ ০

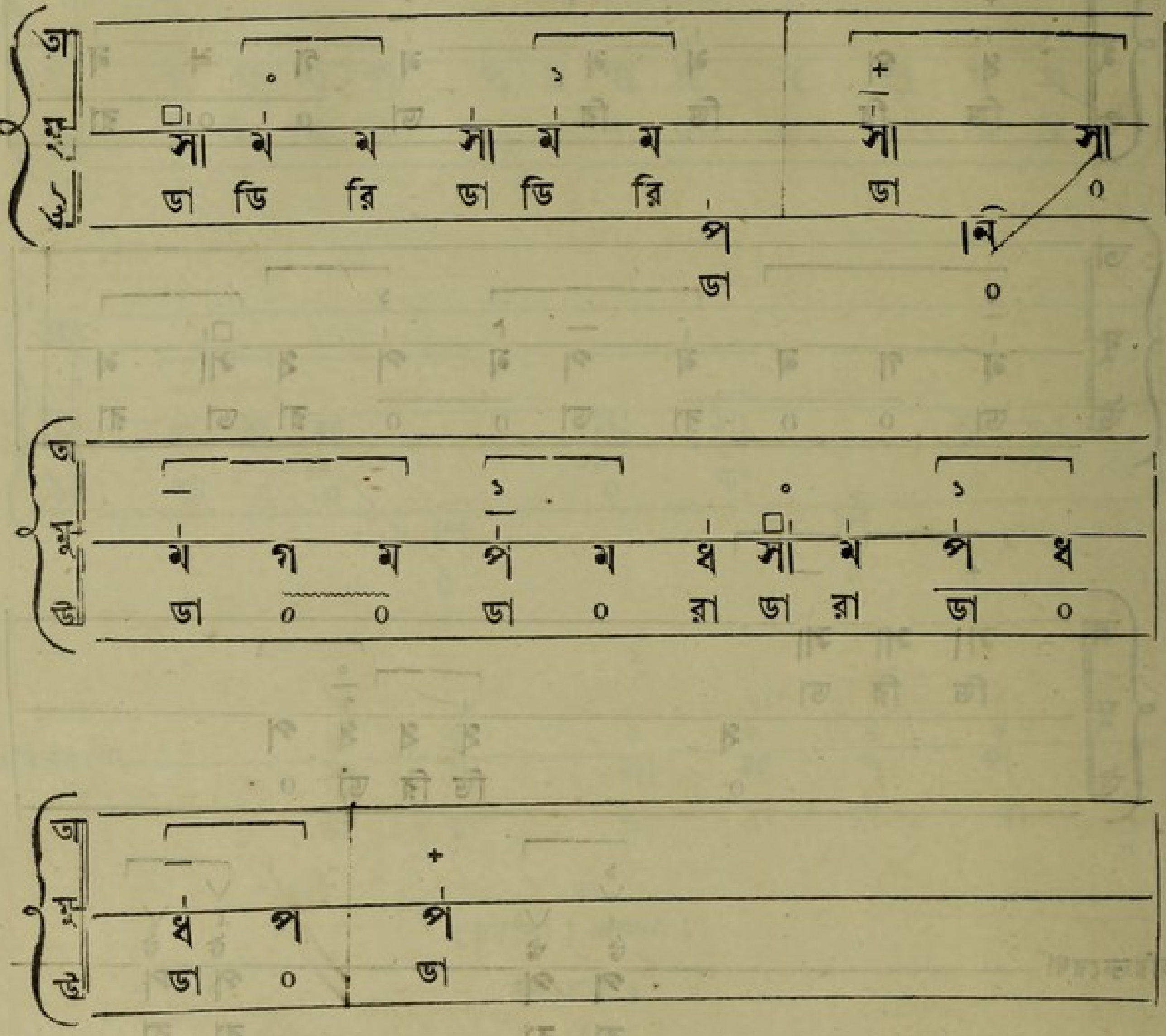
আ
মু
উ
সা ম ম সা ম ম সা সা
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ০
প নি
ডা ০
ম গ ম প ম ধ সা ম প ধ
ডা ০ ০ ডা ০ রা ডা রা ডা ০
ধ প প
ডা ০ ডা

অতিরিক্তরেখা

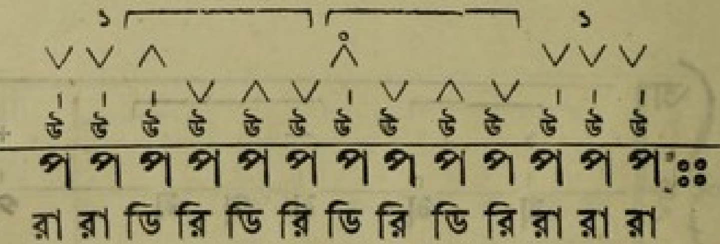
প প প প প প প প প প প প প
রা রা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি রা রা রা

৪২

ভূপালী* । খাড়ব ।

শ্লথ-ত্রিতালী ।

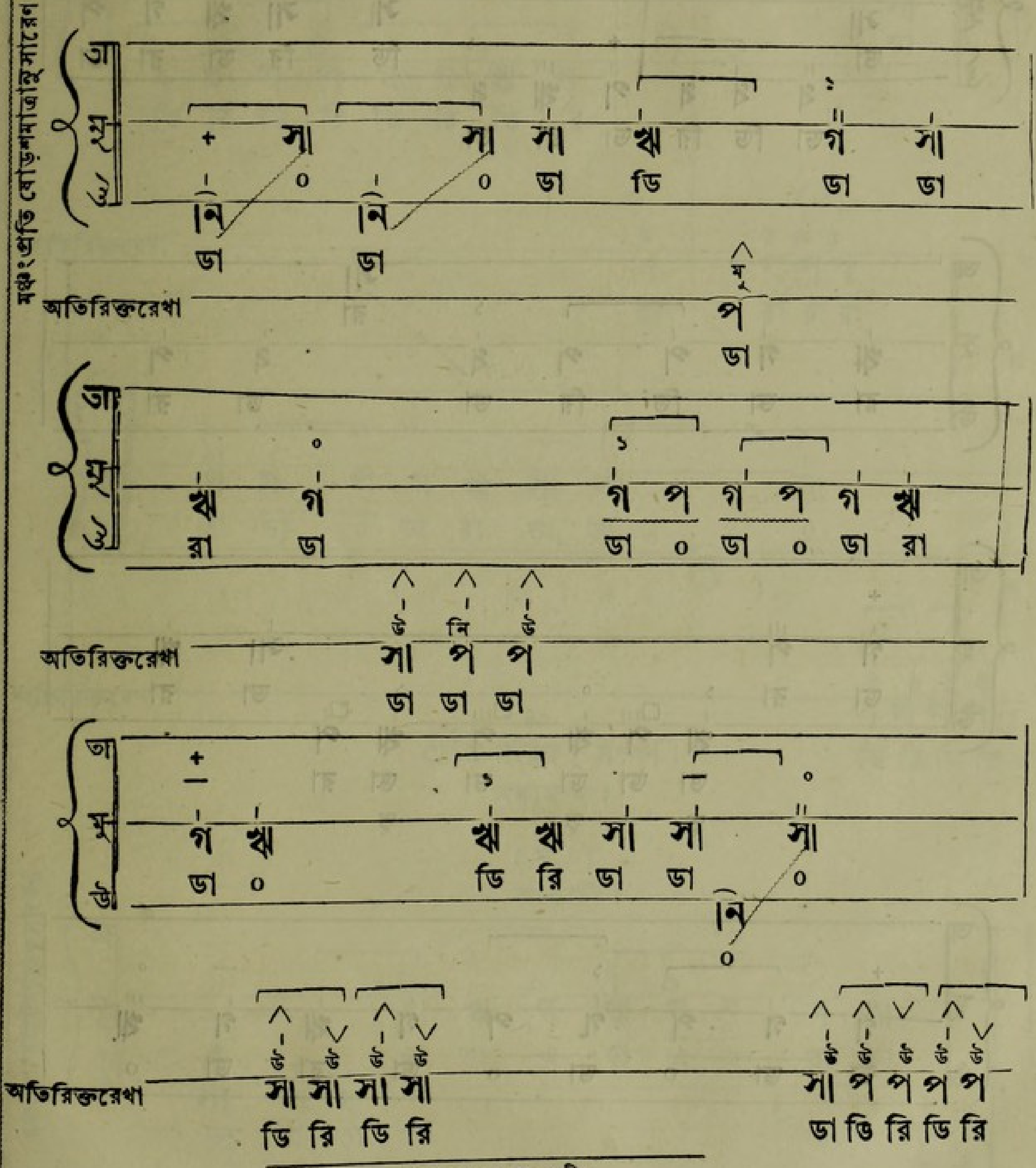

* প্রকৃত মধ্যম বিবাদী।

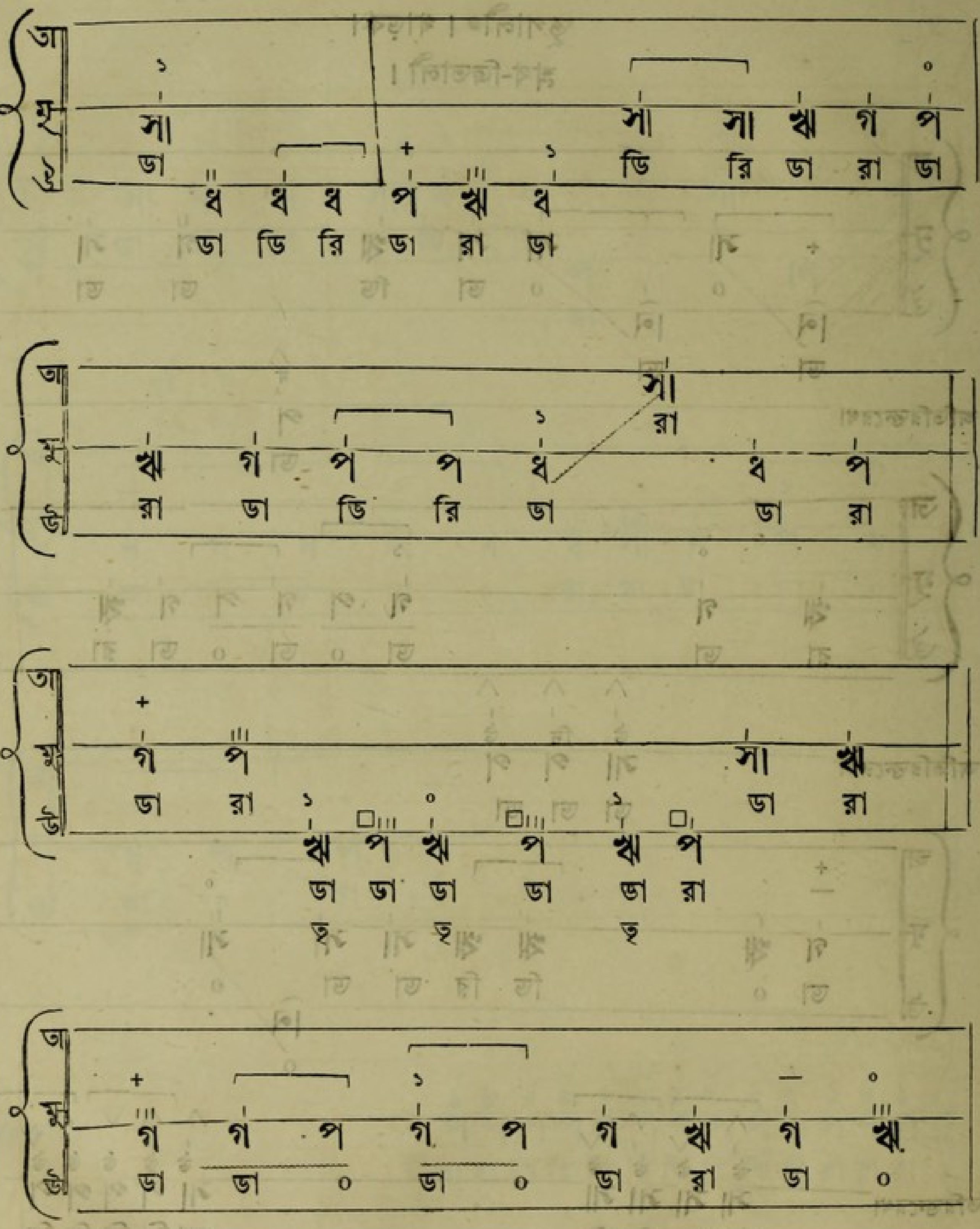

সা ধ ধ ধ প ঋ ধ সা সা ঋ গ প
ডা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা
সা
ঋ গ প প ধ ধ প
রা ডা ডি রি ডা রা ডা রা
গ প সা ঋ
ডা রা ডা রা
ঋ প ঋ প ঋ প
ডা ডা ডা ডা ডা রা
গ গ প গ প গ ঋ গ ঋ
ডা ডা ০ ডা ০ ডা রা ডা ০

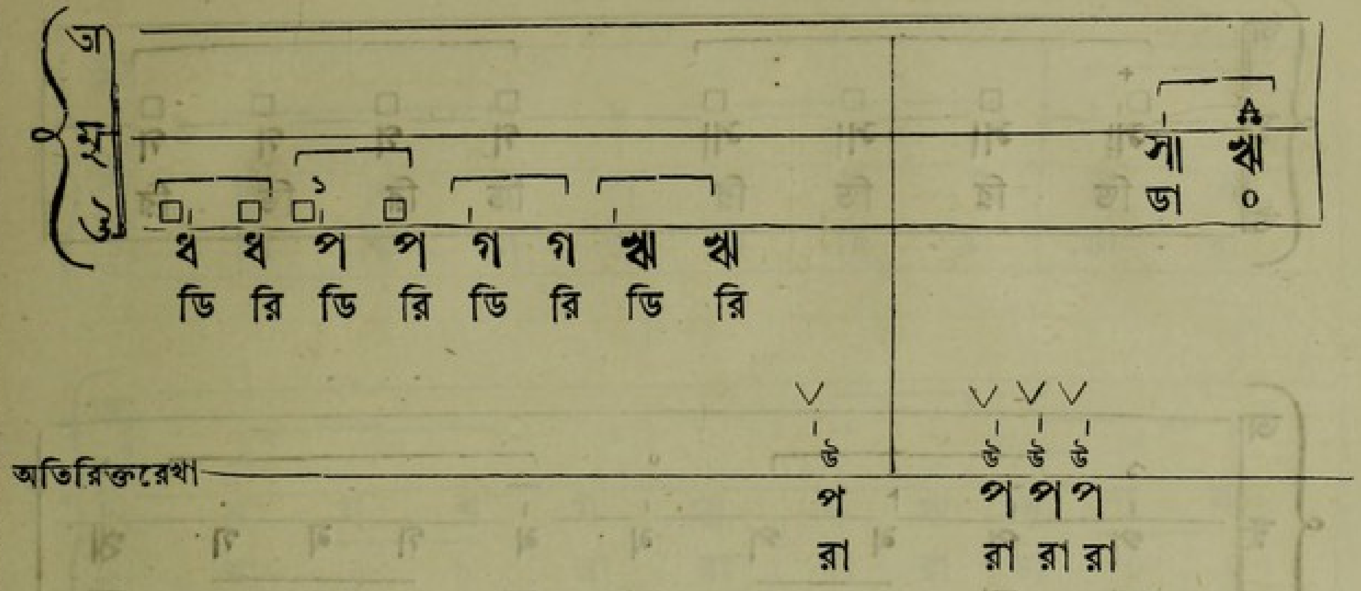

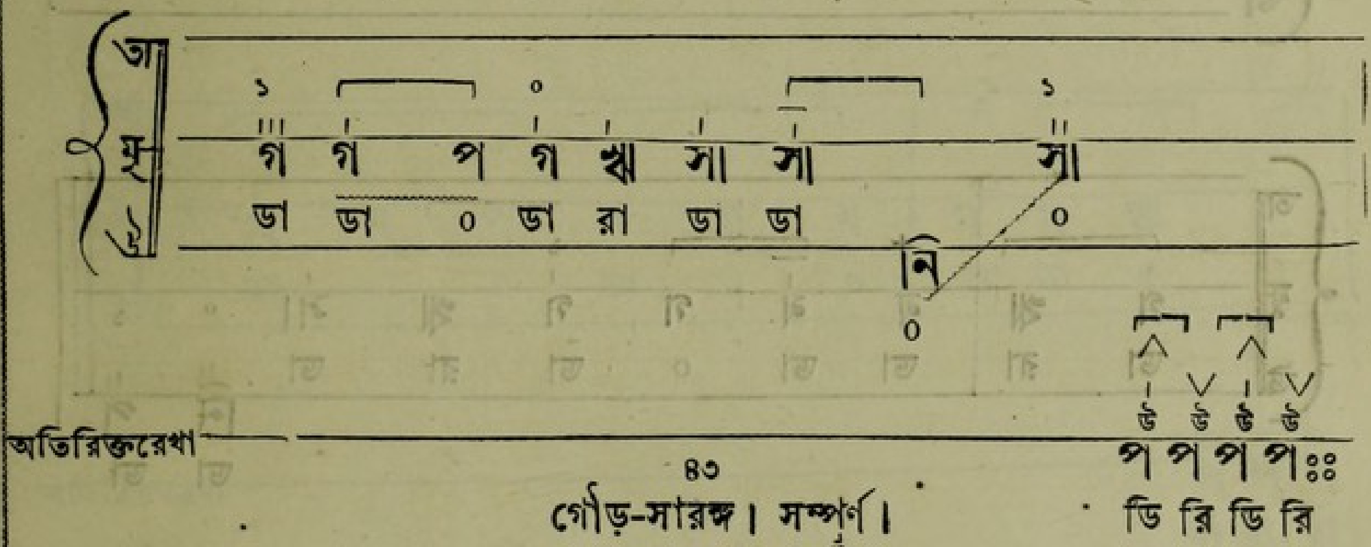

৪৩

গৌড়-সারঙ্গ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)।

আস্থায়ী।

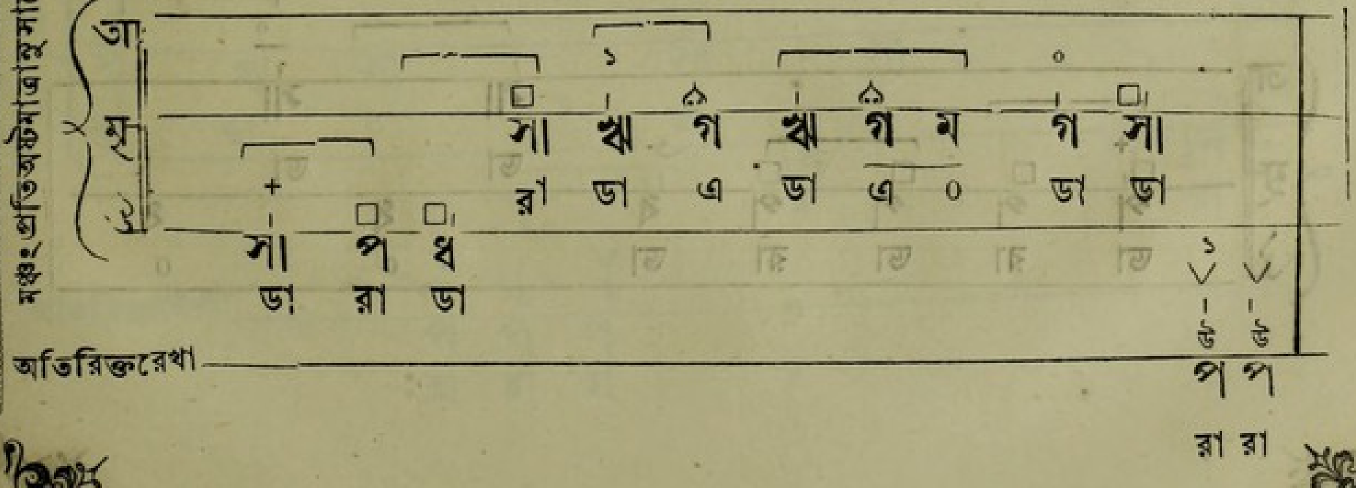

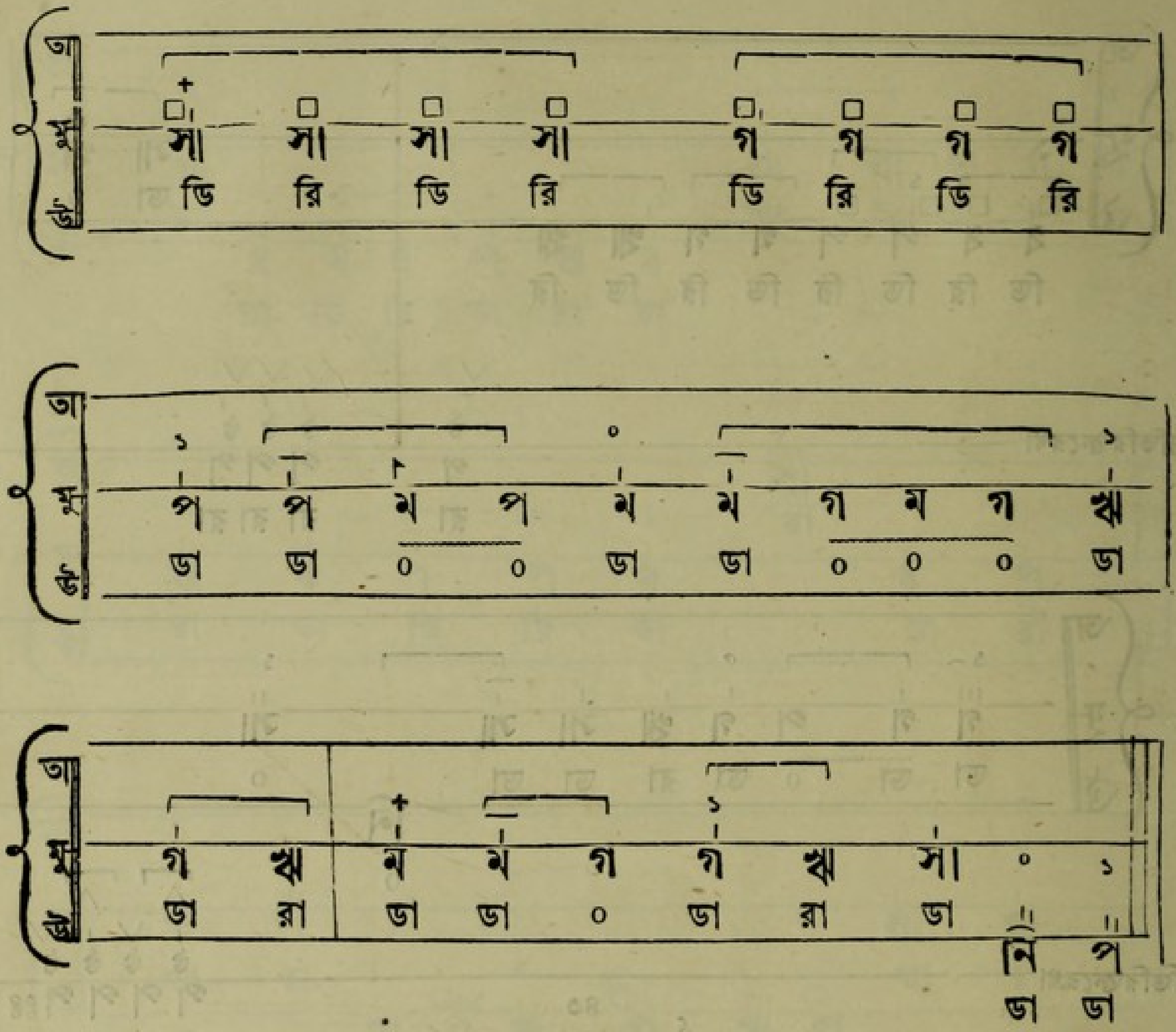
আ
স্থ
উ
সা সা সা সা গ গ গ গ
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
প প ম প ম ম গ ম গ ঋ
ডা ডা ০ ০ ডা ডা ০ ০ ০ ডা
গ ঋ ম ম গ গ ঋ সা
ডা রা ডা ডা ০ ডা রা ডা
নি প
ডা ডা

অন্তরা।

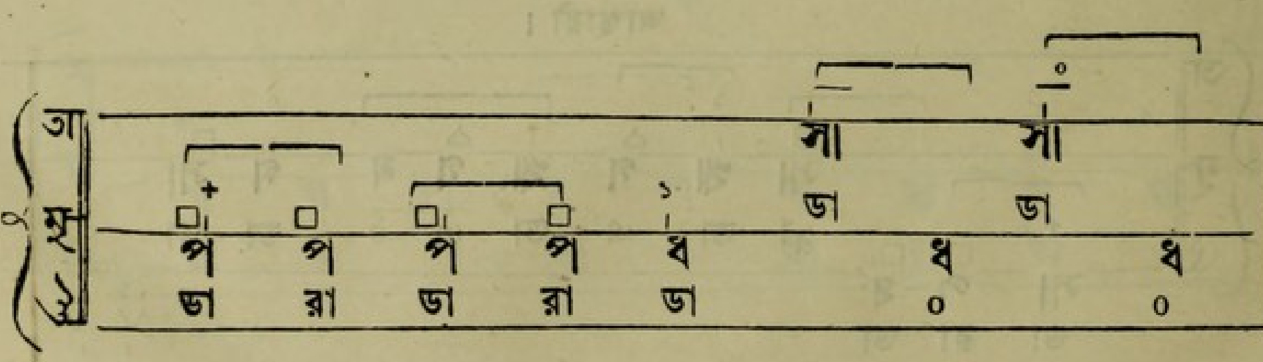
সা সা
ডা ডা
প প প প ধ ধ ধ
ডা রা ডা রা ডা ০ ০

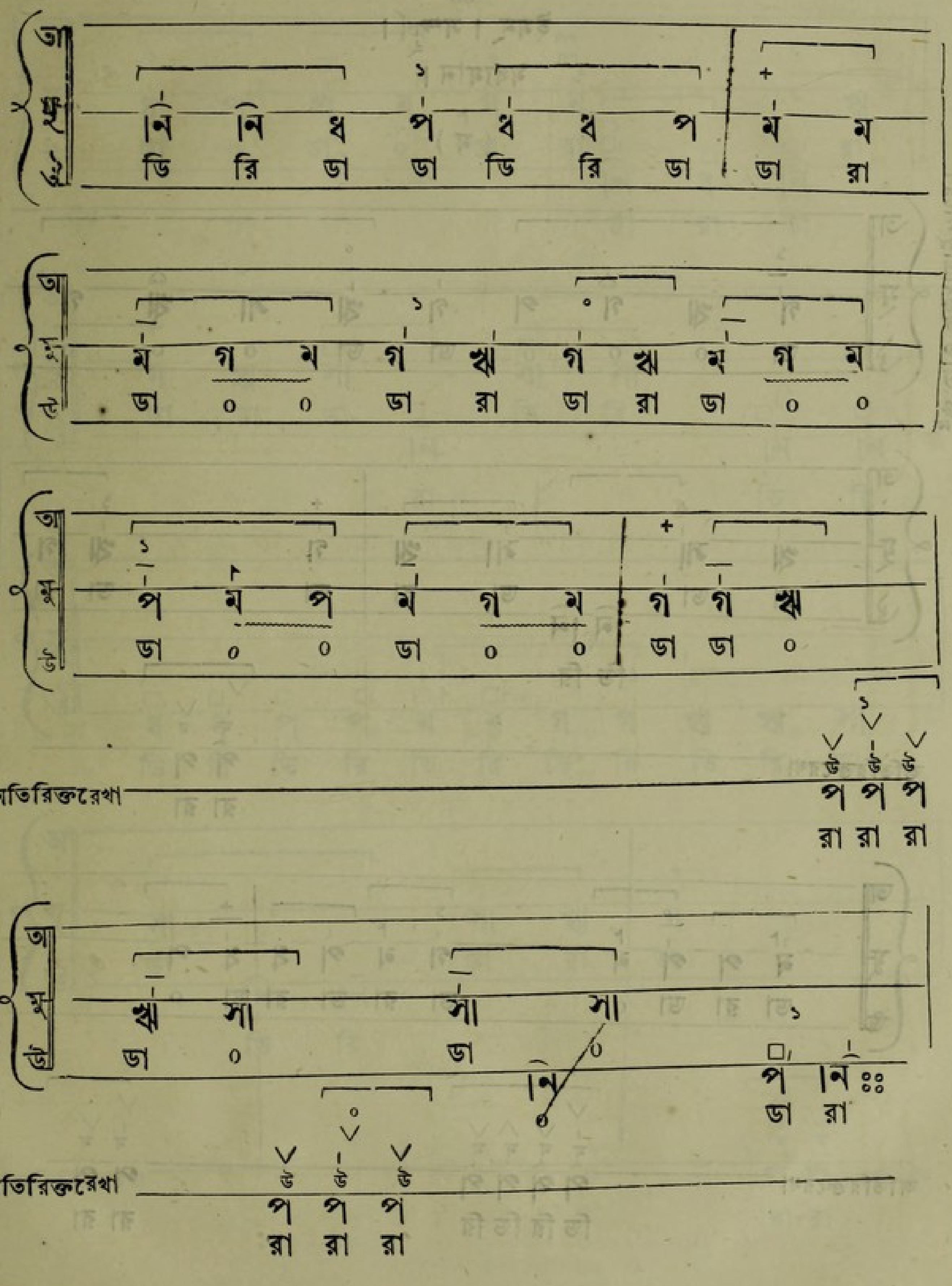
নি নি ধ প ধ ধ প ম ম
ডি রি ডা ডা ডি রি ডা ডা রা
ম গ ম গ ঋ গ ঋ ম গ ম
ডা ০ ০ ডা রা ডা রা ডা ০ ০
প ম প ম গ ম গ গ ঋ
ডা ০ ০ ডা ০ ০ ডা ডা ০
অতিরিক্তরেখা
প প প
রা রা রা
ঋ সা সা সা
ডা ০ ডা ০
নি
প নি
ডা রা
অতিরিক্তরেখা
প প প
রা রা রা

৪৪

ইমন্। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)

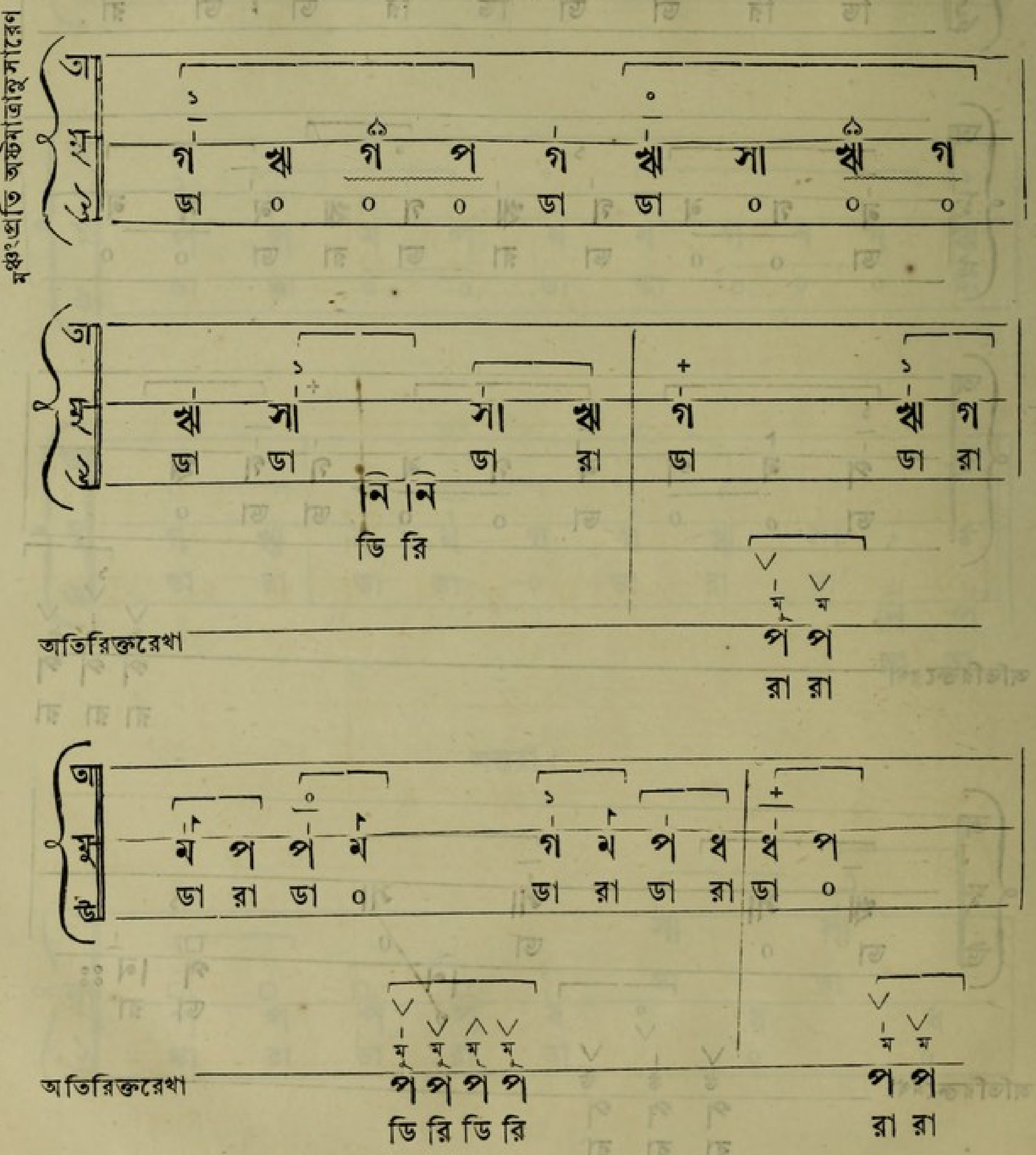

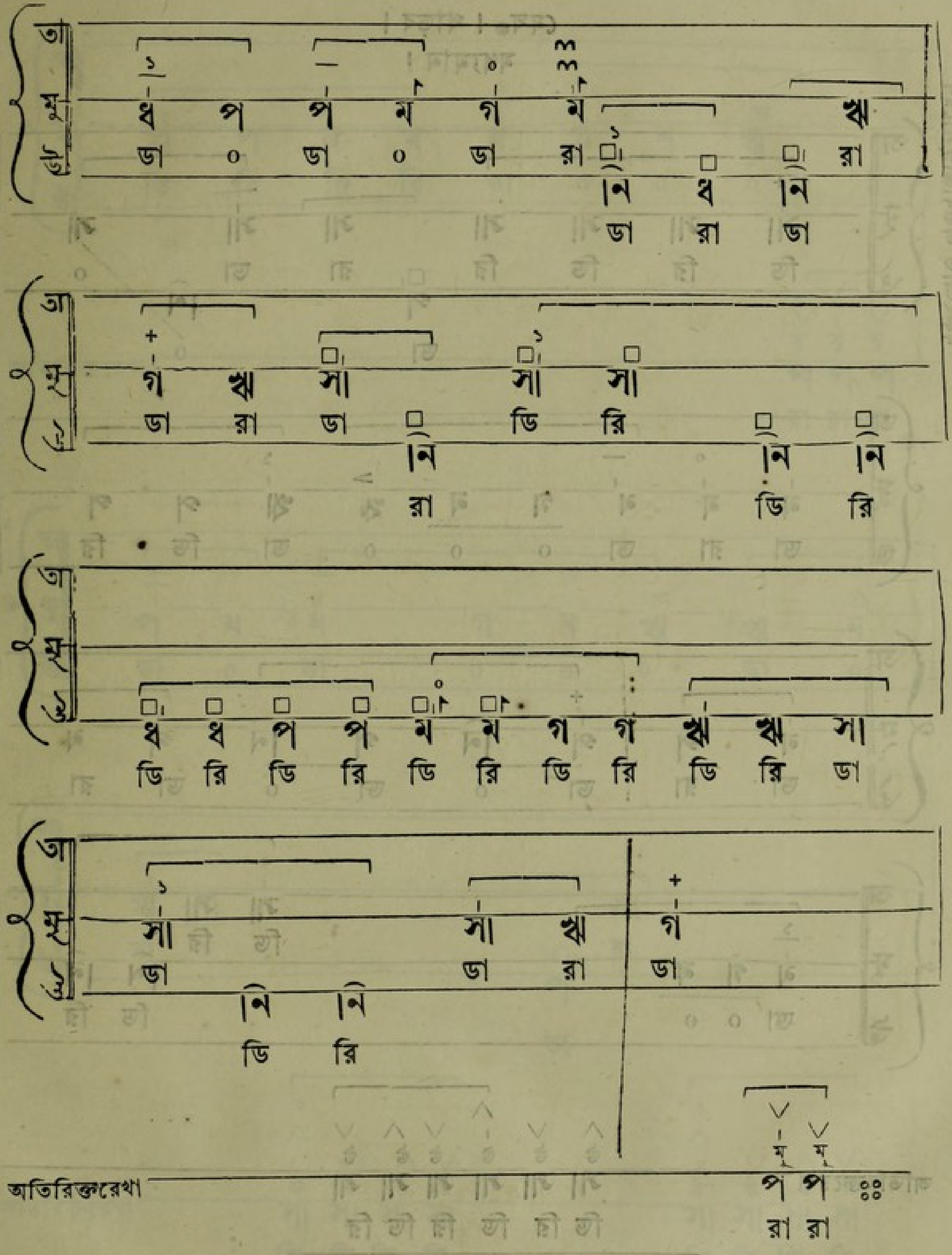
অতিরিক্তরেখা

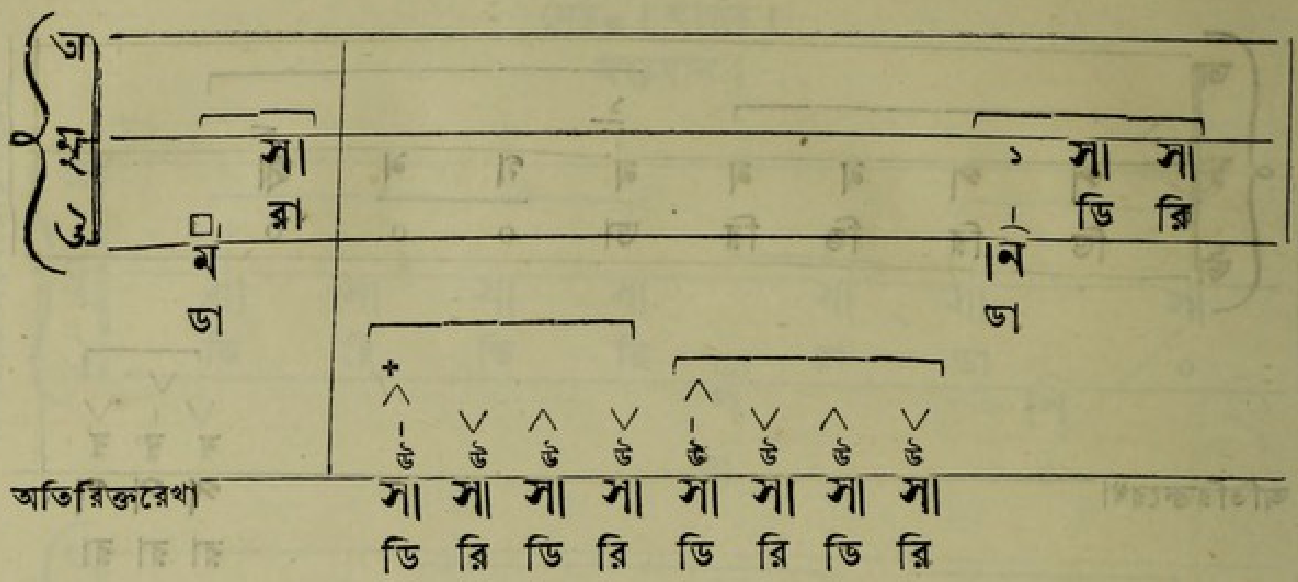

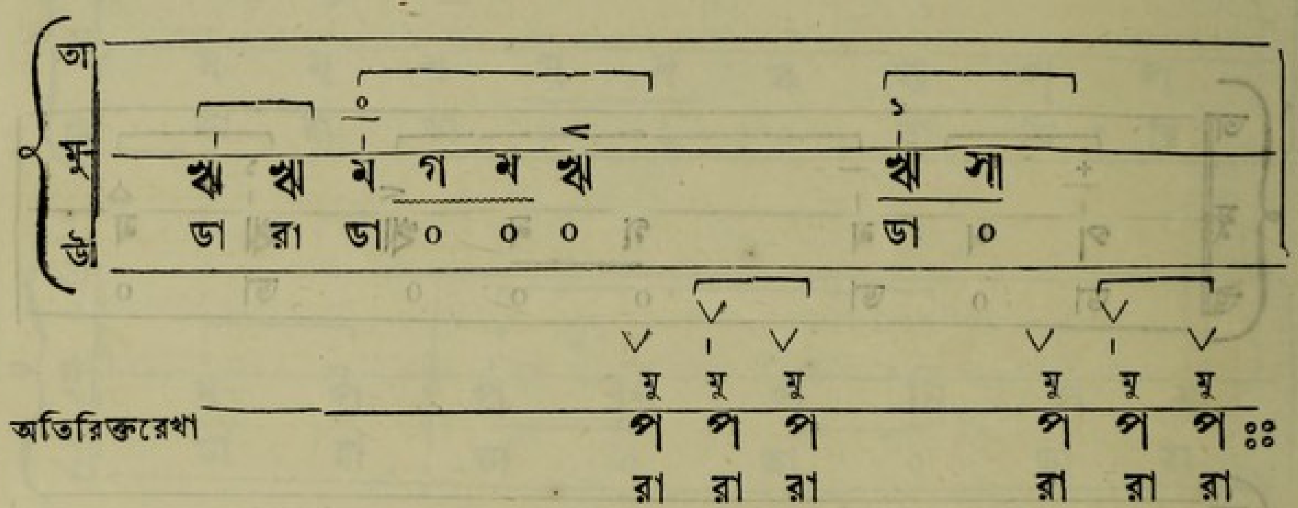

৪৬

ইমন্ কল্যান। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)

আস্থায়ী।

মঞ্চং প্রতি অর্দ্ধমাত্রানুসারেণ

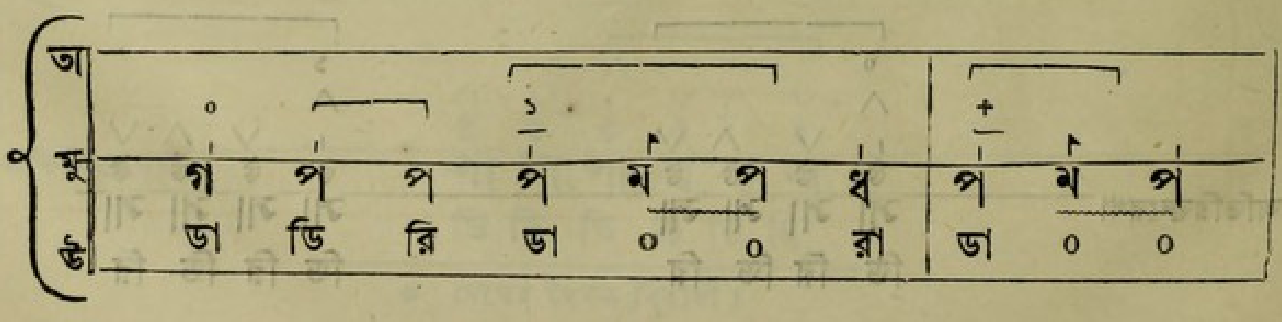

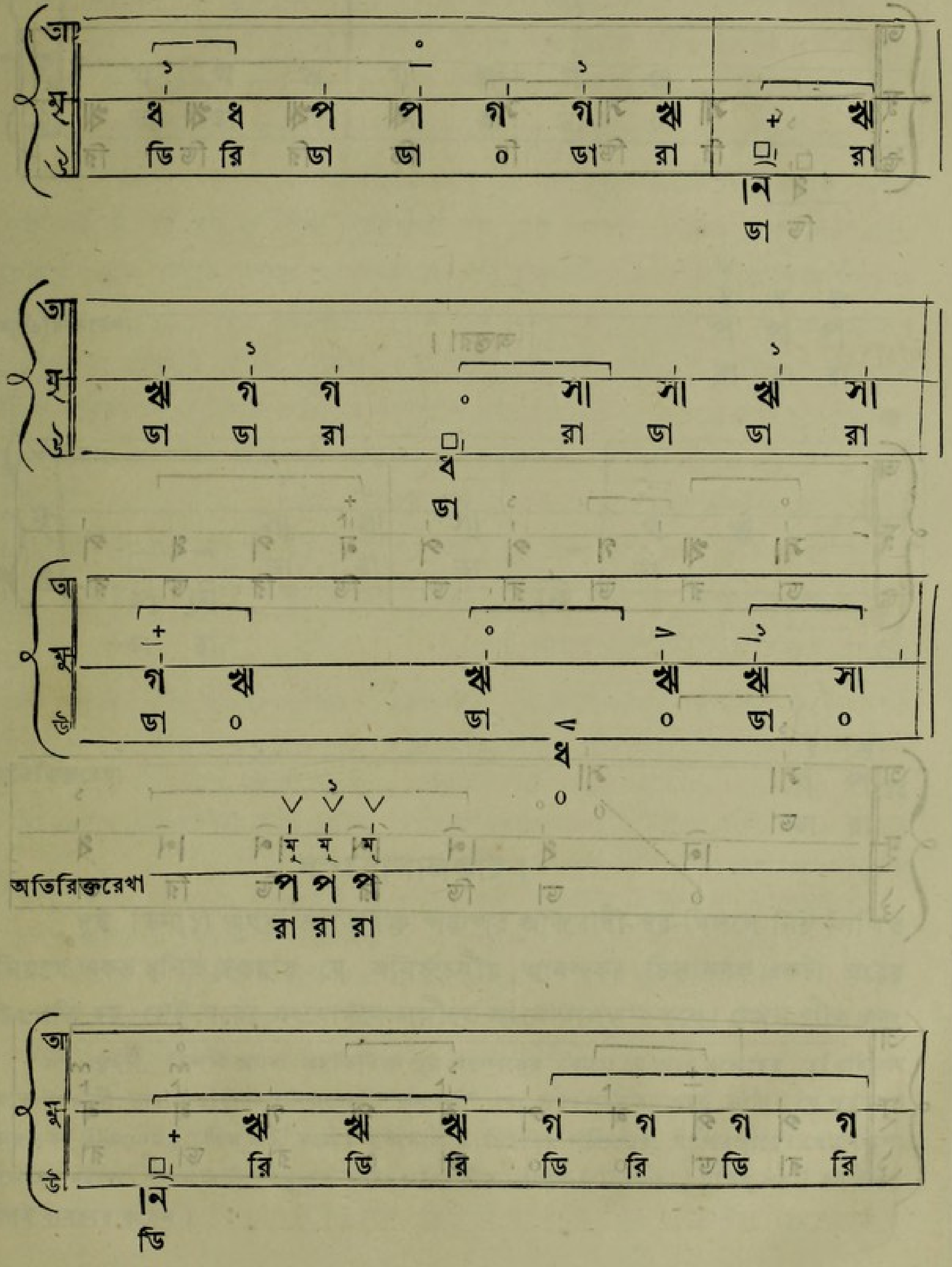
আ
মু
উ
ধ ধ প প গ গ ঋ ঋ
ডি রি ডা ডা ০ ডা রা রা
নি
ডা
ঋ গ গ ০ সা সা ঋ সা
ডা ডা রা রা ডা ডা রা
ধ
ডা
গ ঋ ঋ ঋ ঋ সা
ডা ০ ডা ০ ডা ০
ধ
০
অতিরিক্তরেখা
প প প
রা রা রা
ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ
রি ডি রি ডি রি ডি রি
নি
ডি

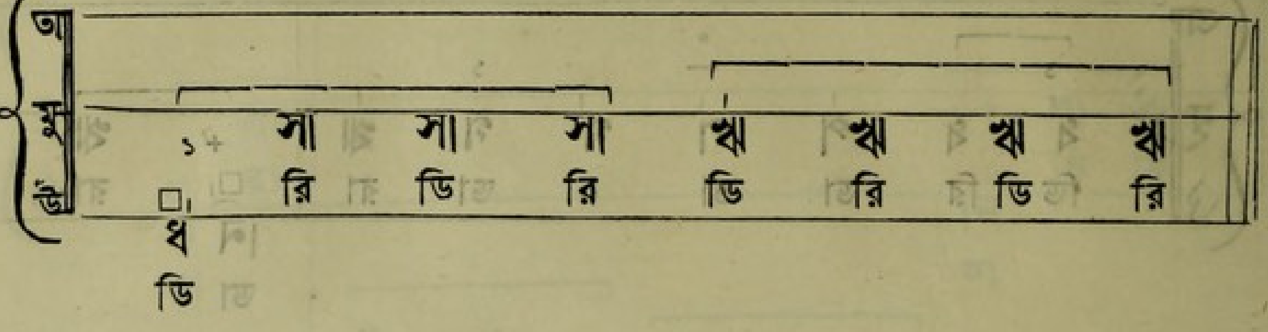
আ
মু
উ
সা সা সা ঋ ঋ ঋ ঋ
রি ডি রি ডি রি ডি রি
ধ
ডি

অন্তরা।

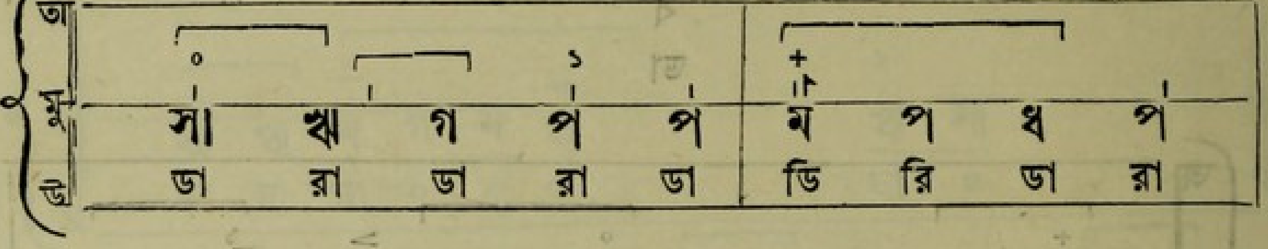
আ
মু
উ
সা ঋ গ প প ম প ধ প
ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডা রা

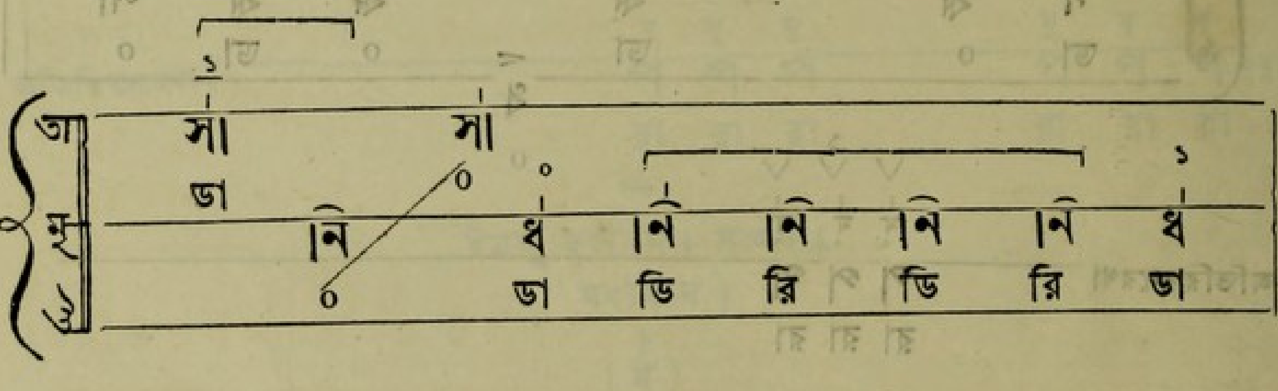
আ
মু
উ
সা সা
ডা
নি ধ নি নি নি নি ধ
০ ডা ডি রি ডি রি ডা

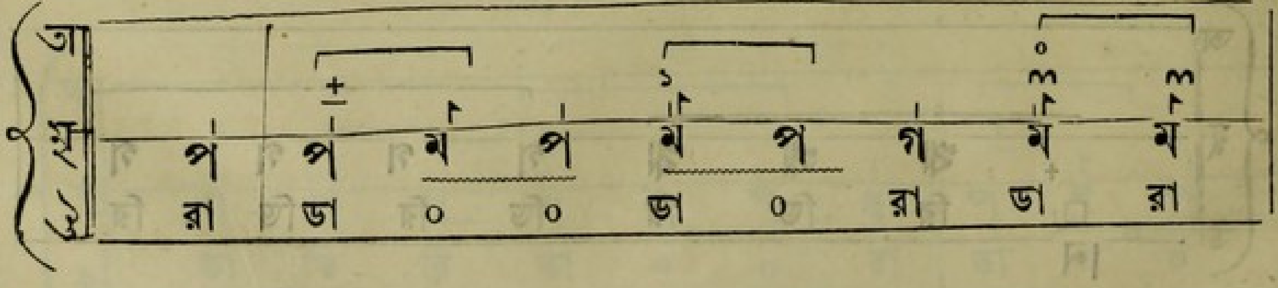
আ
মু
উ
প প ম প ম প গ ম ম
রা ডা ০ ০ ডা ০ রা ডা রা

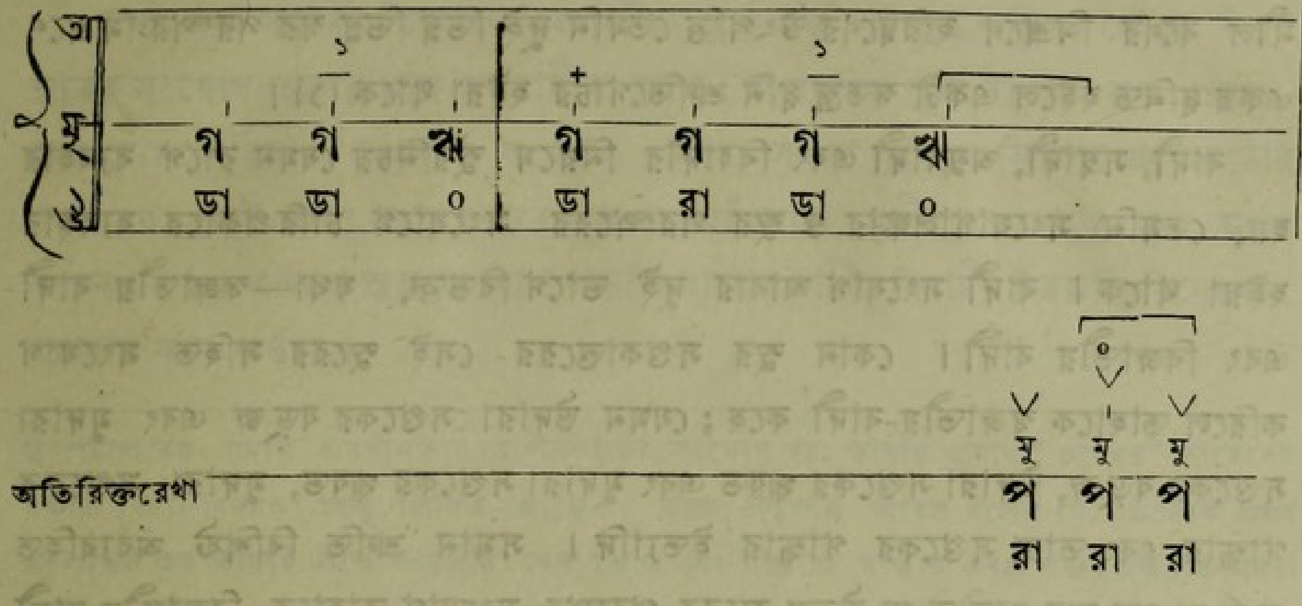

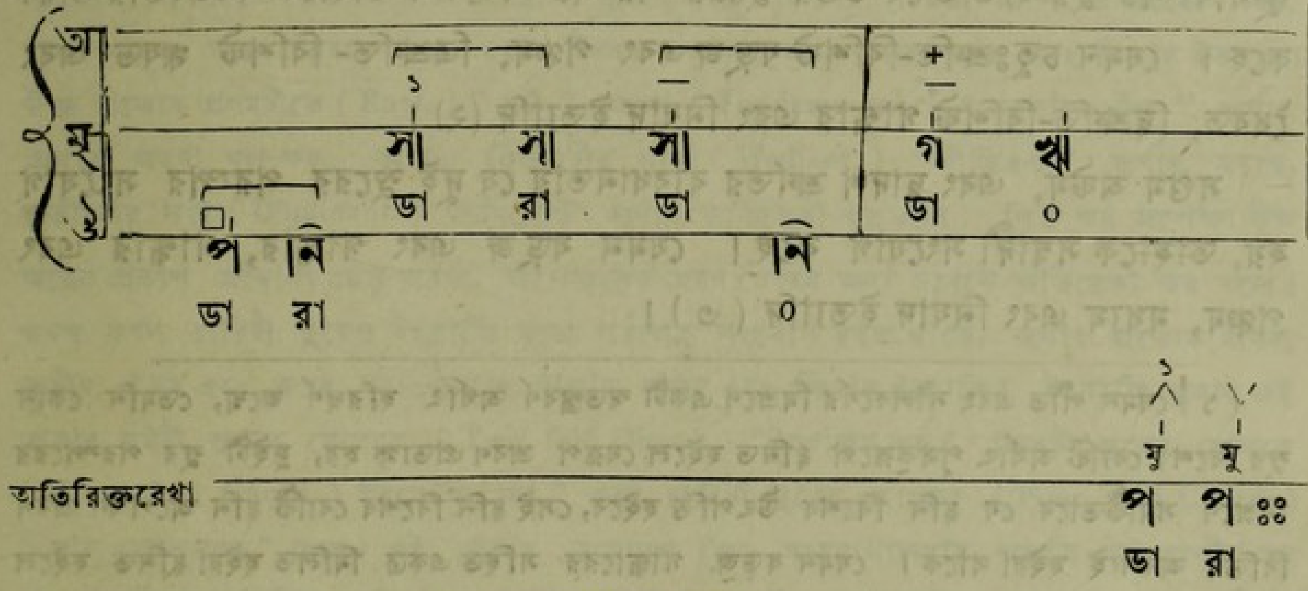

সংযোগালঙ্কার।

দুই তিন(১) অথবা তদতিরিক্ত পরস্পর অবিরোধী-স্বর-মিলনে নিম্ন লিখিত নিয়মে একত্র ধ্বনিত হওয়ায় যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দকর চিত্তাকর্ষক একটী স্বরের উৎপত্তি হয়, সেই স্বরের সংযোগকে সঙ্গীতে সংযোগালঙ্কার কহে। যেমন পীত এবং

(১) দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত সুর পরস্পরের যোগে যে শ্রবণ মনোহর ধ্বনিবিশেষ জন্মে ইংরাজী ভাষায় তাহাকে (Concord) "কন্‌কর্ড" এবং তদ্বিপরীতো শ্রবণ কঠোর যে সুরযোগ তাহাকে (Discord) "ডিস্‌কর্ড" বলে। ইউরোপীয় চিত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বর্ণপরম্পরের যোগে দৃশ্য মনোহর হইলে (Concord) "কন্‌কর্ড" এবং তদ্বিপরীত ভাবকে (Discord) "ডিস্‌কর্ড" এই উভয় শব্দই ব্যবহার করেন।

নীল বর্ণের মিশ্রণে হরিদ্বর্ণের উৎপত্তি তেমনি দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বর পরস্পর মিশ্রণে একত্র ধ্বনিত হইলে একটী স্বতন্ত্র ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে (১)।

বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এবং বিবাদীর নিয়মে সুরনিচয় যেমন রাগে ব্যবহার হয়, তেমনি সংযোগালঙ্কার ও সুর পরস্পরের সংযোগে চারিপ্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে। বাদী সংযোগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—স্বজাতীয় বাদী এবং বিজাতীয় বাদী। কোন সুর সপ্তকান্তরের সেই সুরের সহিত সংযোগ করিলে তাহাকে স্বজাতীয়-বাদী কহে; যেমন উদারা সপ্তকের ষড়্জ এবং মুদারা সপ্তকের ষড়্জ, উদারা সপ্তকের ঋষভ এবং মুদারা সপ্তকের ঋষভ, মুদারা সপ্তকের গান্ধার এবং তারা সপ্তকের গান্ধার ইত্যাদি। সমান শ্রুতি বিশিষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর সুর ব্যতীত যে উভয় সুরের পরস্পর সংযোগ তাহাকে বিজাতীয় বাদী কহে। যেমন চতুঃশ্রুতি-বিশিষ্ট ষড়্জ এবং পঞ্চম, ত্রিশ্রুতি- বিশিষ্ট ঋষভ এবং ধৈবত, দ্বিশ্রুতি-বিশিষ্ট গান্ধার এবং নিষাদ ইত্যাদি (২)।

সপ্তম অষ্টম, এবং দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানতায় যে দুই সুরের পরস্পর সংযোগ হয়, তাহাকে সম্বাদী সংযোগ কহে। যেমন ষড়্জ এবং গান্ধার, গান্ধার এবং পঞ্চম, মধ্যম এবং নিষাদ ইত্যাদি (৩)।

---

(১) যেমন পীত এবং নীলবর্ণের মিশ্রণে একটী স্বতন্ত্রবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ জন্মে, তেমনি কোন সুর বিশেষ ব্যেষ্টি অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে ধ্বনিত হইলে যেরূপ শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়, দুইটী সুর পরস্পরের মিশ্রণে সমষ্টিভাবে যে ধ্বনি বিশেষ উৎপত্তি হইবে, সেই ধ্বনি বিশেষ ব্যেষ্টি ধ্বনি অপেক্ষা শ্রবণ বিভিন্ন অবশ্যই হইয়া থাকে। যেমন ষড়্জ, গান্ধারের সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধ্বনিত হইলে স্বাভাবিক ষড়্জের ধ্বনি অপেক্ষা ইহার ধ্বনি অবশ্যই বিশেষ হয়।

(২) বাদি সংযোগ সম্বাদি সংযোগৌ দ্বিবিধৌ যথা। তথানুবাদি সংযোগঃ সংযোগালঙ্কৃতি স্ত্রিধা। বাদি সংযোগস্য পুন র্দ্বি বৈধ্যং শাস্ত্রসম্মতং। সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ সএব ভবিতুংক্ষমঃ। স্বরস্যৈকস্য চেৎ সপ্তকান্তরেণ স্বরেণচ। সংযোগঃস্যাৎ সজাতীয়ো বাদিসংযোগ ইষ্যতে। সমান শ্রুতি যোগস্তু যথা ব্যবহিতে স্বরে। বিজাতীয়োহি স প্রোক্তঃ সঙ্গীতজ্ঞৈর্ম্মনীষিভিরিতি ভরত সম্মতম্। অপিচ সমান শ্রুতযো বিশিষ্টয়ো যঃ স্বরাণাং যোগঃস বাদিসংযোগো ভবতি রাজাচ সর্ব্বেষা মিতি কোহলীয়ে।

(৩) সপ্তাষ্টৌ দ্বাদশ বা, শ্রুতয়ো মধ্যে সদা যয়োঃ স্বরয়োঃ। ভবতঃ সম্বাদিনৌ তৌ, কথিতৌ সঙ্গীত বেদিভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ ইতি ধ্বনি মঞ্জর্য্যাং দর্পণেঽপি চৈতদুক্তং। ইংরাজি মতে সংযোগালঙ্কারকে (Harmony.) "হার্‌মনি" (Chord.) "কর্ড্" অথবা (Pluritone.) "প্লুরিটোন্" কহে।

বাদী এবং সম্বাদী ভিন্ন তথা অব্যবহিত পূর্ব্ব এবং পর স্বুর পরিত্যাগে যে উভয় স্বুরের সংযোগ তাহার নাম অনুবাদীসংযোগ। অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর স্বুর পরস্পরের যোগকে বিবাদী সংযোগ কহে (১) তাহা সহসা শুনিলে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হয়, সেই জন্য সংস্কৃত স্বুর - সংযোজয়িতারা সঙ্গীতে তাহাকে দূষ্য জ্ঞান করেন। (২) এইরূপ স্বুর সংযোগ পদ্ধতি রাগের বাদী, বিবাদী ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

স্বুরপরস্পরের সমান ব্যবধানতায় যে পরস্পরের সংযোগ হয়, তাহার প্রমাণ "ওয়েবর" সাহেবের সঙ্গীত বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, প্রত্যেক প্রথম অবলম্বিত স্বর তাহার প্রত্যেক তৃতীয় যেমন ষড্‌জ এবং গান্ধার, গান্ধার এবং পঞ্চম ইত্যাদি অথবা প্রত্যেক অবলম্বিত স্বর তাহার প্রত্যেক তৃতীয় এবং পঞ্চমের সহিত পরস্পরের সংযোগ হয়, যেমন ষড্‌জ, গান্ধার এবং পঞ্চম। মধ্যম, ধৈবত এবং ষড্‌জ। পঞ্চম, ঋষভ এবং নিষাদ ইত্যাদি। উক্ত প্রত্যেক প্রথমটীকে (Root.) "রুট্‌" অথবা (Fundamental.) "ফন্‌ডামেন্টেল্‌" অর্থাৎ প্রধান অথবা মূল-স্বর, কহে; দ্বিতীয়টীর নাম (Mediant.) "মীডিএন্ট" অর্থাৎ মধ্যস্থ, তৃতীয়টীর নাম (Dominant.) "ডমিনেন্ট" অর্থাৎ অতিরেকী স্বর বলে। নিম্ন স্বর অপেক্ষা উচ্চ স্বরের প্রকাশ প্রাধান্য হেতু অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শ্রবণ গৌরব জন্য উহাকে অতিরেকী স্বর বলে। কখন কখন চারিটী স্বুরেও ইংরাজি মতে পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম যথা--ষড়্‌জ, গান্ধার, পঞ্চম এবং নিষাদ ইত্যাদি। ইংরাজি ভাষায় এই প্রকার দুইটী স্বুরের যোগকে (Two fold Chord.) "টুফোল্‌ড কর্ড্‌" তিনটী স্বুরের যোগকে (Three fold Chord.) "থৃফোল্‌ড কর্ড্‌" এবং চারিটী স্বুরের যোগকে (Four fold Chord.) "ফোর্ ফোল্‌ডকর্ড্‌" কহে। এই প্রকার ত্রয়োদশ বিধ সংযোগালঙ্কার পদ্ধতি ইউরোপীয় স্বর সংযোজয়িতারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। (See Encyclopaedia or Dictionary of music by J. F. Danneley.) যাহাই হউক এত বাহুল্য স্বর সংযোগ পদ্ধতি আমাদের দেশে বড় ব্যবহার নাই।

(১) অব্যবহিত পূর্ব্বপরস্বর পরিত্যাগেন বাদি সম্বাদি সংযোগ ভিন্নোয উভয়স্বরসংযোগঃ সত্বনুবাদি সংযোগো ভবতি তথা বাদি সম্বাদানুবাদি সংযোগ ভিন্নোযঃ স্বরদ্বয় সংযোগ; সচৈব বিবাদীতি কোহলীয়ে। অপিচ ফিল্‌ড সাহেব বলেন, যে বাদী সংযোগকে গ্রিক জাতিরা "এন্টাফোনিয়া" এবং বিবাদীকে "ডায়াফোনিয়া" বলে।

(২) পূর্ব্ব স্বুরের সহিত যে পর স্বুরের পরস্পর যোগ হয় না তাহার অন্যতর প্রমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বাক্‌ ছিল খনতি, খবর্গের পূর্ব্ব বর্ণ ক, সেই হেতু কবর্গের সহিত সন্ধি অর্থাৎ মিল না হইয়া প্রকৃতাবস্থাতেই থাকে যথা বাক্‌ খনতি। কিন্তু যদ্যপি বাক্‌ ছিল গঞ্জনং এইরূপ পদ প্রয়োগ করা যায়, তবে কবর্গের পর বর্গের তৃতীয় বর্ণ গকার থাকা প্রযুক্ত কবর্গের

কথিত চারি প্রকার সুর সংযোগ প্রণালী ষড়্‌জ, ঋষভ ইত্যাদি প্রত্যেক স্বরের স্বরগ্রাম অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট শ্রুতিসংখ্যা সমতায় প্রকৃত এবং বিকৃত স্বরের অবিবেচনায় পরস্পর স্বরের সংযোগ হইয়া থাকে। ইংরাজি সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞেরা চিত্রবিদ্যার সহিত সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ সম্বন্ধ স্থির করেন। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি নারদ স্বকৃত সংহিতায় এতদ্বিষয়ে অপ্রতিপোষকতা করেন নাই। সংস্কৃতমতে ষড়্‌জের রং কৃষ্ণবর্ণ, ঋষভ ধূম্রবর্ণ, গান্ধার সুবর্ণবর্ণ, মধ্যম কুন্দ পুষ্পের বর্ণ, পঞ্চম পীতবর্ণ, ধৈবত ধূসর বর্ণ, নিষাদ (১) শুক পক্ষির ন্যায় অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ।

"ফিল্‌ড্ সাহেব" (২) কৃত ইংরাজি বর্ণবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ষড়জের সহিত নীল, ঋষভের সহিত ধূম্র, গান্ধারের সহিত রক্ত, মধ্যমের সহিত নারাঙ্গি, পঞ্চমের সহিত পীত, ধৈবতের সহিত ধূসর, নিষাদের সহিত হরিদ্বর্ণের মিলন আছে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, নীল, পীত এবং লোহিত এই তিনটী বর্ণই মূলীভূত। সচরাচর পাঠকেরা ইন্দ্র ধনুর প্রতি দৃষ্টি করিলে কথিত তিনটী বর্ণ যথা উপলব্ধি হইবে। কথিত হইল ষড়্‌জের সহিত নীল, গান্ধারের সহিত পীত এবং পঞ্চমের সহিত লোহিত, এই তিনটী বর্ণের সৌসাদৃশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিশ্রণে যে বর্ণের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপন্ন বর্ণের

স্থানে গ হইয়া বাগ্‌গঞ্জনং এইরূপ প্রয়োগ হইবে। ষড়্‌জের সহিত ঋষভের সেই রূপ মিল না হইয়া তৃতীয় স্বর গান্ধারের সহিত স্বতই মিল হইয়া থাকে। অপিচ অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর সুরের সহিত কোন সুর বিশেষের সংযোগ সংস্কৃতমতে যদিও নিতান্ত দূষ্য বটে, পরন্তু ইংরাজি মতে যথা নিয়মিত দুইটী স্বরের সহিত অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর সুরের সহিত যোগ নিতান্ত দূষ্য হয় না। যেমন সুর, গান্ধার এবং নিষাদ। কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থকার রাগাদির স্বরূপ নাশ ভয়ে সংযোগালঙ্কার পদ্ধতি যথারীতিতে ব্যবহার করেন নাই। বস্তুতঃ রাগ বিশেষে সুরবিশেষ বিবেচনায় স্বরনিবন্ধনী এবং শ্রেষ্ঠালঙ্কারের সহিত ইহার ব্যবহারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়।

(১) কৃষ্ণবর্ণো ভবেৎ ষড়্‌জো ঋষভঃ সুকপিঞ্জরঃ। কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যঃ কুন্দসমপ্রভঃ। পঞ্চমস্তু ভবেৎ পীতো ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ। নিষাদঃ শুকবর্ণঃস্যাৎ ইত্যতঃ স্বরবর্ণতা। অপিচ; পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়্‌জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়া বুভৌ। গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাবর্দ্ধেন বৈ স্মৃতৌ। শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিতত্বান্নসংশয়ঃ॥ ইতি নারদ সংহিতায়াং॥

(২) (ফিল্‌ড্ ক্রোমেটিক্) Field's chromatics.

সহিত তদুৎপাদক বর্ণের কখনই যোগ হয় না, পিতাপুত্রের পরস্পর সখ্যভাব হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। নীলবর্ণ বিশিষ্ট ষড়্জ, পীতবর্ণ বিশিষ্ট পঞ্চম এই দুই বর্ণের সংমিশ্রণে হরিদ্বর্ণোপমেয় নিষাদের উৎপত্তি, সুতরাং অপত্যস্থলীয় নিষাদের সহিত পিতৃস্থলীয় ষড়্জ কখন সখ্যভাব ইচ্ছা করেন না।

সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা শ্রুতি অনুযায়িক যেরূপ সুর সংযোগ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন(১), বর্ণগত সংযোগের সহিত ইহার বিশেষ প্রতিপোষকতাও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সুপণ্ডিত ইংরাজি চিত্রবেত্তারা বলেন যে নীলবর্ণের সহিত যেমন হরিদ্বর্ণের সংযোগ নিতান্ত দৃষ্টিকদর্য্য, ষড়্জ এবং নিষাদের সংযোগও তেমনি সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞের নিকটে শ্রবণবিরুদ্ধ হয়। সুর সংযোগ পদ্ধতি স্বরলিপি করিতে গেলে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য(২)। যেমন—

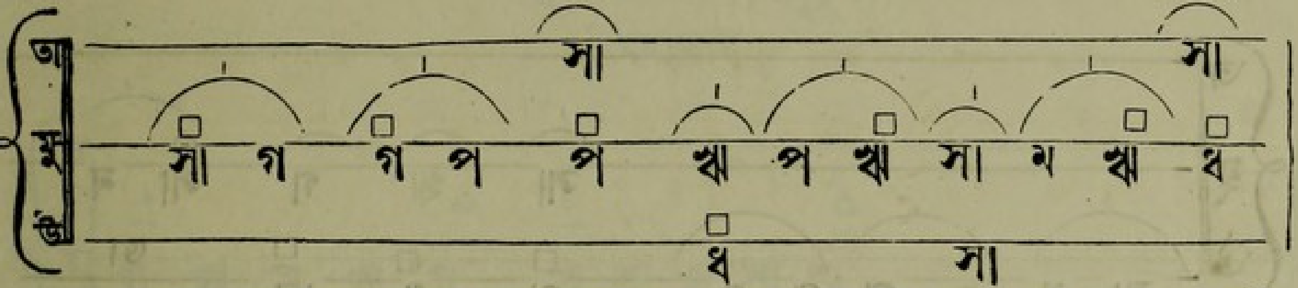

ধনুঃ চিহ্নই সংযোগালঙ্কার জ্ঞাপন চিহ্ন। যত প্রকার সুর সংযোগ প্রণালী লিখিত হইল তৎসমুদয় আমাদের সেতারে ব্যবহারে সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। তন্নিমিত্ত যে সংযোগ গুলি সহজে এবং স্বল্পায়াসে সেতারে প্রদর্শাইতে পারা যায়, সেই গুলি নিম্নলিখিত নিয়মে ক্রমে সাধান যাইতেছে। যথা—

অনুলোম।

সাধন।

একমাত্রাভিন্নসারেণ।

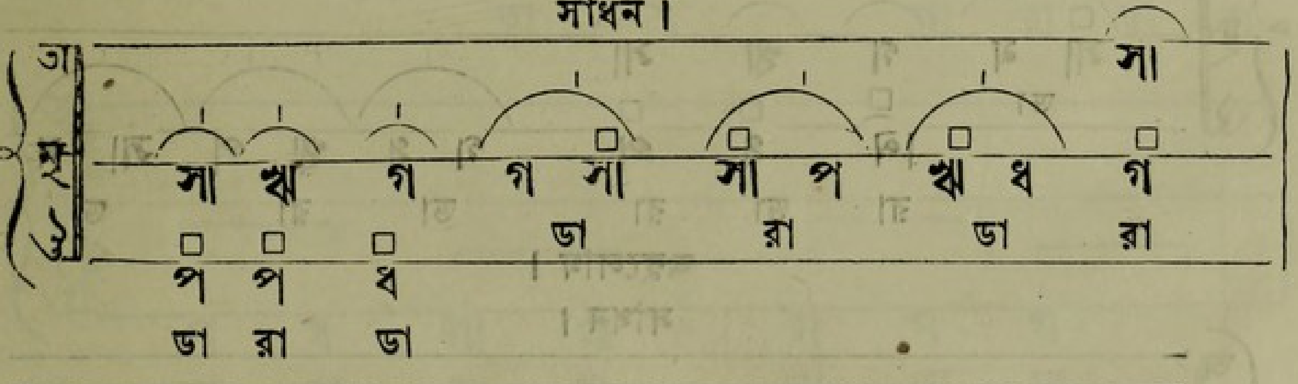

(১) অযুতানিচ ষট্‌ত্রিংশদযুতানি শতানিচ স্বরাণাং ভেদযোগশ্চ জ্ঞাতব্যো মুনিসত্তমৈঃ। ইতি অদ্ভুতরামায়ণে। উলূকের নিকট নারদঋষি গান শিক্ষা সময়ে অসংখ্য স্বরযোগভেদ শিক্ষা করেন। ভারতবর্ষে স্বরযোগ ভেদ যে অসংখ্যপ্রকার ছিল, তাহারও এই একটী অন্যতর প্রমাণ। অনেকে কহিয়া থাকেন, যে স্বরযোগ পদ্ধতি সংস্কৃত সঙ্গীতে অল্প আছে, কিন্তু সে তাঁহাদিগের ভ্রম, সঙ্গীত পদ্ধতি ভিন্ন পুরাণাদিশাস্ত্রেও অনন্ত স্বরযোগভেদ স্বীকার দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

(২) এইরূপ সংযোগালঙ্কার পদ্ধতি শ্রেষ্ঠালঙ্কারেও ব্যবহার হয়।

বিলোম।

সাধন।

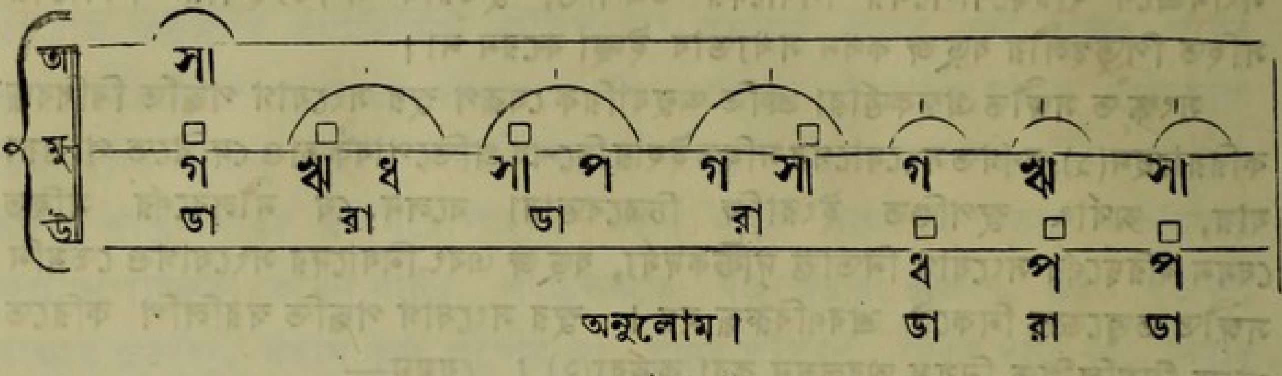

অনুলোম।

সাধন।

এ কমাত্রায়ুসারেণ।

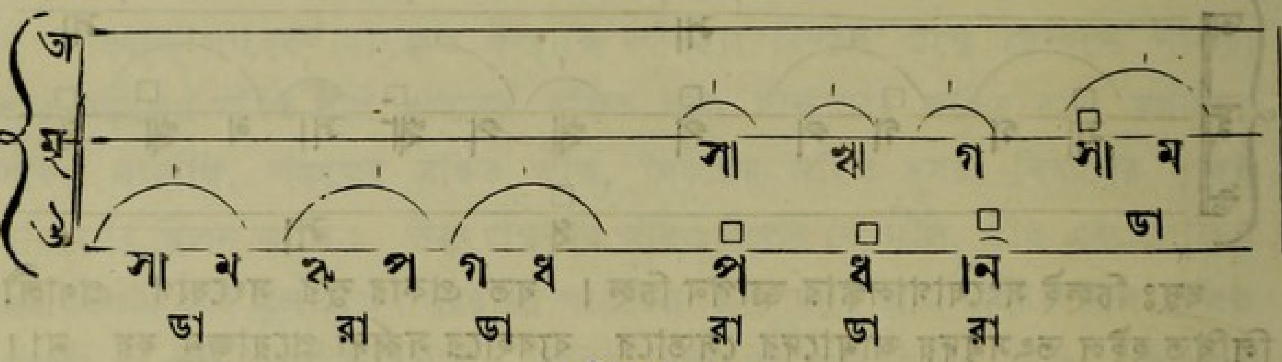

বিলোম।

সাধন।

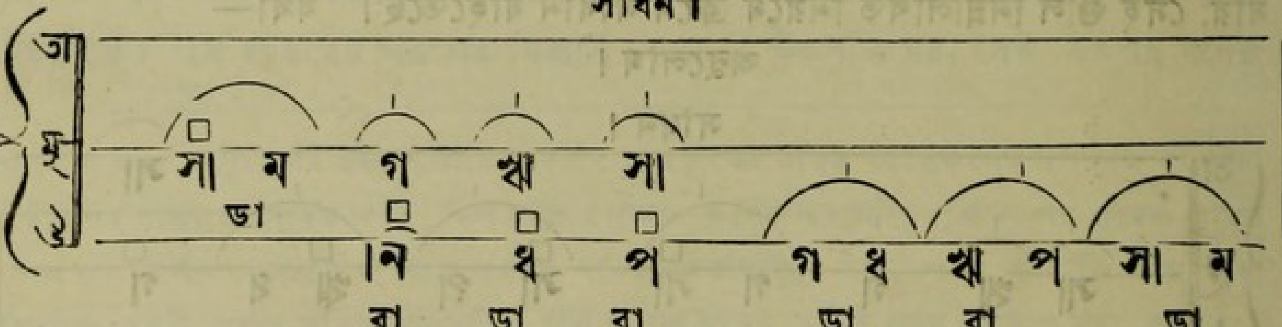

অনুলোম।

সাধন।

একমাত্রায়ুসারেণ।

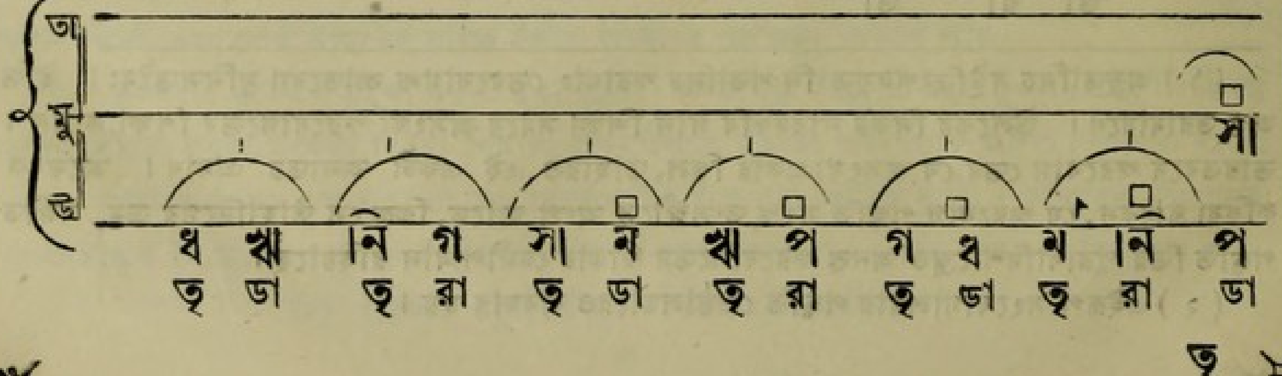

তৃ

বিলোম।

সাধন।

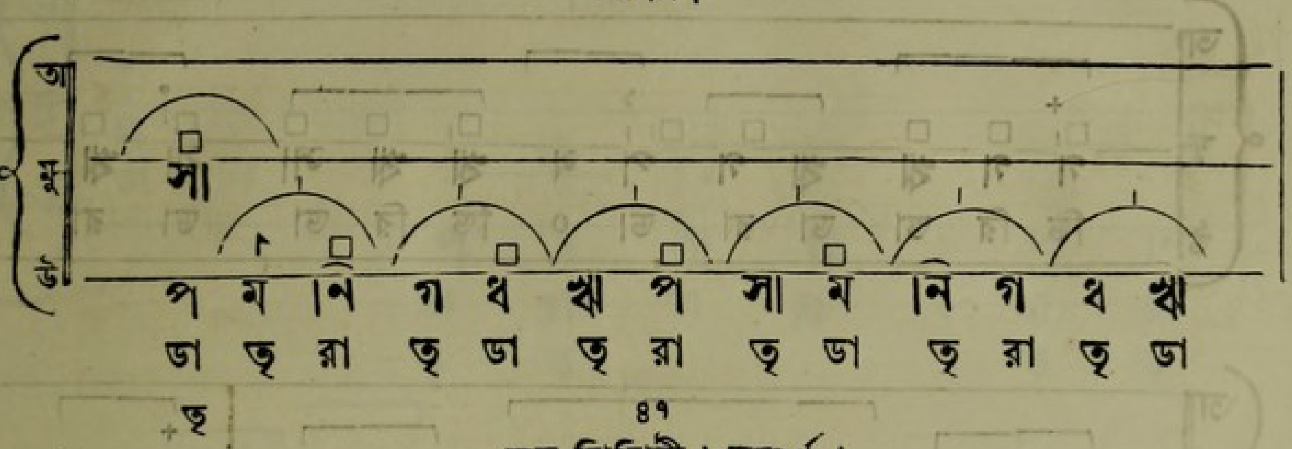

৪৭

লুম ঝিঁঝিটী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

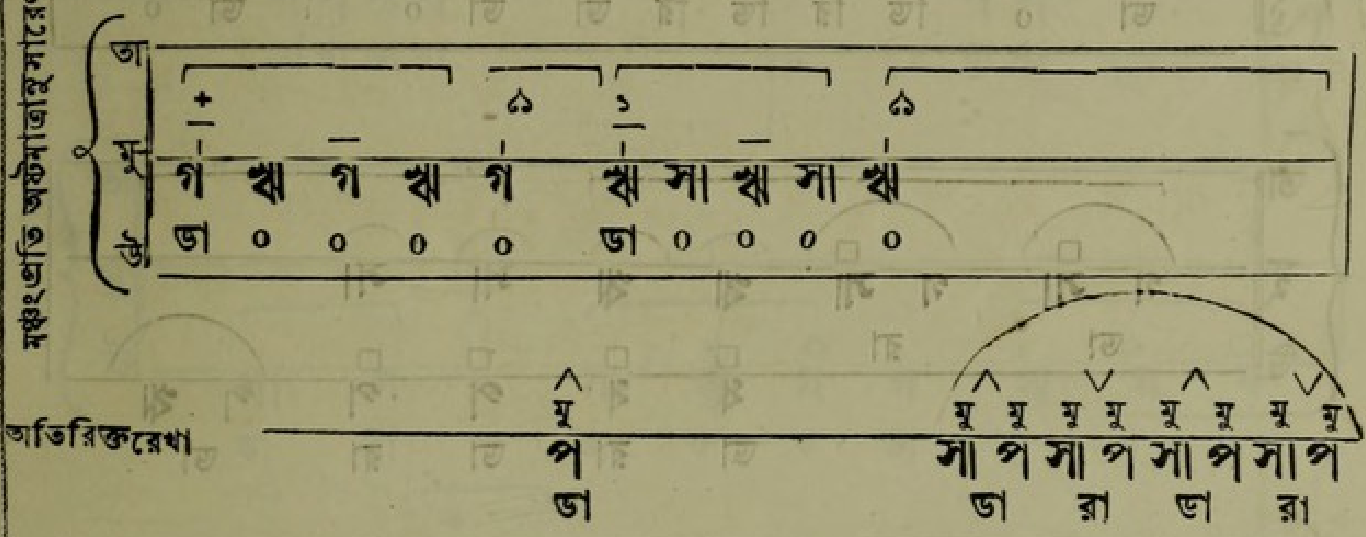

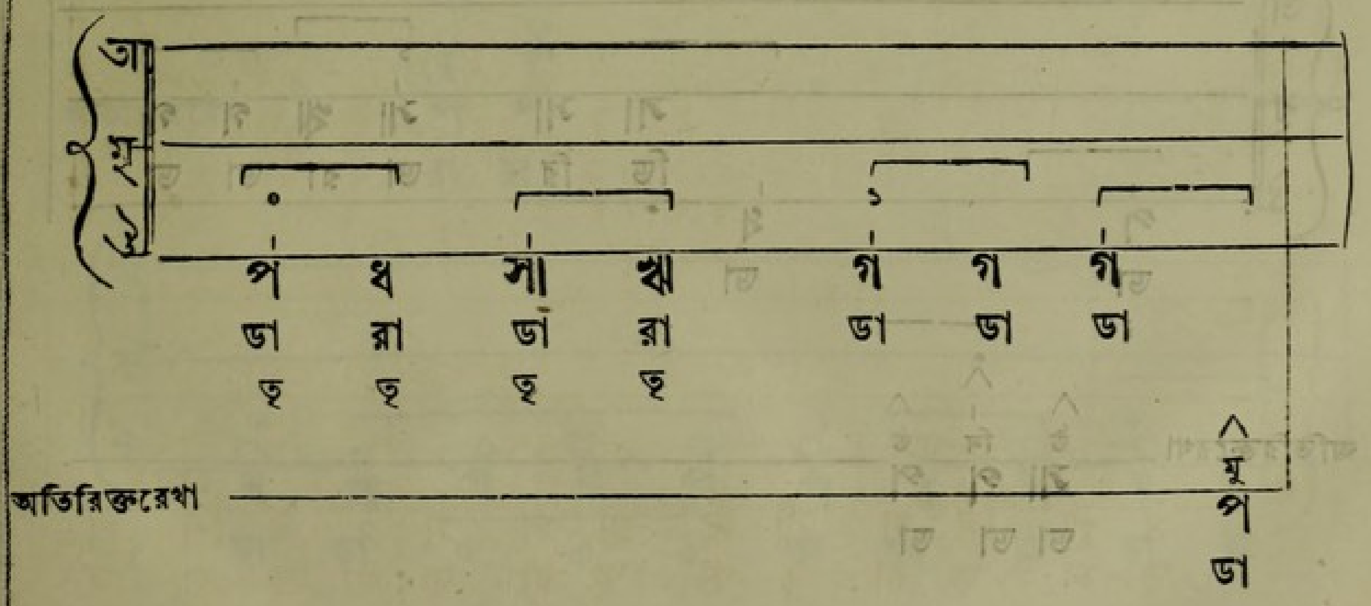

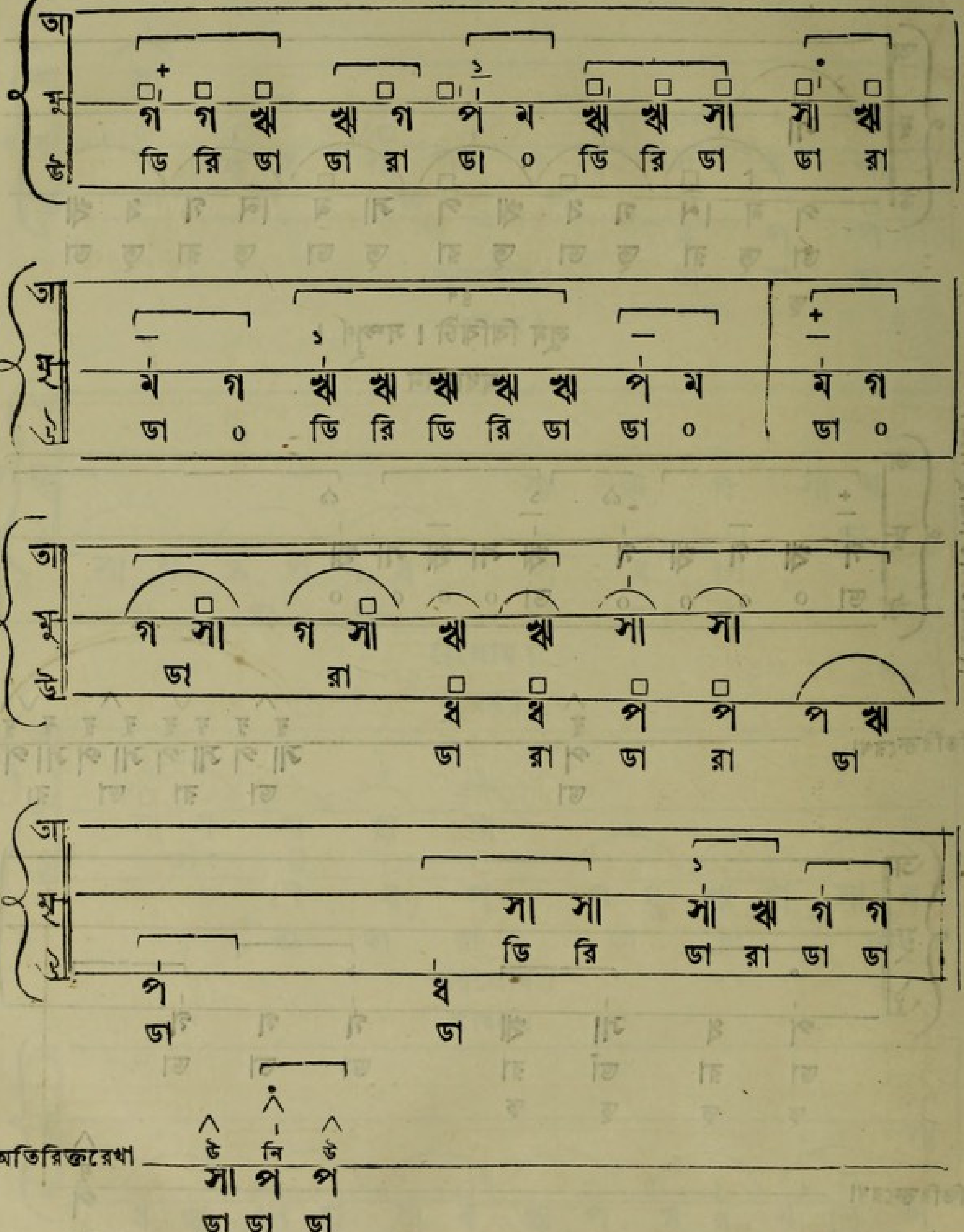
আ
মু
উ
গ গ ঋ ঋ গ প ম ঋ ঋ সা সা ঋ
ডি রি ডা ডা রা ডা ০ ডি রি ডা ডা রা
ম গ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ প ম ম গ
ডা ০ ডি রি ডি রি ডা ডা ০ ডা ০
গ সা গ সা ঋ ঋ সা সা
ডা রা
ধ ধ প প প ঋ
ডা রা ডা রা ডা
সা সা সা ঋ গ গ
ডি রি ডা রা ডা ডা
প ধ
ডা ডা
অতিরিক্তরেখা
উ নি উ
সা প প
ডা ডা ডা

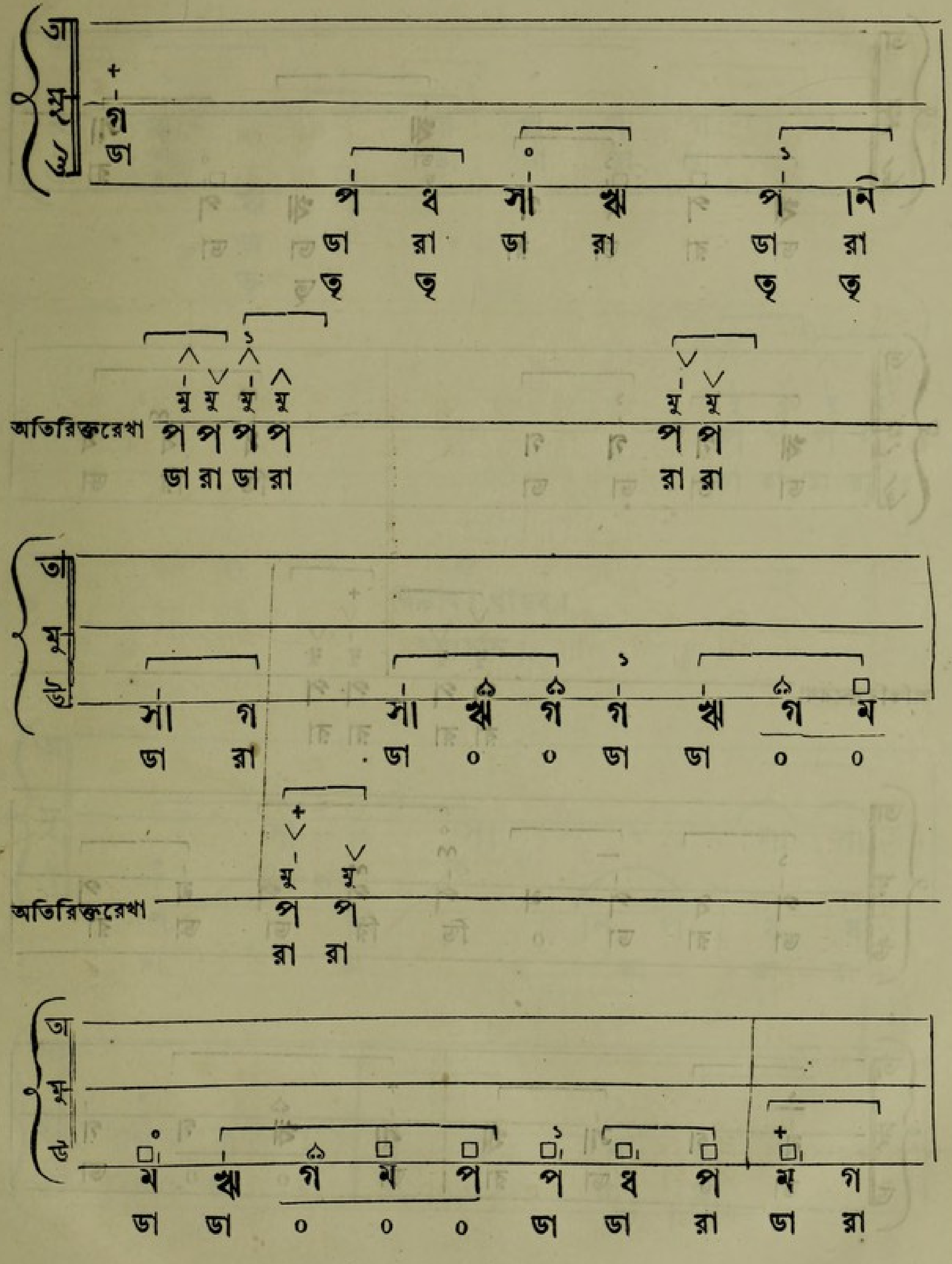
আ
মু
উ
গ
ডা
প ধ সা ঋ প নি
ডা রা ডা রা ডা রা
ত্ব ত্ব ত্ব ত্ব
অতিরিক্তরেখা
প প প প
ডা রা ডা রা
প প
রা রা
সা গ সা ঋ গ গ ঋ গ ম
ডা রা ডা ০ ০ ডা ডা ০ ০
অতিরিক্তরেখা
প প
রা রা
ম ঋ গ ম প প ধ প ম গ
ডা ডা ০ ০ ০ ডা ডা রা ডা রা

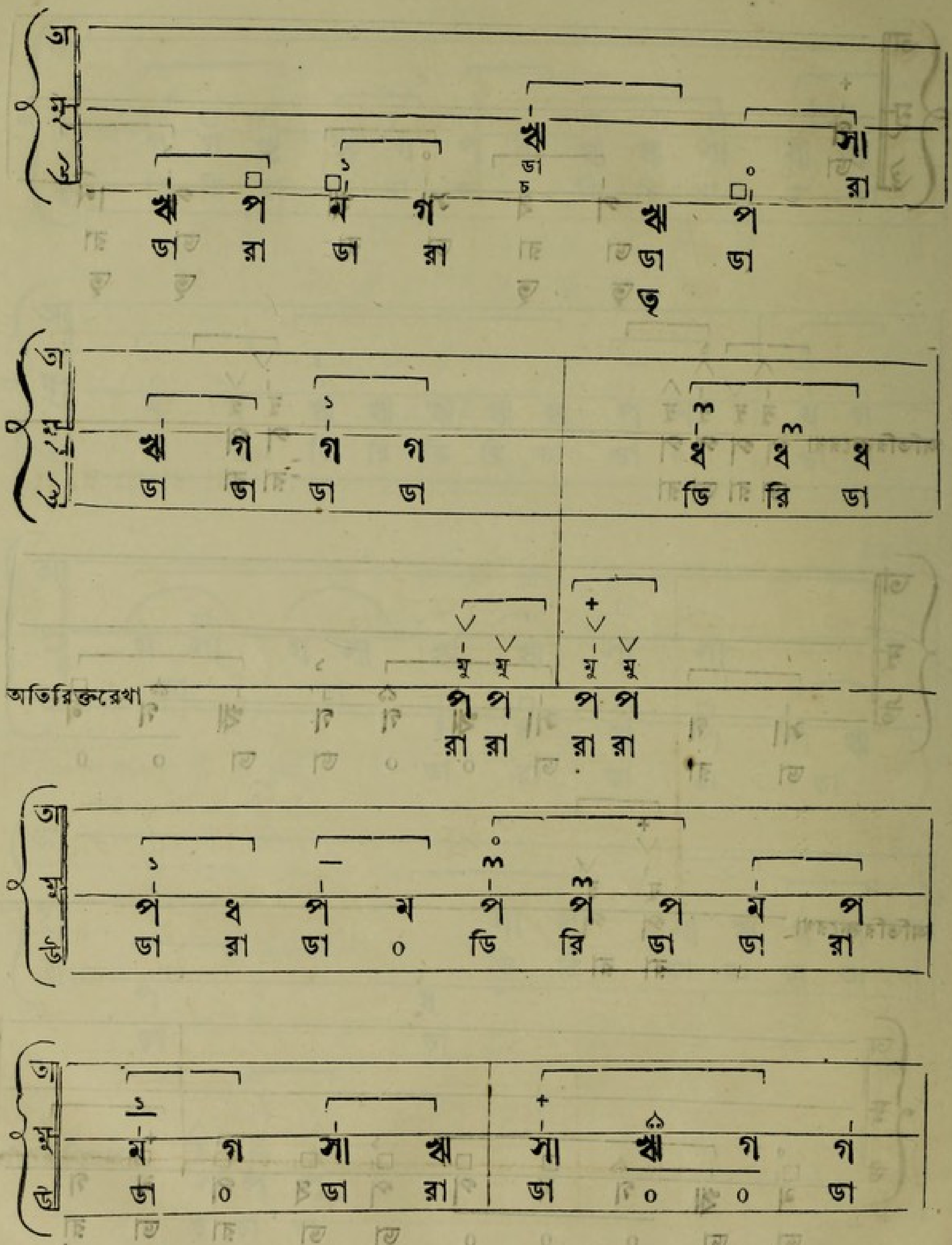
অতিরিক্তরেখা

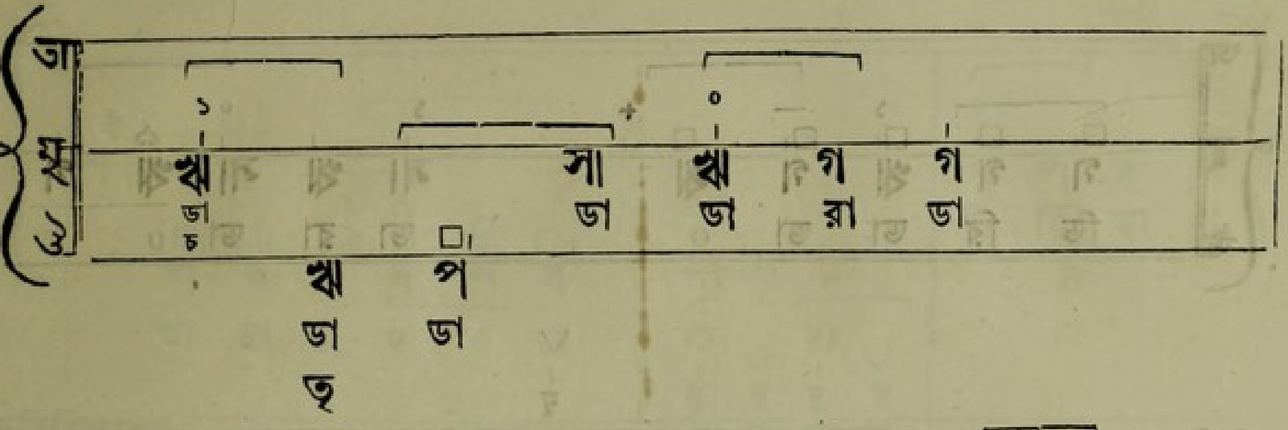

অতিরিক্তরেখা

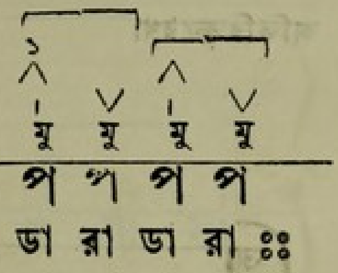

৪৮

বিভাষ। খাড়ব।

মধ্যমান।

মধ্যঃপ্রভৃতি অষ্টমাত্রানুসারেণ

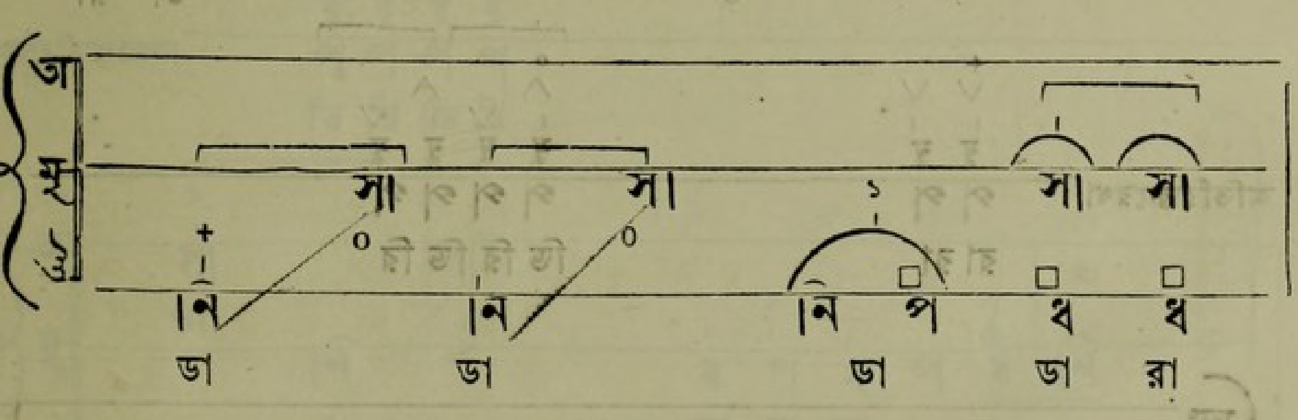

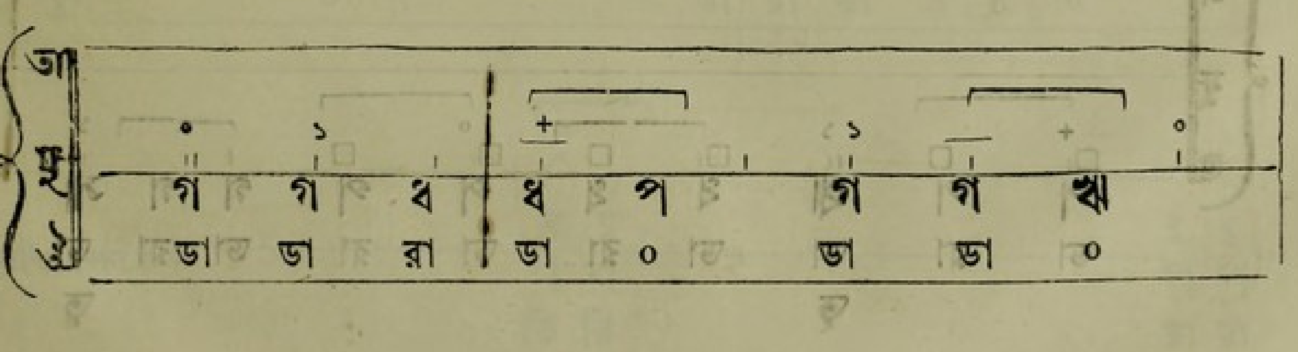

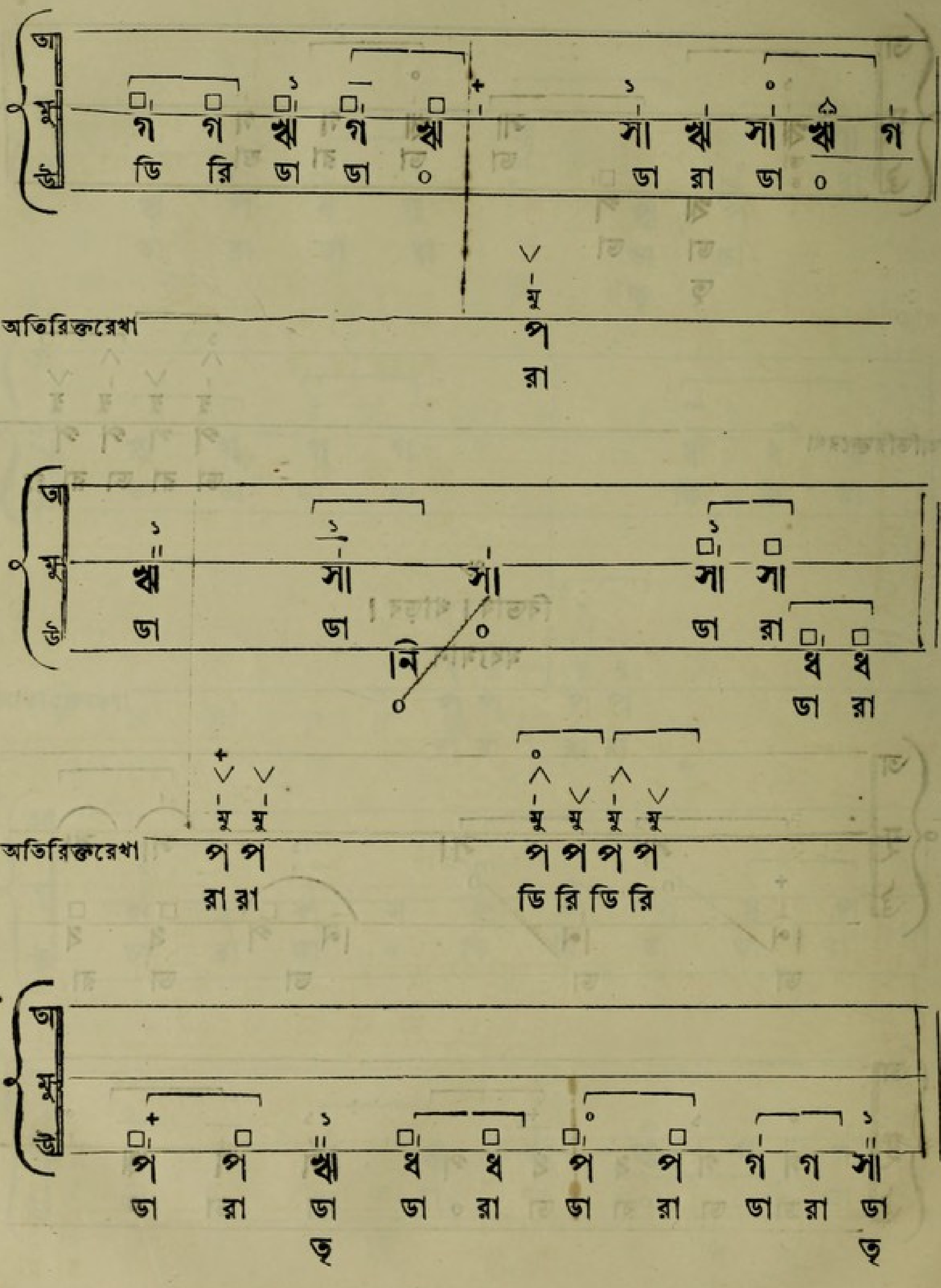
আ
মু
উ
গ গ ঋ গ ঋ সা ঋ সা ঋ গ
ডি রি ডা ডা ০ ডা রা ডা ০
মু
অতিরিক্তরেখা
প
রা
আ
মু
উ
ঋ সা সা সা সা
ডা ডা ০ ডা রা
নি
০
ধ ধ
ডা রা
মু মু মু মু মু মু
অতিরিক্তরেখা
প প প প প প
রা রা ডি রি ডি রি
আ
মু
উ
প প ঋ ধ ধ প প গ গ সা
ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা
ড় ড়

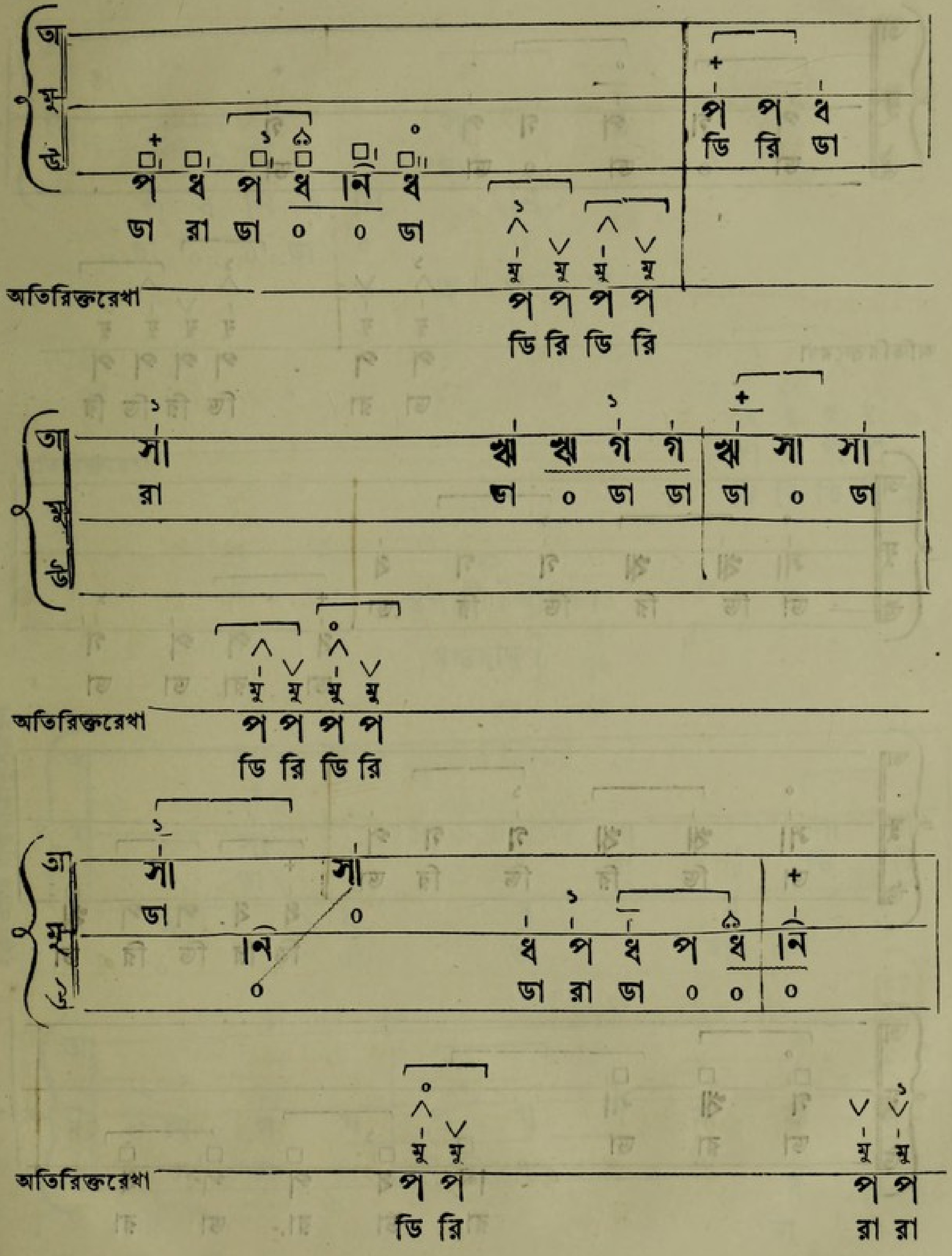
অতিরিক্তরেখা
অতিরিক্তরেখা
অতিরিক্তরেখা

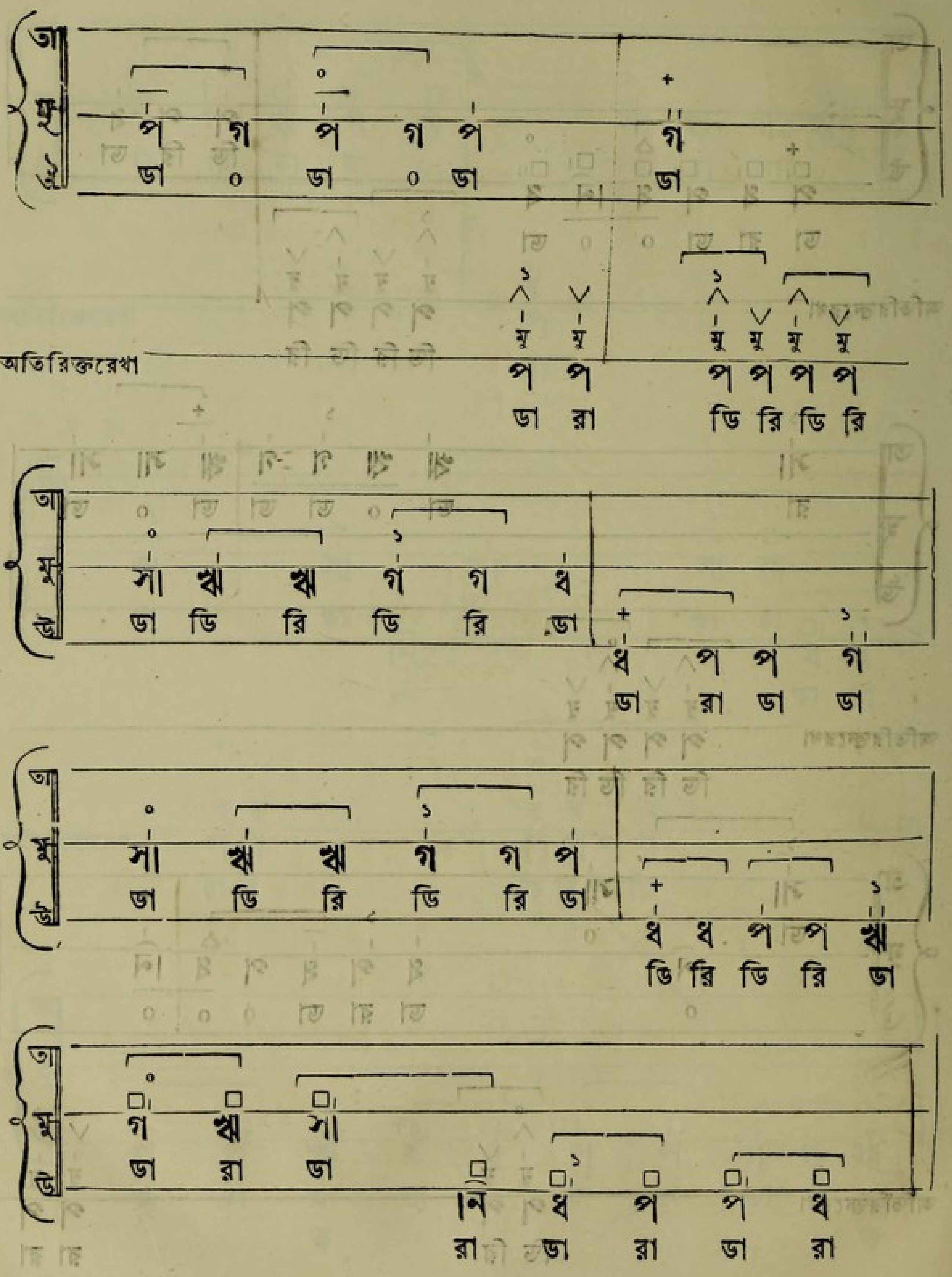
আ
মু
উ
প গ প গ প গ
ডা ০ ডা ০ ডা ডা
প প প প প প
ডা রা ডি রি ডি রি
অতিরিক্তরেখা
সা ঋ ঋ গ গ ধ
ডা ডি রি ডি রি ডা
ধ প প গ
ডা রা ডা ডা
সা ঋ ঋ গ গ প
ডা ডি রি ডি রি ডা
ধ ধ প প ঋ
ডি রি ডি রি ডা
গ ঋ সা
ডা রা ডা
নি ধ প প ধ
রা ডা রা ডা রা

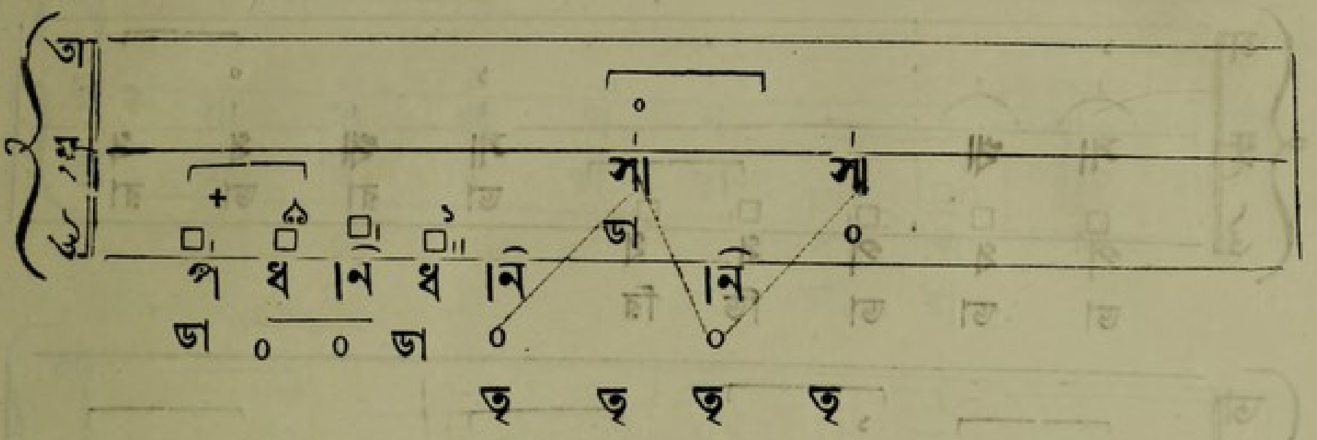

অতিরিক্তরেখা

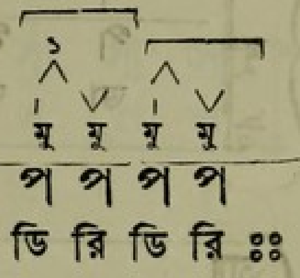

৪৯

ভূপালী। খাড়ব।

মধ্যমান।

মঞ্চঃপ্রতি অষ্টমাত্রানুসারেণ

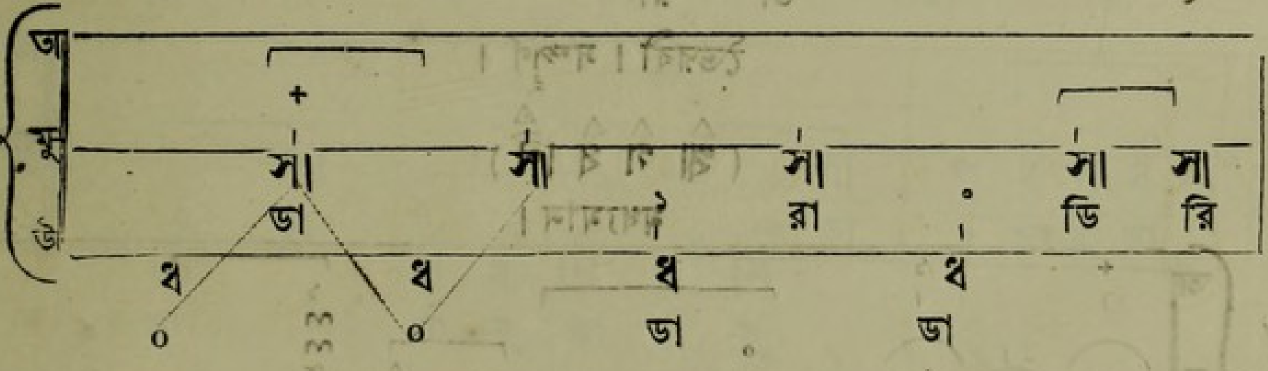

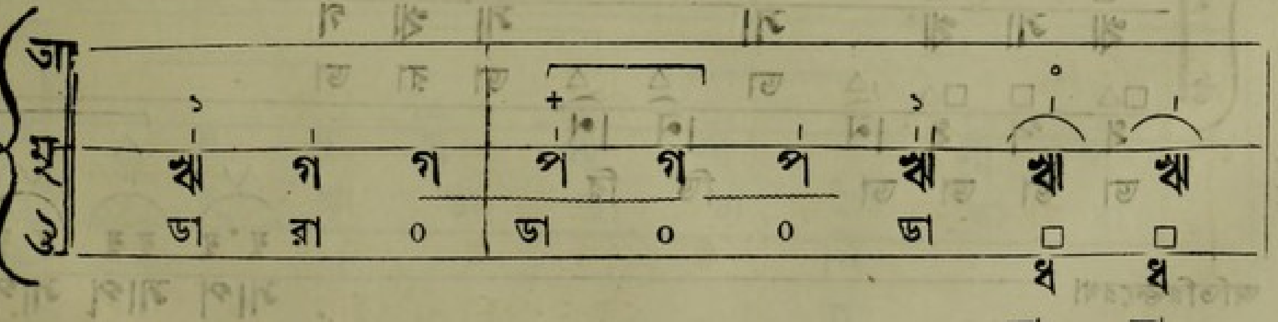

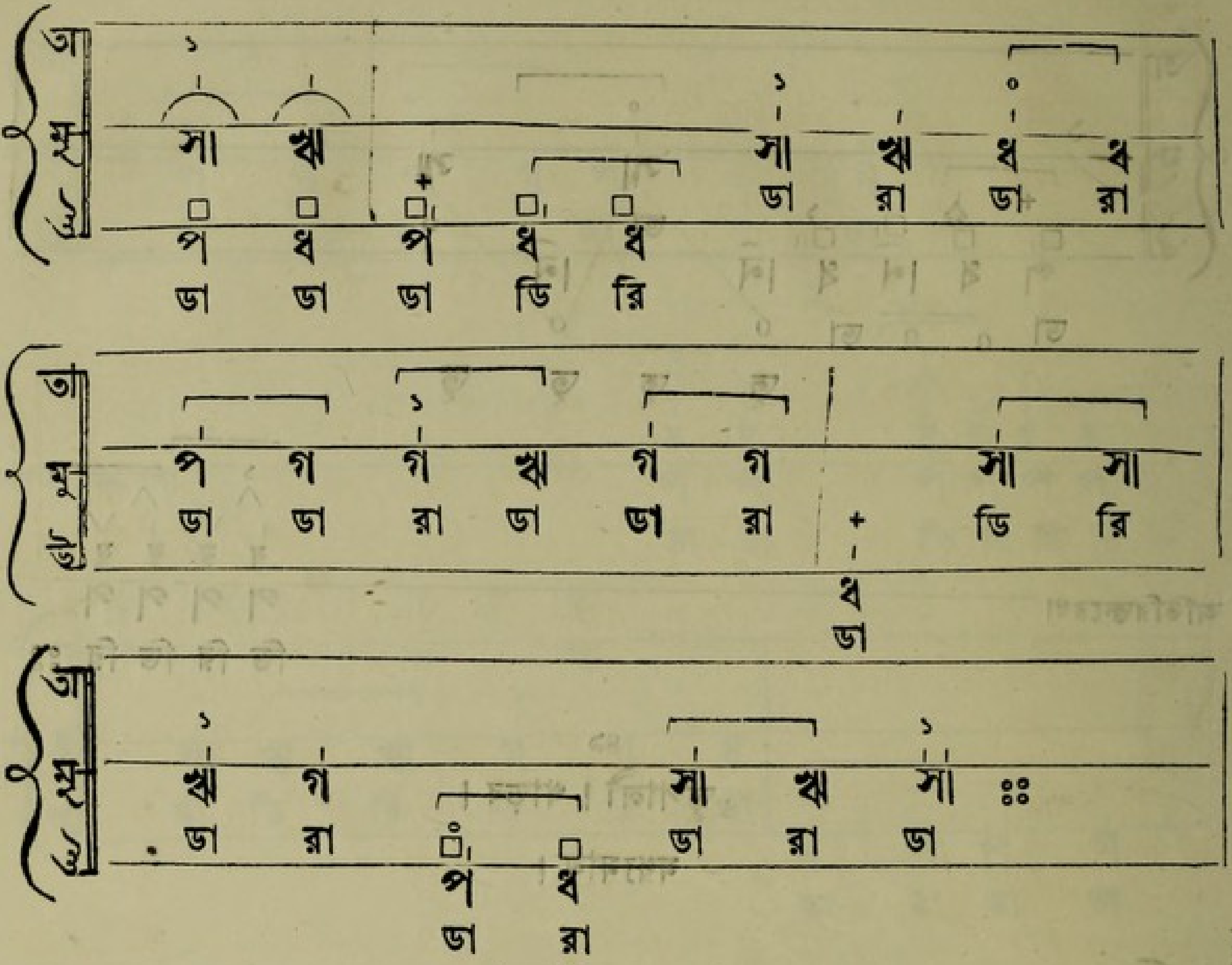

ভৈরবী। সম্পূর্ণ।

(ঋ গ ধ নি)

মধ্যমান।

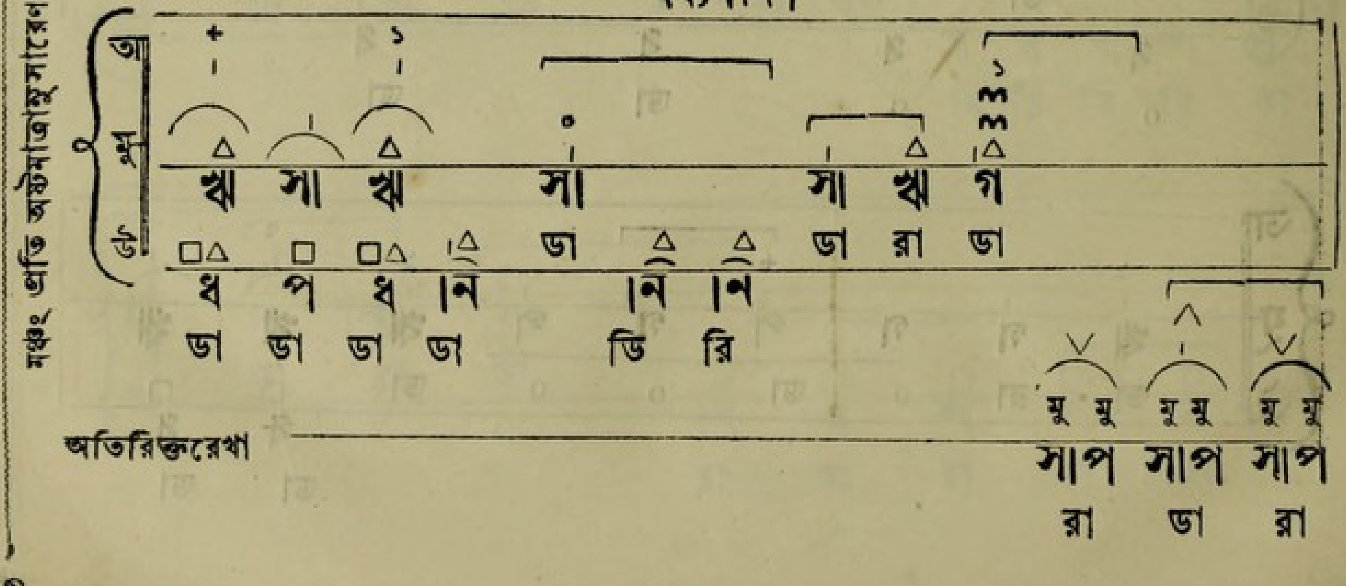

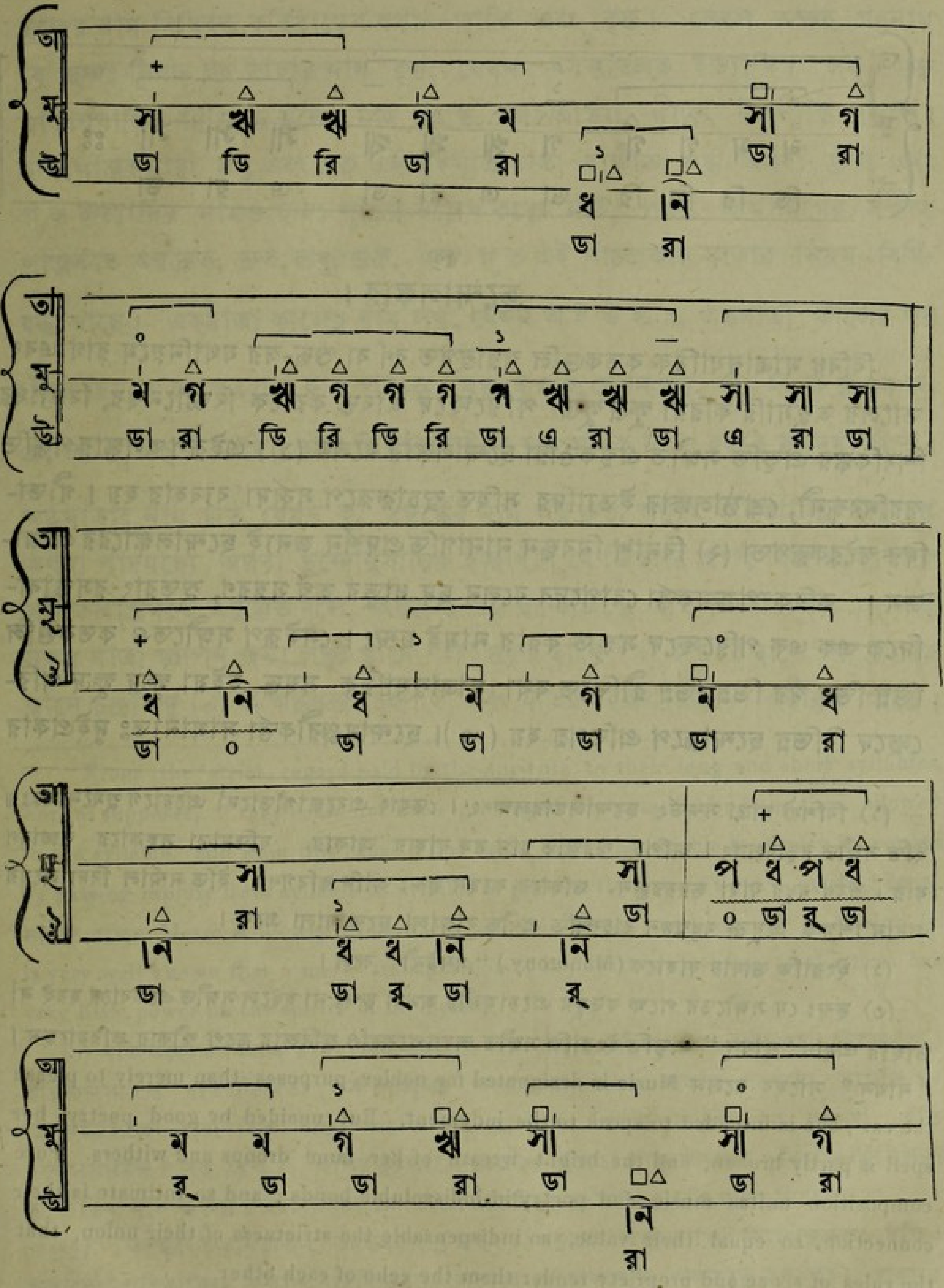
সা ঋ ঋ গ ম ধ নি সা গ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা
ম গ ঋ গ গ গ প ঋ ঋ ঋ সা সা সা
ডা রা ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা
ধ নি ধ ম গ ন ধ
ডা ০ ডা ডা ডা ডা রা
নি সা ধ ধ নি নি সা প ধ প ধ
ডা রা ডা র্ ডা র্ ডা ০ ডা র্ ডা
ম ম গ ঋ সা নি সা গ
র্ ডা ডা রা ডা রা ডা রা

ম ম গ গ গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা ঃঃ

ডি রি ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা

৫০

ছন্দোলঙ্কার।

বিবিধ মাত্রানুযায়িক কতকগুলি স্বরানুগত বর্ণ বা শুদ্ধ-স্বর যথানিয়মে রাগ এবং তালের অনুসারি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে আবদ্ধ করাকে বিজ্ঞানেশ্বর, বিদ্যাধর, শিবকিঙ্কর প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা ছন্দোলঙ্কার বলেন (১)। এইরূপ অলঙ্কার পদ্ধতি স্বরনিবন্ধনী, শ্রেষ্ঠালঙ্কার ইত্যাদির সহিত সুচারুরূপে সর্ব্বদা ব্যবহার হয়। গীতাদির স্বৈরেকরূপতা (২) বিনাশ নিবন্ধন নানাগতিপ্রদর্শন জন্যই ছন্দোলঙ্কারের প্রয়োজন। কবিকল্পদ্রুমকর্ত্তা বোপদেব বলেন ছদ ধাতুর অর্থ সম্বরণ, সুতরাং রসভাবাদিকে এক এক পরিচ্ছেদে সম্বৃত করার নামই ছন্দঃ। সেইরূপ সঙ্গীতেও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে যথা মাত্রানুযায়িক সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ছন্দোরূপে প্রতিপন্ন হয় (৩)। ছন্দোমঞ্জরীকর্ত্তা সামান্যতঃ দুইপ্রকার

(১) বিশিষ্ট মাত্রা সন্দর্ভং ছন্দোলঙ্কারলক্ষণং। তেষাং প্রবন্ধোগীতাদৌ প্রয়োগে সুমনোহরঃ॥ ইতি সঙ্গীত রত্নাবল্যাং। অপিচ স্বরজাত রাগ সম যাহার আকার, যতিমাত্রা সহকারে উচ্চারণ যার। শ্রবণ মধুর যাহা হৃদয়রঞ্জন, তাহাকে কহেন ছন্দঃ আদি কবিগণ॥ ইতি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত বাঙ্গালা ছন্দোমালা গ্রন্থে।

(২) ইংরাজি ভাষায় যাহাকে (Monotony.) "মনটনী" বলে।

(৩) ছন্দঃ যে সঙ্গীতের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয় অথবা ছন্দঃ না হইলে সঙ্গীত একেবারে হয়ই না তাহার প্রমাণ "নাথন্" প্রভৃতি ইংরাজি সঙ্গীত অধ্যাপকেরাও সুবিস্তার রূপে স্বীকার করিয়াছেন। "নাথন্" সাহেব বলেন Music is designated for nobler purposes than merely to please the ear; she is intended to speak to the judgment. But unaided by good poetry, her spell is partly broken, and the bright wreath of her fame droops and withers. Pure composition unites music and poetry in-indissoluble bonds; and so intimate is their connection, so equal their value, so indispensable the strictness of their union, that the rules of sense and propriety render them the echo of each other.

ছন্দের নাম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—জাতি এবং বৃত্ত। কেবল অক্ষর গণনায় যে ছন্দঃ নিবদ্ধ হয় তাহার নাম বৃত্ত, যেমন বসন্ততিলক ইত্যাদি। লঘু গুরু মাত্রানুযায়িক বর্ণনিবদ্ধ ছন্দের নাম জাতি, যথা আর্য্যা, গীতি, উপগীতি প্রভৃতি। ছন্দঃশাস্ত্রকর্ত্তারা লঘু এবং গুরু এই দুইমাত্র মাত্রা ব্যতীত অর্দ্ধ অথবা দ্রুত এবং প্লুত ইত্যাদির নামও ছন্দঃ শাস্ত্রে উল্লেখ করেন নাই, পরন্তু আমাদিগের সঙ্গীত শাস্ত্রমতে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, এবং প্লুত এই পাঁচপ্রকার মাত্রার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। একমাত্রা কালের নাম লঘু, যেমন অ ই উ ঋ ৯, একমাত্রা কালের পর হইতে ত্রিমাত্রা কালের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত সমুদয়ই গুরু, যেমন অচ্, আ, ঈ, উ ঋ ৯৯ এ, ঐ, ও, ঔ, এচ্ ইত্যাদি। আর ত্রিমাত্রা হইতে যত অধিক মাত্রা হইবে সমুদয়ই প্লুত। অর্দ্ধমাত্রার নাম দ্রুত, যেমন ক্ৗ, তদর্দ্ধের নাম অনুদ্রুত, অর্থাৎ কবিতাদির পাদান্তে অথবা পাদমধ্যে অথবা ছন্দোনুযায়িক ইচ্ছাধীন যে জিহ্বার স্বল্প বিশ্রাম তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রমতে অনুদ্রুত বলে, অনুদ্রুত শব্দ ছন্দোগ্রন্থে যতিশব্দ বাচ্য (১)। এই সকল মাত্রা জ্ঞাপন জন্য লঘুর স্থানে "ল" গুরুর স্থানে "গ" প্লুতের স্থানে "প" দ্রুতের স্থানে চন্দ্রবিন্দু (৺) বা অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন (২) এবং যতির এইরূপ চিহ্ন (৴) স্থিরীকৃত আছে।

From the strict regard paid by the ancients to their long and short syllables, Tartini supposes, " they could not have prolonged any note beyond the time allowed to the syllable, and from this cause a fine voice would be unable to display its powers by passing rapidly from syllable to syllable to prevent the loss of time." অপিচ উইলার্ড্ সাহেব বলেন Metre is allowed to have this effect in poetry, and why not in music ? It is very well known that a mere transposition of key without a change in the time has very little power on the spirits of the hearer.

(১) যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিকচ্যতে। সা বিচ্ছেদ বিরামাদৈ্যঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া। ক্বচিচ্ছন্দস্যান্তে যতিরভিহিতা পূর্ব্বকৃতিভিঃ পদান্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে ত্যজতি চ। পুনস্তত্রৈবাসৌ স্বরবিহিত সন্ধিঃ শ্রয়তি তাং যথা-কৃষ্ণঃ পুষ্কাত্ত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া ইতি ছন্দোগোবিন্দ নামক গ্রন্থে॥ অপিচ কুটপাটৈরেকরূপৈ রচিতো প্যন্তকোমলঃ। বিরামৈর্বহুভিস্তাল ছন্দোভির্ব্যজনোজ্ঝলৈঃ॥ যোবাদ্যন্তে তদাতালৈ র্যতিরিত্যভিধীয়তে॥ ইতি নর্ত্তক নির্ণয়ে॥

(২) তদর্দ্ধং দ্রুতমিত্যুক্তং তদর্দ্ধঞ্চাপ্যনুদ্রুতং। অনুদ্রুত ফলংক্কাপি বিরামানুদ্রুতে ইতি। দ্রুতাদৌ পরিভাষেয়ং দ্রুতাচ্চ নাদবিন্দুষু। লকারে লঘুরেকঃস্যাৎ গকারেতু গুরুর্মতঃ। পকারে

ছন্দোগ্রন্থেও লঘুর পরিবর্ত্তে "ল" এবং গুরুর পরিবর্ত্তে "গ" মাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে (১)। ছন্দোমঞ্জরীকর্ত্তা বলেন অনুস্বারযুক্ত যেমন "নং" ইত্যাদি, দীর্ঘ বর্ণযুক্ত "গী" ইত্যাদি, বিসর্গযুক্ত "নঃ" ইত্যাদি, আর সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ যেমন কল্পের "ক" অর্থাৎ "ল" এবং "প" এই দুইটী বর্ণ সংযুক্ত হইয়া "ল্প" হইয়াছে, এই সংযুক্ত "ল্পের" পূর্ব্ব "ক" এই বর্ণটী গুরুরূপে প্রতিপাদিত হয়। পাদের অন্তস্থিত অর্থাৎ পাদের শেষবর্ণ কখন গুরু কখন বা লঘুরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে (২)। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা কেবল ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ খণ্ড অক্ষরকে অক্ষর বলিয়াই স্বীকার করেন না, অথচ ঐ ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্দ্ধমাত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। ছন্দোবন্ধে ঐ অর্দ্ধমাত্র বর্ণ ধর্ত্তব্য মধ্যেই পরিগণিত হয় নাই, এটী আমাদের মতবিরুদ্ধ যথা— অ' কুঁ। সঙ্গীতমধ্যে অক্ এই পদে সার্দ্ধমাত্রার নির্বচন আছে। ছন্দঃ কর্ত্তাদের মতে উহাতে একটীমাত্রা মাত্র, খণ্ডবর্ণ ক্‌টী পরিগণিত হয় না, পরন্তু শ্লোকাদির মধ্যে ঐ অক্ শব্দটী থাকিলে তাঁহারা ঐ ক্‌টীর পরস্থিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত উহার সংযোগ

।৩।

কল্পনা করিয়া কথিত ক্‌টীর পূর্ব্ববর্ণ অটীকে গুরুবর্ণ বলেন, বলুন যথা অক্ত, তাহা আমাদিগেরও মত বটে, কিন্তু গুরু বলিয়া তাহাতে দুইটী মাত্রা স্থির করেন, এটী নিতান্তই বিরুদ্ধ। দ্বিমাত্র বলিলেই তাহাকে দীর্ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা করেন। গুরু বর্ণকে দীর্ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে কেবল আমাদিগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরই মতবিরুদ্ধ এমত নহে, সর্ব্বশাস্ত্রবোধের দীপ তুল্য অতুল্য ব্যাকরন শাস্ত্রেরও মতবিরুদ্ধ। কি পাণিনিকার, কি কলাপপ্রণেতা, কি সংক্ষিপ্তসারকর্ত্তা, কি মুগ্ধবোধ রচয়িতা সকলেই ইহার বিপরীতবাদী। ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই মত একমাত্র বর্ণ লঘু তদতিরিক্ত সকলই গুরু। সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকার অলঘুরই গুরুত্ব স্থির করেন, সুতরাং প্লুতেরও গুরুসংজ্ঞার ব্যাঘাত নাই, পরন্তু দ্বিমাত্র বর্ণমাত্রেরই দীর্ঘসংজ্ঞা আছে

প্লুতমুন্নেয়ং গণভেদাস্তথাপরং। গণৈর্লঘুগুরু জ্ঞানং মকারাদিভিরষ্টভিঃ। ছন্দঃ শাস্ত্রে বেদ্যমেবং তত্র নস্তঃ প্লুতক্রতৌ। যথা মস্ত্রিগুরু'স্ত্রিলঘুশ্চ নকারোভাদি গুরুঃ পুনরাদি লর্য্যঃ। জোগুরু মধ্যগতোরলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্ত লঘুস্তঃ। ইতি সঙ্গীত রত্নাবল্যাং॥

(১) গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ। ইতি ছন্দোমঞ্জর্য্যাং।

(২) সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গীচ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপিবা। ইতি ছন্দোমঞ্জর্য্যাং॥ অপিচ সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ সংমিশ্রং। বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরুঃ পাদান্তস্থং বিকল্পেন। ইতি মহাকবি কালিদাস প্রণীত শ্রুতবোধে॥

অন্যের নাই। দীর্ঘকে গুরু বলা যায়, কিন্তু গুরুকে দীর্ঘ বলিতে পারা যায় না। গুরু ব্যাপক, অর্থাৎ বহুব্যাপী, যেমন অক্, আ, আক্ ইত্যাদি। দীর্ঘ ব্যাপ্য, অর্থাৎ স্বল্পব্যাপী, যেমন আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৯৯, এ, ঐ, ও, ঔ। ঐ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবাপন্ন গুরু ও দীর্ঘকে কিপ্রকারে একরূপ বলা যাইতে পারে (১)। সহৃদয় বিবেচনা করিবেন একস্থলে "ধত্তে" এই একটী শব্দ আছে, সঙ্গীতশাস্ত্রমতে তাহার এইরূপ মাত্রা গণনা করা যায়, যথা—"ধ" একমাত্র, ৎ অৰ্দ্ধমাত্র তে (২) দ্বিমাত্র, সাকল্যে এই সার্দ্ধ তিনমাত্রা এইস্থলে গণনা করা হইয়া থাকে। ছন্দোগ্রন্থকার্ত্তারা ঐ ধত্তের স্থলে "ধ" ইহা সংযুক্ত বর্ণের পুর্ব্ব বর্ণ হেতু দ্বিমাত্র এবং "ত্তে" ও দ্বিমাত্র সাকল্যে এই চারিমাত্রা নির্ণয় করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য "ধত্তে" এই পদের পরিবর্ত্তে যদি "ধাত্তে" এই অপভ্রংশ পদ প্রযুক্ত হয়, তাহাতেও তাঁহাদিগের চারিটী মাত্রা গণনা করিতে হইবে। এস্থলে সহৃদয় ব্যক্তি কি বোধ করেন "ধত্তে" এই পদটীতে যতটী মাত্রা অর্থাৎ ছন্দোগ্রন্থ কর্ত্তৃদিগের মতানুযায়িক চারিমাত্রা "ধাত্তে" ইহাতেও কি সেই চারিমাত্রা, এ কি নিতান্ত অনুভব-বিরুদ্ধ হয় না? "ধাত্তের" ধয়ে আকার সংযুক্ত হেতু অপেক্ষাকৃত কি তাহার মাত্রাগত আধিক্য বোধ হইবে না?।

---

(১) বিশেষতঃ মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণে তদ্ধিত প্রকরণে এরূপ লিখিত আছে যথা লীকোর্ঘাৎ সঃ ষত্বি। অস্যার্থঃ যদি ত্ব পরে থাকে তাহা হইলে লিঙ্গের ইক্ অর্থাৎ ই, উ, ঋ, ৯ এই চারি হ্রস্ব বর্ণের পর দন্ত্যস থাকিলে তাহা মূর্দ্ধন্য ষ হয়, কিন্তু দীর্ঘের পর হয় না। উদাহরণ যথা যজুষ্ট্বং যজুস্ শব্দের পর ত্ব প্রতায় করিলে উক্ত সূত্র দ্বারা দন্ত্য সকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয়, তাহাতে উক্ত পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, যদি গুরুকেই দীর্ঘ বর্ণ বলেন তাহা হইলে স্ ত্ব এই সংযোগের পূর্ব্ব যে যজুর উকার উহা গুরু বটে, কিন্তু তাহাকে দীর্ঘ বলিলে দন্ত্য সকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত পদ সিদ্ধ হয় না। অপিচ কালাপীয় ব্যাকরণেও ঐরূপ সূত্র দৃষ্ট হয় যথা হ্রস্বাত্ত্বাদৌতদ্ধিতে নাম্নঃ। হ্রস্বাৎ পরস্থ সস্য ত্বাদৌ তদ্ধিতে নাম্নোবিহিতঃসঃষোভবতি। বপুস্ ছিল ত্বং বপুষ্ট্বং ইত্যাদি। হ্রস্বাদিতিকিং গীস্ত্বং ইত্যাদি। ইতি দুর্গসিংহকৃত কালাপীয় পরিশিষ্টে।

ঁ। ঁঁ॥

(২) বস্তুতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে "ধত্তে" এই স্থলেতে (ধ্ অ ৎ ত্ এ) সার্দ্ধ চতুর্মাত্রা ধরিতে পারা যায়, পরন্তু কালাপীয় সূত্রদর্শনে সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, কালাপীয় সূত্র যথা--ব্যঞ্জনমস্বরং পরংবর্ণং নয়েৎ। ব্যঞ্জনং পরং বর্ণং নয়েৎ। নতুস্বরং ব্যঞ্জন

কথিত নিয়মানুসারে যদিও ছন্দঃগ্রন্থকর্ত্তৃমহাশয়দের সঙ্গে স্বল্পব্যাপী দীর্ঘ ইত্যাদি মাত্রার পরিমাণ-গ্রহণানুগত আমাদের মতভেদ হয় বটে, কিন্তু বহুব্যাপী লঘুগুরুসংজ্ঞাদি বিষয়ে আমাদের সহিত তাঁহাদের কোন অমিলই নাই, সে সমুদয়ই একরূপ। কথিত হইয়াছে কেবল অক্ষর গণনায় বসন্ততিলকাদি যে সকল ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয় তাহাদের নাম বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্ত। এই বৃত্ত প্রত্যেক চরণে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর প্রভৃতি নানারূপ অক্ষর-সংখ্যা বিন্যাসানুক্রমে বহুবিধ ছন্দঃ হইয়া থাকে। আমাদিগের সঙ্গীত মতে মধ্যমান (১) নামে একটী তাল আছে, মধ্যমানের প্রত্যেক চরণে এক একটী গুরুমাত্রা ব্যবহার্য্য, যথা আ", আ", আ", আ"। ছন্দঃ শাস্ত্রেও মধ্যমানের অনুরূপ একাক্ষরাবৃত্তি শ্রীচ্ছন্দঃ। শ্রীচ্ছন্দের প্রত্যেক পাদ এক একটী গুরু বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, ও", মা", এ", সো"। রত্নাবলীর দর্পণতালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। যথা

একাক্ষরাবৃত্তি।

শ্রীচ্ছন্দঃ।

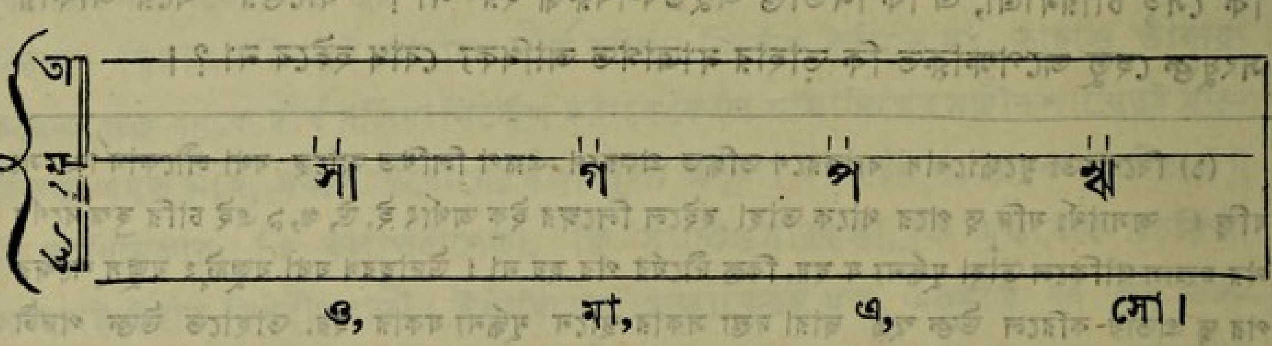

মন্বগ্ স্বরঃ স্বয়ং রাজতেহি। অস্য টীকা ত্রিলোচন দাসকৃতা কালাপীয়পঞ্জিকায়াং। নতুস্বরমিত্যাদি, হিশব্দো যস্মাদর্থে যস্মাৎ স্বরঃ স্বয়ং রাজতে অসহায়োপ্যর্থং প্রতিপাদয়তি তস্মাদনুযায়ী ন ভবতি, ব্যঞ্জনং পুনরন্বগ অনুগচ্ছতীতি অনুযায়ীভবতি স্বাতন্ত্র্যেণার্থপ্রতিপাদনে সামর্থ্য বিরহাৎ। তথাচোক্তং ব্যঞ্জনান্যন্বযায়ীনি স্বরানৈবং যতোমতাঃ। অপরঞ্চ হলপর যুক্ অস্যার্থঃ হলবর্ণঃ পরেণ সহ যুক্তোভবতীতি সংক্ষিপ্তসারে ব্যাকরণেঽপি এতদ্ব্যাক্তং।

(১) মধ্যমানের বিশেষ নিয়ম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতসারে দ্রষ্টব্য। অপরঞ্চ একেন গুরুণা শ্রীরঙ্গঃ স্যা দিতি নর্ত্তক নির্ণয়ে।

দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি।

কন্যাচ্ছন্দঃ।

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে দুইটী গুরু বর্ণ থাকে, তাহার নাম কন্যাচ্ছন্দঃ যথা, রাজা, মারে, কেবা, রাখে। এই ছন্দটীর সহিত শ্লথত্রিতালী অর্থাৎ ঢিমা-তেতালা ও রত্নাবলী লিখিত কেন্দুমালি তালের সহিত সমতা আছে (১) যথা,

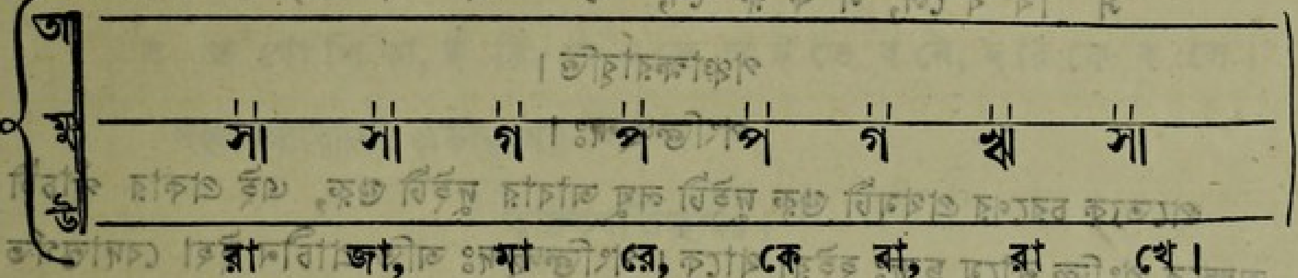

ত্র্যক্ষরাবৃত্তি।

মৃগীচ্ছন্দঃ।

উভয় পার্শ্বে গুরুবর্ণ ও মধ্যস্থলে যদি লঘু বর্ণ থাকে, এইরূপ তিনটী অক্ষরে যে ছন্দের প্রত্যেক পাদ সম্পন্ন হয়, তাহাকে মৃগীচ্ছন্দঃ কহে, যথা জাগিয়া, যামিনী, শ্রীমতী, মানিনী। রত্নাবলীর মতানুসারী ত্রিভঙ্গি তালের সহিত ইহার তুল্যতা আছে। যথা,

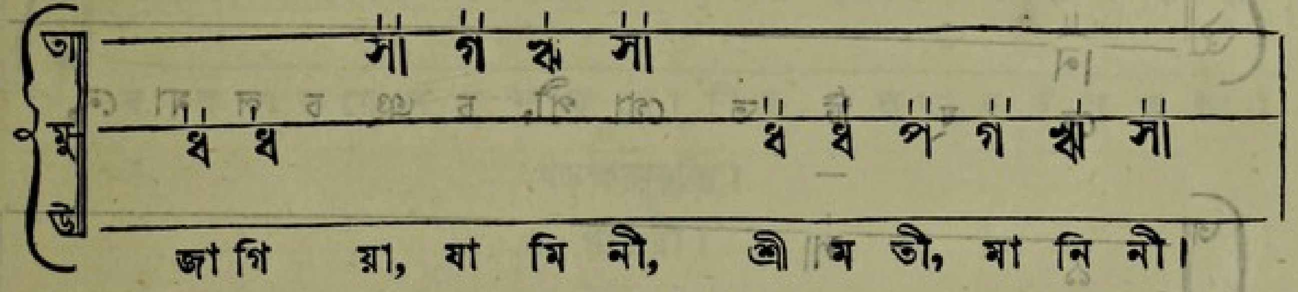

চতুরক্ষরাবৃত্তি।

সতীচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চরণে তিনটী লঘু এবং একটী গুরু এই চারিটী বর্ণে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহার নাম সতী চ্ছন্দঃ যথা,—সখি বলে, সকরুণে, চল ধনী, ধন দিতে। রত্নাবলীর মতানুযায়ি রাজচূড়ামনি তালের সহিত ইহার ঐক্য আছে। যথা

(১) গদ্বয়ং কন্দর্পে জ্ঞেয়ং ইতি সঙ্গীত ভাষ্যে।

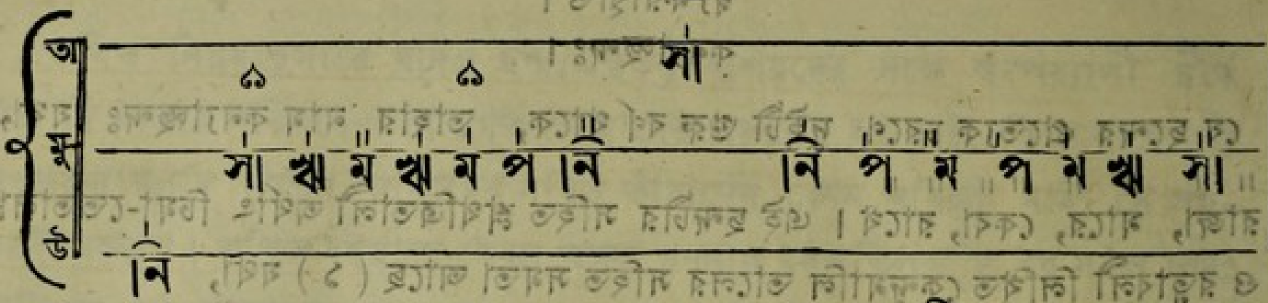

স খি ব লে, স ক রু ণে, চ ল ধ নী, ধ ন দি তে।

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি।

পংক্তিচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চরণের প্রথমটী গুরু দুইটী লঘু আবার দুইটী গুরু, এই প্রকার পাঁচটী অক্ষরে পংক্তি নামে ছন্দঃ হইয়া থাকে। পংক্তিচ্ছন্দঃ অতি প্রাচীন ইহা বেদান্তর্গত একটী অন্যতর ছন্দঃ বলিয়া বিখ্যাত যথা,—বেষ্টিত গোপী, চঞ্চলমানে, চেষ্টিত চিত্তা, কাঞ্চনদানে। সঙ্গীত তরঙ্গে ধৃত অর্দ্ধচন্দ্র তালের সহিত ইহার সমতা আছে।

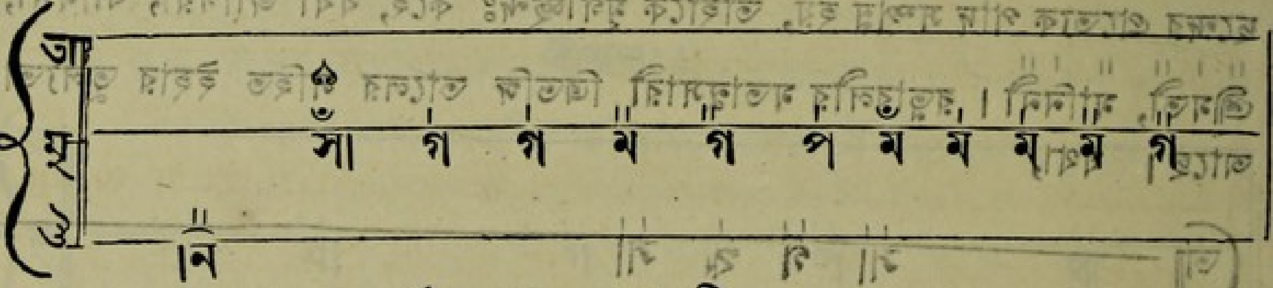

বে ষ্ টি ত গো পী, চ ঞ্ চ ল মা নে,

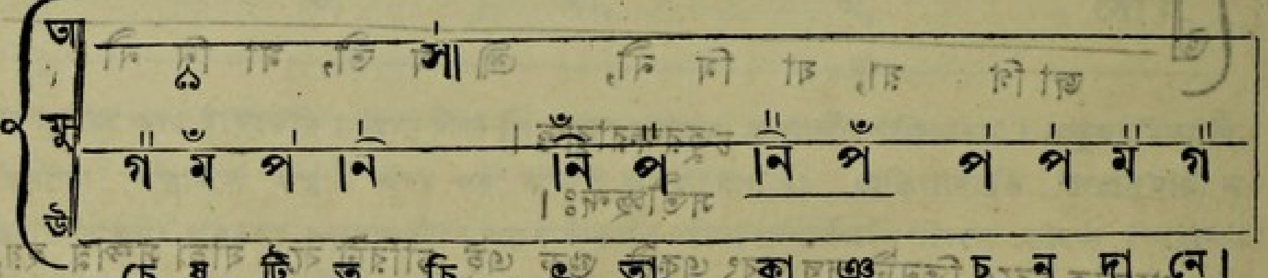

চে ষ্ টি ত চি ত্ তা, কা ঞ্ চ ন দা নে।

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর—

প্রিয়াচ্ছন্দঃ।

যত গোপিকা, হরিষে চলে, লইতে বনে, হরিকে বলে।

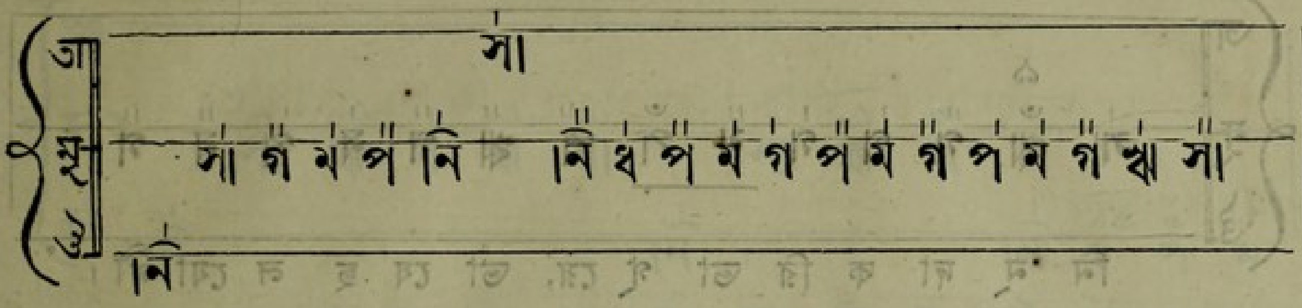

য ত গো পি কা, হ রি যে চ লে, ল ই তে ব নে, হ রি কে ব লে।

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর—

ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

মরণভয়ে, নয়নঝরে। বিষম কথা, হইল তথা।

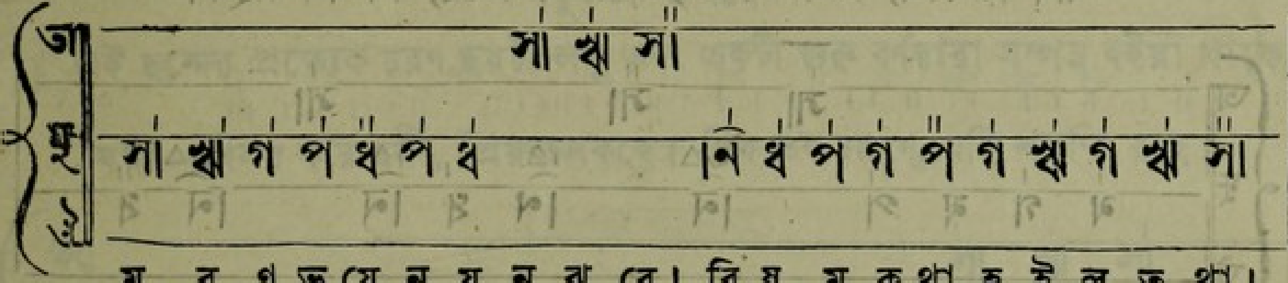

ম র ণ ভ য়ে, ন য় ন ঝ রে। বি ষ ম ক থা, হ ই ল ত থা।

ষড়ক্ষরাবৃত্তি।

গায়ত্রী।

তনুমধ্যাচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দঃ অতি প্রাচীন, প্রথমে দুইটী গুরু, মধ্যে দুইটী লঘু এবং শেষে দুইটী গুরু, এই প্রকার ছয়টী অক্ষর বিন্যাসদ্বারা ইহার প্রত্যেক চরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাও একটী সামগানের অন্যতর ছন্দঃ যথা—নিন্দাকরি ভাগ্যে, ভাষে ছলযোগী। স্বর্গে নহি কামী, ইচ্ছা সুধু ধর্ম্মে। রত্নাবলীলিখিত বঙ্গদীপক তালের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুল্যতা রাখা যায়।

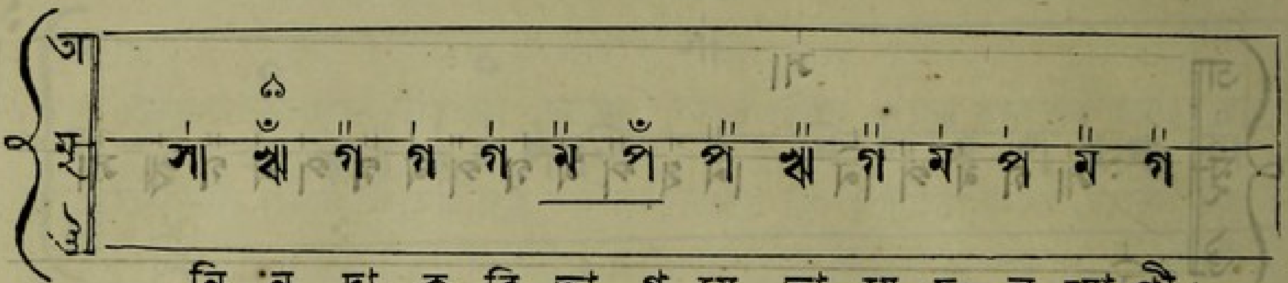

নি ন্ দা ক রি ভা গ্ য়ে, ভা ষে ছ ল যো গী।

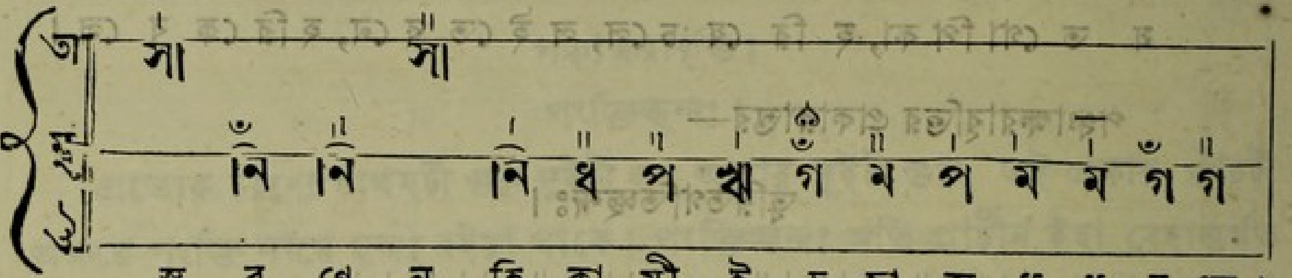

স্ব র্ ণে ন হি কা মী, ই চ্ ছা সু ধু ধ র্ ম্মে।

ষড়ক্ষরার প্রকারান্তর।

শশিবদনাচ্ছন্দঃ।

যদি করপদ্মে, করমতিদানে, কহি তব কাছে, মম মন বাঞ্ছা।

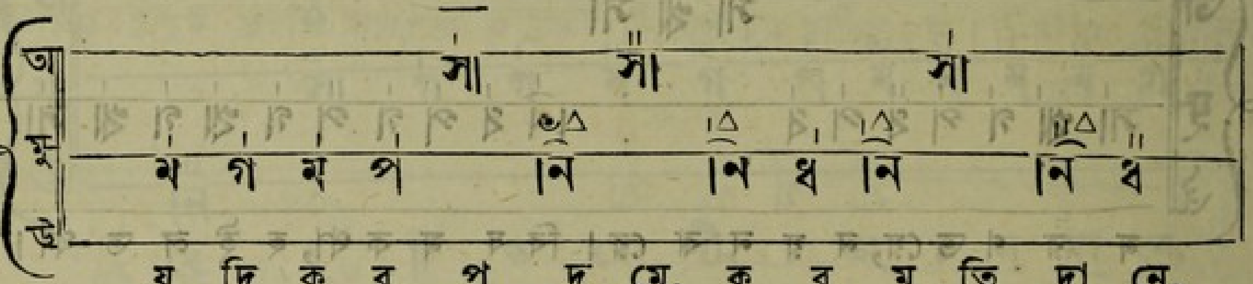

য দি ক র প দ্ মে, ক র ম তি দা নে,

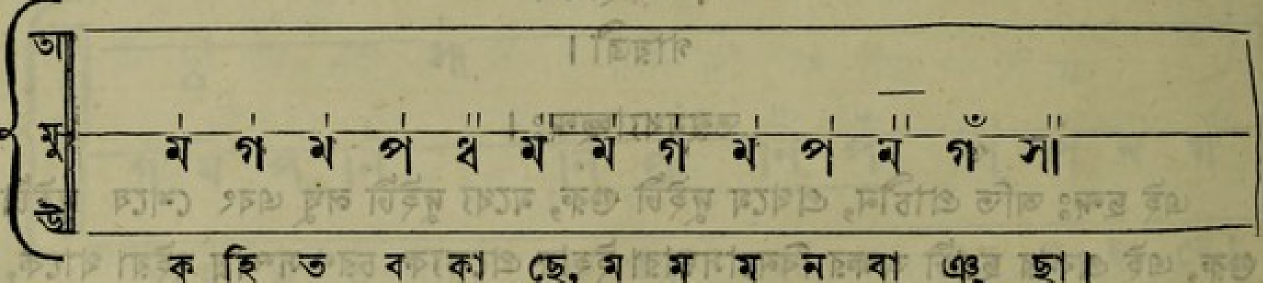

ক হি ত ব কা ছে, ম ম ম ন বা ঞ্ ছা।

উহারই প্রকারান্তর।

সোমরাজিচ্ছন্দঃ।

বলে ভূপবালা, সুধা মিষ্ট বাক্যে। হয়ে আছি মুগ্ধা, শুনে তোর বীণা।

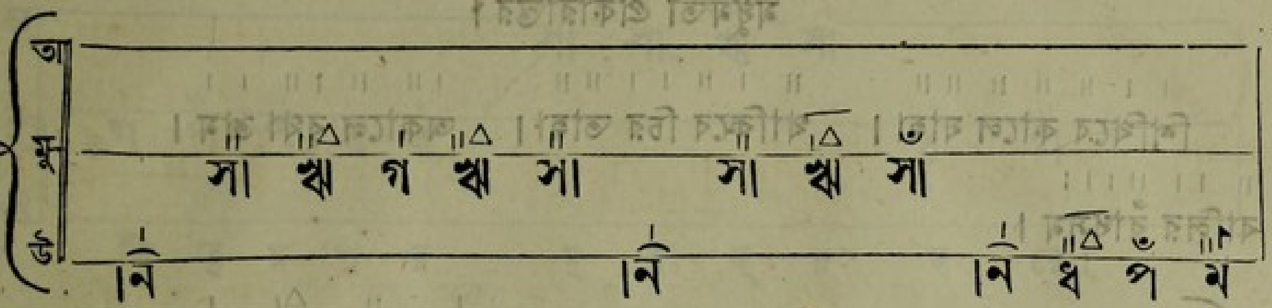

ব লে ভূ প বা লা, সু ধা মি য্ ট বা ক্ য়ে।

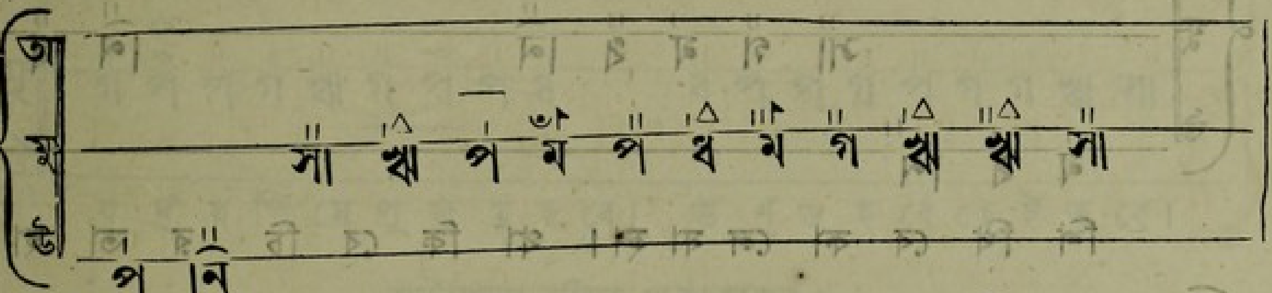

হ য়ে আ ছি মু গ্ ধা, শু নে তো র বী ণা।

উষ্ণিক্, সপ্তাক্ষরাবৃত্তি।

মধুমতী ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ ছয়টী লঘু এবং একটী গুরু বর্ণদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে,

যথা—বিনয় করি ধনী, প্রিয়বচনকহে। দিব তব চরণে, যদি শকতি রহে।

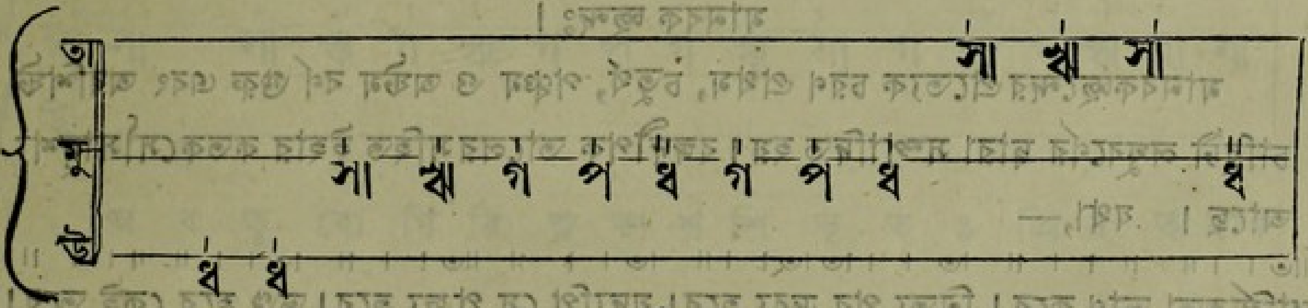

বি ন য় ক রি ধ নী, প্রি য় ব চ ন ক হে।

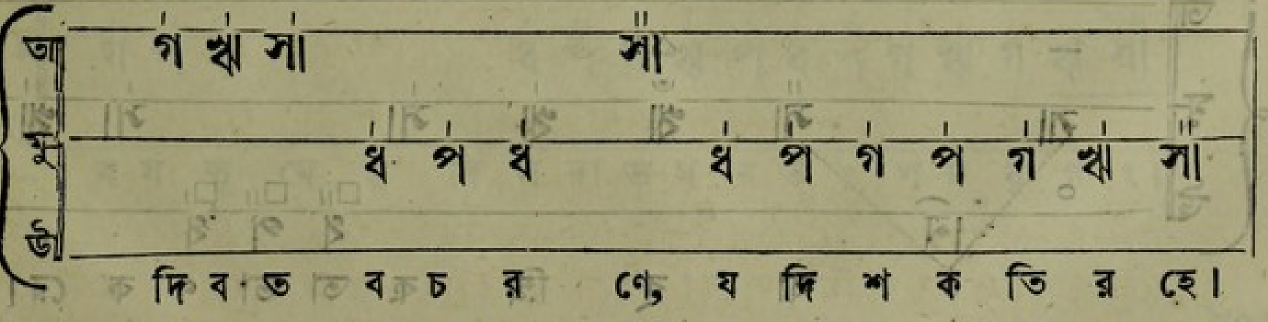

দি ব ত ব ব চ র ণে, য দি শ ক তি র হে।

মধুমতী প্রকারান্তর।

শিখিবে কালে যাহা। থাকিবে চির তাহা। অকালে বৃথা শ্রম।
বালির বাঁধসম।

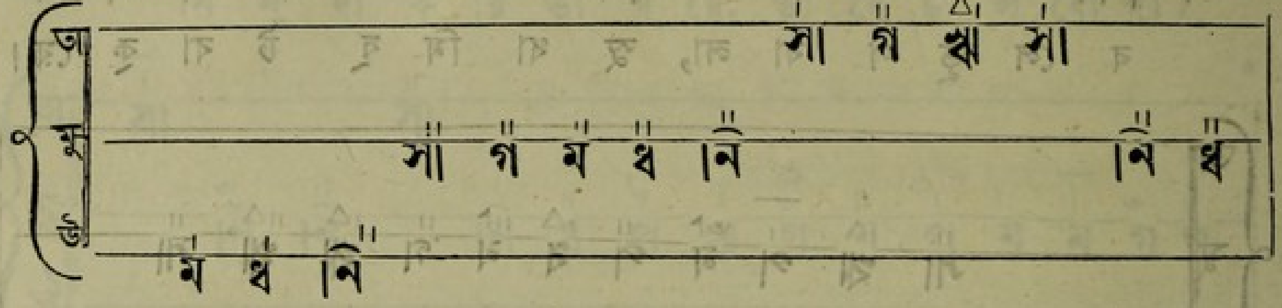

শি খি বে কা লে যা হা। থা কি বে চি র তা হা।

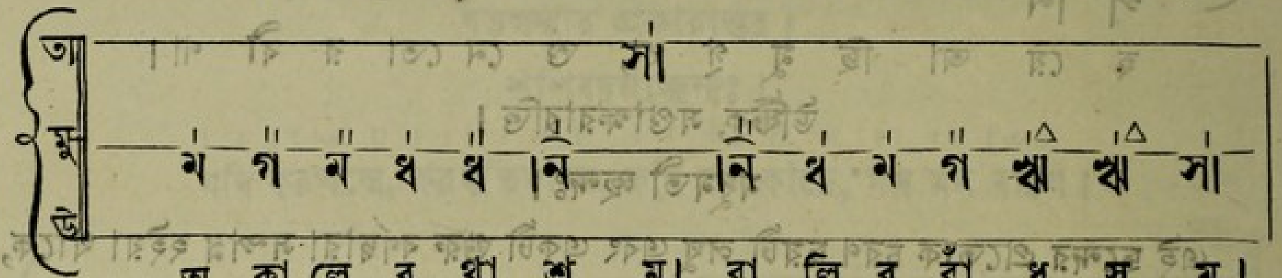

অ কা লে বৃ থা শ্র ম। বা লি র বাঁ ধ স ম।

অষ্টাক্ষরাবৃত্তি।

মানবক চ্ছন্দঃ।

মানবকচ্ছন্দের প্রত্যেক চরণ প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট চারিটী লঘুবর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। বঙ্গদীপক তালের সহিত ইহার কতকসৌসাদৃশ্য আছে। যথা,—

ধার্ম্মিকতা ভাণ করে। নিত্য পর দ্রব্য হরে। যদ্যপি সে পূজ্য হবে। ভণ্ড হবে কেই তবে।

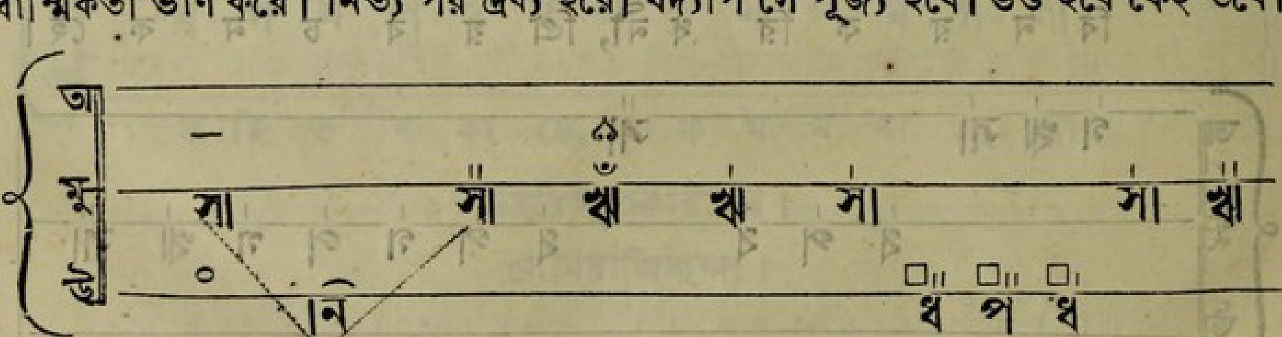

০ ধা র্ ম্মি ক তা ভা ণ ক রে।

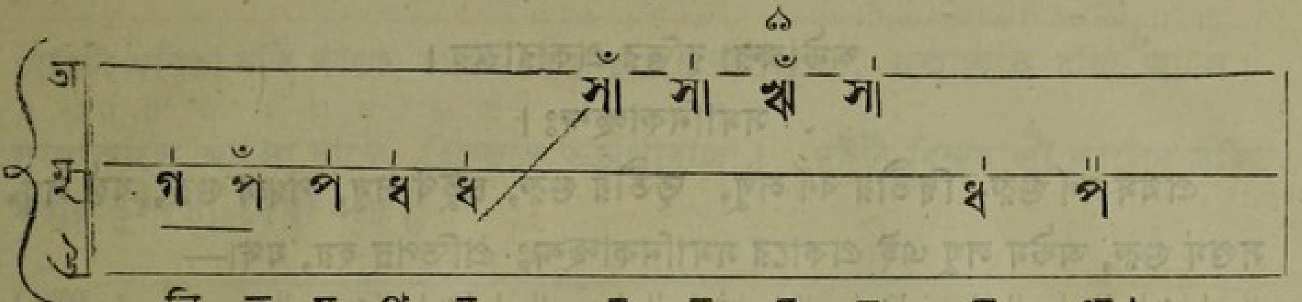

নি ত্ য় প র দ্ র ব্ য় হ রে।

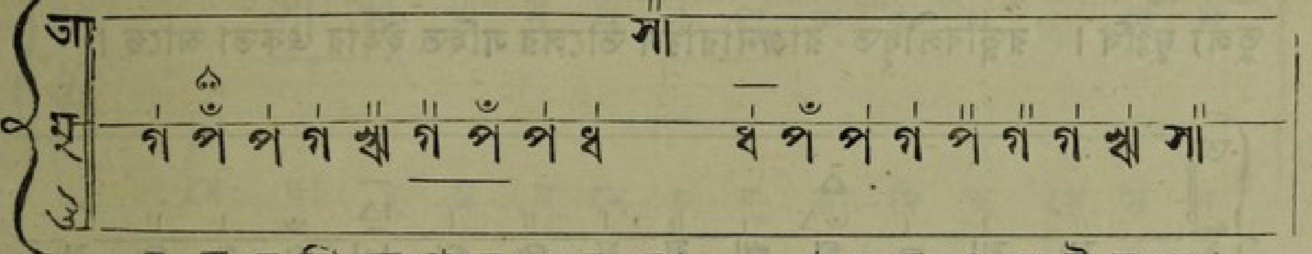

য দ্ য় পি সে পূ জ্ য় হ বে। ভ ণ্ ড হ বে কে ই ত রে।

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

গজগতিচ্ছন্দঃ।

অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা। বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং।
রত্নাবলীধৃত রাজবিদ্যাধর তালের সহিত ইহার একতা আছে।

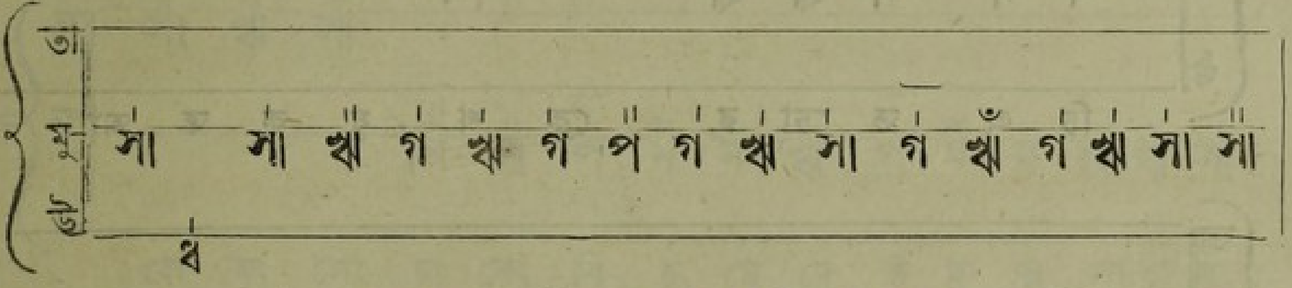

অ ব তু বো গি রি সু তা শ শি ভৃ ত ঃ প্রি য় ত মা।

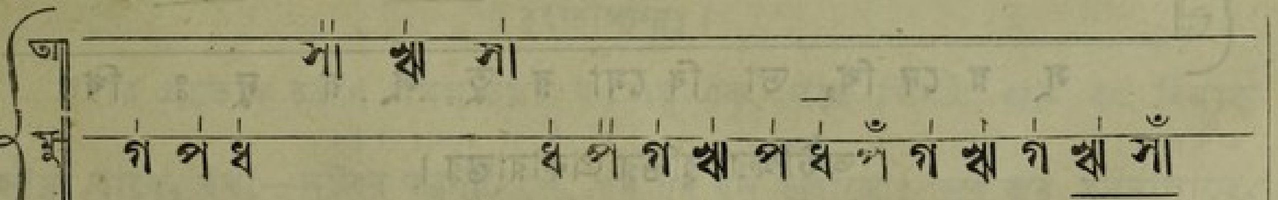

ব স তু মে হৃ দি স দা ভ গ ব ত ঃ প দ যু গ ং।

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

সমানিকাচ্ছন্দঃ।

প্রথম বর্ণ গুরু, দ্বিতীয় বর্ণ লঘু, তৃতীয় গুরু, চতুর্থ লঘু, পঞ্চম গুরু, ষষ্ঠ লঘু, সপ্তম গুরু, অষ্টম লঘু এই প্রকারে সমানিকাচ্ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয়, যথা—

শ্যামবর্ণ দেখি তোর, চিন্তি সেই চিত্ত চোর, ক্লেশ যুক্ত আস্য দেখি, ভাবি মোর তুল্য দুঃখি। রত্নাবলীধৃত রাজনারায়ণ তালের সহিত ইহার একতা আছে।

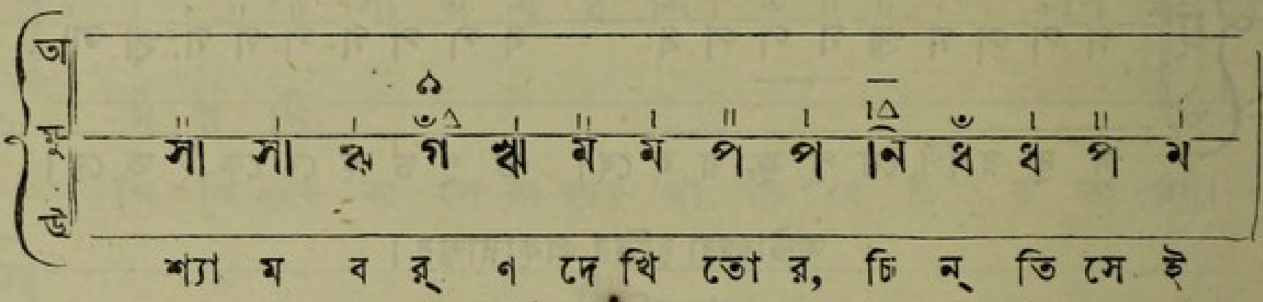

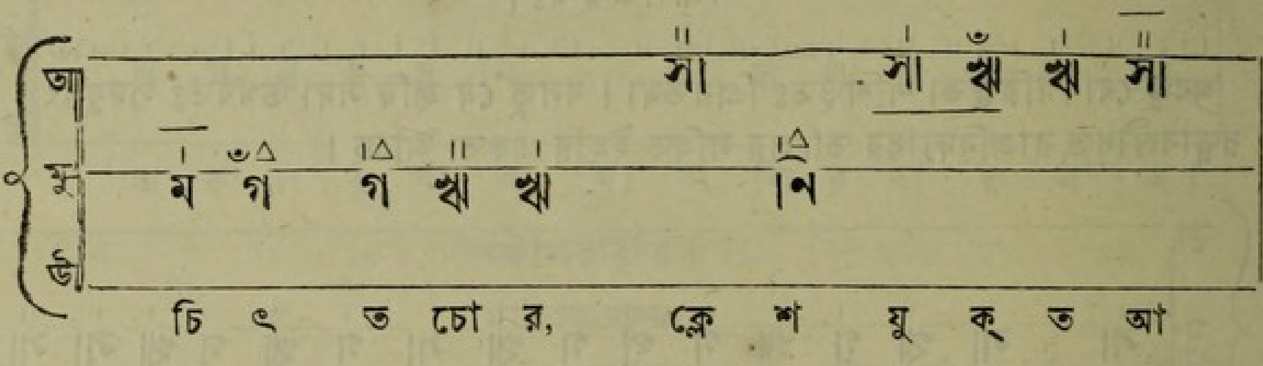

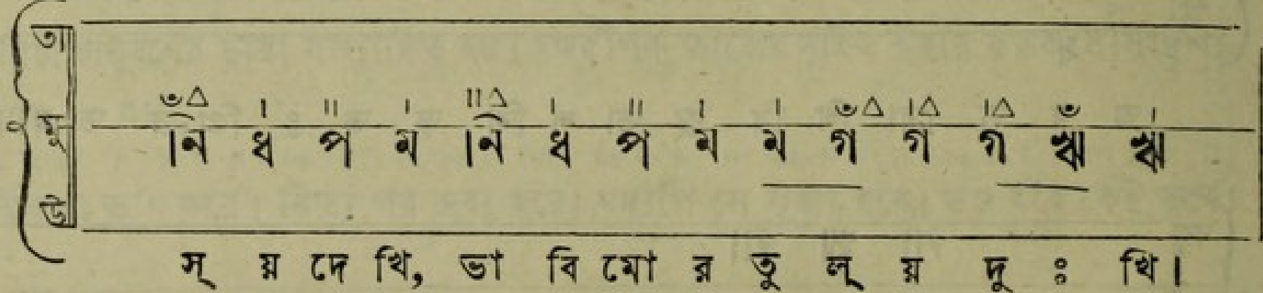

অষ্টাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দঃ।

আটটী গুরু বর্ণ দ্বারা বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দঃ প্রতিপন্ন হয়। ইহার প্রত্যেক পাদে

চারিটী করিয়া যতি থাকে, যথা—মেঘাচ্ছন্নে চন্দ্রাদিত্যে, ভস্মাচ্ছন্নে বহ্নি জ্বালে। সায়ংকালে আলো ঢাকে, বিচ্ছেদে তন্দ্রপাবালা। দুইটী বিন্দুমালী তালের সহিত ইহার তুল্যতা দেখা যায়।

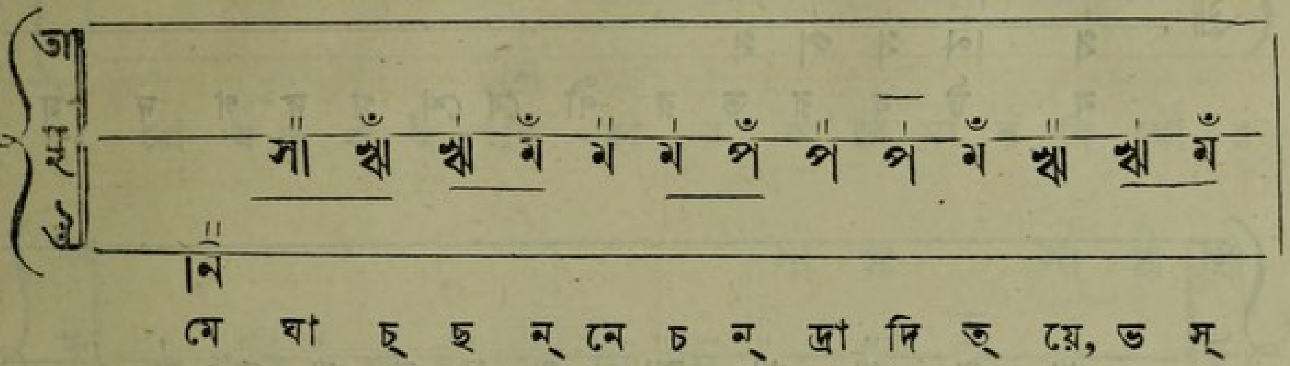

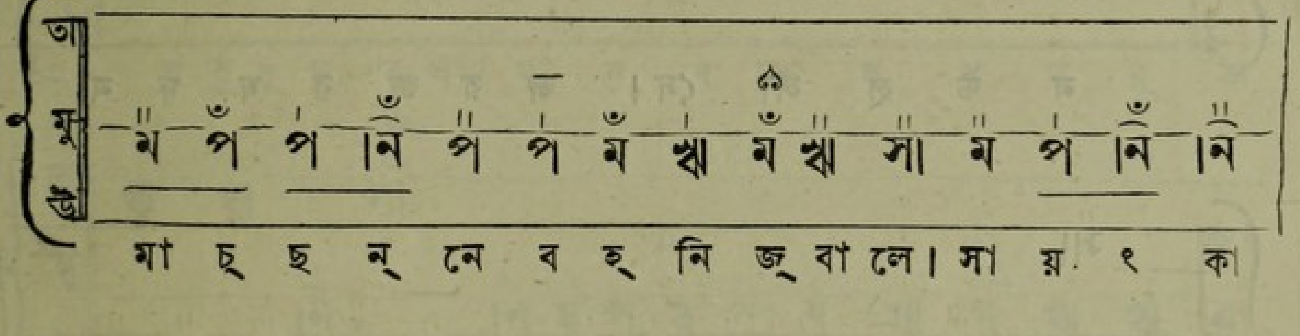

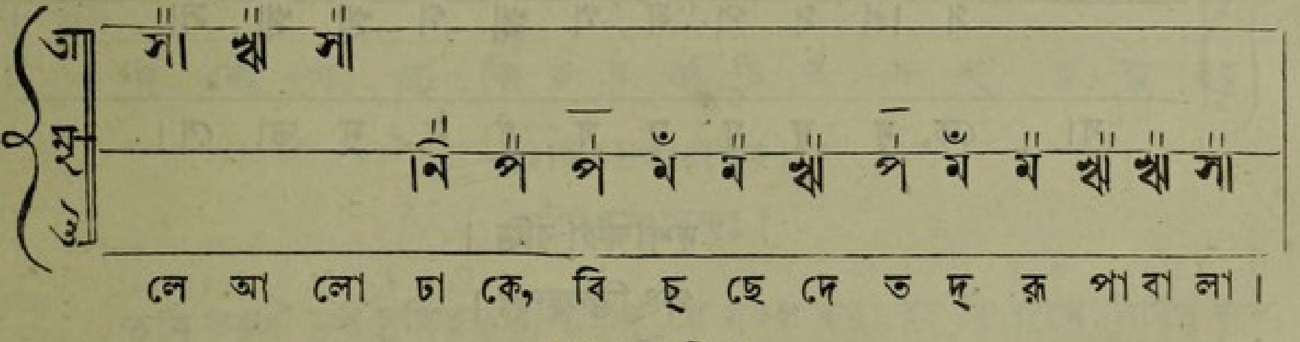

নবাক্ষরাবৃত্তি।

বৃহতীচ্ছন্দঃ।

ইহার প্রত্যেক চরণে প্রথম ছয়টী বর্ণ লঘু এবং পরে তিনটী গুরু বর্ণ বিন্যস্ত হইয়া থাকে, যথা—নটবর তরণীবেশে, গদ গদ মন উল্লাসে। জর জর মদনাঘাতে, মৃদু মৃদু মধু সম্ভাষে।

বৃহতীচ্ছন্দঃ অতি প্রাচীন এবং সামগানের একটী প্রধান অন্যতর ছন্দঃ বিশেষ।

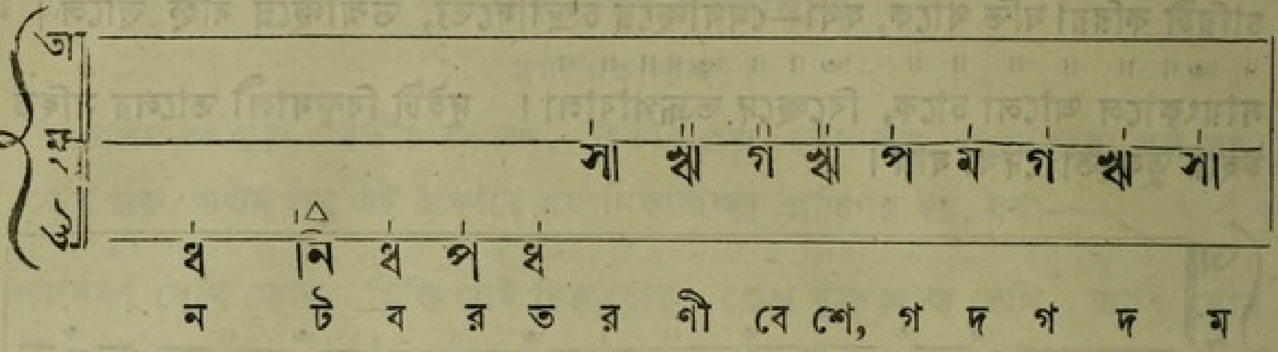

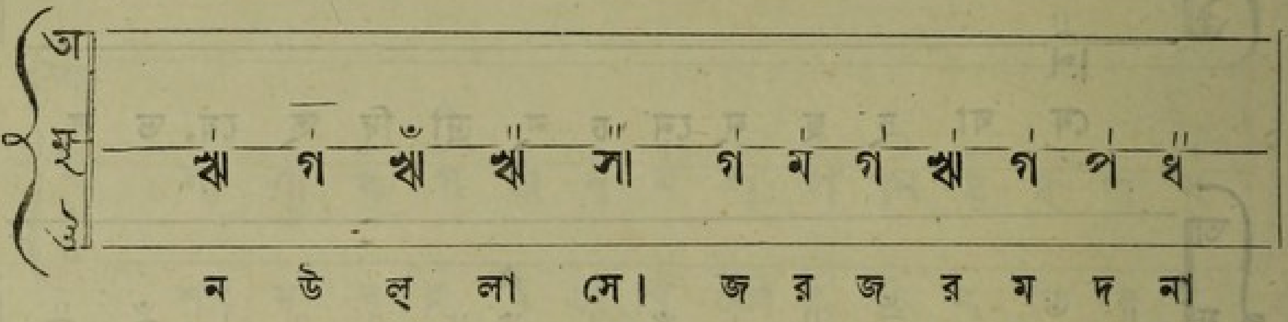

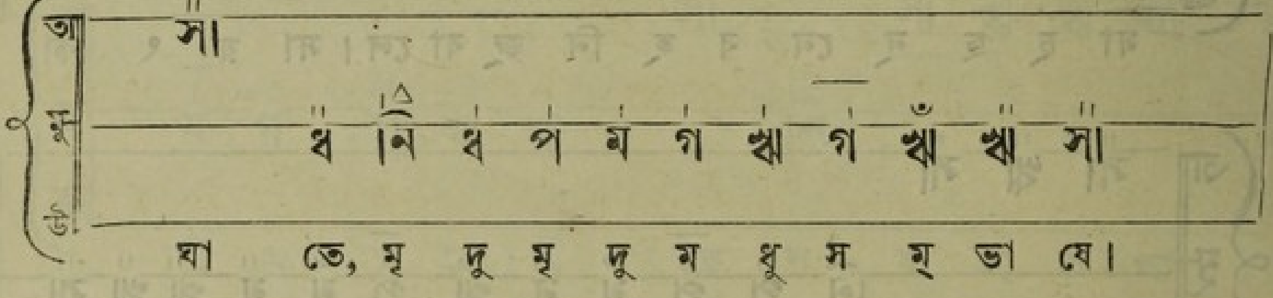

দশাক্ষরা বৃত্তি।

পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ।

যাহার প্রত্যেক চরণে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম এই কয়েকটী গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু, এইরূপ দশটী অক্ষর বিন্যস্ত থাকে তাহাকে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ কহে। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ ও অতি প্রাচীন বৈদিকচ্ছন্দঃ বিশেষ, যথা—

প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা। মান বশে হয় গর্ব্ব মনে, গর্ব্বিত বঞ্চিত সখ্য সুখে।

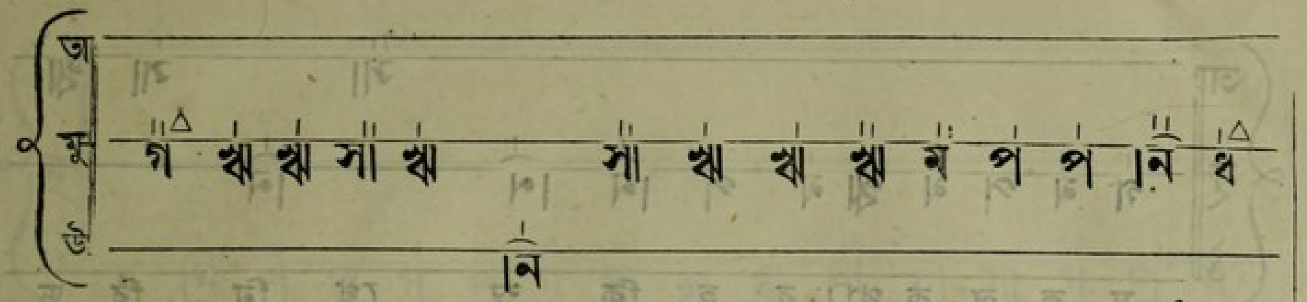

প্রে ম য থা অ ধি কা র ক রে, মা ন কি গৌ র

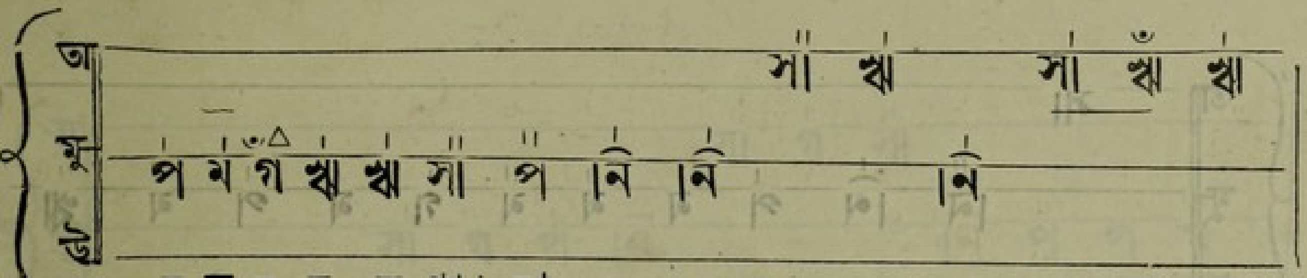

ব তু চ্ ছ ত থা। মা ন ব শে হ য় গ র্ ব্ব

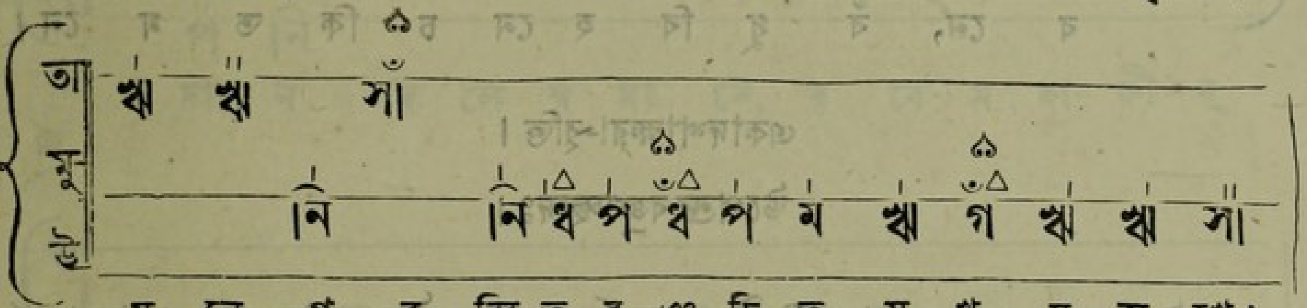

ম নে, গ র্ ব্বি ত ব ঞ্ চি ত স খ্ য় সু খে।

উহারি প্রকারান্তর।

ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

তুমি তরুণী নৃপ দুহিতা, বলি শুন সে সকল কথা, রহ কি সুখে নিবিড় বনে, বঁধু বিহনে চকিতমনে। রত্নাবলীলিখিত লঘুতালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে।

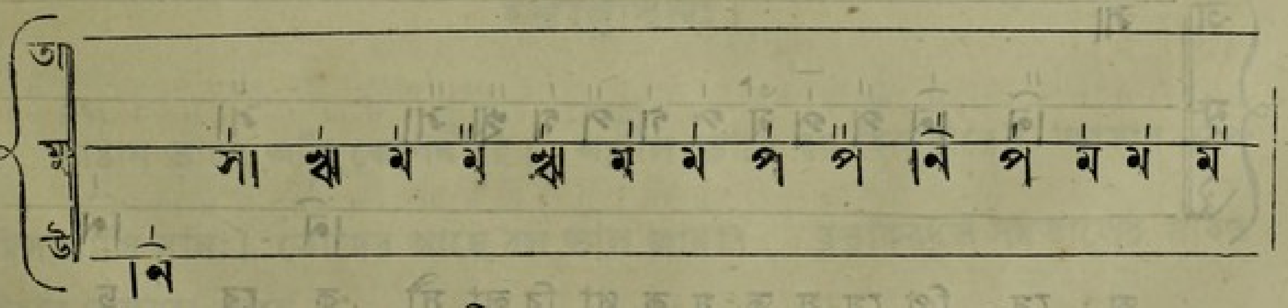

তু মি ত রু ণী নৃ প দু হি তা, ব লি শু ন সে

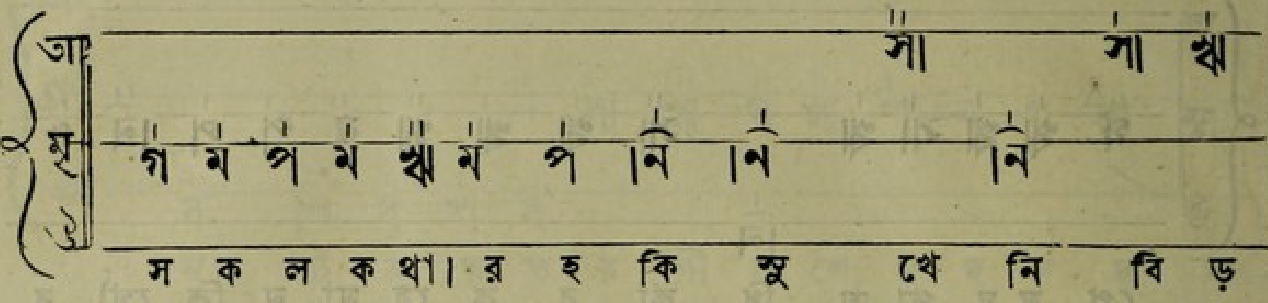

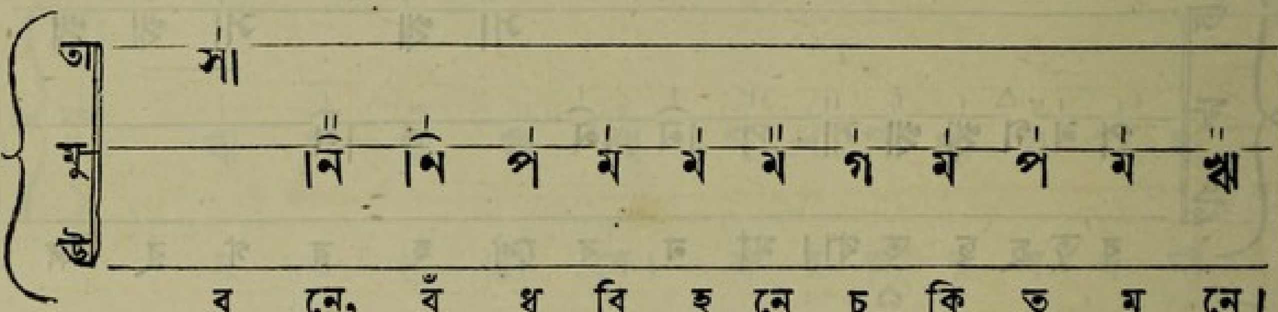

একাদশাক্ষরা-বৃত্তি।

উপেন্দ্র বজ্রাচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দশম এবং একাদশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু, এইরূপ একাদশটী অক্ষর বিন্যাসে এই ছন্দঃ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যথা—অয়ে প্রিয়ে সত্যকথা বিলাসী, করেছ সত্যে নিজবাক্য বন্দী। দয়াগুণে দানদিলে স্বমানে, রবে মহা কীর্ত্তি বিকীর্ণ বিশ্বে।

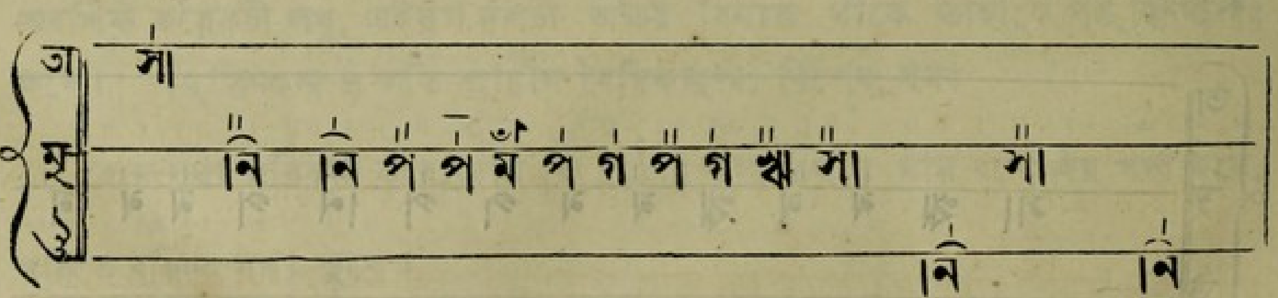

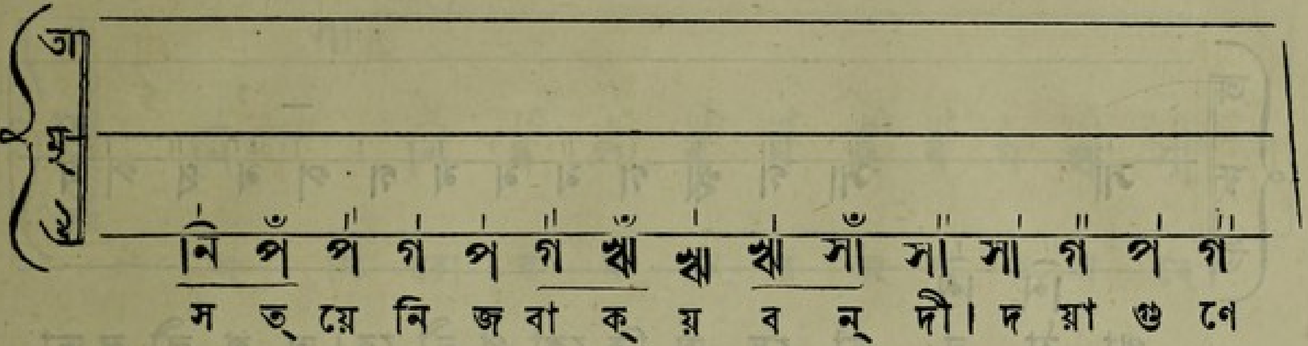

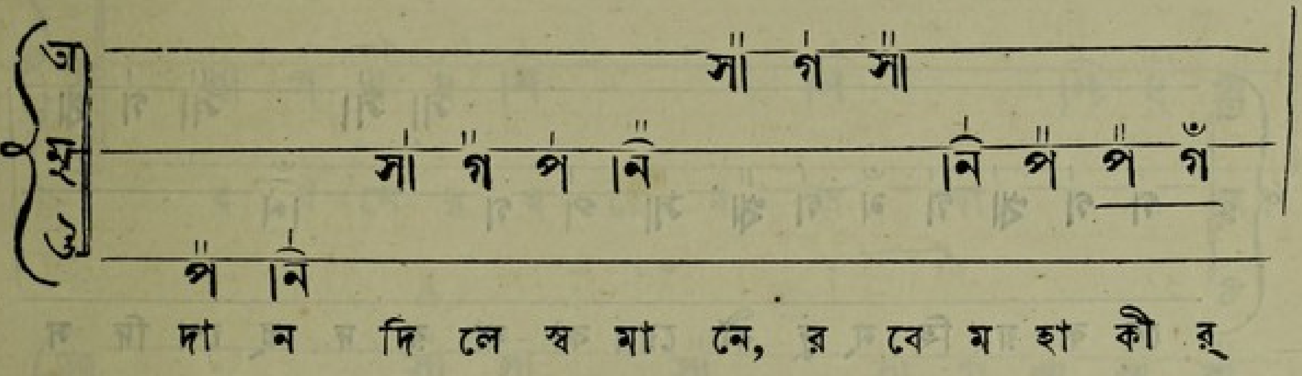

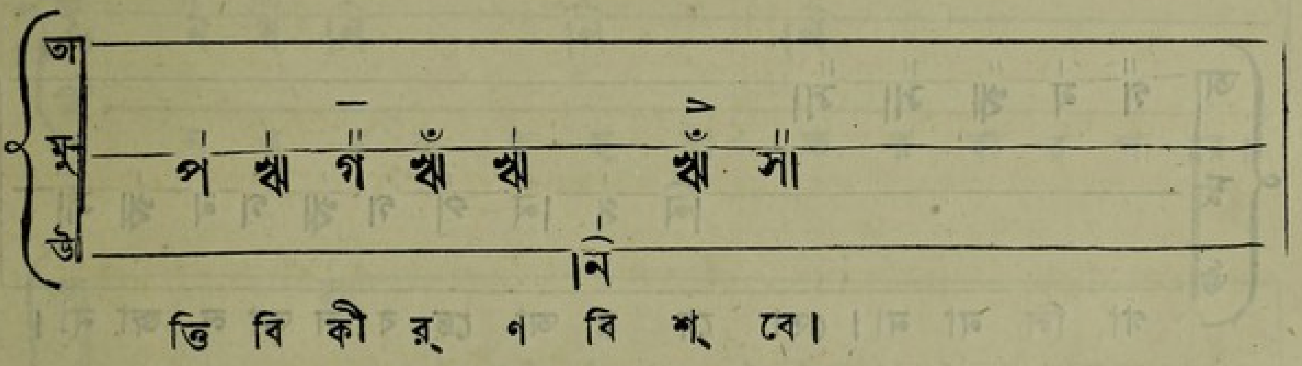

একাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ।

পাঠান ভাসে অতি কোপনীরে। অশ্লীল ভাষে কয় হিন্দুবীরে। কাহার দর্পে দিস গালি নানা। তোদের আছে বল ভাল জানা। রত্নাকরধৃত সমতালের সহিত ইহার তুল্যতা আছে।

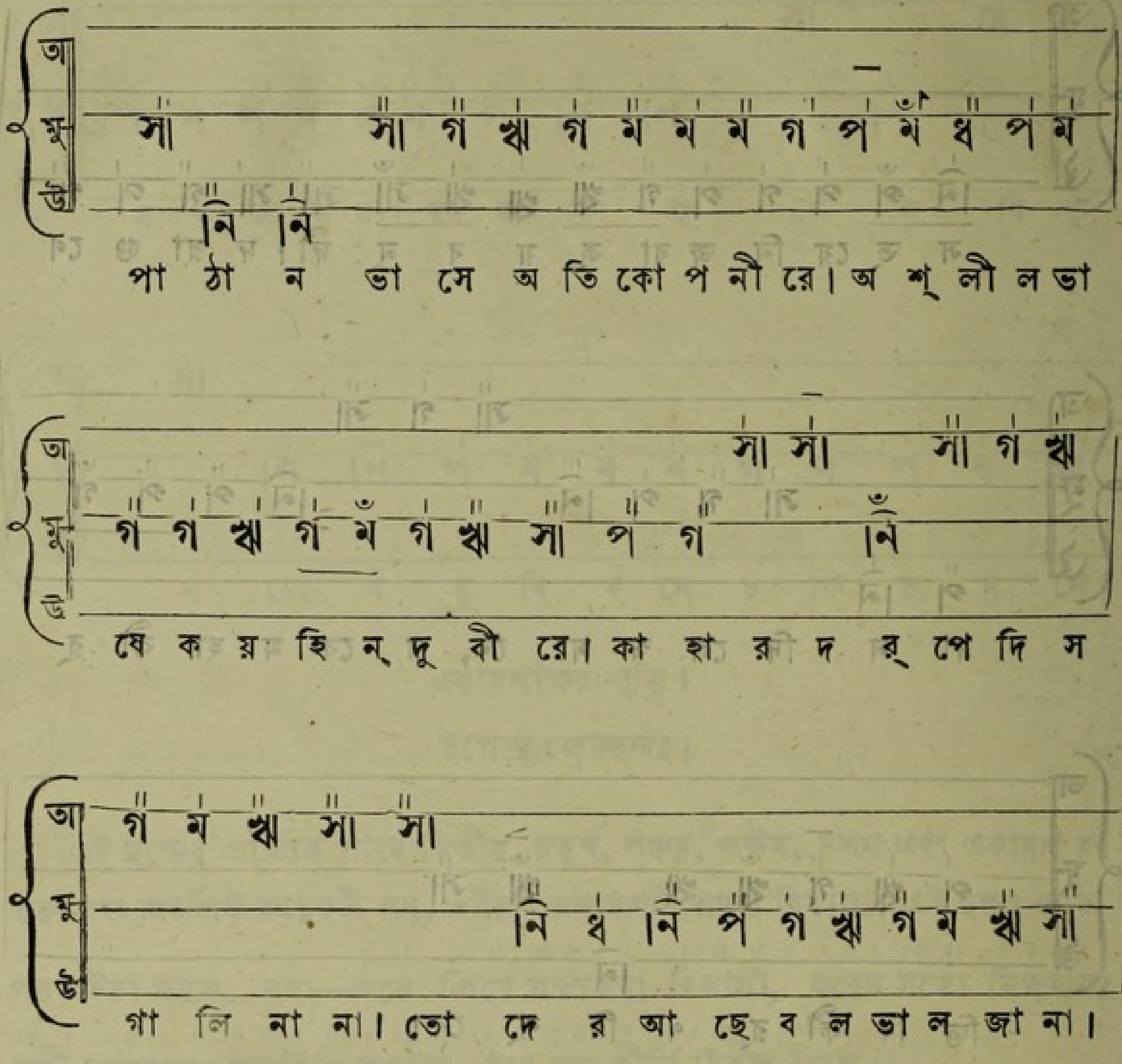

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি।

তোটকচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যথা—অতিরোষ মনে রজপূতসবে। যবনের হরে বল ঘোররবে। নররক্ত ছটা তরবার পরে। রবিরশ্মিভরে কতরাগ ধরে।

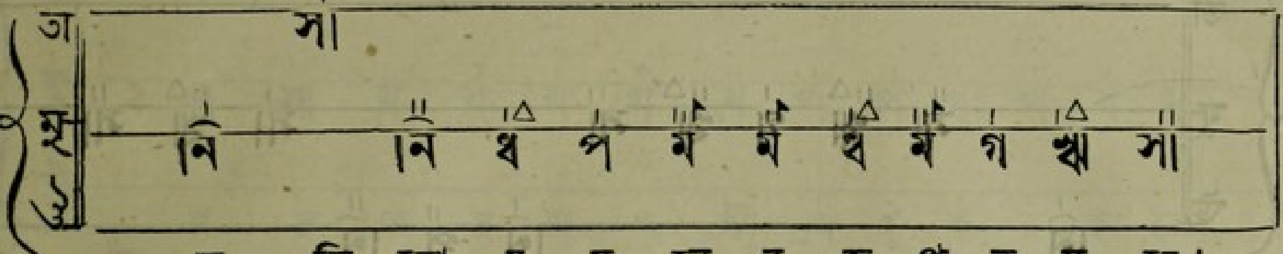

অ তি রো ষ ম নে র জ পু ত স বে।

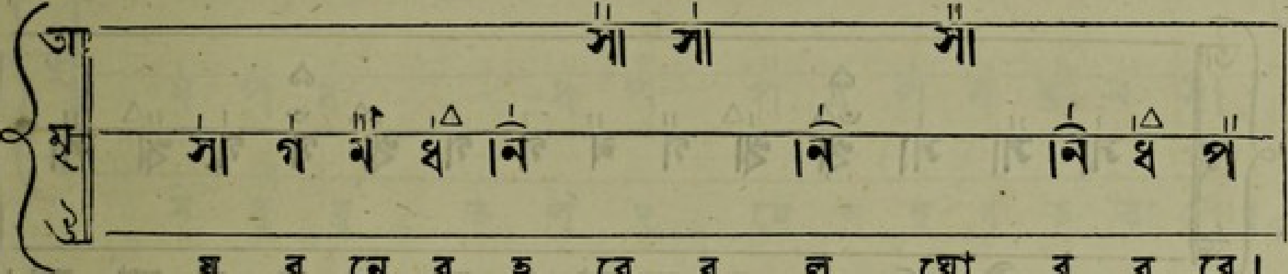

য ব নে র হ রে ব ল ঘো র র বে।

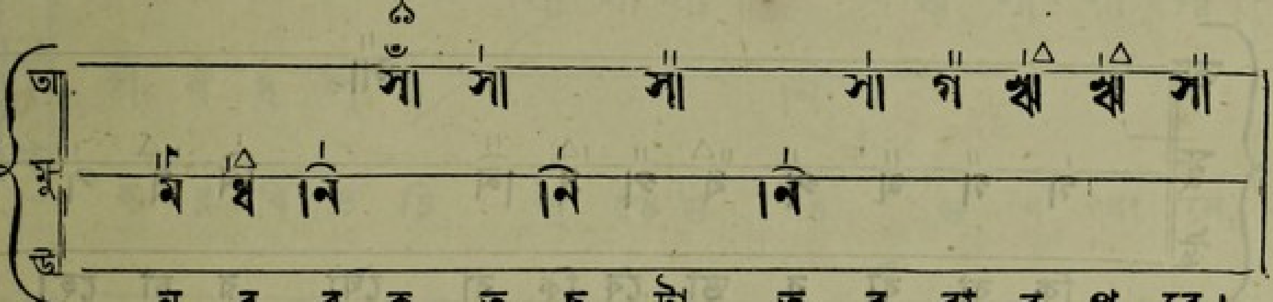

ন র র ক্ ত ছ টা ত র বা র প রে।

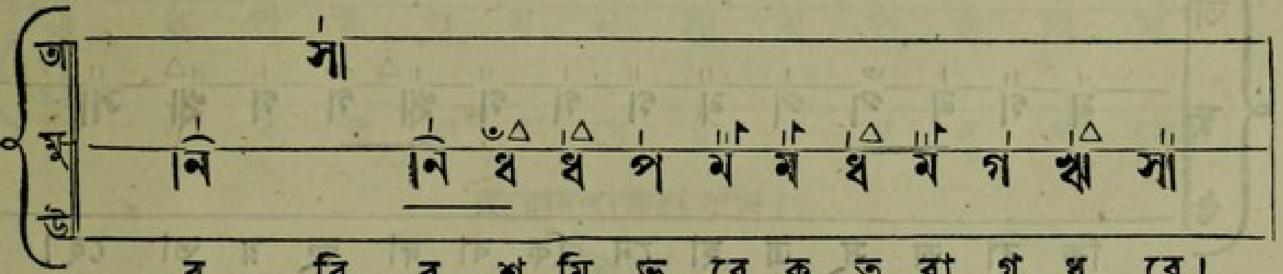

র বি র শ্ মি ভ রে ক ত রা গ ধ রে।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

ভুজঙ্গ প্রয়াতচ্ছন্দঃ।

রণে ভীমবেশে মজে ঘোররাগে। বলী হিন্দুসেনা বধে শত্রুভাগে। কিবা বীর ভাবে কিবা ঘোর চাহে। কিবা অস্ত্রহানে কিবা দাক্ষ্য তাহে।

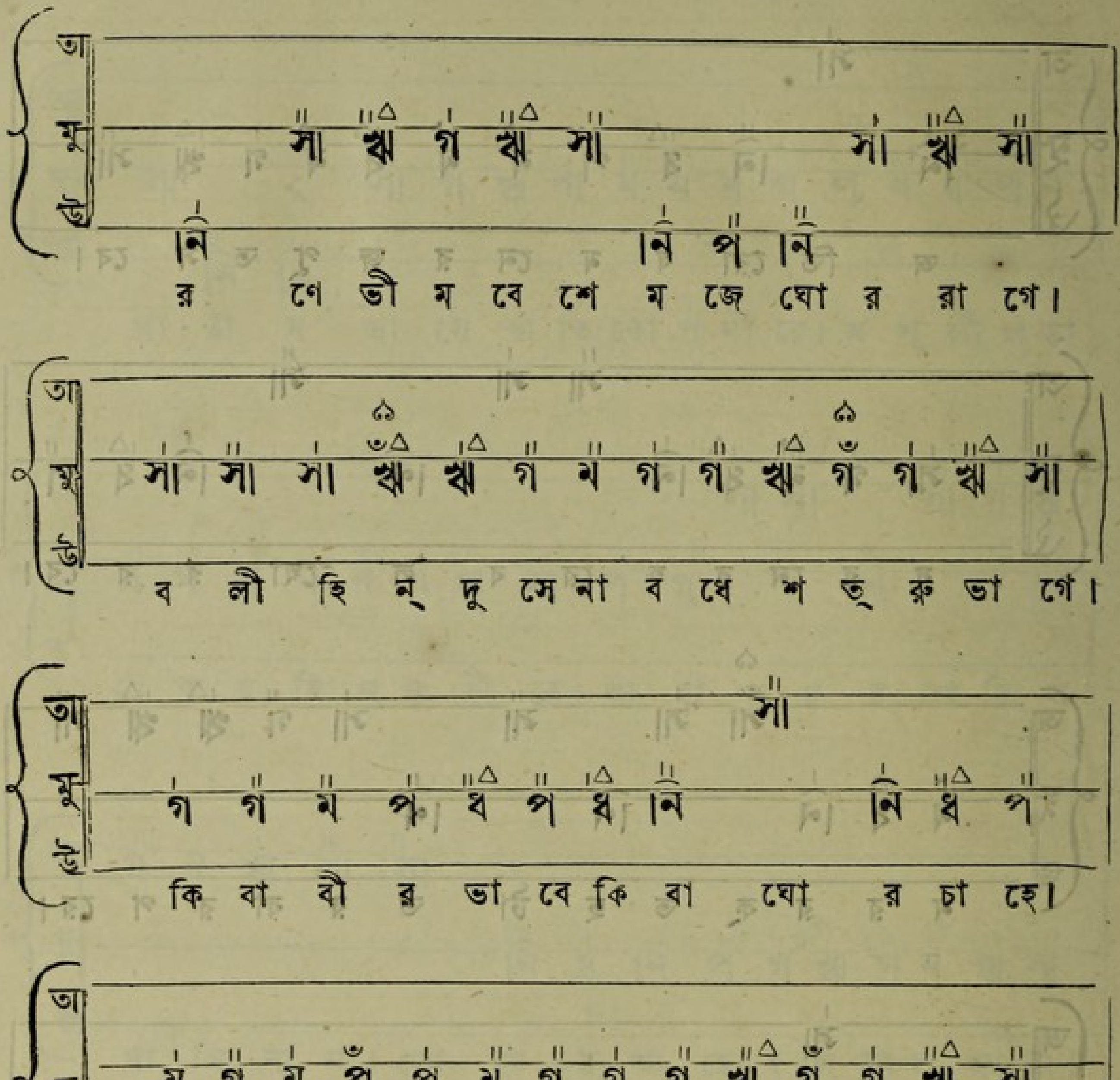

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

কুসুম বিচিত্রাচ্ছন্দঃ। ৬। ৬ যতি।

খরতর দংষ্ট্রী, মধুকর কালো, মধুযুত পদ্মে অনুগত ভালো। হরষিত চিত্তে গুণ গুণ গানে, সতত অবাধে রত মধুপানে।

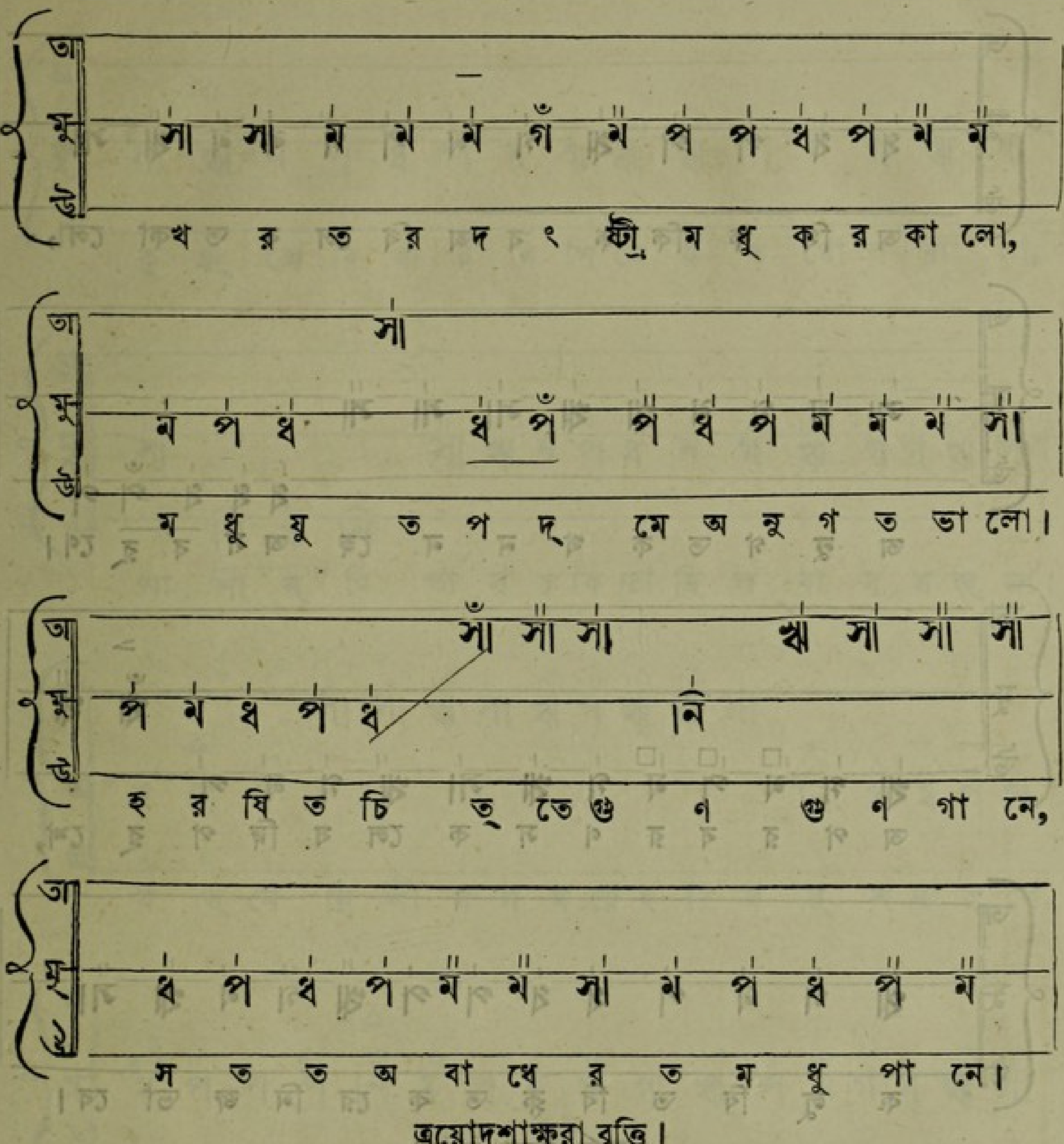

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডীচ্ছন্দঃ।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ত্রয়োদশটী বর্ণ। নবম, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘুরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—

অধিক কিকব অখিলে যতকালো, অনুগত কখন নহে অসবর্ণে। অপর বরণ সকলে যদি পর্শে, কলুষিত বিকৃত করে নিজ ভাবে।

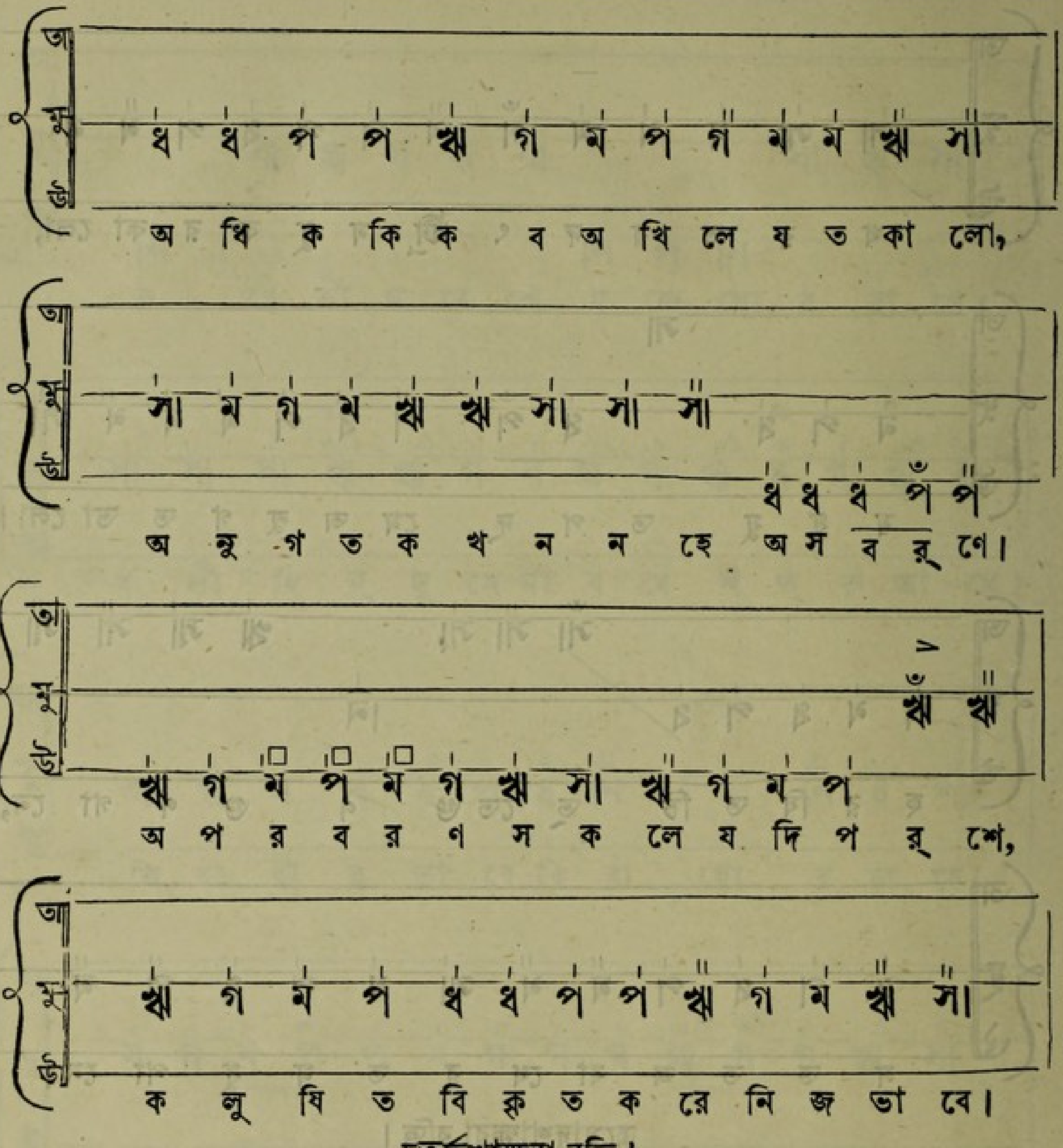

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি।

বসন্ততিলকচ্ছন্দঃ। ৮। ৬ যতি।

ইহার প্রত্যেক চরণ প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা—

কুঞ্জে বিহার বিপিনে যতগোপবালা, আশান্বিতা সচকিতা ছিলবাস সজ্জা। যত্নে নিশীথ সময়ে হরিদর্শনার্থে, জাগেস্সুদীর্ঘ রজনী বঁধুবাক্য লক্ষ্যে।

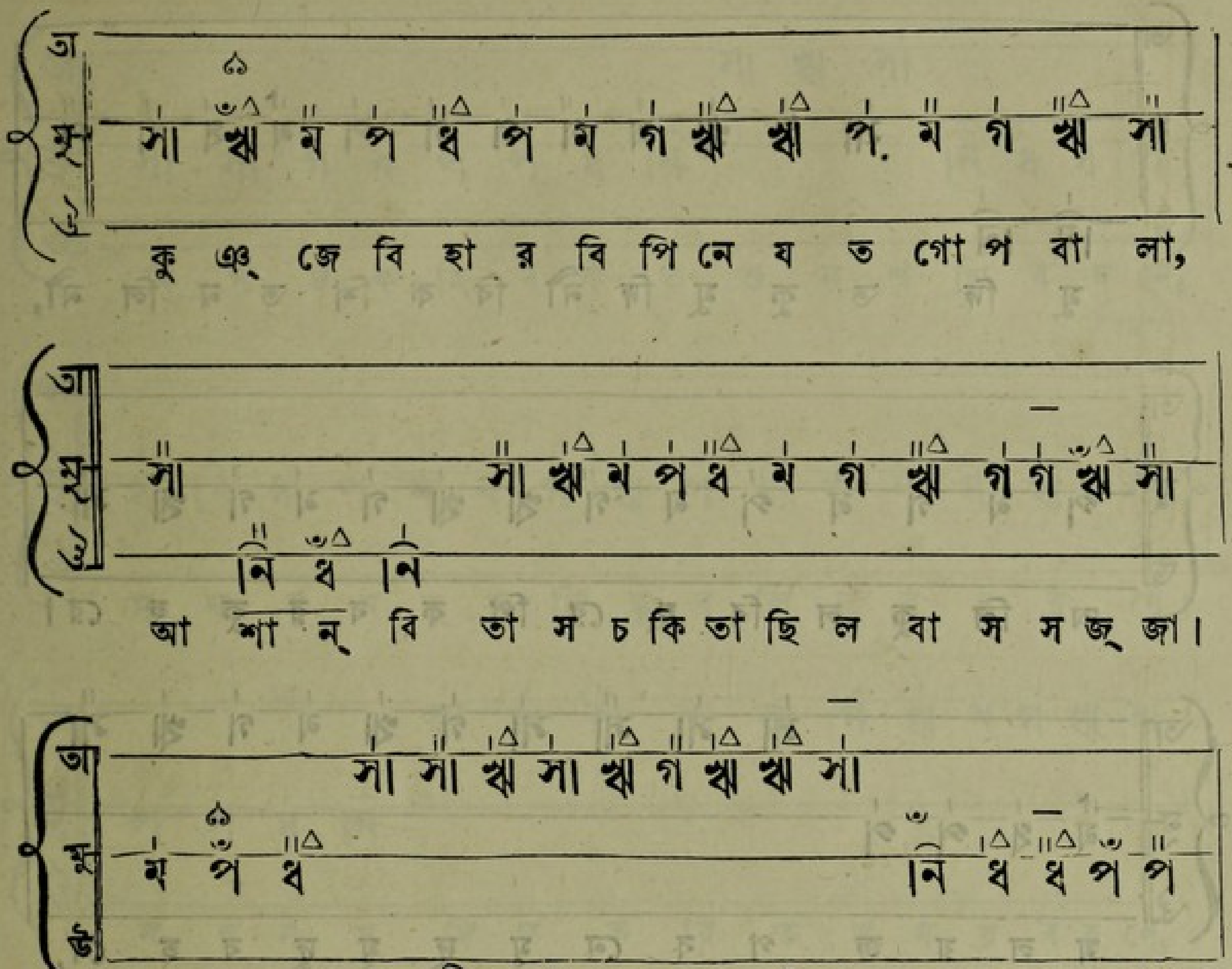

চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

প্রহরণ কলিকাচ্ছন্দঃ। ৭ যতি।

মুদিত কুমুদিনী বিকশিত নলিনী, অলিকুল বিহরে পিকবর কুহরে। মলয়জপবনে মৃদু মৃদু বহনে সুকুসুমসুরভি প্রচরিত বিপিনে।

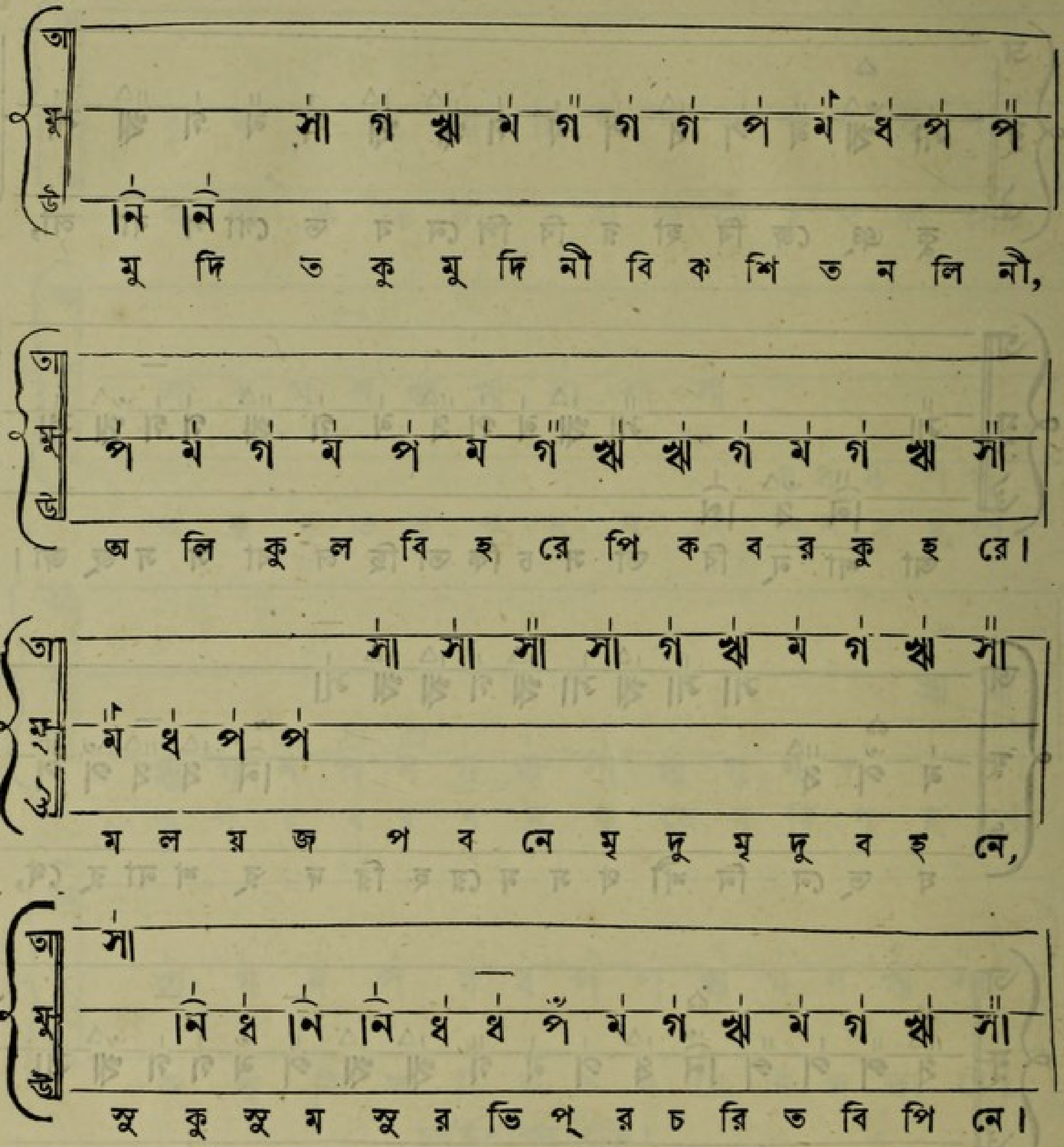

পঞ্চদশাক্ষরা-বৃত্তি।

শশিকলাচ্ছন্দঃ।

ইহার প্রত্যেক চরণে প্রথমাবধি চতুর্দ্দশটী বর্ণ লঘু এবং শেষে একটীমাত্র গুরু বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যথা—বিপদ কহিব কত শুন শশিবদনে, মম মন দুখ কিছু বলি তব চরণে। নয়ন মুদিত করি তমময়বরণে, কুবরণ দরশন তবু হয় নয়নে।

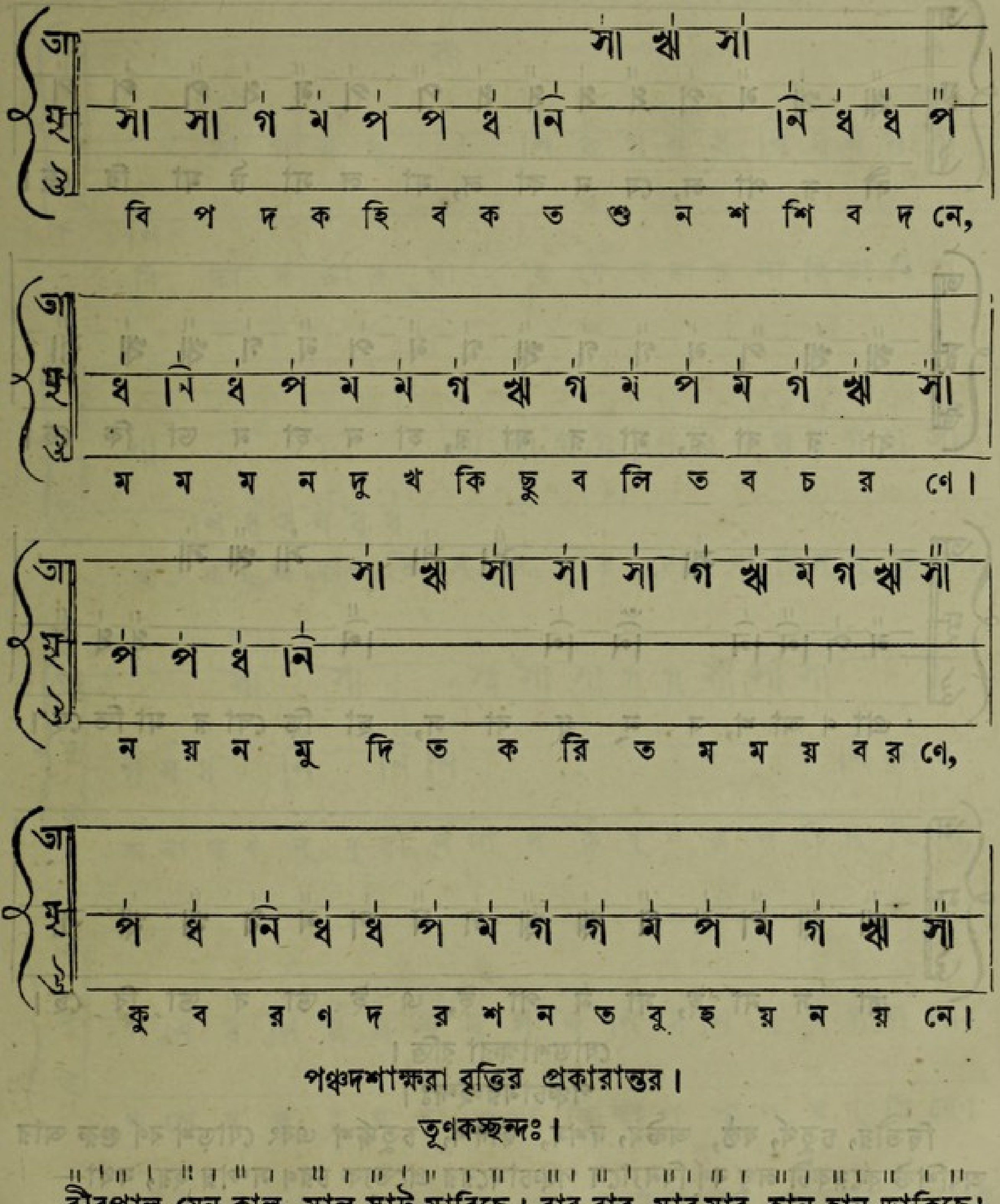

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

তূণকচ্ছন্দঃ।

বীরপাল, যেন কাল, মাল সাট মারিছে। বার বার, মার মার, হান হান ডাকিছে।
প্রাণ আশ, বন্ধু বাস, ছাড়ি ঘোর মাতিছে। ত্রাস নাই, মান পাই, এই ভাব ভাবিছে।

আ মু উ

ঋ ঋ ম প ধ ধ ধ ধ প প ম ধ প প প

বী র পা ল, যে ন কা ল, মা ল সা ট মা রি ছে।

আ মু উ

ঋ ঋ প ম গ গ ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ সা

বা র বা র, মা র মা র, হা ন হা ন ডা কি ছে।

আ মু উ

সা সা সা সা ঋ সা

ম প নি নি নি নি নি ধ ধ প

প্রা ণ আ শ, ব ন্ ধু বা স, ছা ড়ি ঘো র মা তি ছে।

আ মু উ

ঋ ঋ প ম গ ঋ ঋ গ ম প ম গ ঋ ঋ সা

ত্রা স না ই, মা ন পা ই, এ ই ভা ব ভা বি ছে।

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

পঞ্চচামরচ্ছন্দঃ।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ এবং ষোড়শ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু বর্ণ বিন্যাসে পঞ্চচামরের প্রত্যেক চরণ সম্পন্ন হয়, যথা—

বিভাব ভাব মাধবে কদাচ নাহি ভাবিবা, স্বকর্ম্ম দোষ ভিন্ন তার দোষ নাহি সম্ভবে।

অনাথবন্ধু দীননাথ কৃষ্ণরূপ চিন্তিলে, অশেষ দুঃখ যাতনা ত্রিতাপ পাপ খণ্ডিবে।

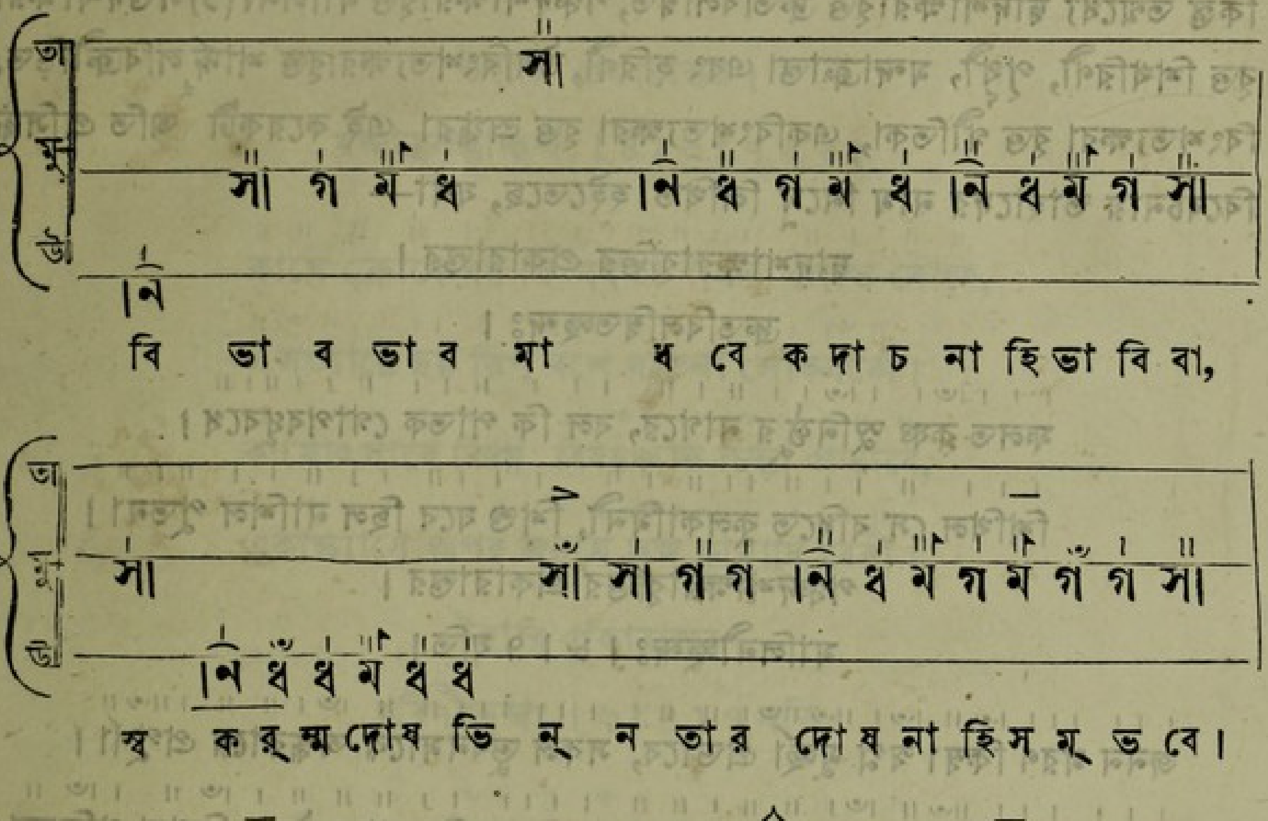

কথিত নিয়মে বর্ণসংখ্যা এবং লঘু গুরু ভেদে ত্রিংশৎ অক্ষরাবৃত্ত পর্য্যন্ত অথবা তদতিরিক্ত অক্ষর বিন্যাসে ছন্দের নিয়ম সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল না,

কিন্তু তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষরাবৃত্ত দ্রুতবিলম্বিত, পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্ত মালিনী (১) সপ্তদশাক্ষরাবৃত্ত শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা এবং হরিণী, ঊনবিংশত্যক্ষরাবৃত্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বিংশত্যক্ষরা বৃত্ত গীতিকা, একবিংশত্যক্ষরা বৃত্ত স্রগ্ধরা এই কয়েকটী অতি প্রসিদ্ধ বিবেচনায় তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথা—

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

দ্রুতবিলম্বিতচ্ছন্দঃ।

ফলত কৃষ্ণ সুনিষ্ঠুর নাগরে, বল কি পাতক গোপবধূবধে।
শিথিল সে বধিতে কুলকামিনী, শিশু যবে ছিল নাশিল পূতনা।

পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

মালিনীচ্ছন্দঃ। ৮। ৭ যতি।

জনন মরণ কিম্বা স্বপ্ন মূর্চ্ছা প্রভাবে, সকল ভুবনমাঝে অন্ধকারে প্রপূর্ণা।
বিফল করিনু চেষ্টা কৃষ্ণ না দেখিবারে, অবিচল নিরুপায়ে হৈল মিথ্যা প্রতিজ্ঞা।

সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি।

শিখরিণীচ্ছন্দঃ। ৬। ১১ যতি।

ধনে মানে জ্ঞানে বিষয় অভিমানে কত জনা, করে ধর্ম্মে হিংসা তদনুগত লোকে অগমতা।
দ্বিজে দেবে সেবা ভজনরত যেবা বিধিমতে, কহে তারে ভণ্ড দ্বিমনধর সাহঙ্কৃত মনে।

উহারি প্রকারান্তর।

পৃথ্বীচ্ছন্দঃ। ৮। ৯ যতি।

কলত্র সুত সোদরে পরিজনে অবিদ্যা বশে,
করে মনুজ সাদরে ভরণ পোষণে কামনা।
তথা বিষয় চিন্তনে ধন উপার্জনে কল্পনা,
বৃথা সময় সংহরে অপর বঞ্চনা মানসে।

(১) পূর্ব্বে এই দুইটী ছন্দঃ দেওয়া হয় নাই অতি প্রসিদ্ধ বিবেচনায় এই স্থানে প্রকটিত হইল।

উহারি প্রকারান্তর।

মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দঃ। ৪। ৬। ৭ যতি।

কামে ক্রোধে মদ কি মমতা বাসনা লোভ মোহে,
এ সংসারে ছয় রিপু বশে যাতনা লোকসর্ব্বে।
কামোৎসাহে বিষম বিষয়ধ্যান চিন্তা প্রভাবে,
একাভ্যাসে অপর জনমে সঙ্গ কামাদি বৈরী।

উহারি প্রকারান্তর।

হরিণীচ্ছন্দঃ। ৬। ৪। ৭ যতি।

ত্রিভুবন পরিত্রাতা কৃষ্ণে দয়া পরিপূরিতা,
স্বভজক জনে উদ্ধারার্থে সদা শিব বাসনা।
নিরবধি বৃথা শোক ক্লেশে নিবারণ কারণে,
ধনজন হরে সে ভক্তে ধর্ম্মবর্দ্ধন মানসে।

ঊনবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

শার্দ্দূল বিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ। ১২। ৭ যতি।

আশ্চর্য্যা করুণা দয়া অনুগতা ভাবে রহে মাধবে,
আপ্তানিষ্ট সহে সদা ভজক নিস্তারে মনে বাসনা।
সংসারে স্বকরে সবংশ দলনে যারে বধে সঙ্গরে,
পশ্চাতে নিজ বাস রম্য ভবনে তারে করে স্থাপনা।

বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

গীতিকাচ্ছন্দঃ।

যদি চিত্ত পঙ্কজ কেসরে মকরন্দ ভক্তি সদা রহে,
হয় মুগ্ধ সে রসভুঞ্জিতে হরি ভৃঙ্গআকৃতি ধারণে।
কভু না করে গতি বিভ্রমে হরি ভক্তি বর্জ্জিত মানসে,
শুভদৃশ্য চম্পক যাদৃশী অলিসঙ্গমে রস বঞ্চিতা।

একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ। ৭।৭।৭ যতি।

ধর্ম্মদেষ্টা বিনাশে কলুষিত ভুবনে ধর্ম্ম সংস্থান জন্যে,
পাষাণে সেতুবন্ধে হইল বিরচনা রাবণে নাশিবারে।
শক্রক্রোধে অকালে প্রলয় সমঘটে বৃষ্টি বজ্রাভিঘাতে,
শৈলে গোবর্দ্ধনে রক্ষিল অতিবিপদে গোপ গোপী সমস্তে।

এতদ্ব্যতীত ছন্দোগ্রন্থকর্ত্তারা অক্ষর এবং মাত্রার বিন্যাসানুসারে অনেকানেক দীর্ঘছন্দঃ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সেই সকল দীর্ঘচ্ছন্দঃ আমাদিগের সঙ্গীতমতে বড় অধিক ব্যবহার হয় না। ছন্দোগ্রন্থে এমন অনেক ছন্দঃ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণ এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের সর্ব্বতোভাবে মিল হইয়া থাকে, সেরূপ ছন্দো বিশেষের নাম অর্দ্ধ সমবৃত্ত কহে, যেসকল ছন্দে লঘু গুরু এবং বর্ণসংখ্যা প্রত্যেক চরণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত থাকে তাহার নাম বিষম বৃত্ত ইত্যাদির ও ব্যবহার সঙ্গীতে অতীব বিরল। পরন্ত আর্য্যা, গীতি, উপগীতি প্রভৃতি চিরন্তন প্রচলিত ও মহাত্মা জয়দেব দেব কল্পিত মাত্রাবৃত্ত গুলি সঙ্গীতে কথঞ্চিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত স্বরানুগত ছন্দগুলি স্বরনিবন্ধনীর সহিত কি নিয়মে যোজিত হইয়া বাদ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইবে তদুদাহরণ প্রদর্শন জন্য চারিটী ছন্দঃ নিম্নলিখিত গতে যোজনা করিয়া বাদন কৌশল দেখান যাইতেছে যথা—

৫১

মিশ্রবেহাগ। সম্পূর্ণ।

দ্রুতত্রিতালী।

আস্থায়ী।

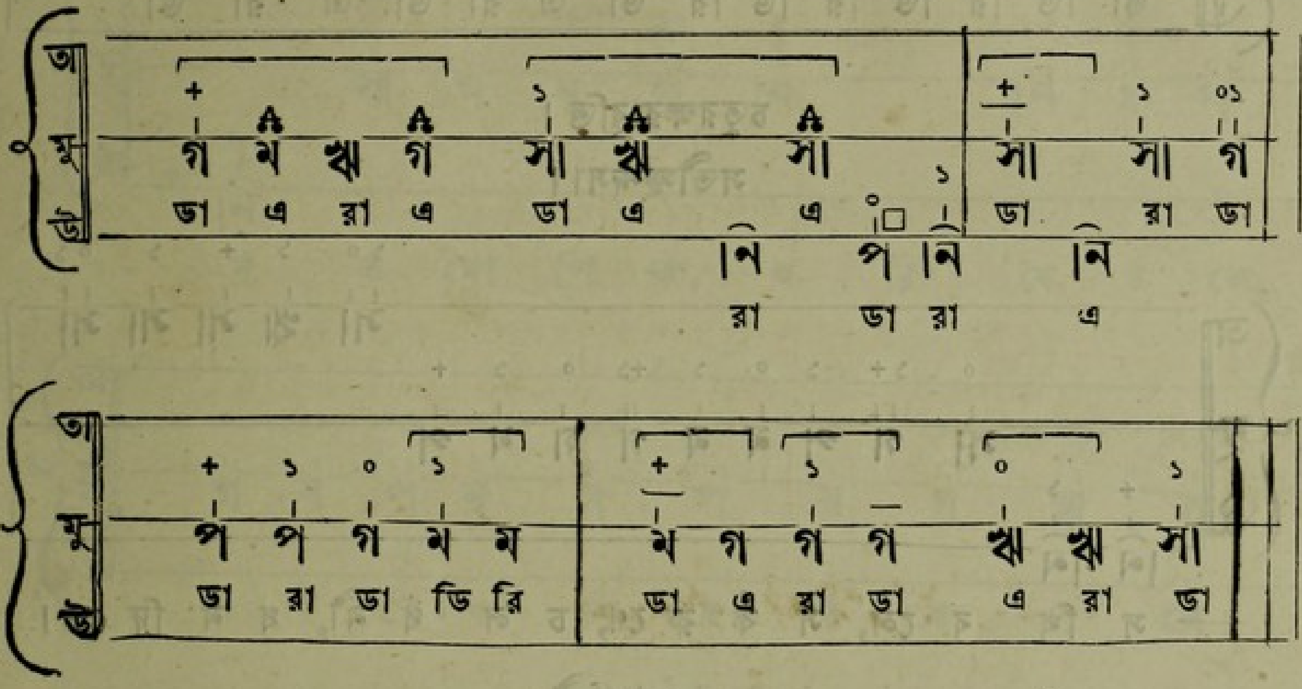

অন্তরা।

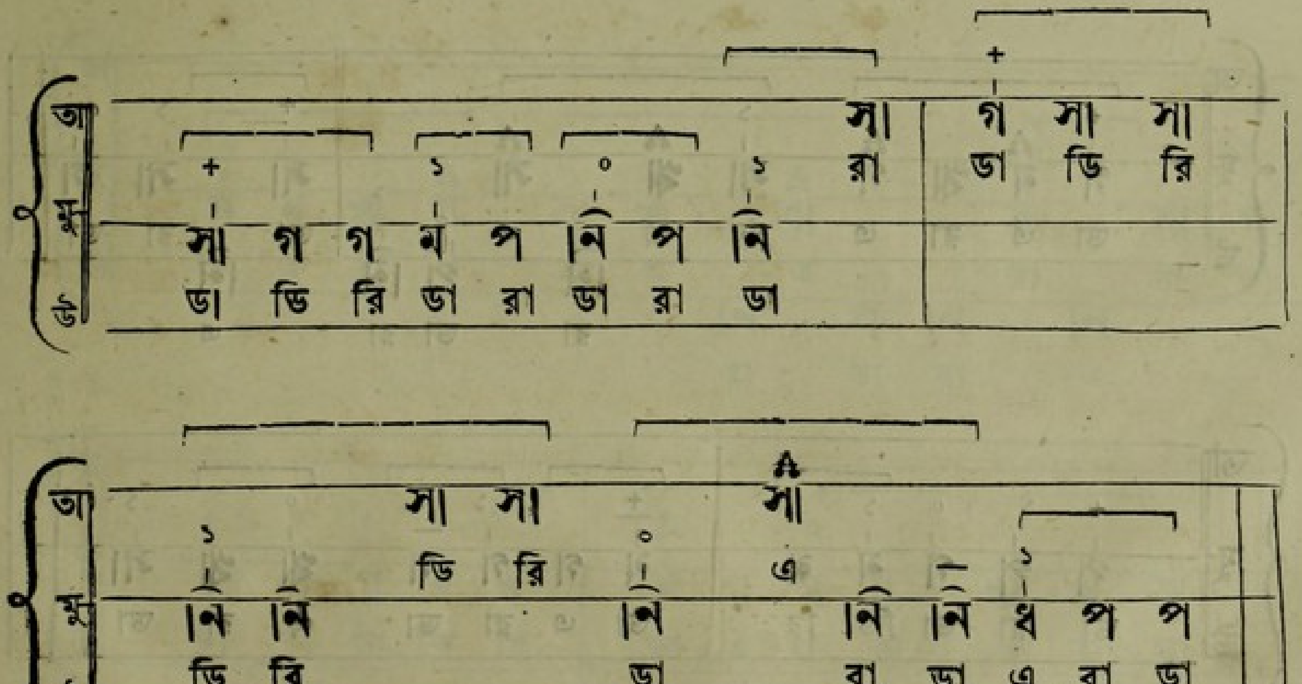

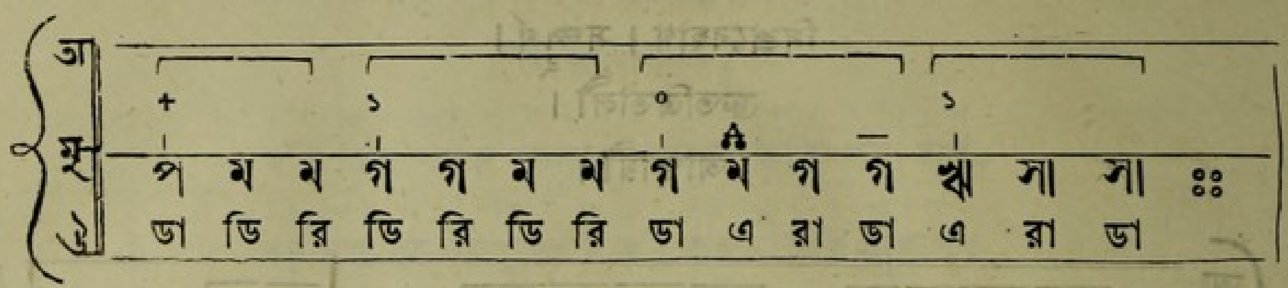

চতুরক্ষরাবৃত্তি।

সতীচ্ছন্দসা।

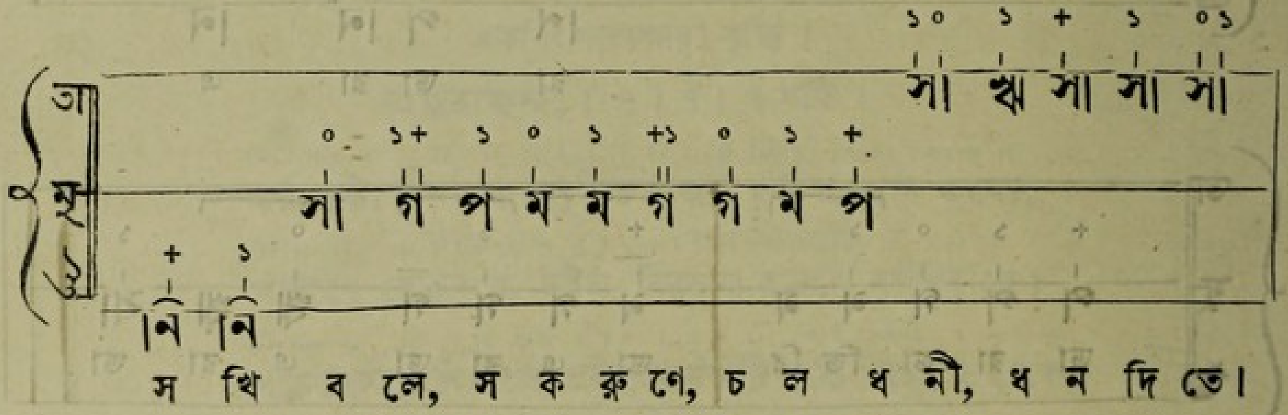

পুনরাস্থায়ী।

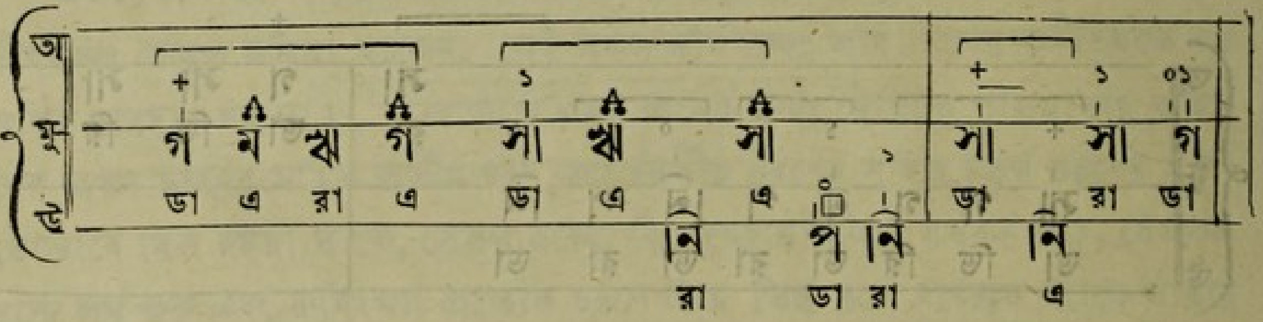

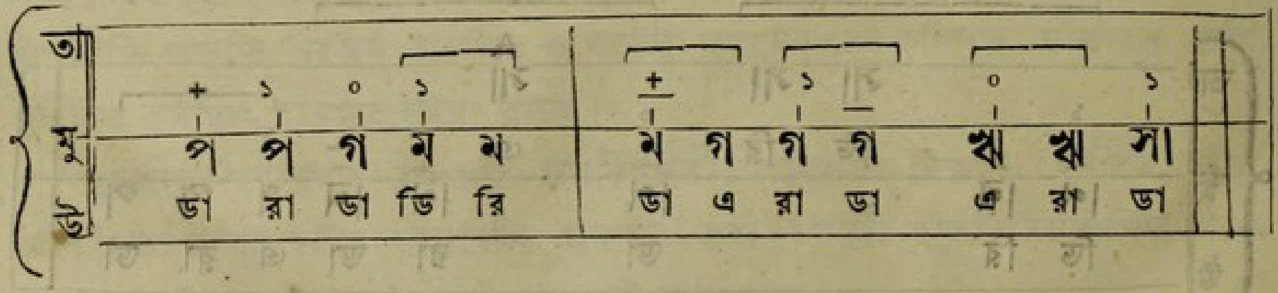

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি।

প্রিয়াচ্ছন্দসা।

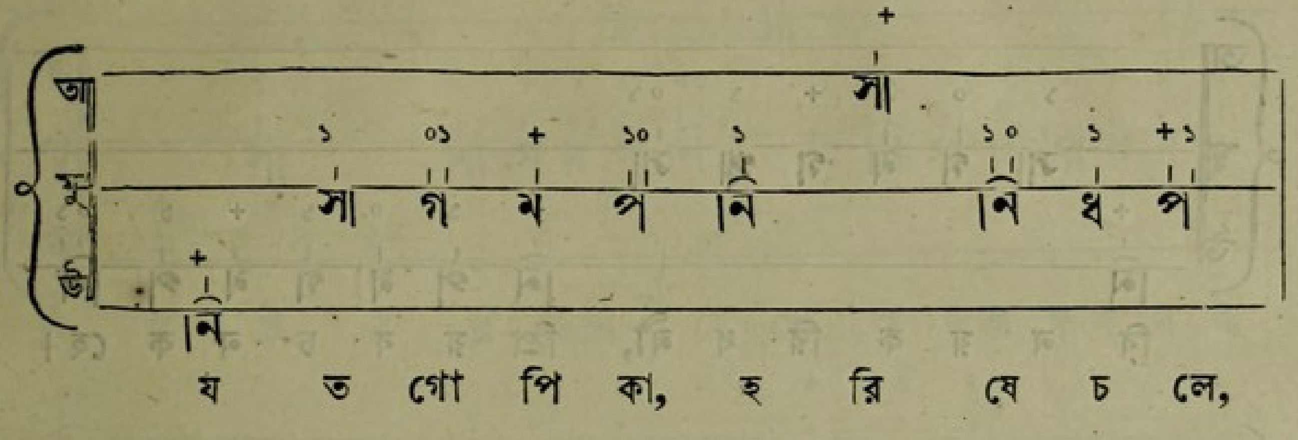

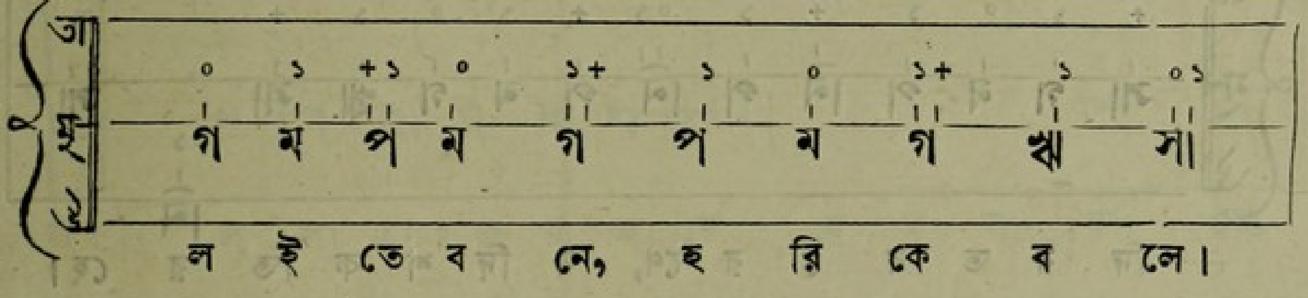

পুনরাস্থায়ী।

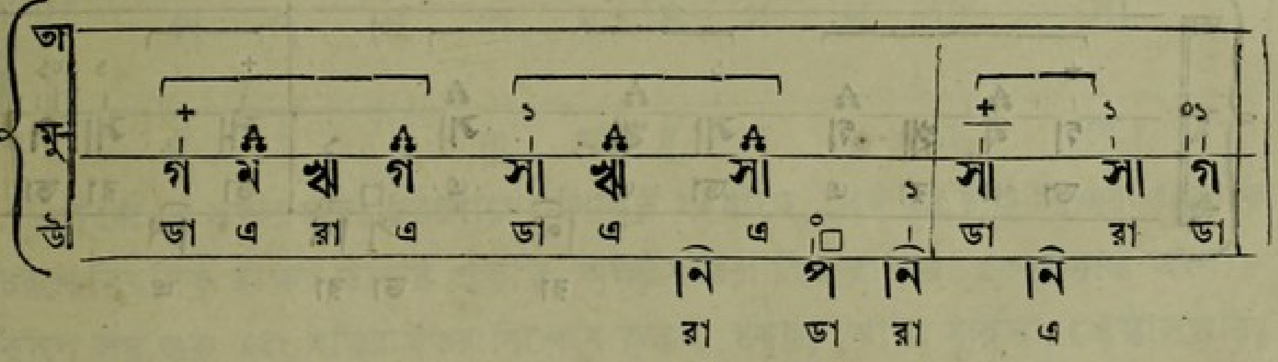

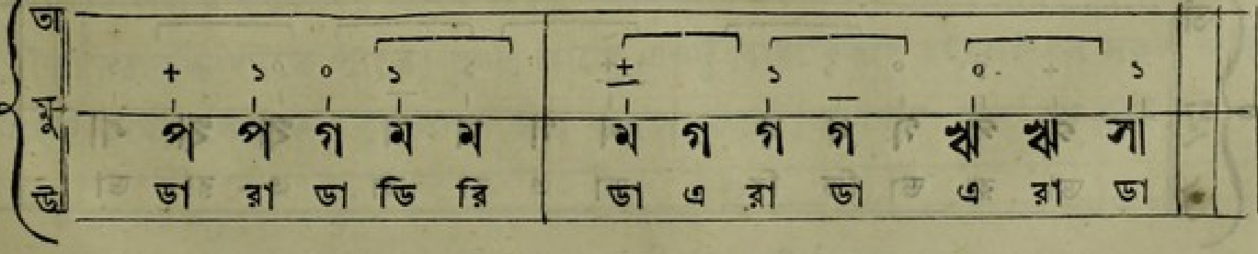

সপ্তক্ষরাবৃত্তি।

মধুমতীচ্ছন্দসা।

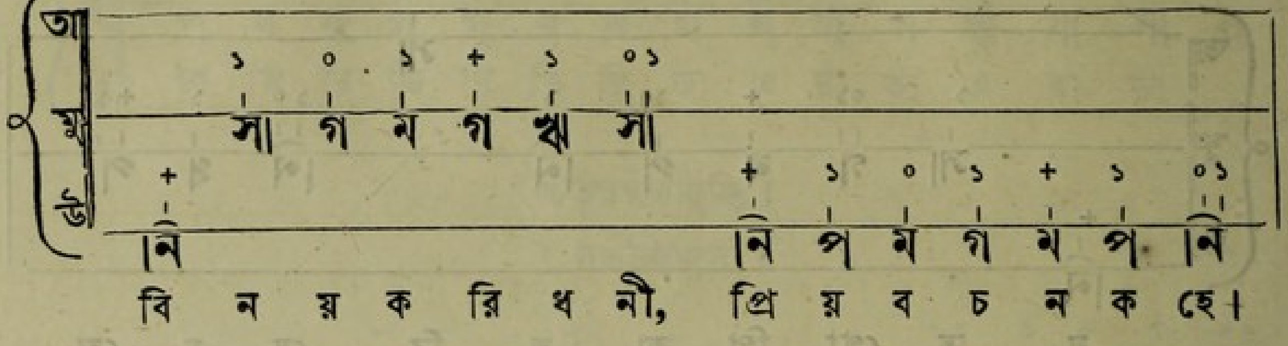

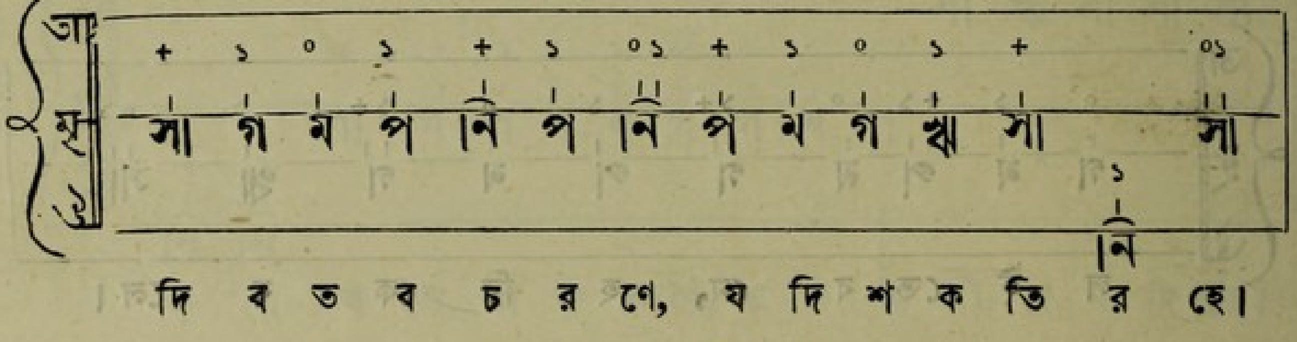

পুনরাস্থায়ী।

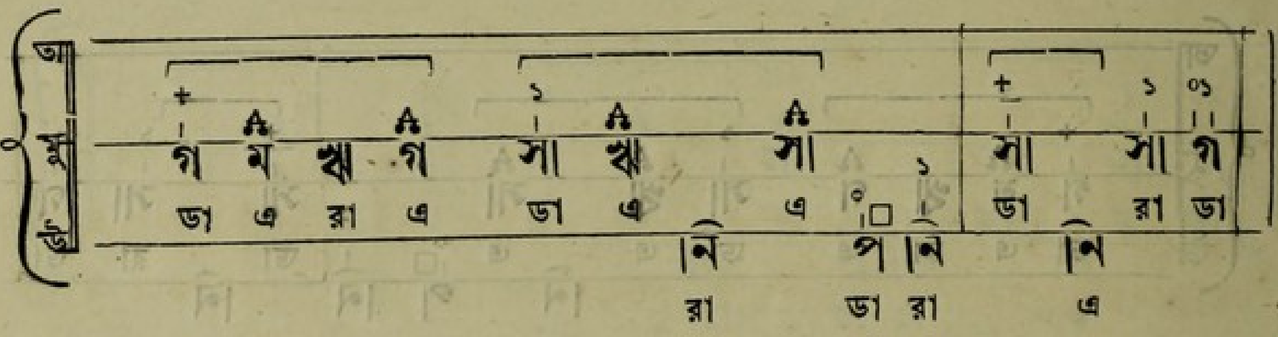

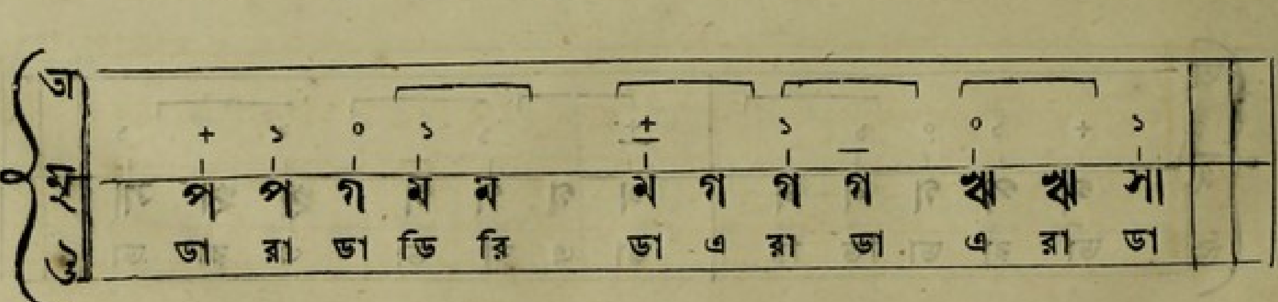

নবাক্ষরাবৃত্তি ।

বৃহতীচ্ছন্দসা ।

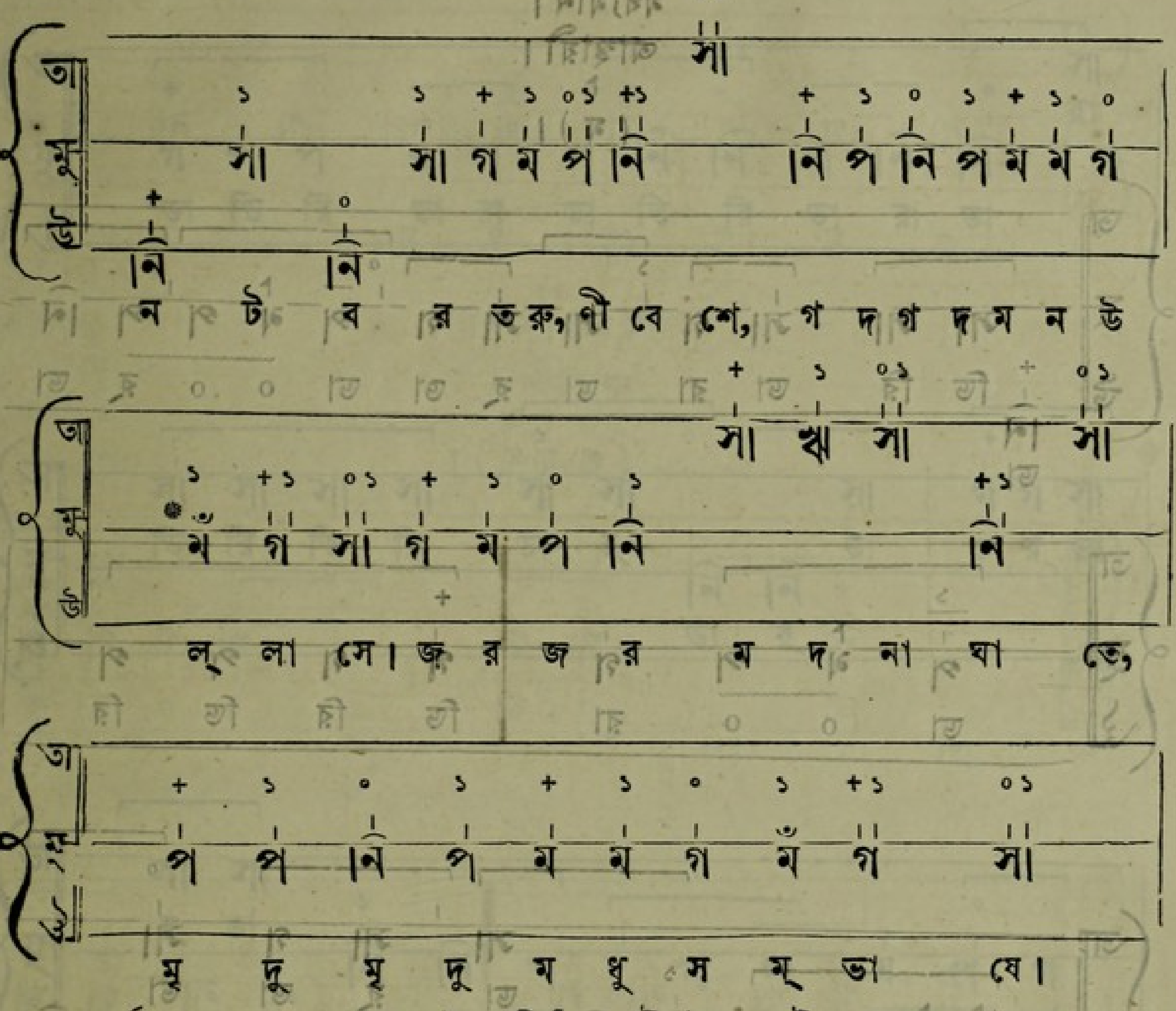

পূর্ব্বে যে সকল ছন্দঃ স্বরযোগে লিখিত হইয়াছে, সেই প্রত্যেক ছন্দের প্রত্যেক চরণে নিয়মিত দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষর প্রভৃতি অক্ষরসংখ্যা স্থির রাখিয়া কেবলমাত্র সংখ্যানুরূপ লঘু গুরু এবং যতির ইতর বিশেষে কৃন্তন, গমক, আশ, মূর্চ্ছনা, শ্রেষ্ঠালঙ্কার, সংযোগালঙ্কার ইত্যাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া বহুবিধ ছন্দঃ প্রতিপন্নে আলাপ, গত, গীতাদির বৃদ্ধি হইতে পারে। ছন্দঃ শাস্ত্রে একটু বোধাধিকার হইলেই সে সকল অতি সহজ কার্য্য, সেই জন্য সে সকল আর বাহুল্য রূপে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

* তালের অনুরোধে কখন কখন অর্দ্ধ মাত্রার স্থানে এক মাত্রা এবং এক মাত্রার স্থানে অর্দ্ধ মাত্রা কাল ছন্দঃ ঠিক রাখিয়া বাদকের বিবেচনাধীন স্থানে স্থানে গৃহীত হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট।

৫২

মালশ্রী (১)। ওড়ব *।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।

(ম)।

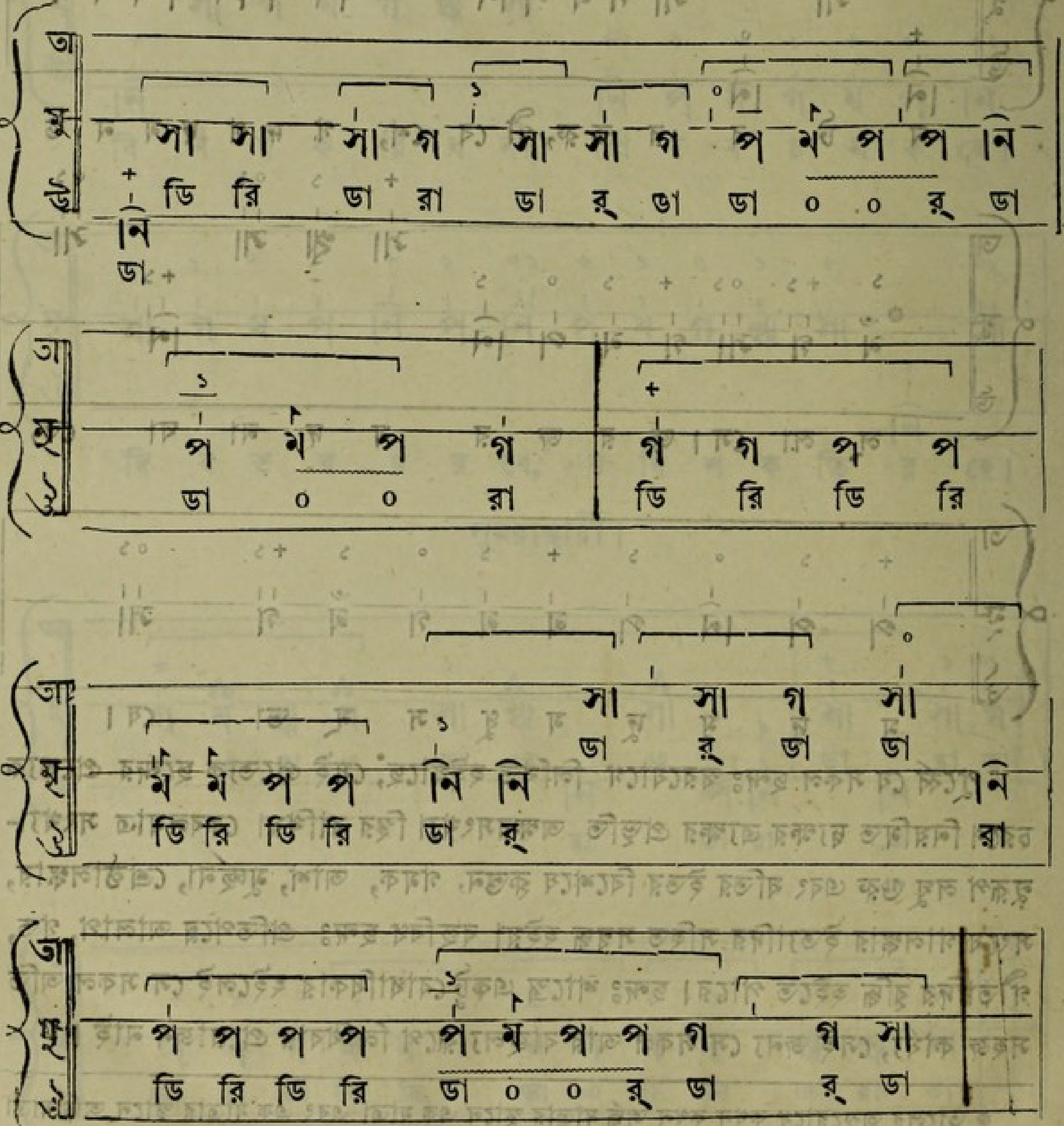

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার ঋষভ এবং ধৈবত বিবাদী।

। অন্তরা ।

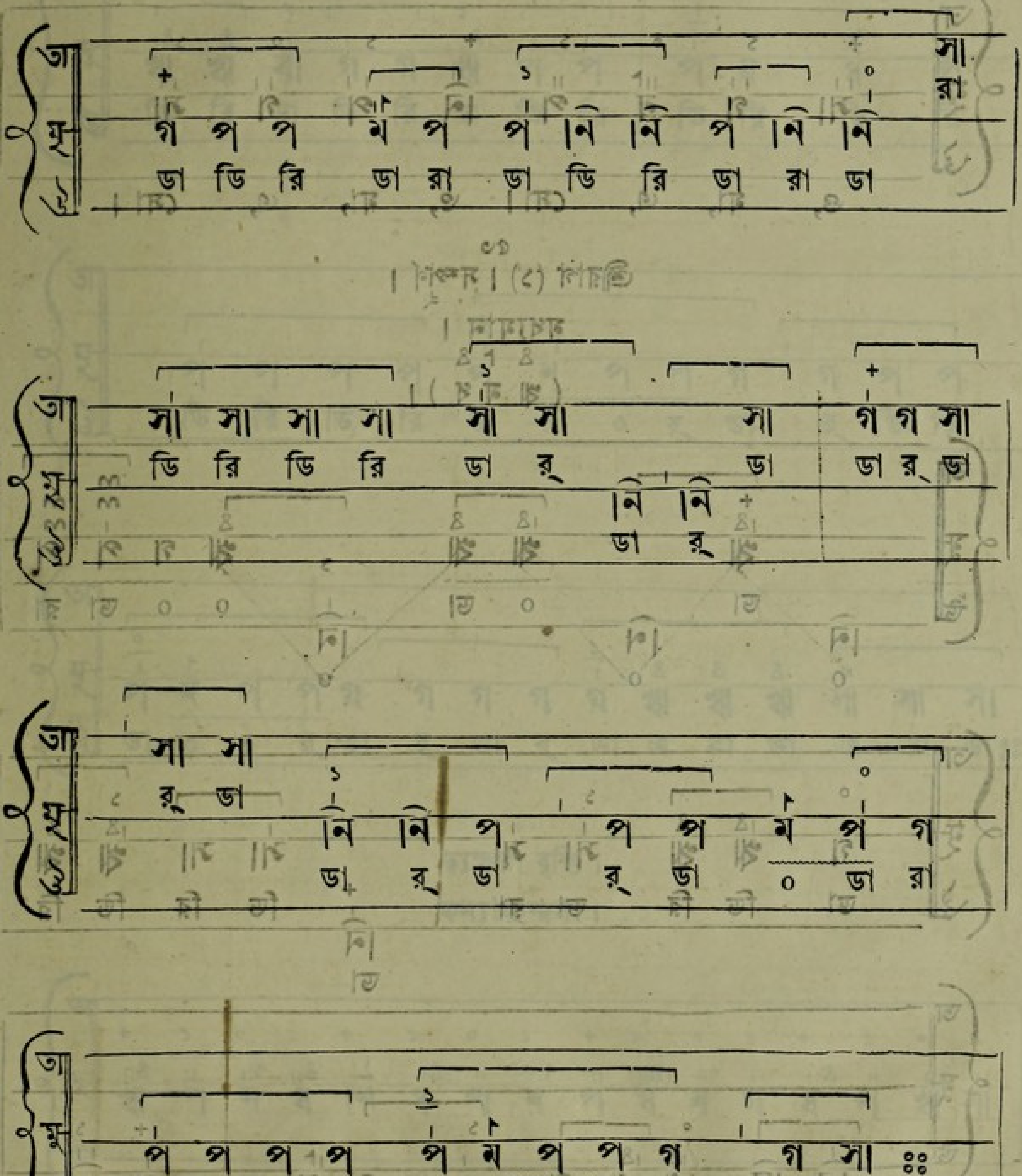
সা
রা
গ প প র্ম প প নি নি প নি নি
ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা
সা সা সা সা সা সা সা গ গ সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা ডা র্ ডা
নি নি
ডা র্
সা সা
র্ ডা
নি নি প প প র্ম প গ
ডা র্ ডা র্ ডা ০ ডা রা
প প প প প র্ম প প গ গ সা ঃঃ
ডি রি ডি রি ডা ০ ০ র্ ডা র্ ডা

একাক্ষরা বৃত্তি।

শ্রীচ্ছন্দসা।

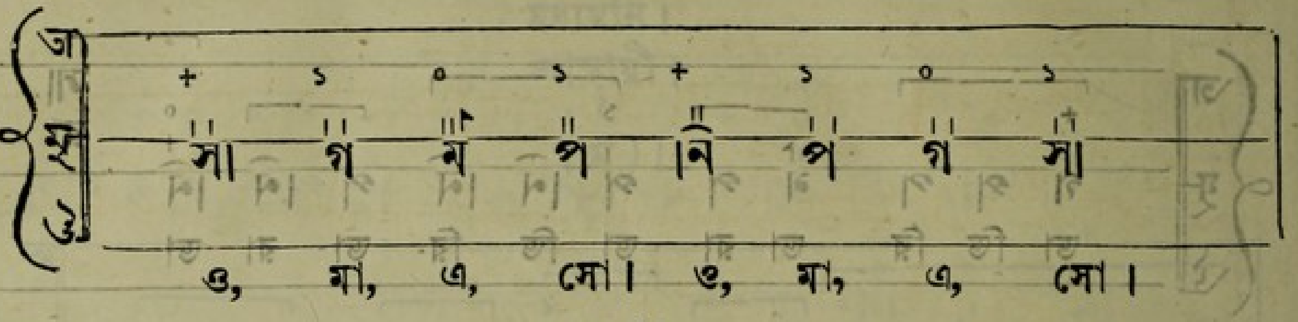

৫৩

শ্রীরাগ (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

৪ ৮ ৪
(ঋ ম ধ)।

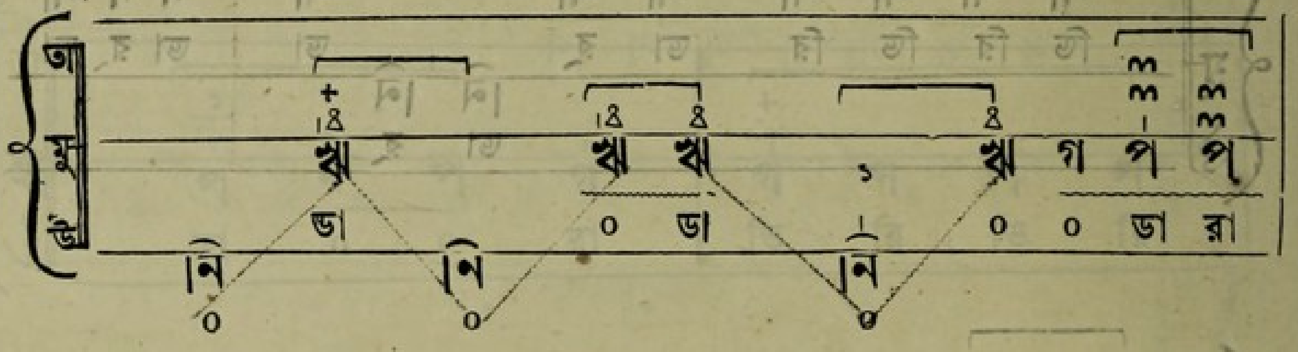

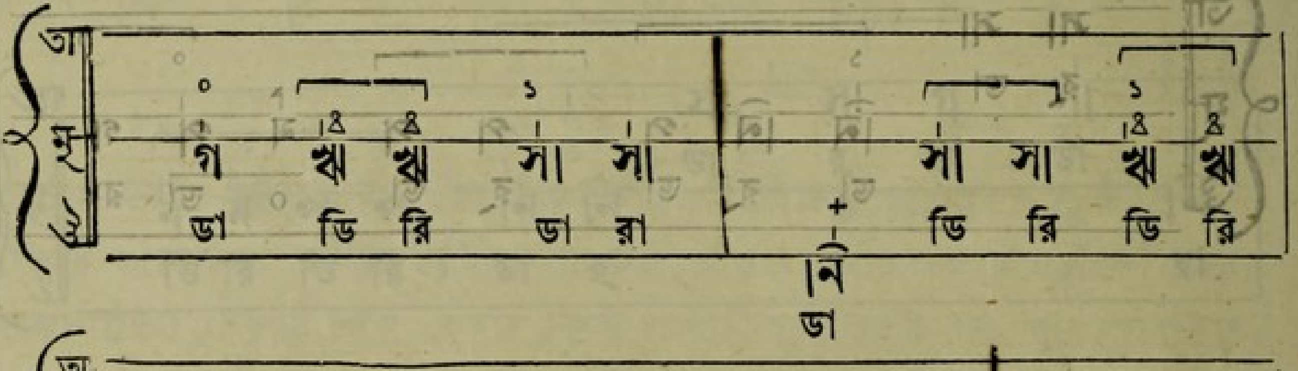

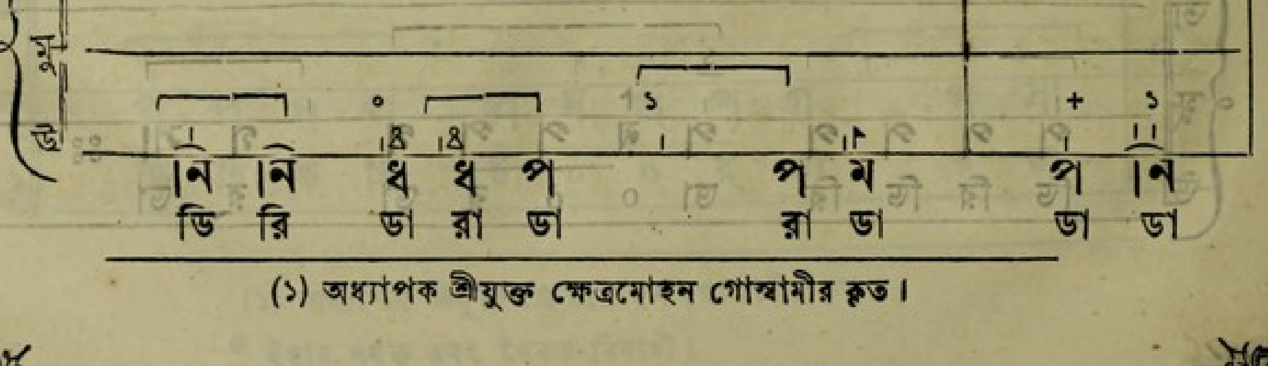

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

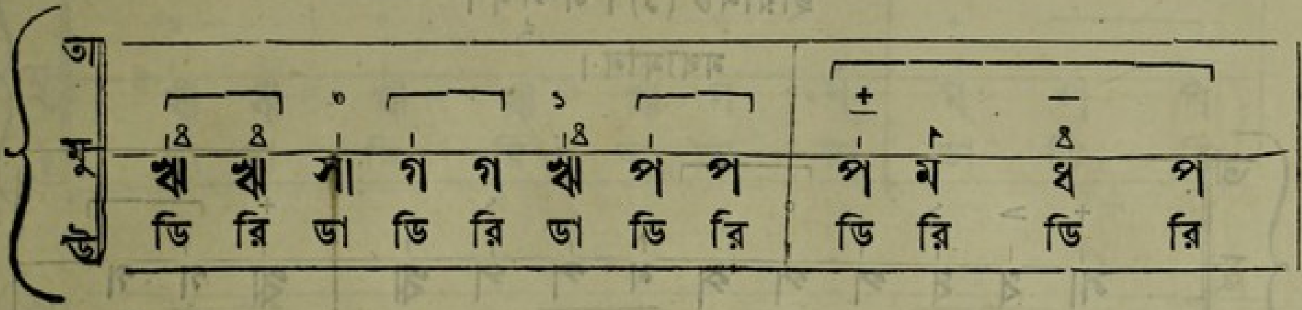

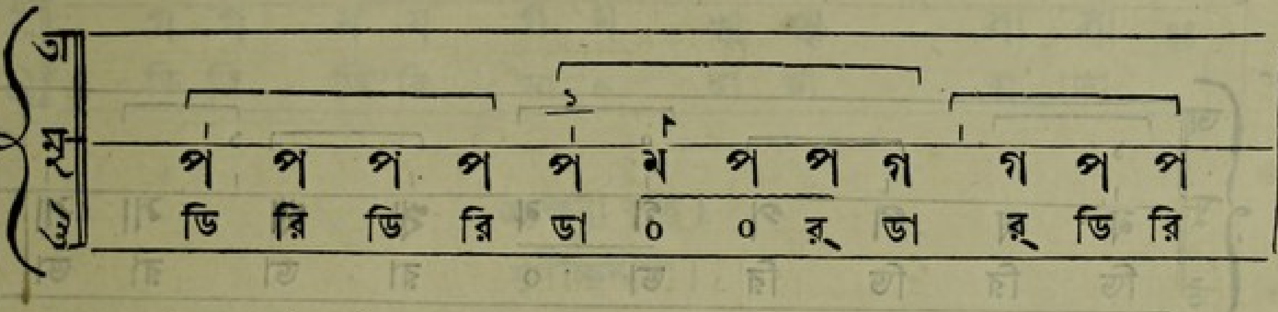

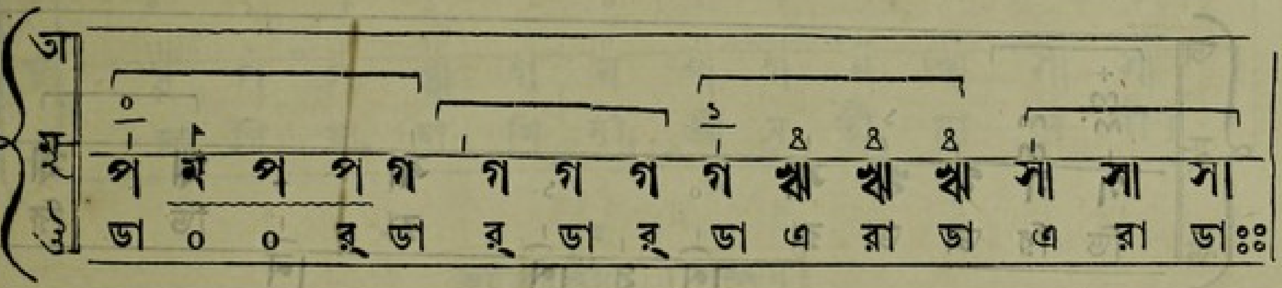

দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি।

কন্যাচ্ছন্দসা।

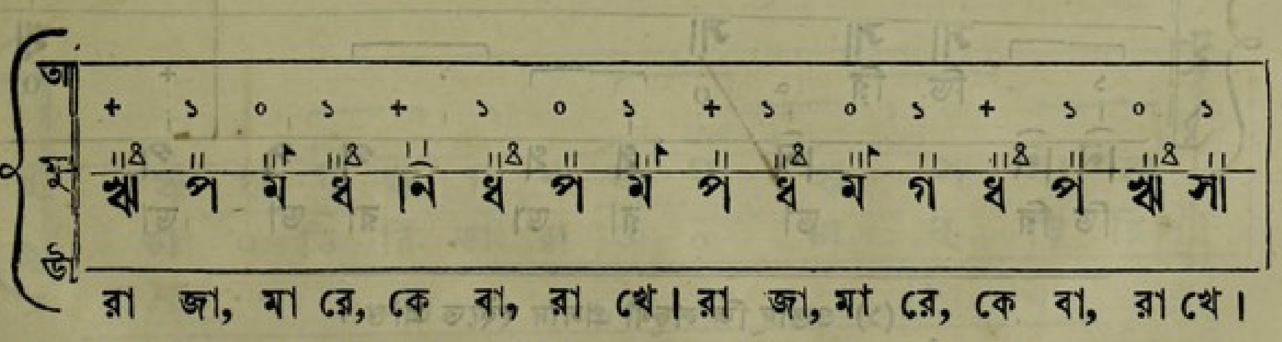

৫৪

ছায়ানট (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

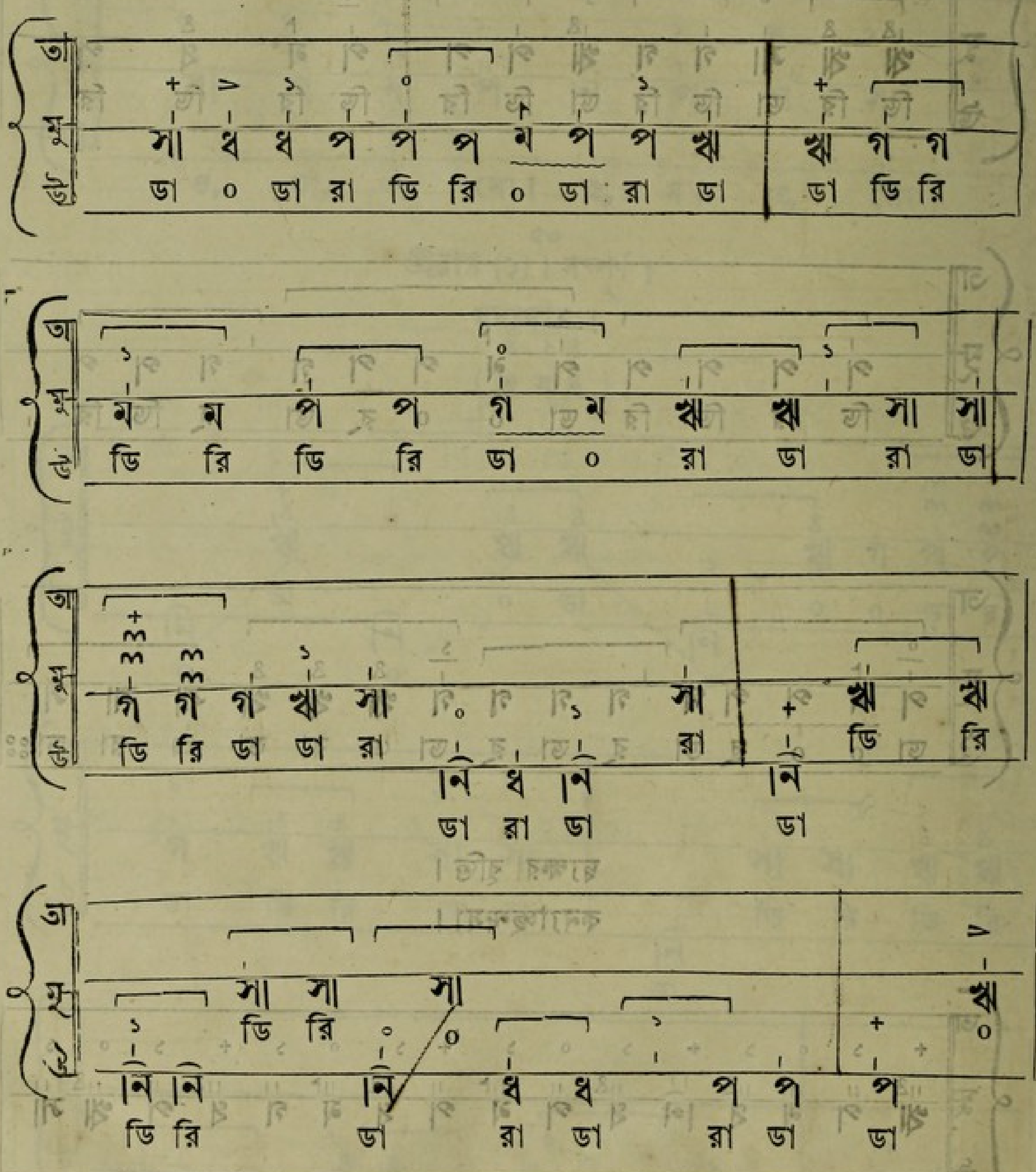

(১) ওস্তাদ্ জি লছ্মী প্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

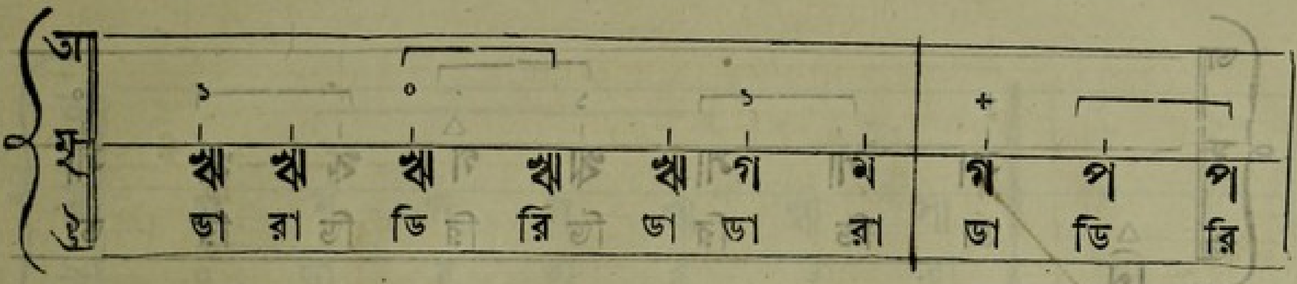

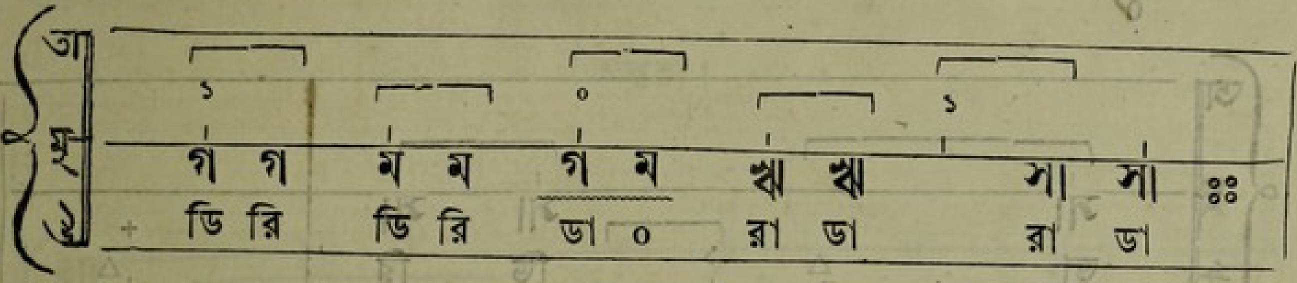

ত্র্যক্ষরা বৃত্তি।

মৃগীচ্ছন্দসা।

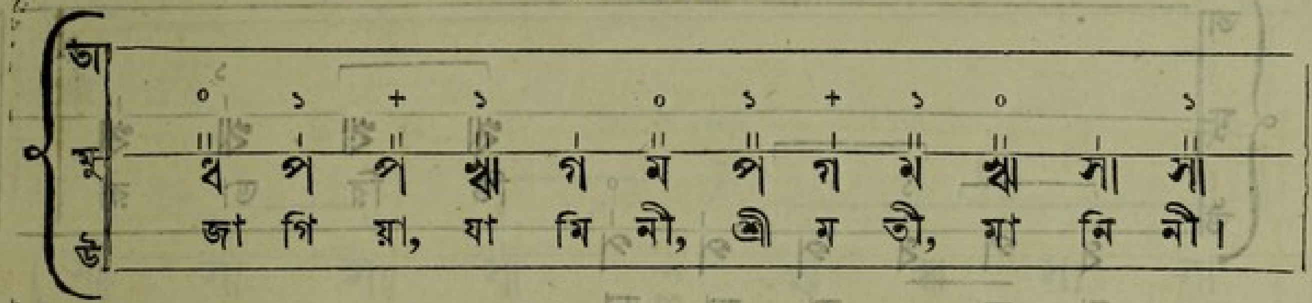

৫৫

জয়জয়ন্তী(১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।

(গ ।নি)।

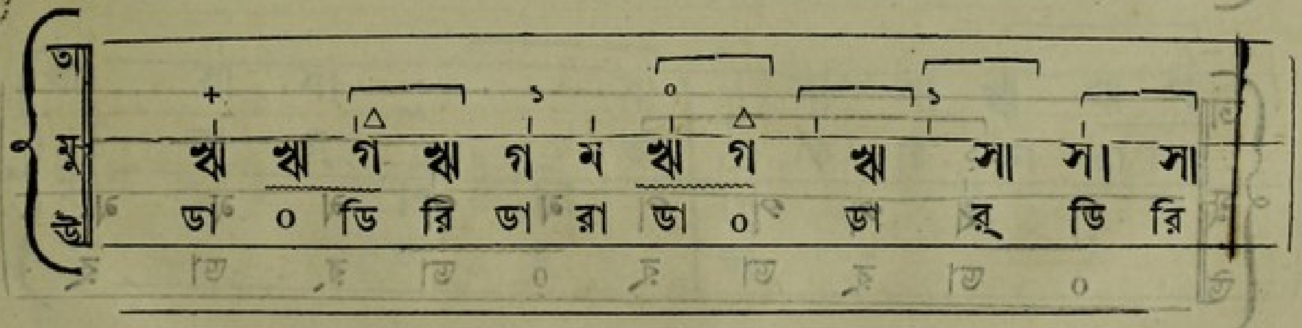

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

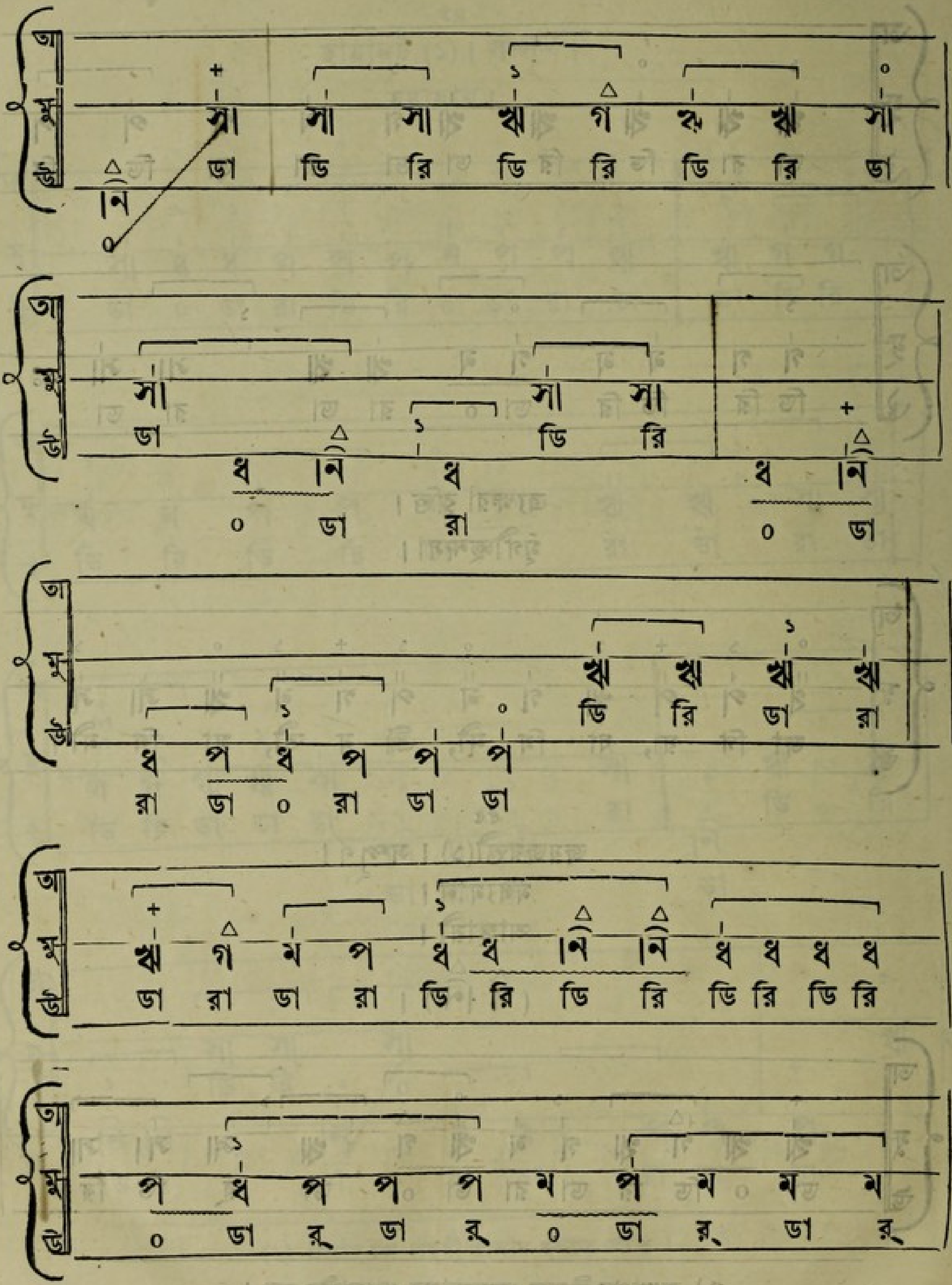
আ
মু
উ
সা সা সা ঋ গ ঋ ঋ সা
নি
ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা
সা সা সা
ডা ডি রি
ধ নি ধ ধ নি
০ ডা রা ০ ডা
ঋ ঋ ঋ ঋ
ডি রি ডা রা
ধ প ধ প প প
রা ডা ০ রা ডা ডা
ঋ গ ম প ধ ধ নি নি ধ ধ ধ ধ
ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
প ধ প প প ম প ম ম ম
০ ডা র্ ডা র্ ০ ডা র্ ডা র্

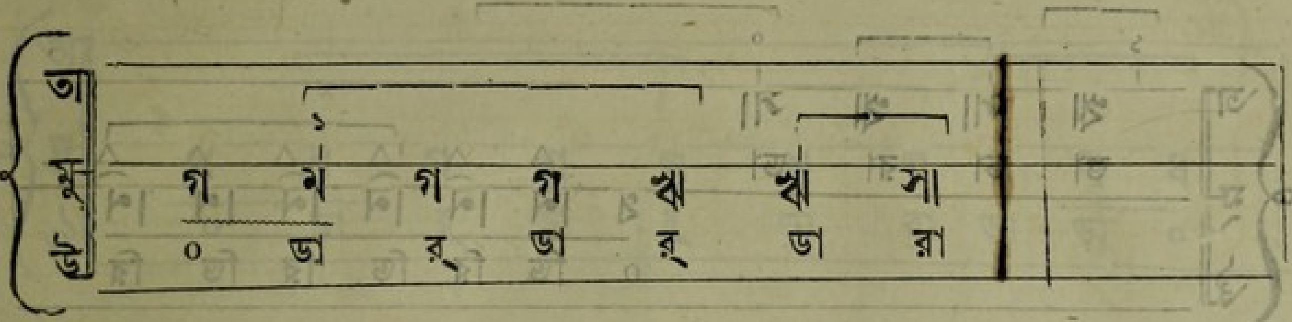
গ ম গ গ ঋ ঋ সা
০ ডা র্ ডা র্ ডা রা

অন্তরা।

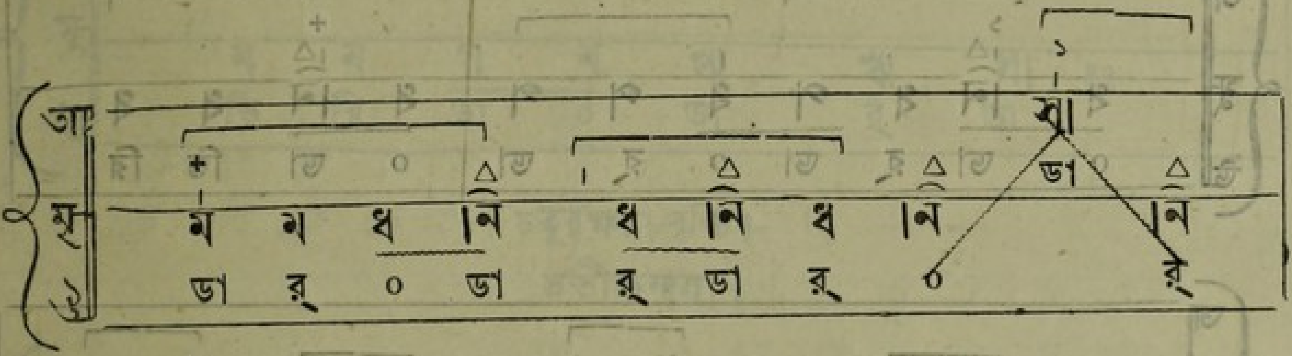
সা
ডা
ম ম ধ নি ধ নি ধ নি নি
ডা র্ ০ ডা র্ ডা র্ ০ র্

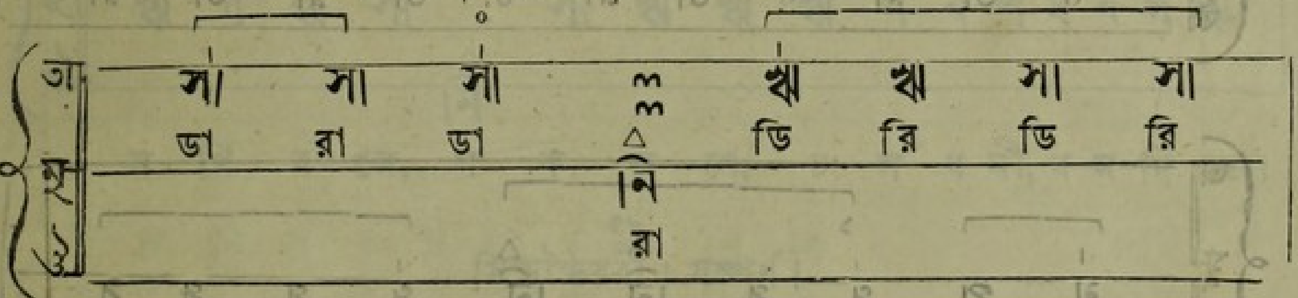
সা সা সা ঋ ঋ সা সা
ডা রা ডা ডি রি ডি রি
নি
রা

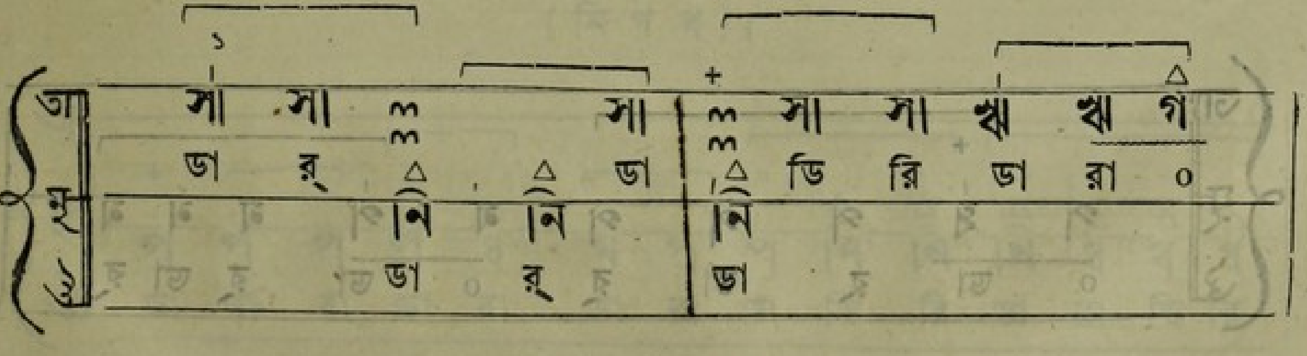
সা সা সা সা সা ঋ ঋ গ
ডা র্ ডা ডি রি ডা রা ০
নি নি নি
ডা র্ ডা

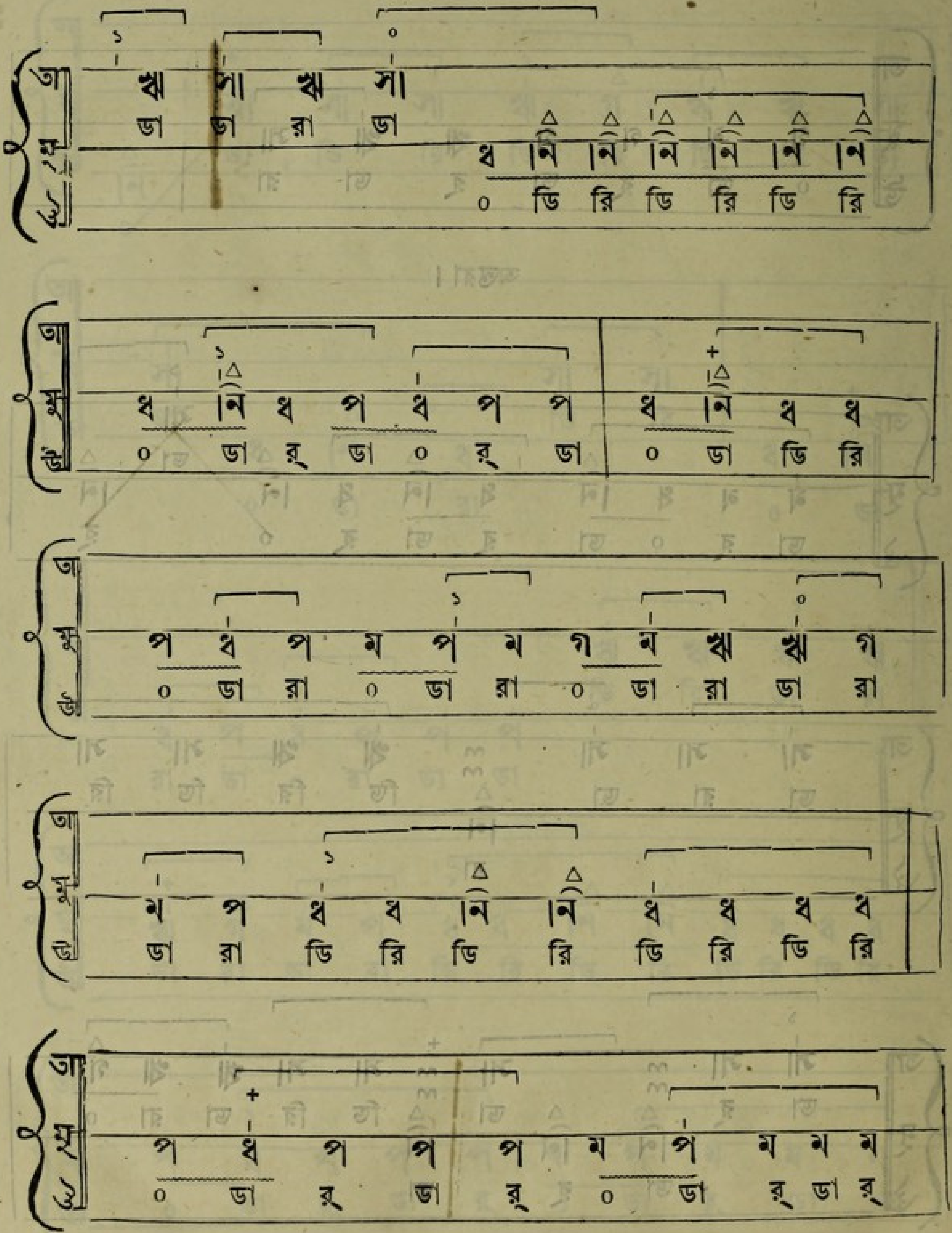
আ
মু
উ
ঋ সা ঋ সা
ডা ডা রা ডা
ধ নি নি নি নি নি নি
০ ডি রি ডি রি ডি রি
ধ নি ধ প ধ প প ধ নি ধ ধ
০ ডা র্ ডা ০ র্ ডা ০ ডা ডি রি
প ধ প ম প ম গ ন ঋ ঋ গ
০ ডা রা ০ ডা রা ০ ডা রা ডা রা
ম প ধ ধ নি নি ধ ধ ধ ধ
ডা রা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি
প ধ প প প ম প ম ম ম
০ ডা র্ ডা র্ ০ ডা র্ ডা র্

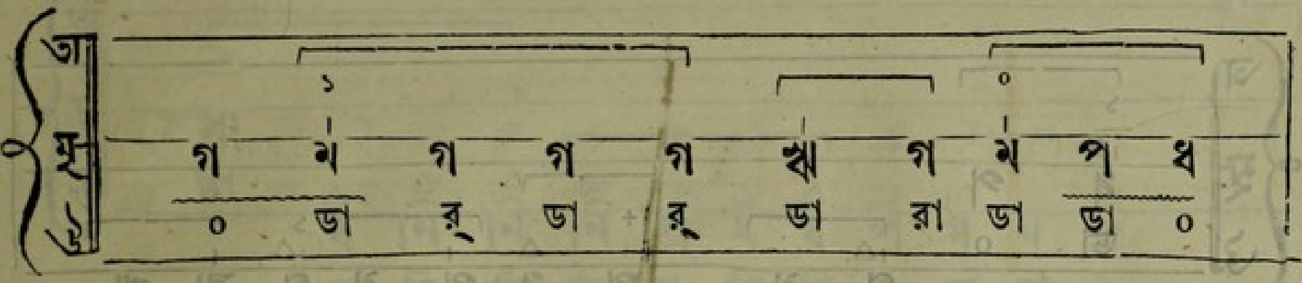

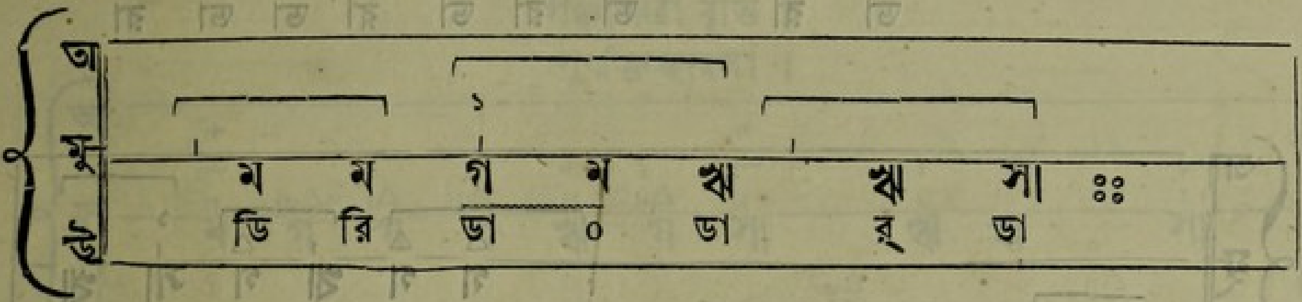

চতুরক্ষরা বৃত্তি।

সতীচ্ছন্দসা।

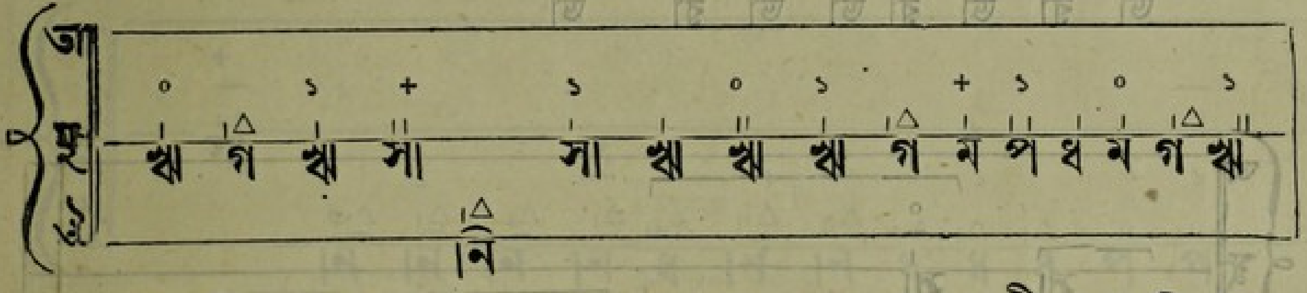

স খি ব লে, স ক রু ণে, চ ল ধ নী, ধ ন দি তে।

৫৬

সিন্ধুভৈরবী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△ △ △
(নি গ ধ)।

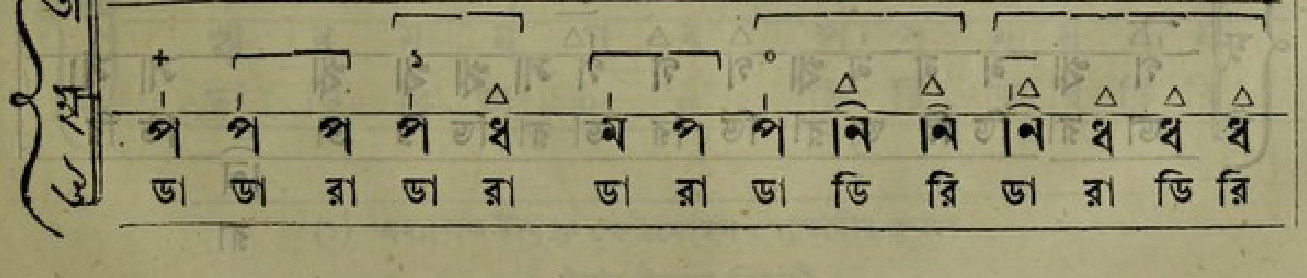

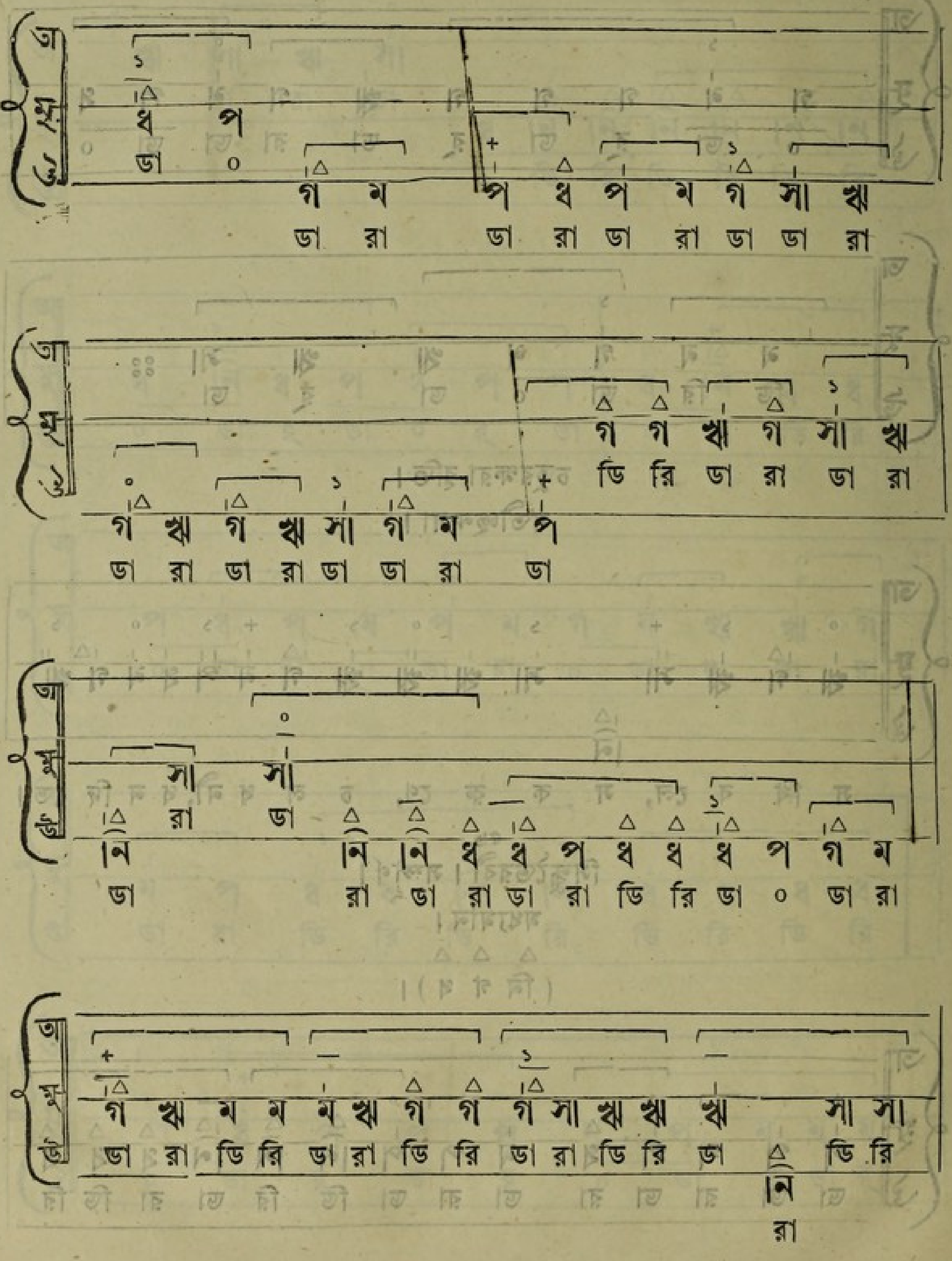
আ স্থা উ
ধ প
ডা ০
গ ম
ডা রা
প ধ প ম গ সা ঋ
ডা রা ডা রা ডা ডা রা
আ স্থা উ
গ গ ঋ গ সা ঋ
ডি রি ডা রা ডা রা
গ ঋ গ ঋ সা গ ম প
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা
আ স্থা উ
সা সা
রা ডা
নি নি নি ধ ধ প ধ ধ ধ প গ ম
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডা ০ ডা রা
আ স্থা উ
গ ঋ ম ম ম ঋ গ গ গ সা ঋ ঋ ঋ সা সা
ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি ডা রা ডি রি ডা ডি রি
নি
রা

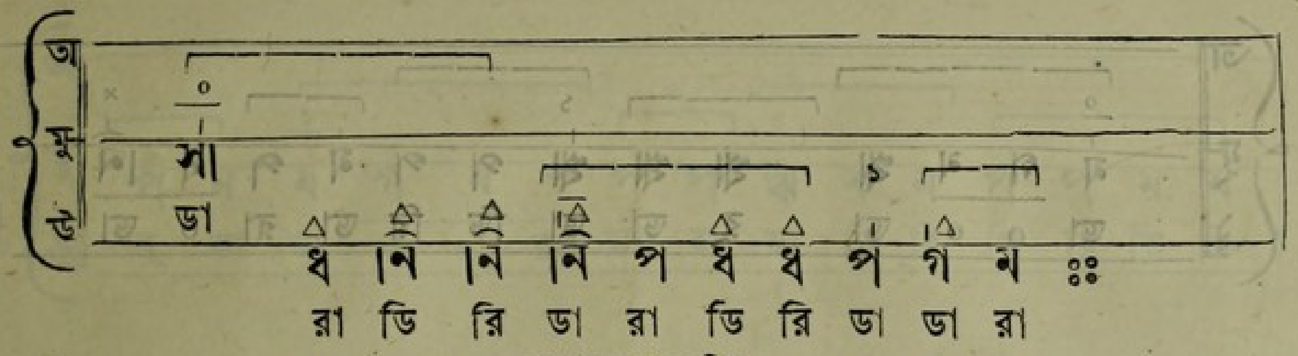

পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি।

পুংক্তিচ্ছন্দসা।

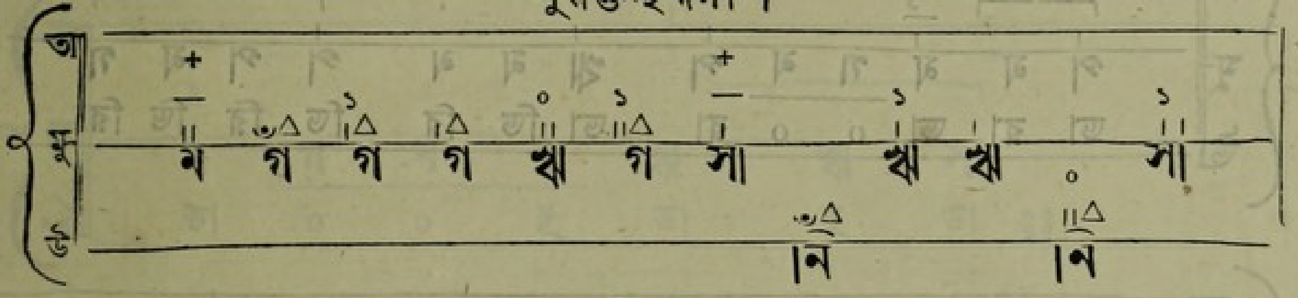

বে ষ্ টি ত গো পী, চ ঞ্ চ ল মা নে।

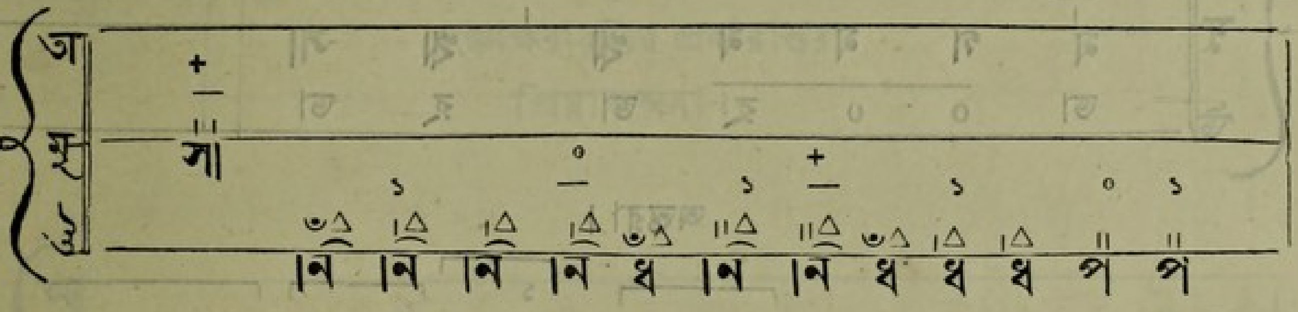

চে ষ্ টি ত চি ৎ তা, কা ঞ্ চ ন দা নে।

৫৭

মেঘ (১)। খাড়ব *।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।

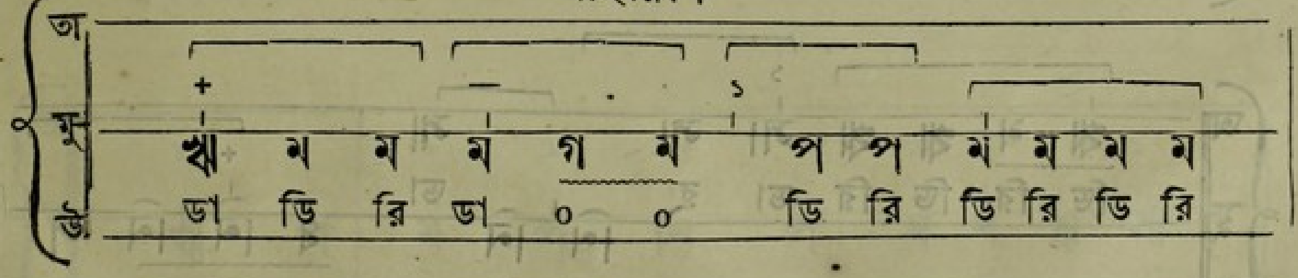

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার ধৈবত বিবাদী।

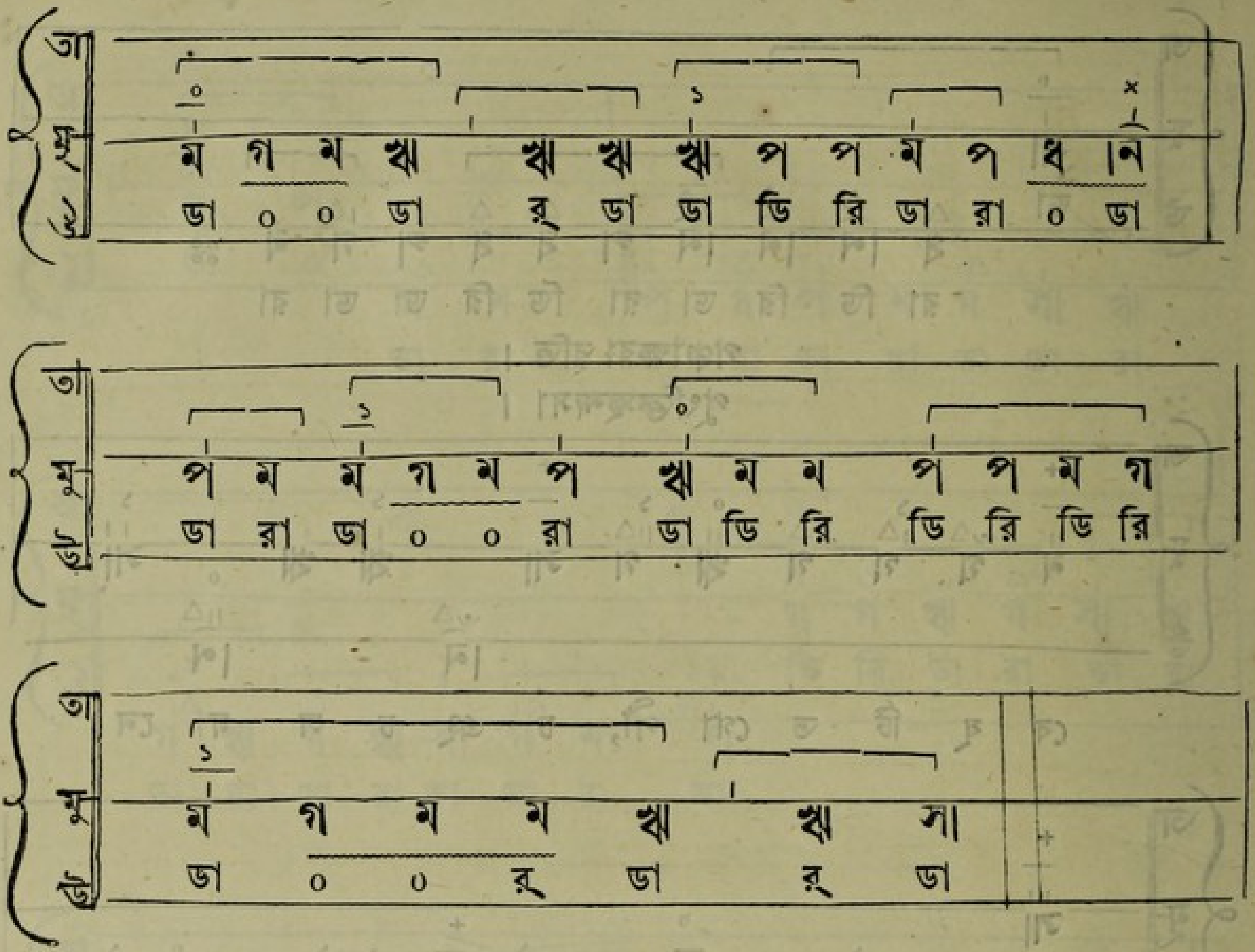
তা
মু
উ
ম গ ম ঋ ঋ ঋ ঋ প প ম প ধ নি
ডা ০ ০ ডা র্ ডা ডা ডি রি ডা রা ০ ডা
প ম ম গ ম প ঋ ম ম প প ম গ
ডা রা ডা ০ ০ রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি
ম গ ম ম ঋ ঋ সা
ডা ০ ০ র্ ডা র্ ডা

অন্তরা।

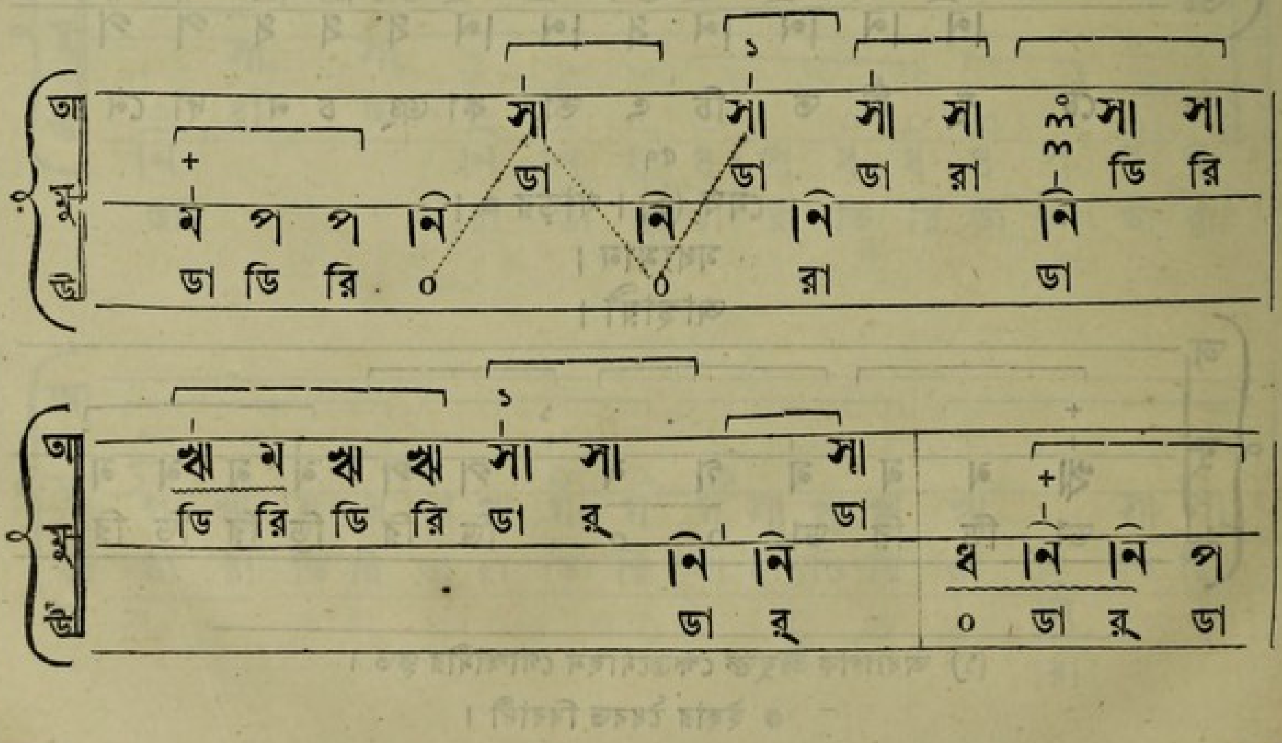
তা
মু
উ
সা সা সা সা সা সা
ডা ডা ডা রা ডি রি
ম প প নি নি নি নি
ডা ডি রি ০ ০ রা ডা
ঋ ম ঋ ঋ সা সা সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা
নি নি ধ নি নি প
ডা র্ ০ ডা র্ ডা

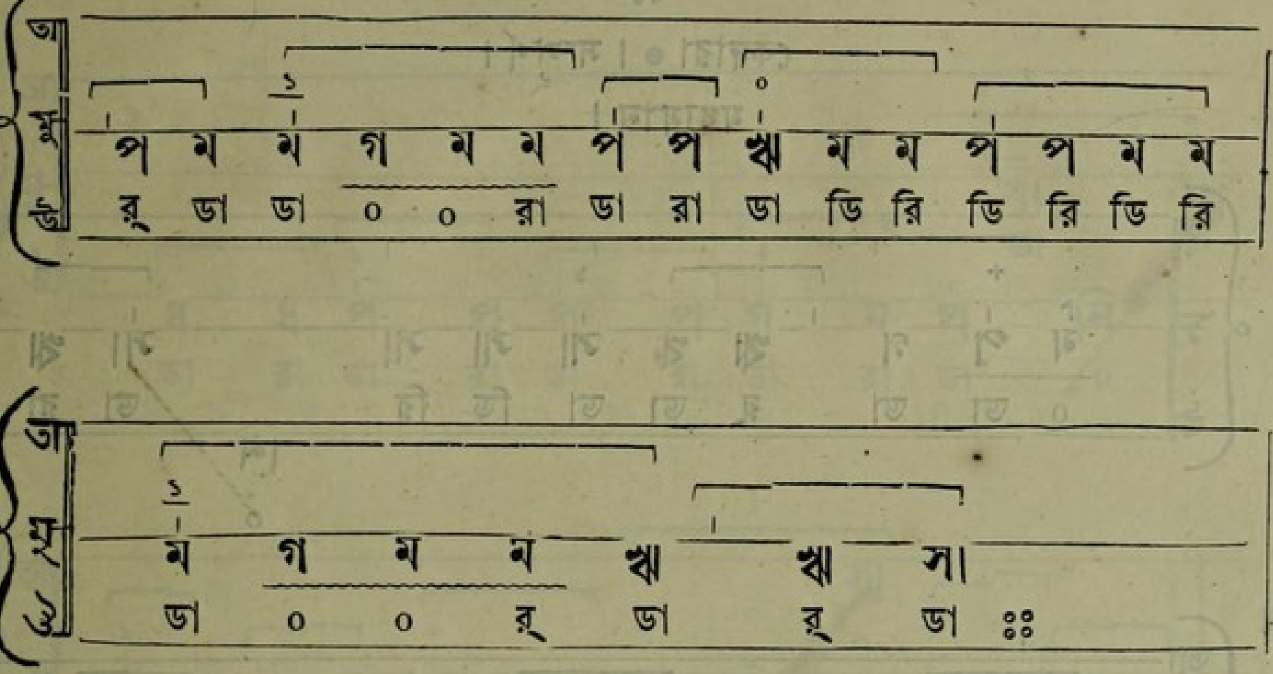

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

প্রিয়াচ্ছন্দসা।

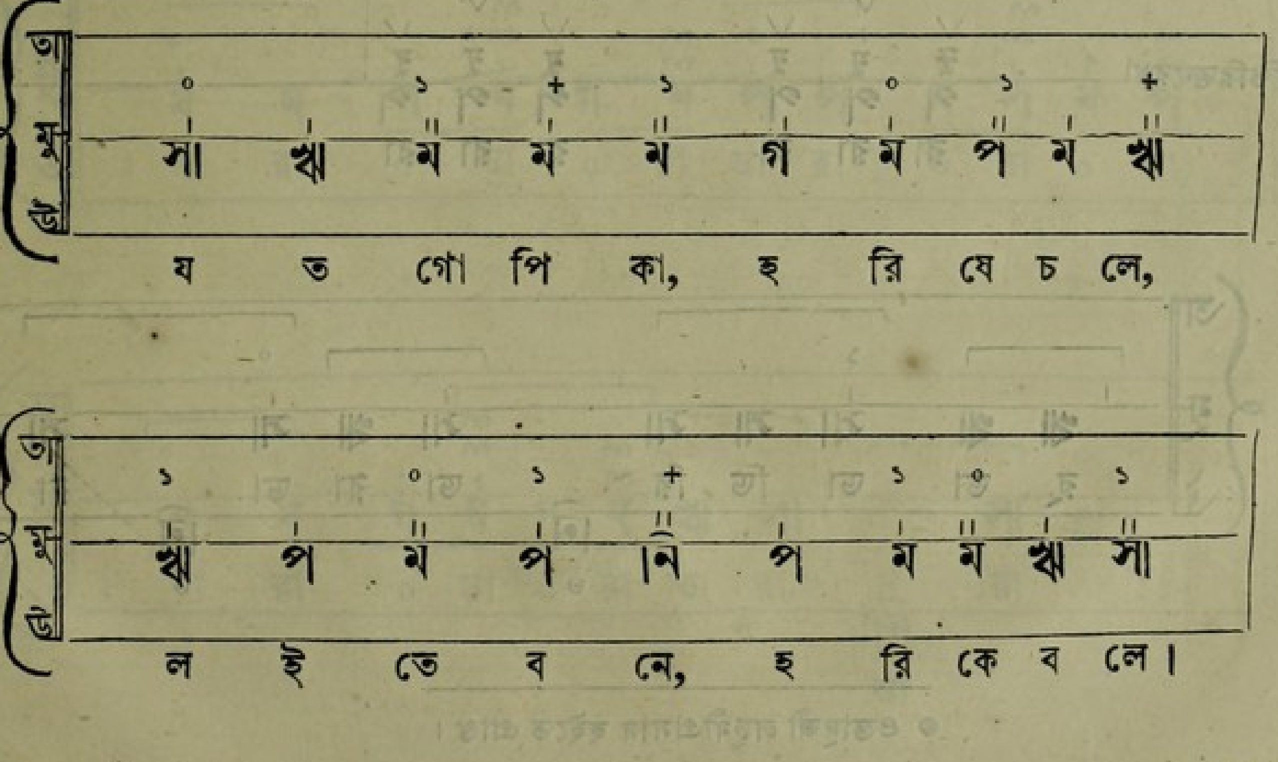

৫৮

কেদারা *। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

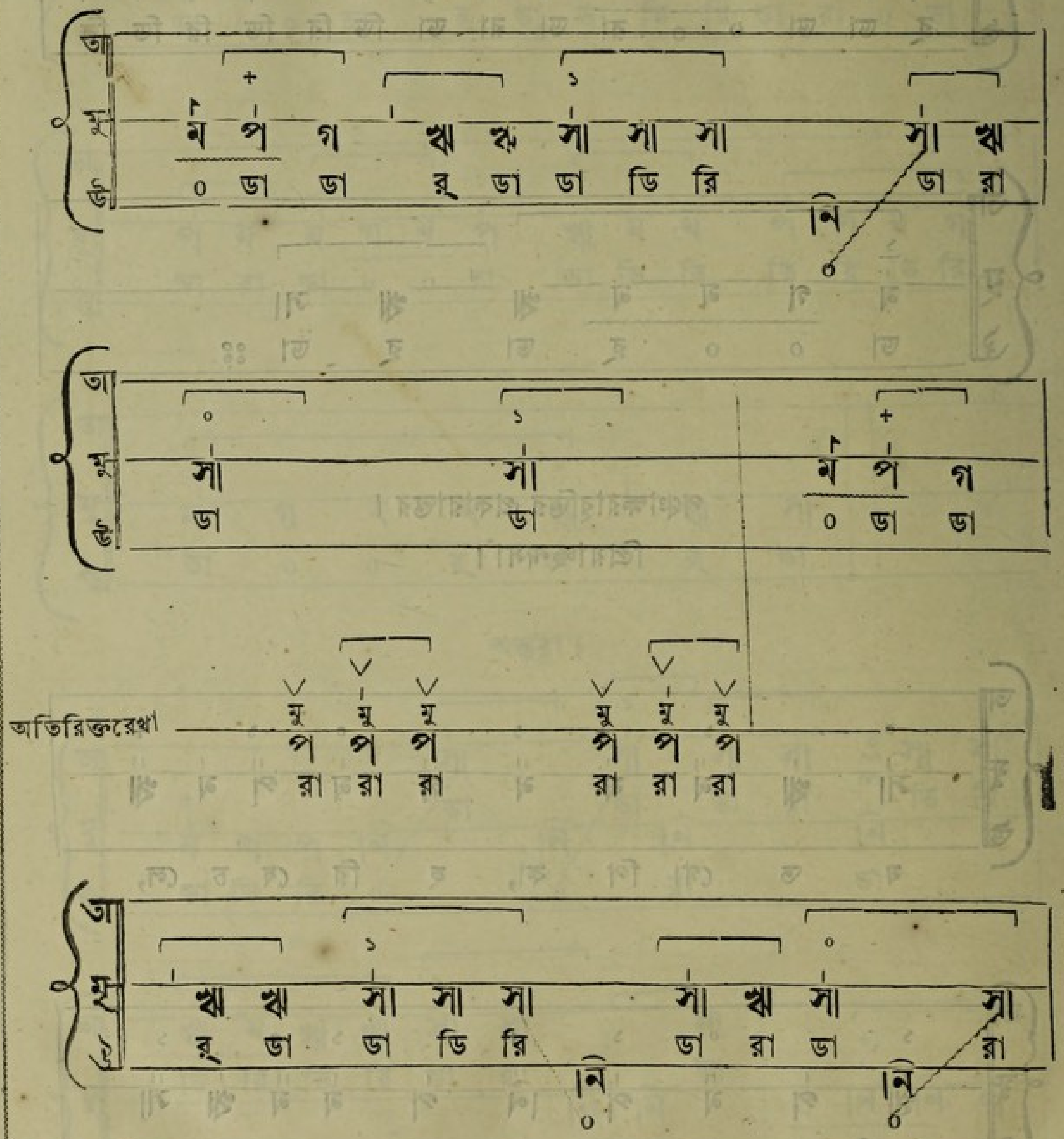

---

* ওস্তাদ্‌জী লছ্‌মীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

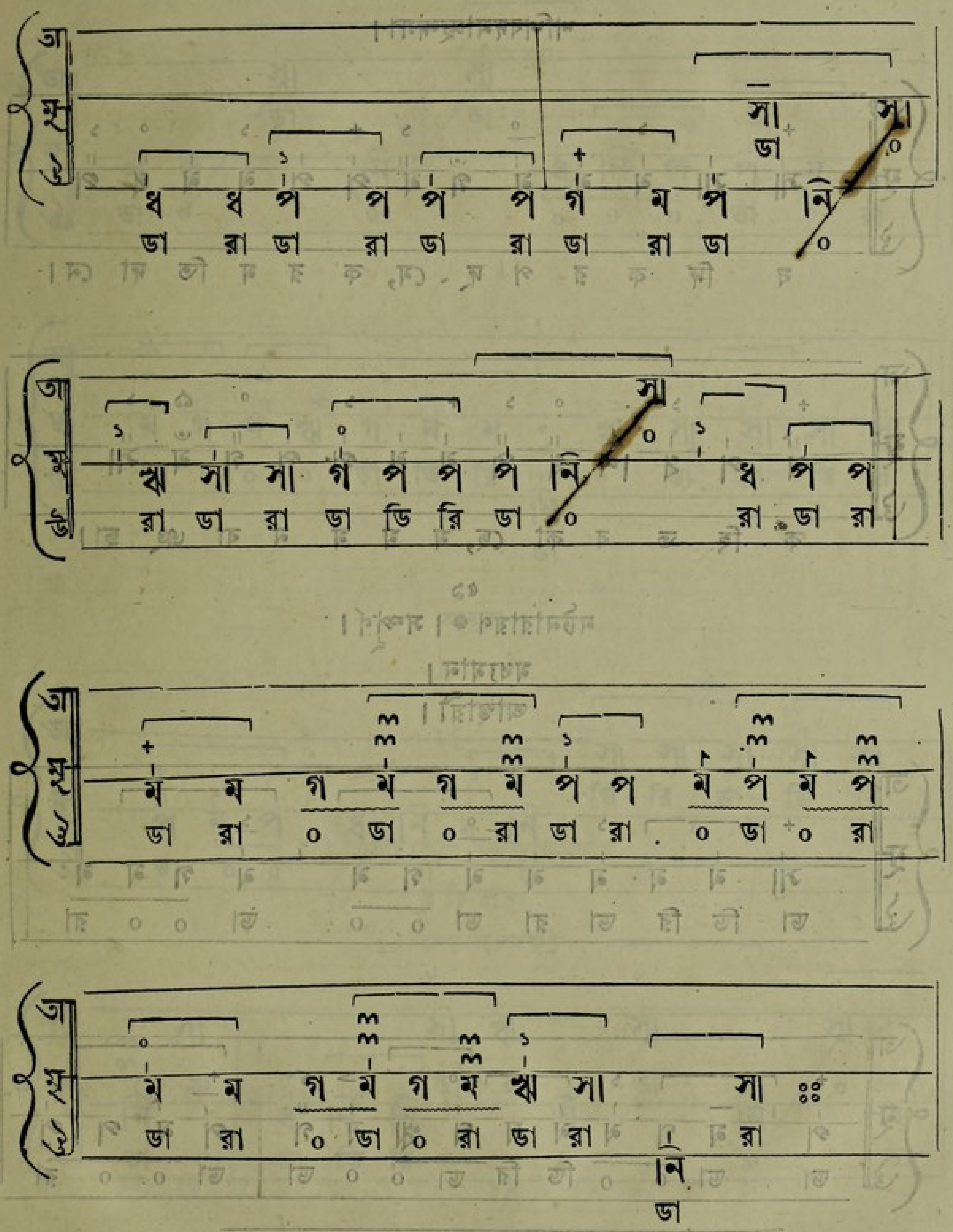
আস্থা
ধ ধ প প প প গ ম প নি সা সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ডা ০
ঋ সা সা গ প প প নি সা ধ প প
রা ডা রা ডা ডি রি ডা ০ ০ রা ডা রা
ম ম গ ম গ ম প প ম প ম প
ডা রা ০ ডা ০ রা ডা রা ০ ডা ০ রা
ম ম গ ম গ ম ঋ সা সা নি
ডা রা ০ ডা ০ রা ডা রা রা ডা

ষড়ক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

শশিবদনাচ্ছন্দসা।

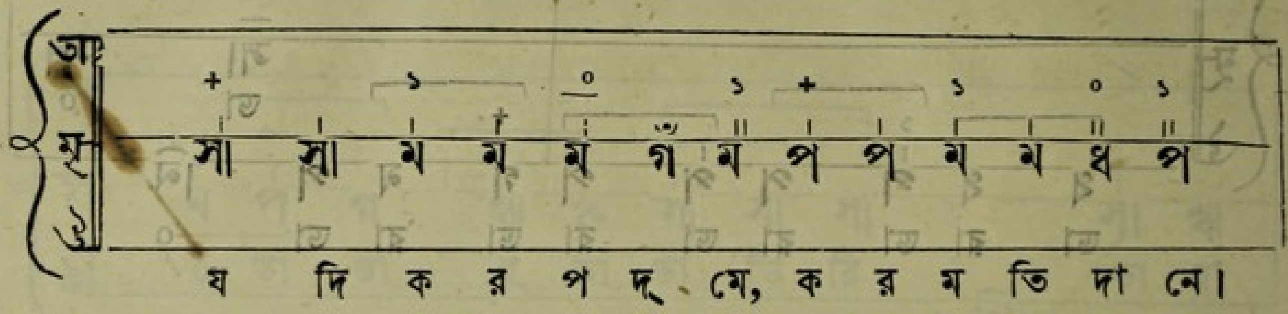

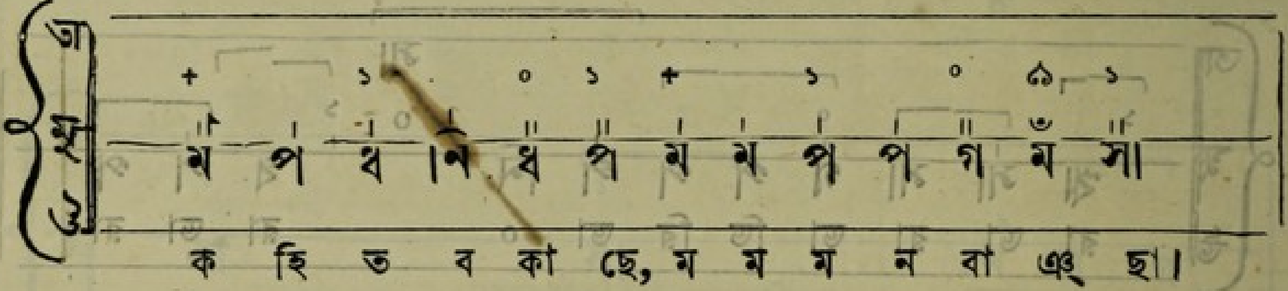

৫৯

নটনারায়ণ *। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

আস্থায়ী।

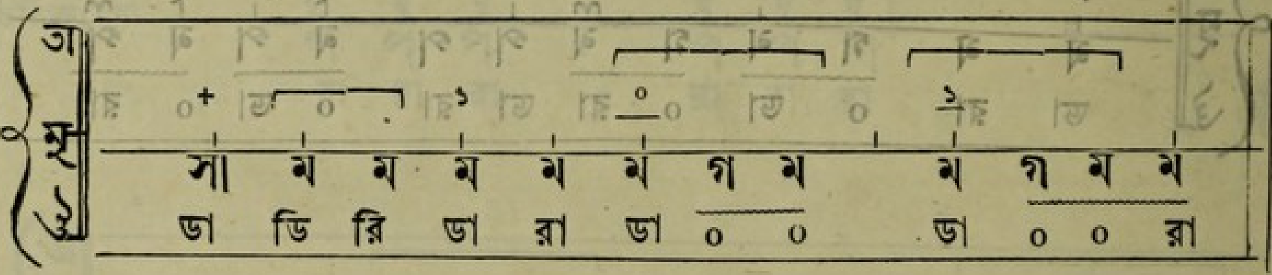

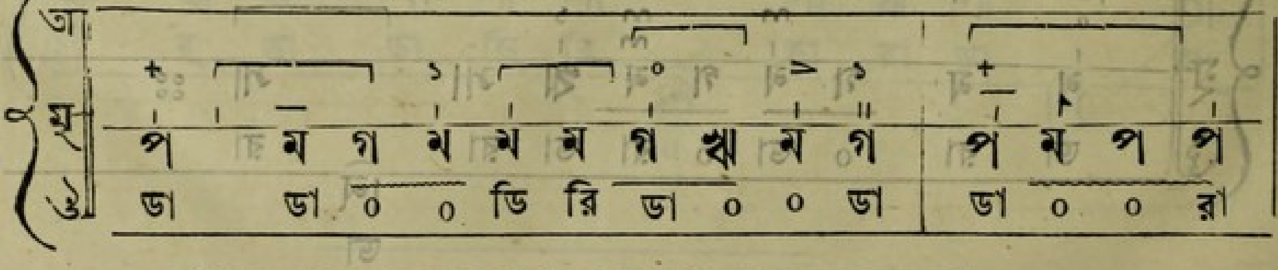

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

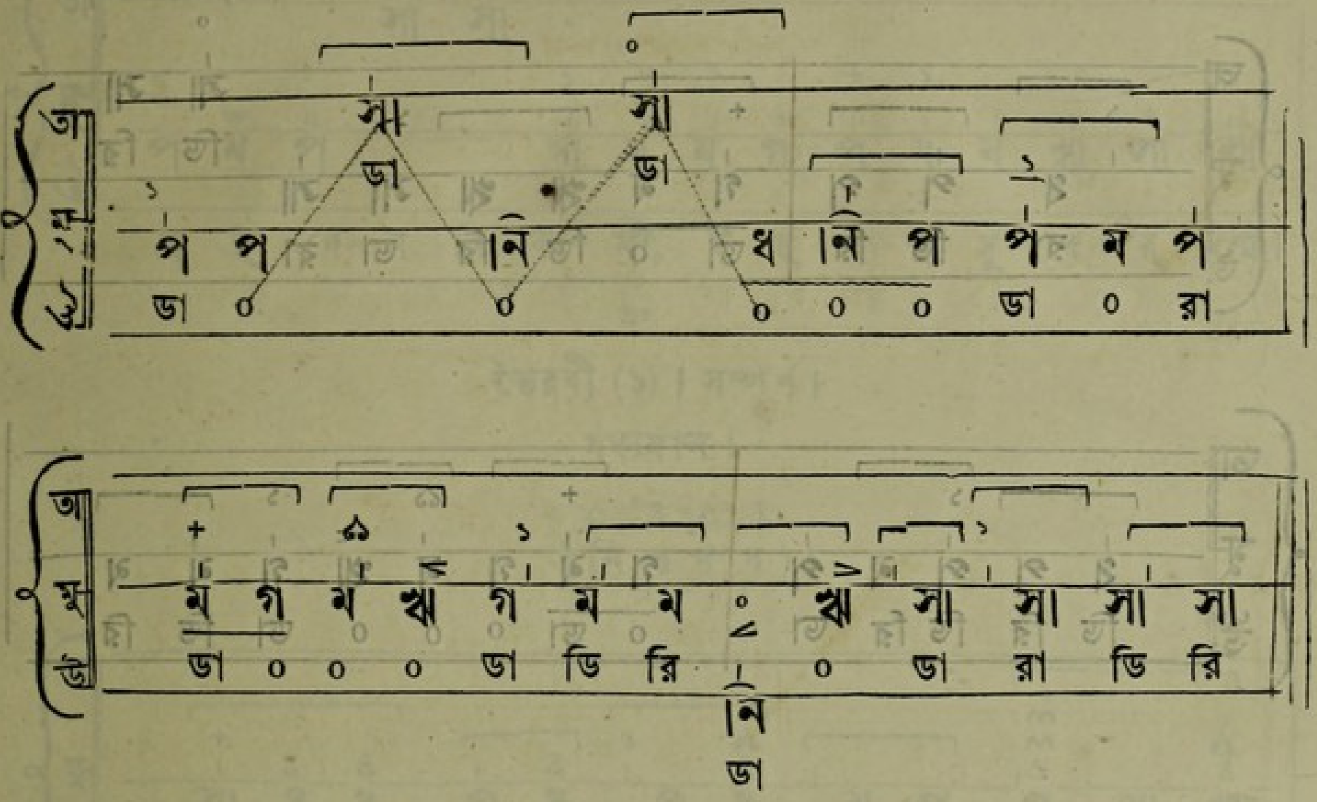

অন্তরা।

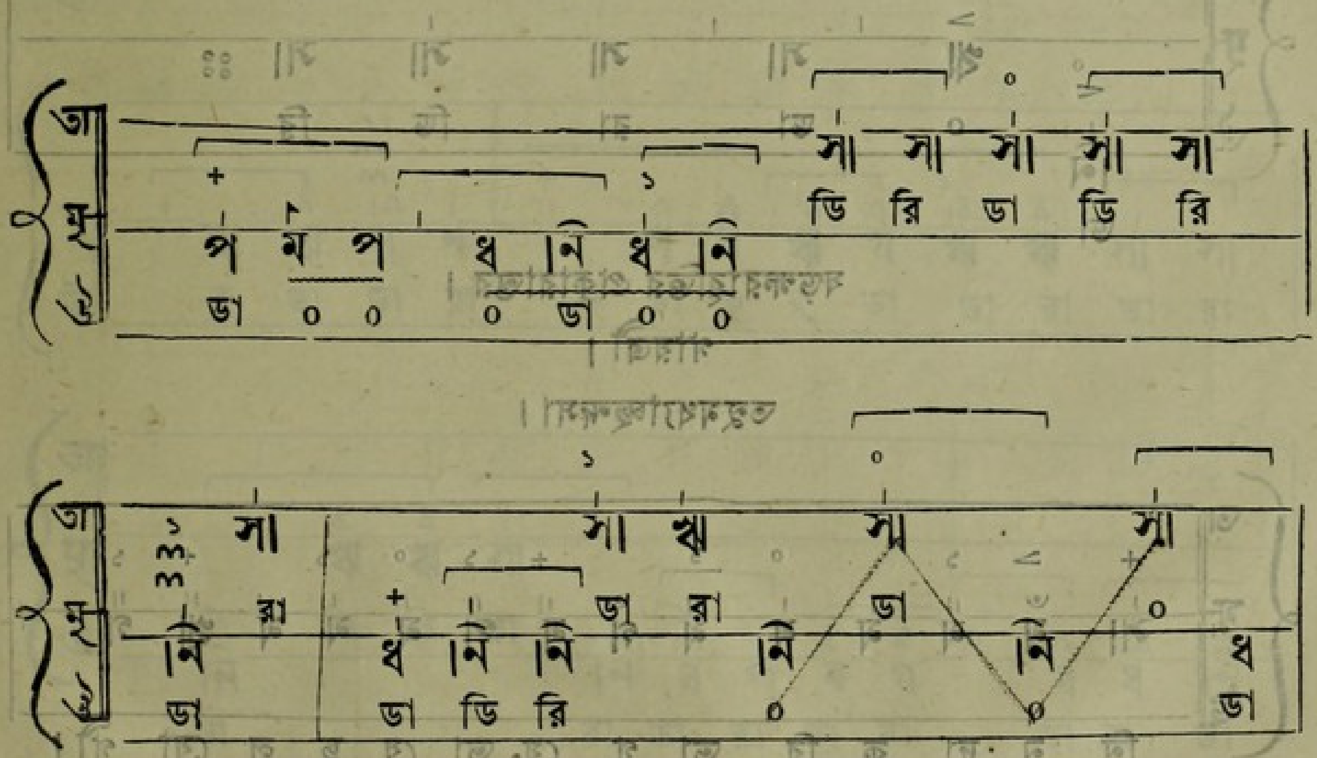

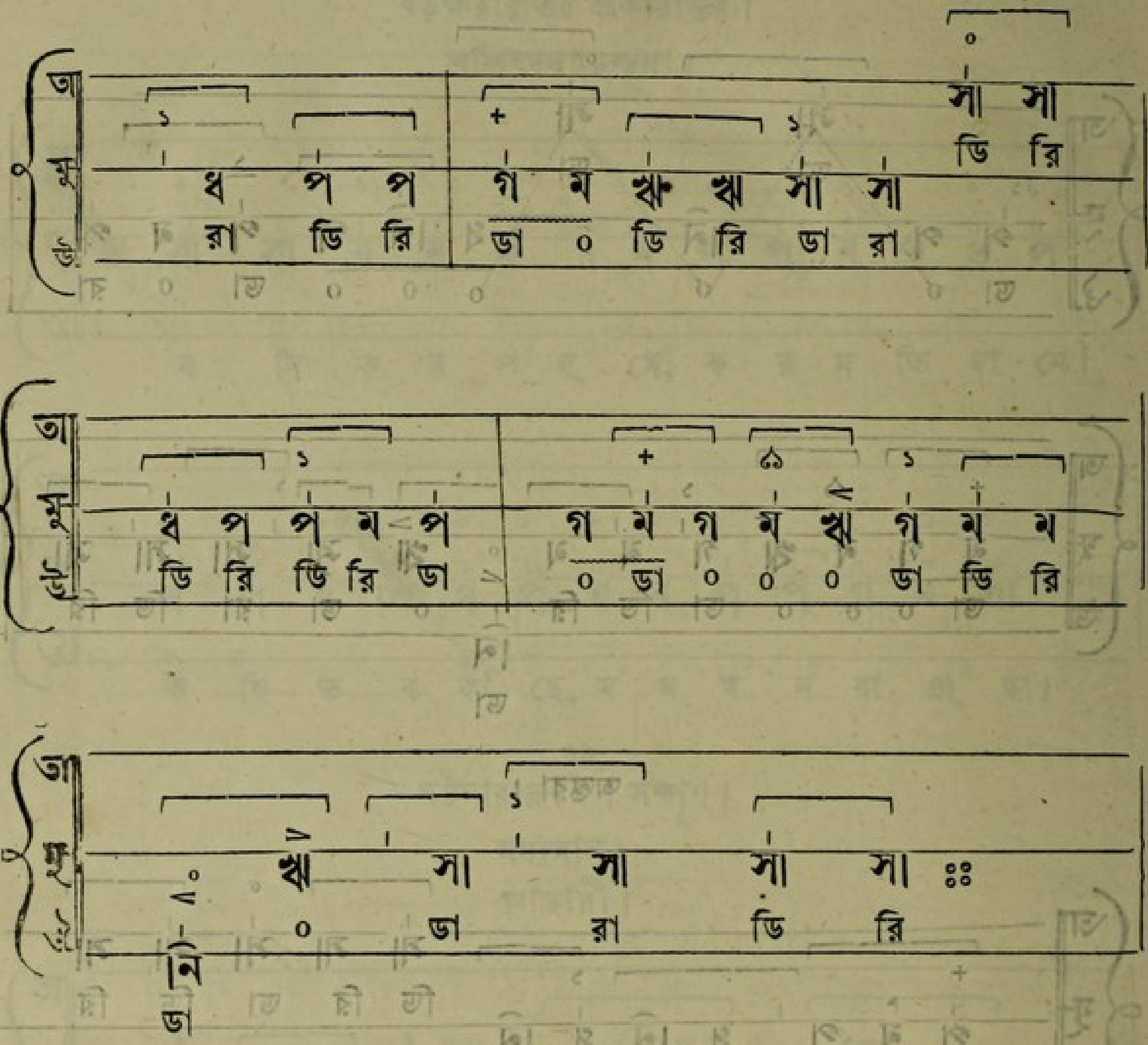

ষড়ক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

গায়ত্রী।

তনুমধ্যাচ্ছন্দসা।

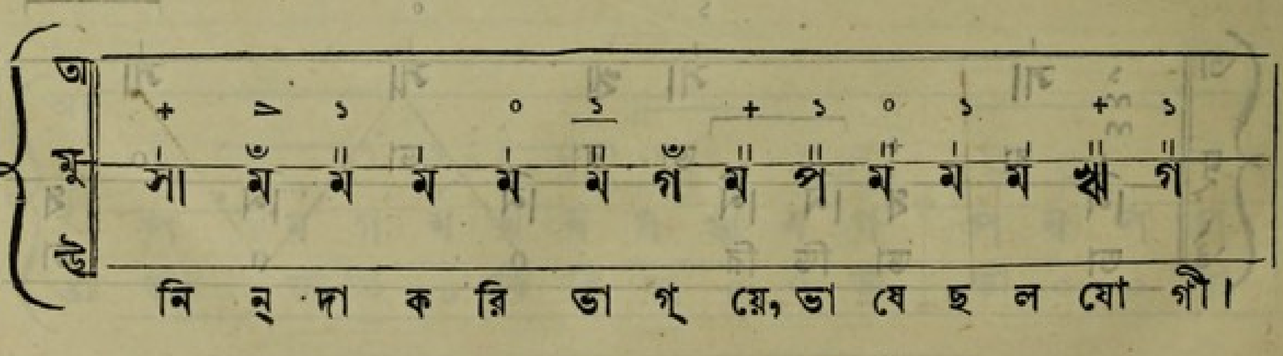

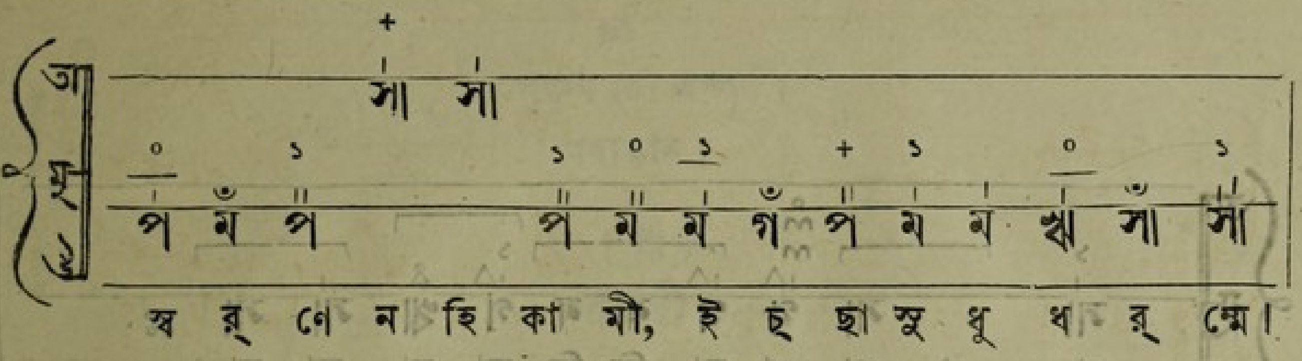

৬০

ভৈরবী (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি ঋ গ ধ)।

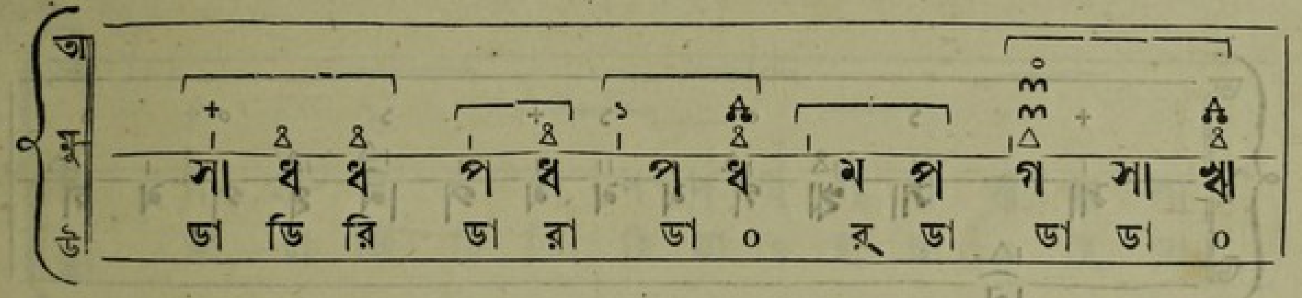

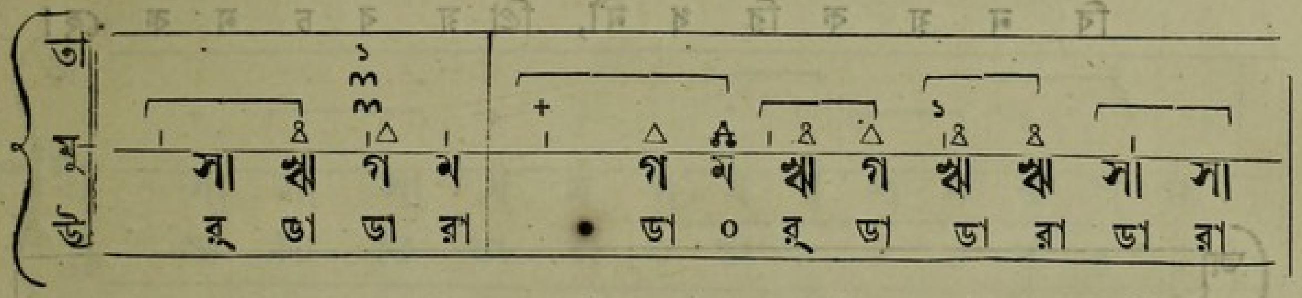

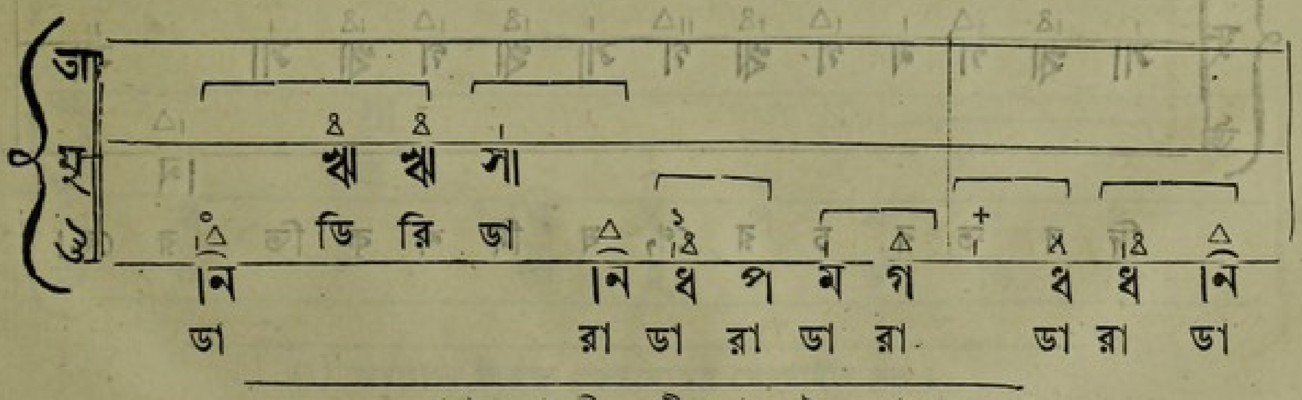

(১) ওস্তাদ্‌জী লছ্‌মীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

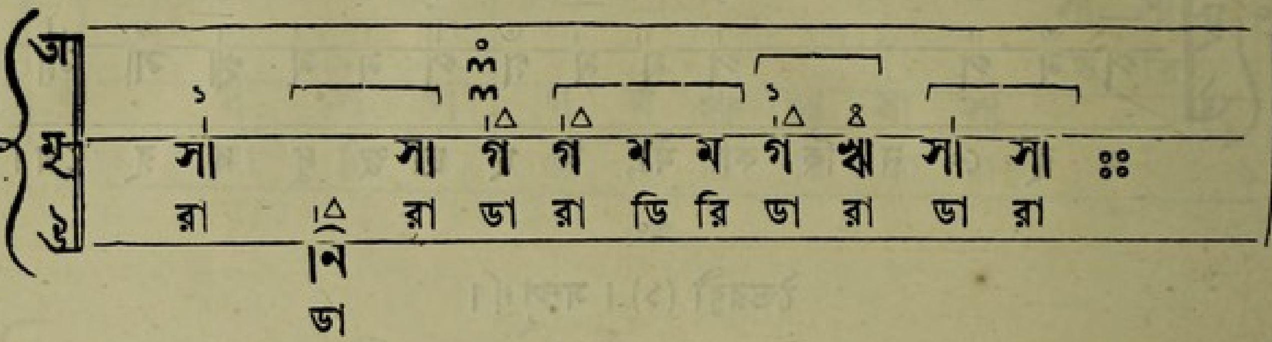

সপ্তাক্ষরাবৃত্তি।

মধুমতীচ্ছন্দসা।

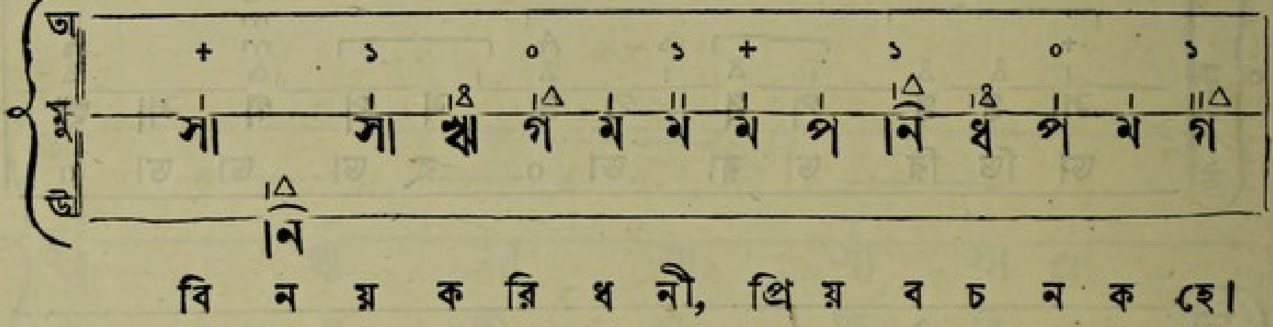

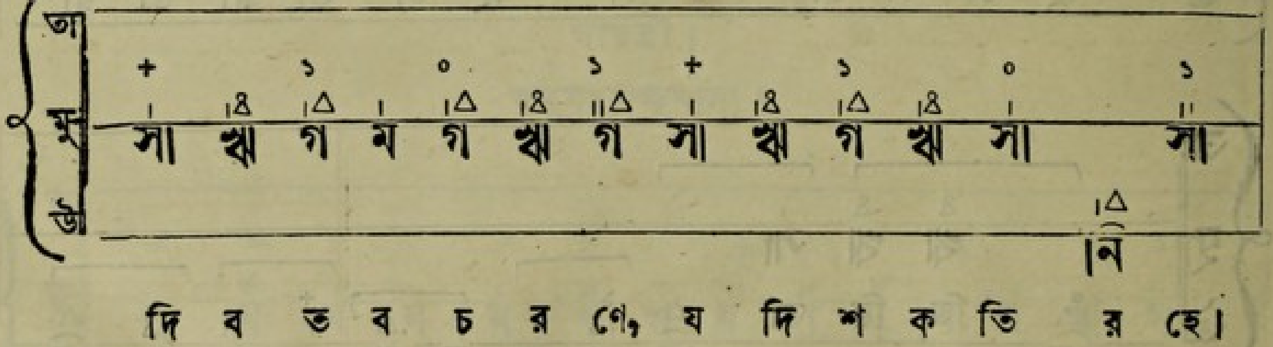

৬১

পঞ্চম (১) সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△
(ঋ)

আস্থায়ী।

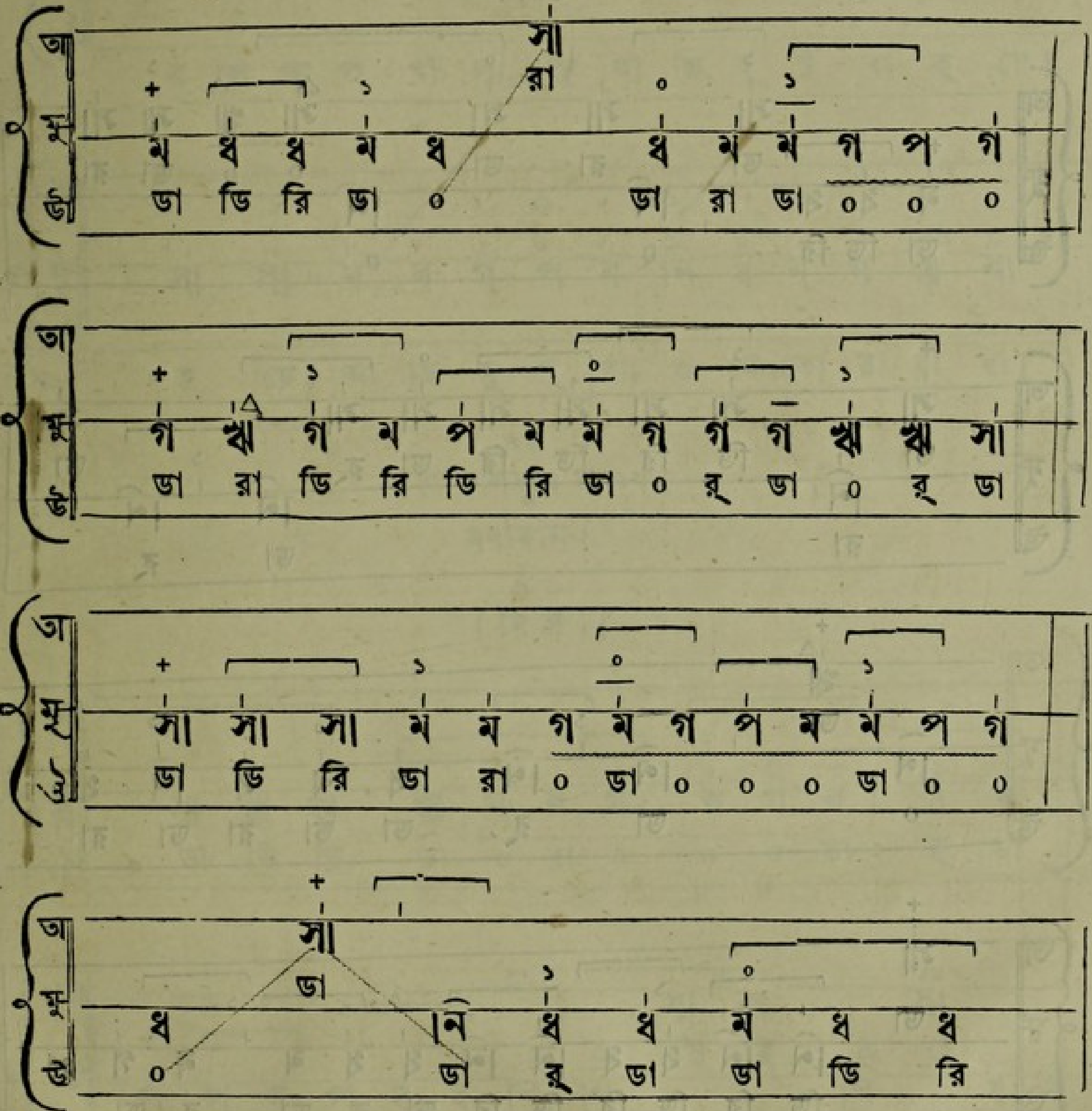

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

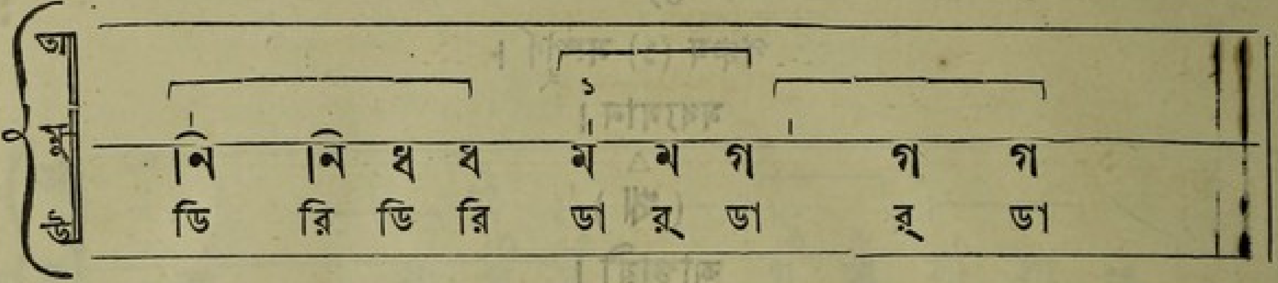

অন্তরা।

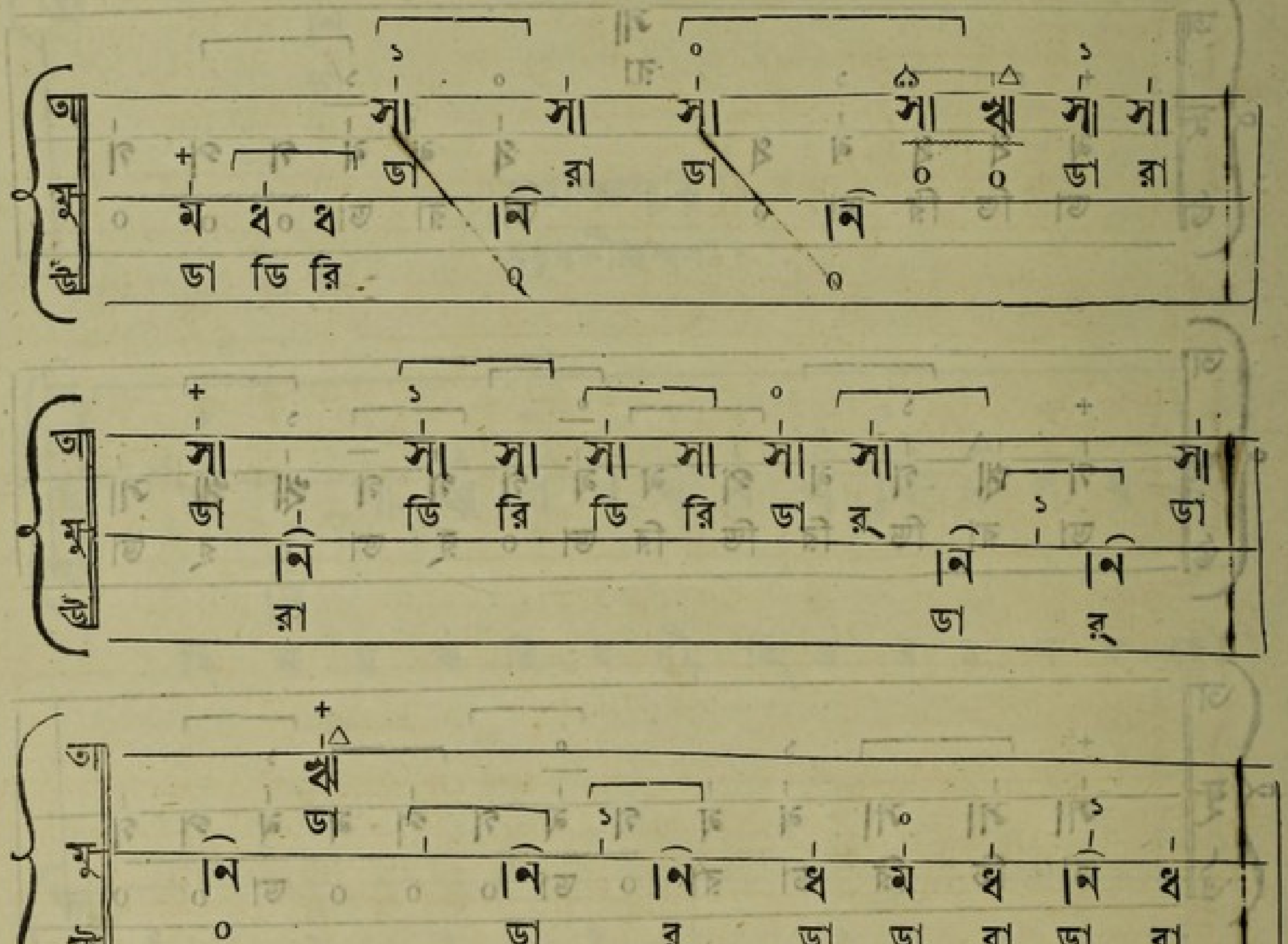

ষড়ক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

সোমরাজিচ্ছন্দসা।

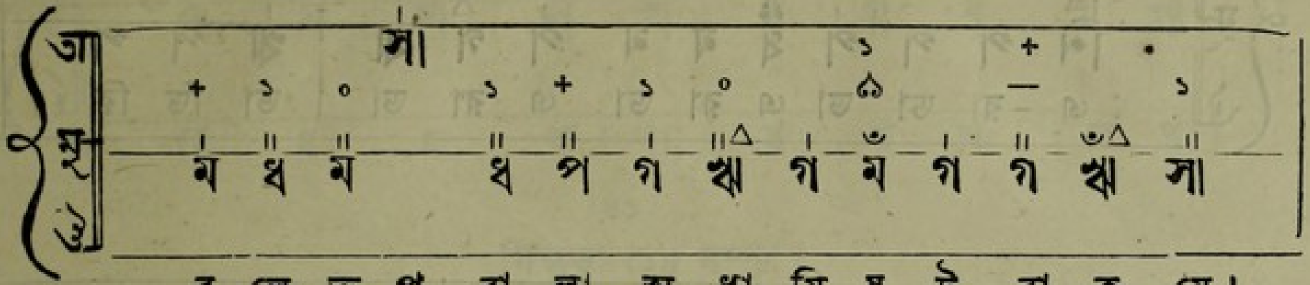

ব লে ভু প বা লা, সু ধা মি ষ্ ট বা ক্ য়ে।

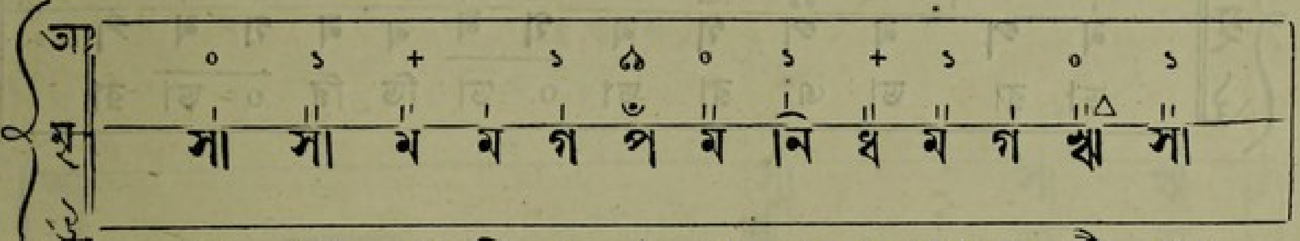

হ য়ে আ ছি মু গ্ ধা, শু নে তো র বী ণা।

৬২

কাফিসিন্ধু। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

△ △
(নি গ)।

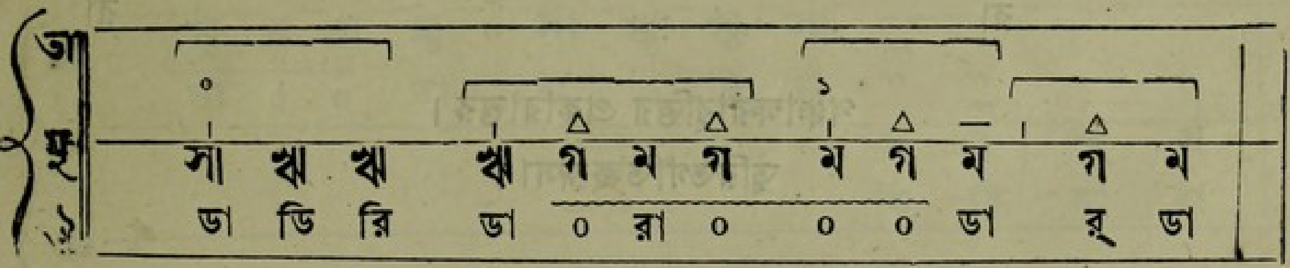

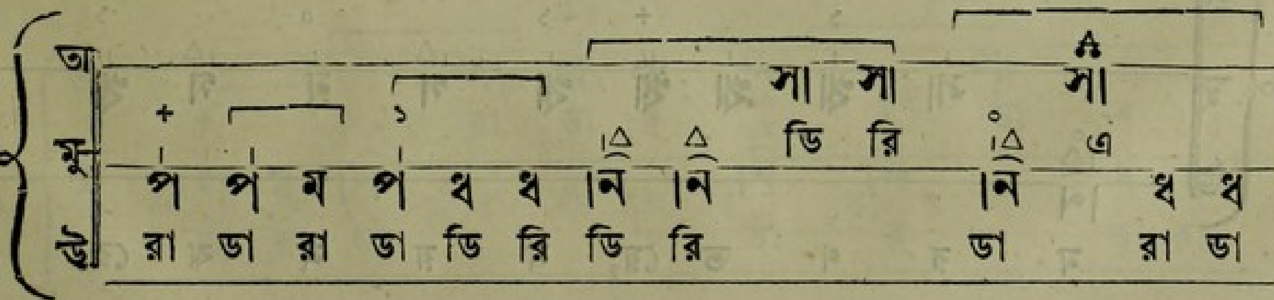

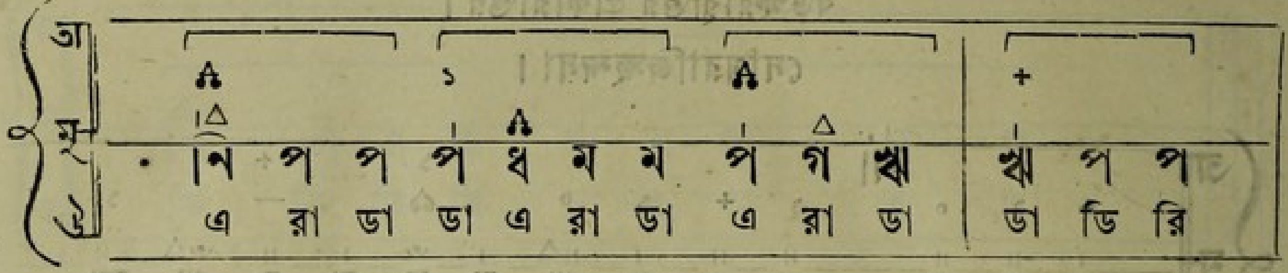

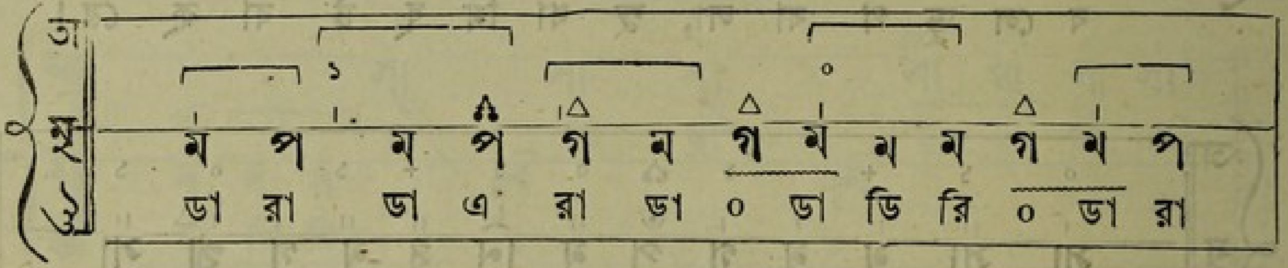

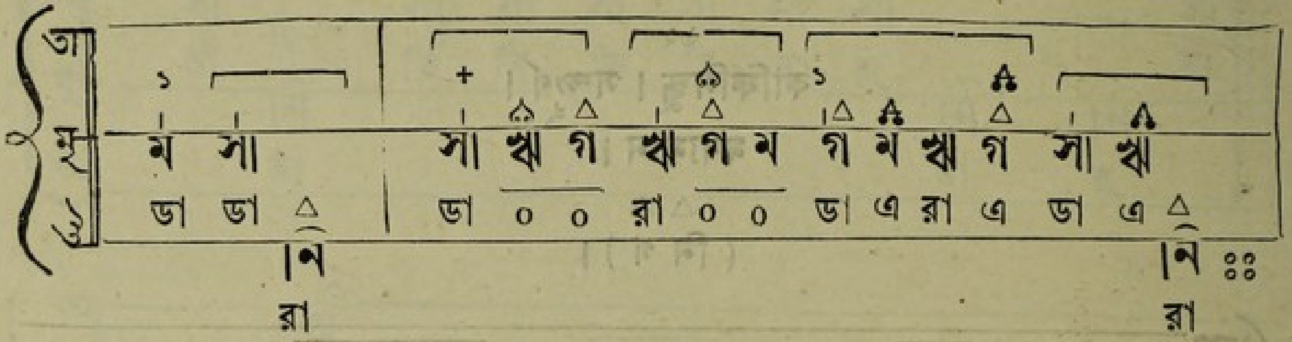

পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

ত্বরিতগতিস্ছন্দসা।

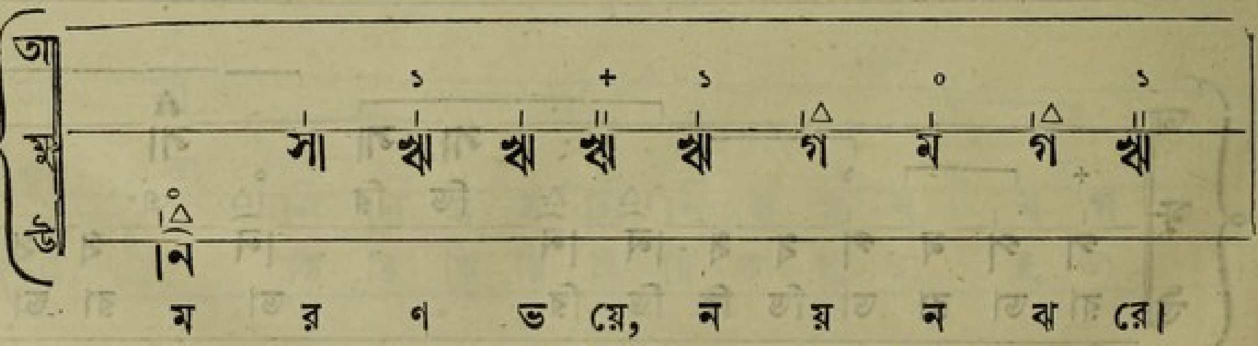

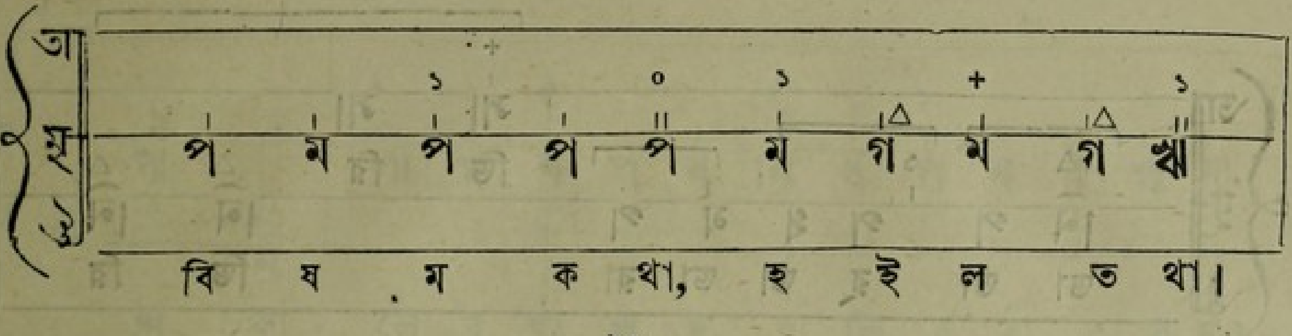

৬৩

সিন্ধুড়া (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ নি)।

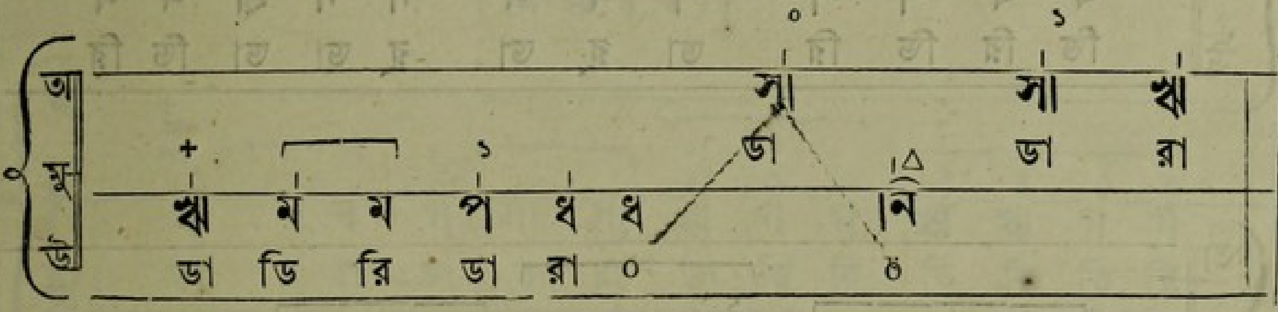

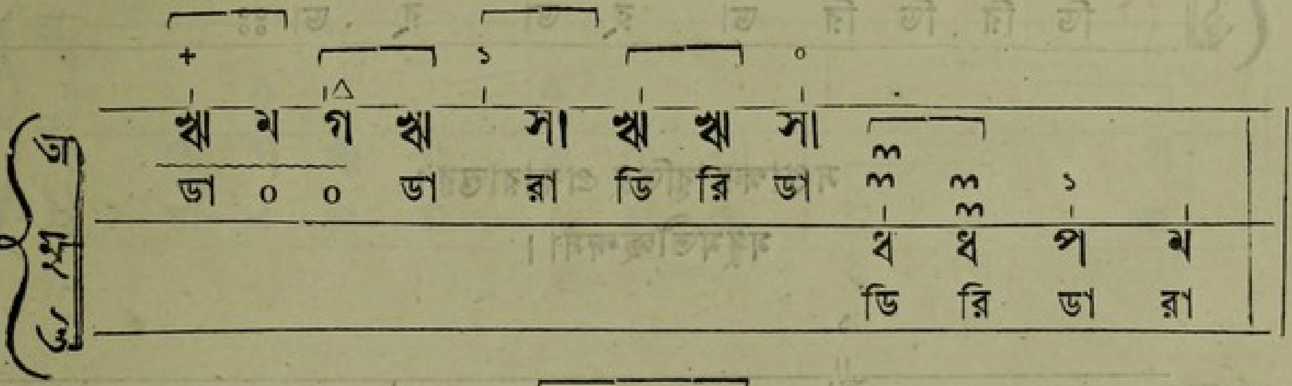

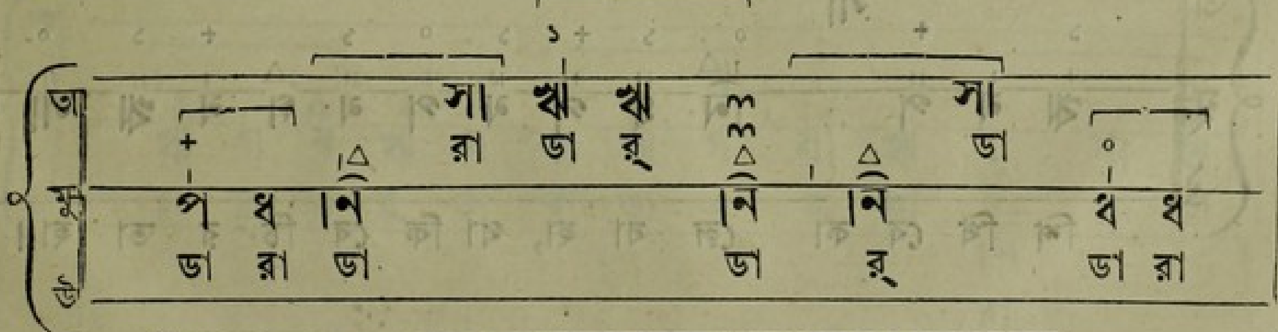

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

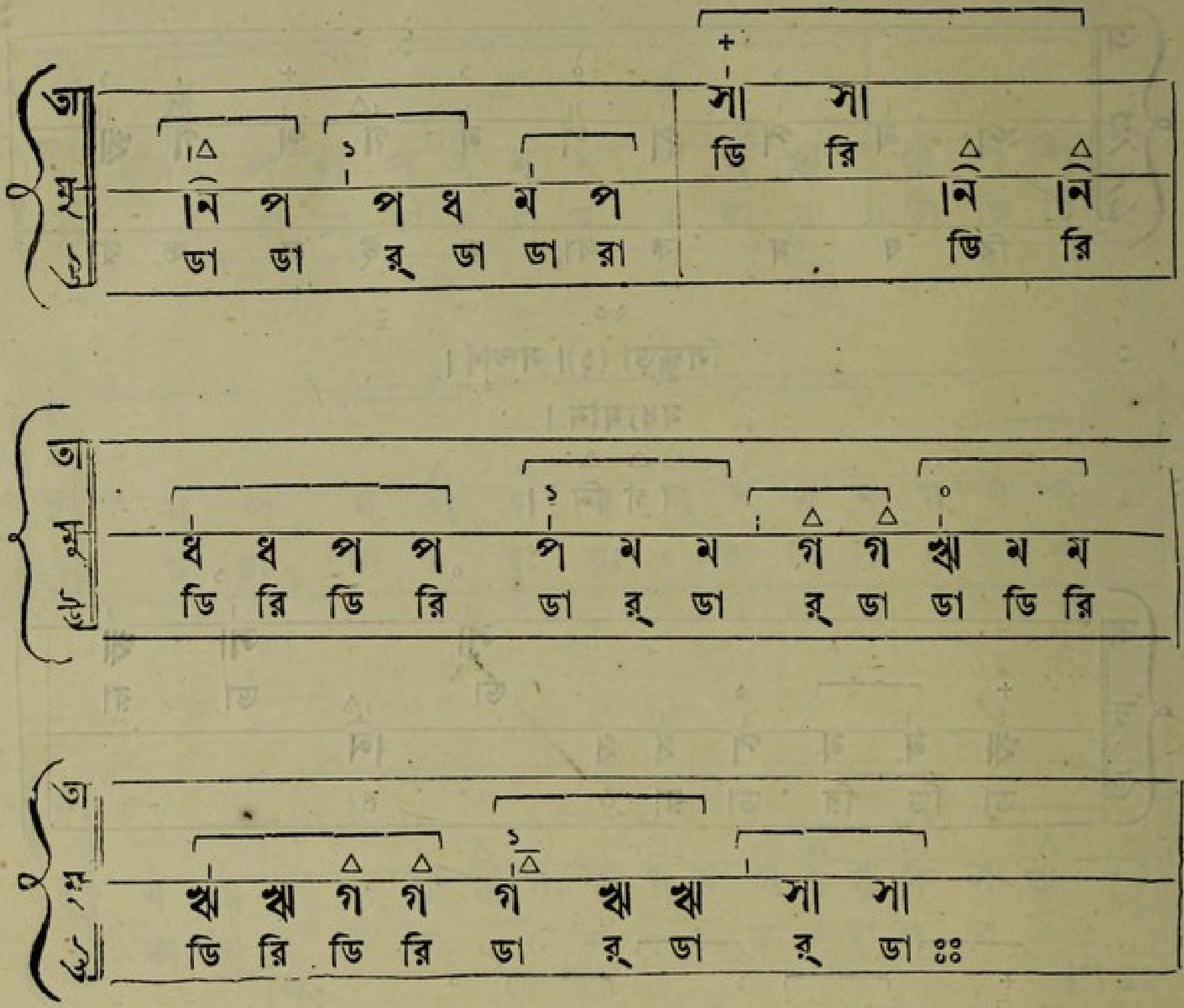

সপ্তাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

মধুমতীচ্ছন্দসা।

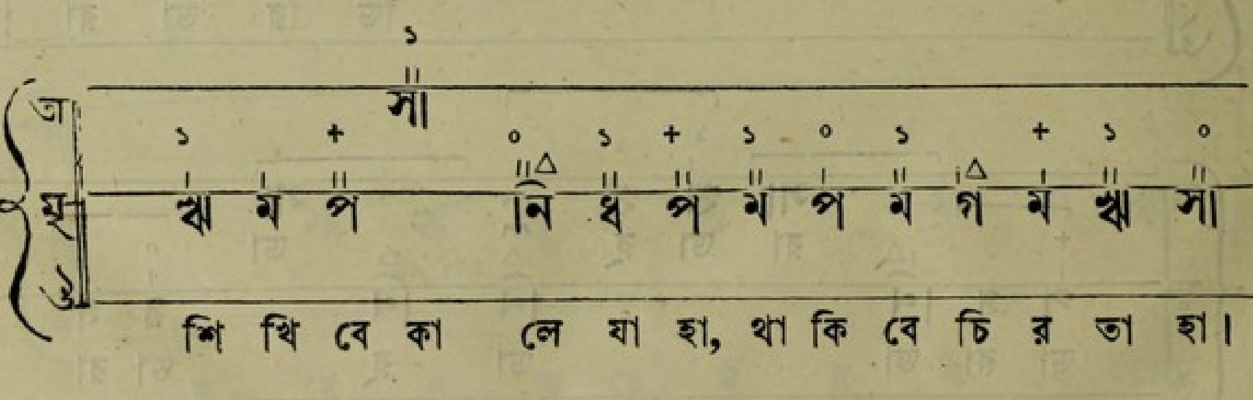

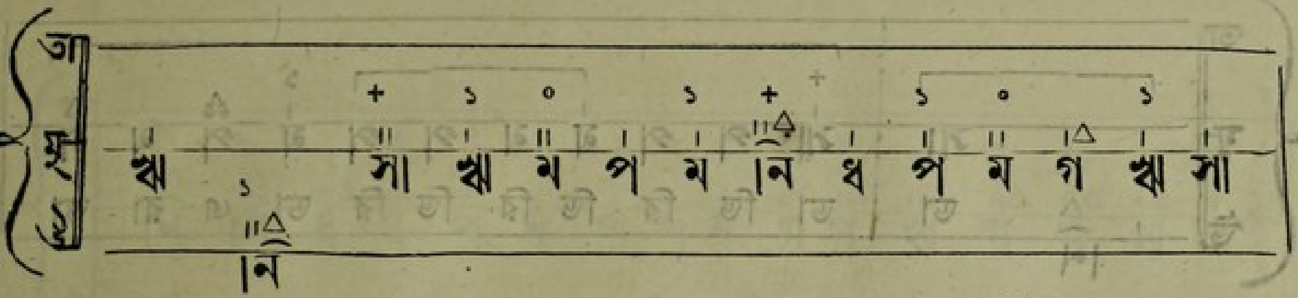

অ কা লে বৃ থা শ্র ম, বা লি র বাঁ ধ স ম।

৬৪

ভৈরবী। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি ঋ গ ধ)।

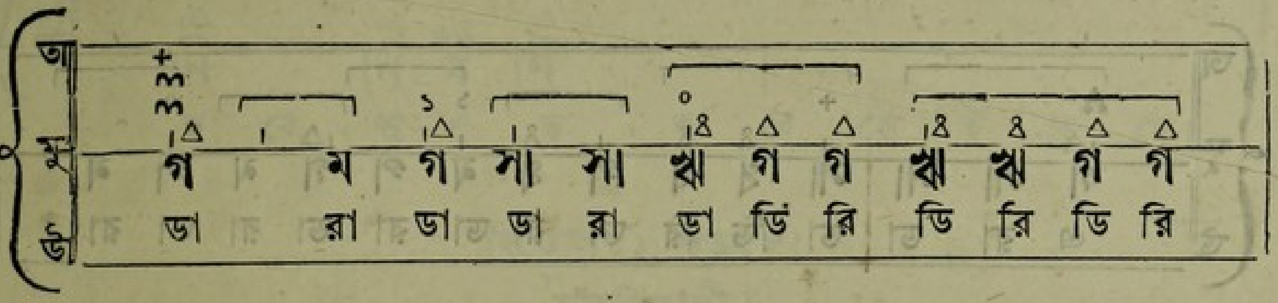

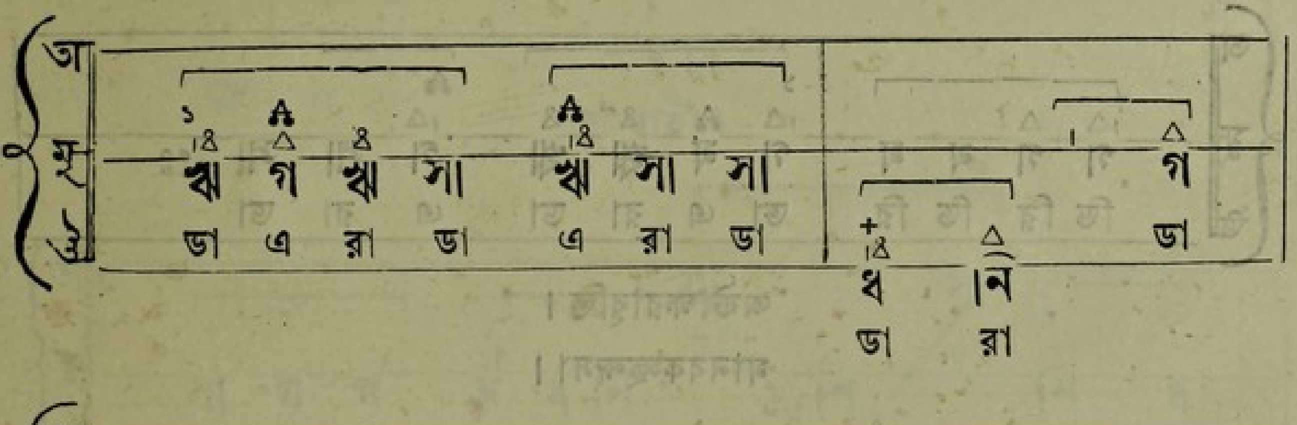

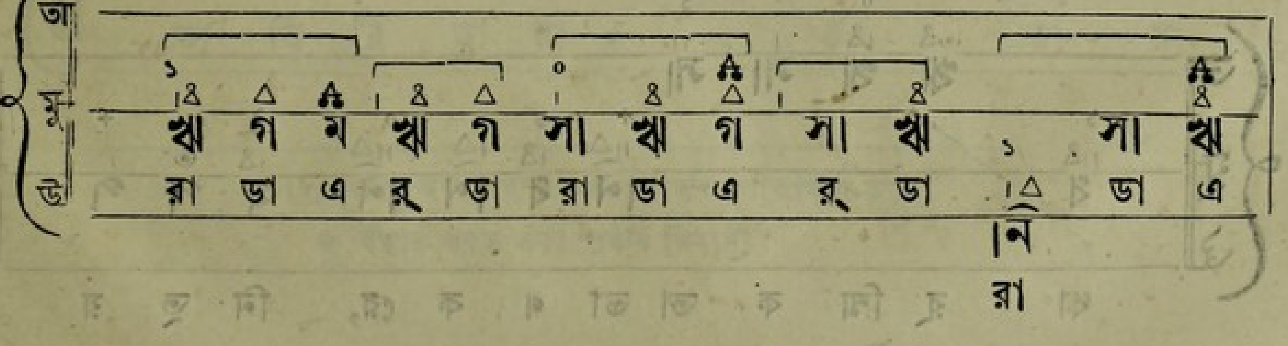

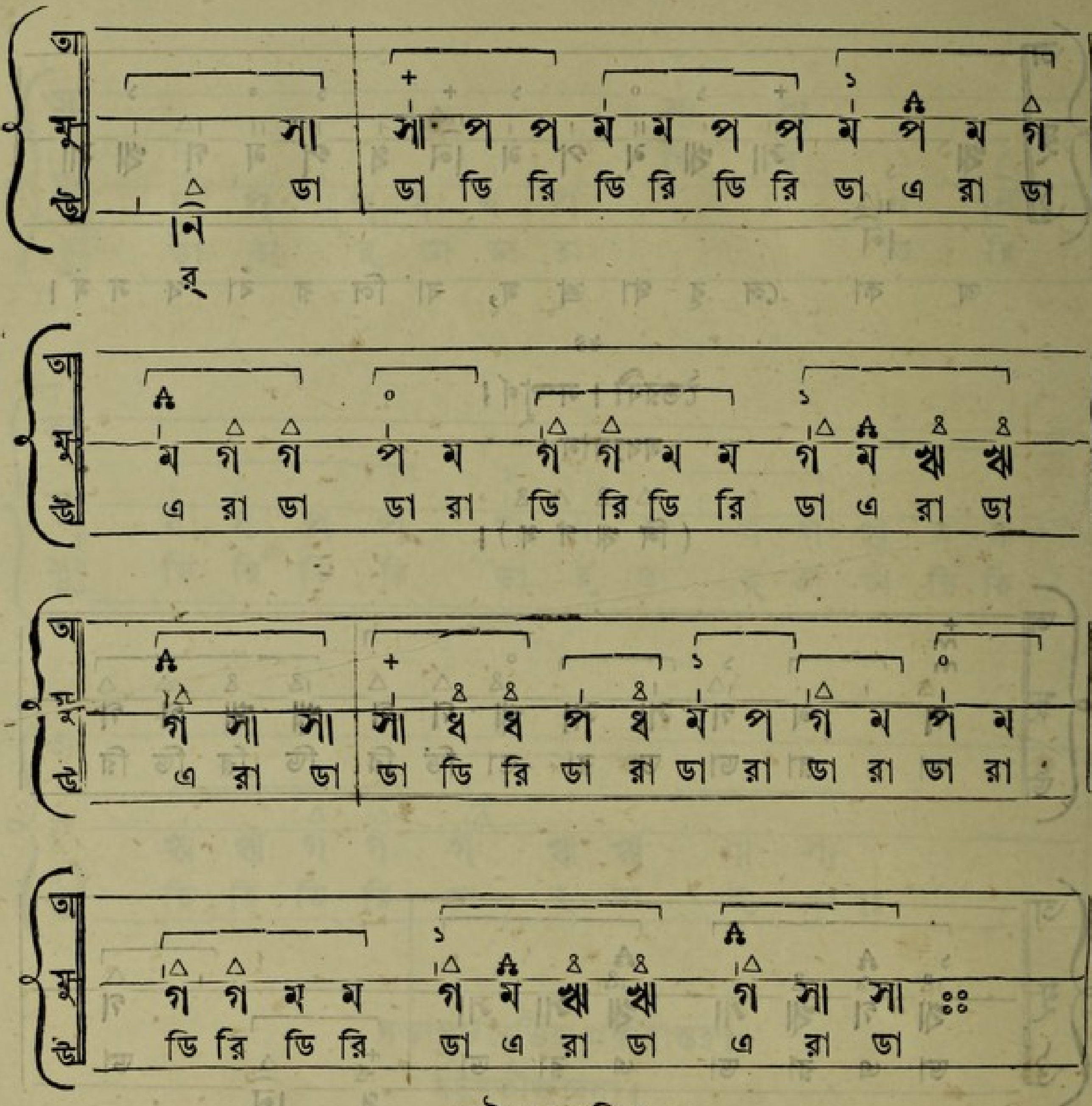

অষ্টাক্ষরাবৃত্তি।

মানবকচ্ছন্দসা।

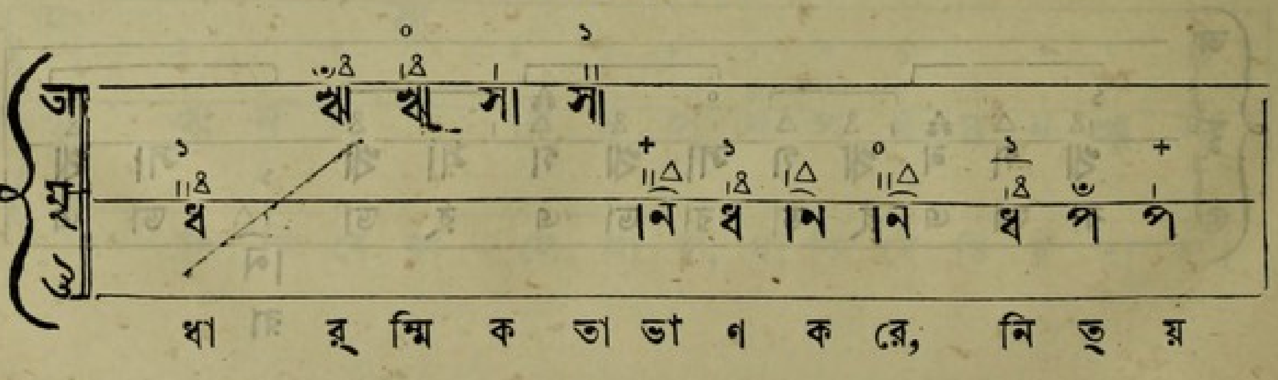

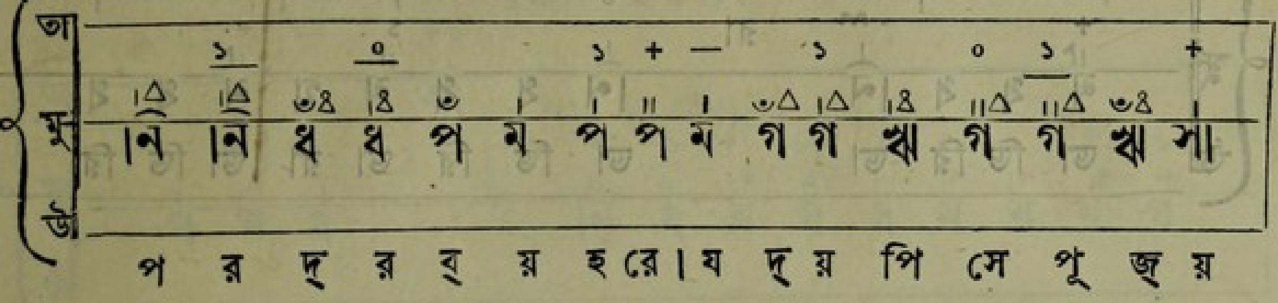

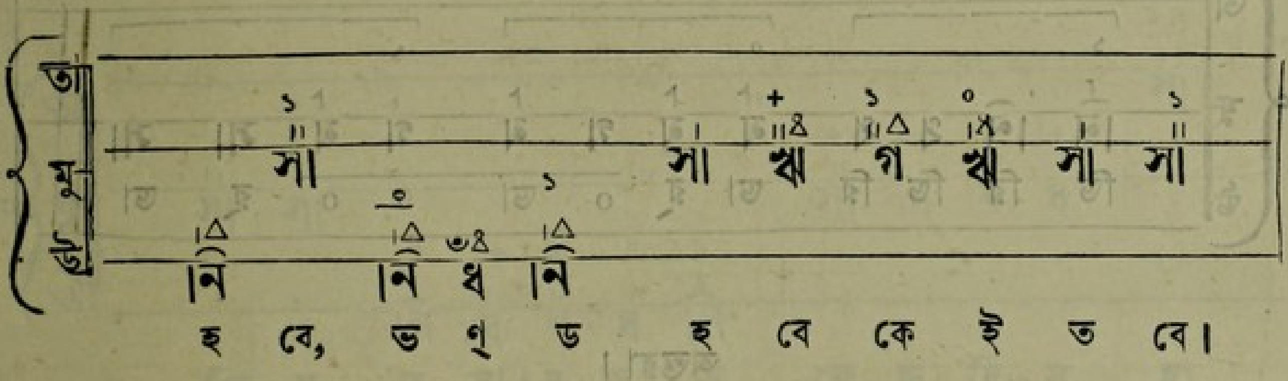

৬৫

হিণ্ডোল (১) ওড়ব *।

দ্রুতত্রিতালী।

(ম)।

আস্থায়ী।

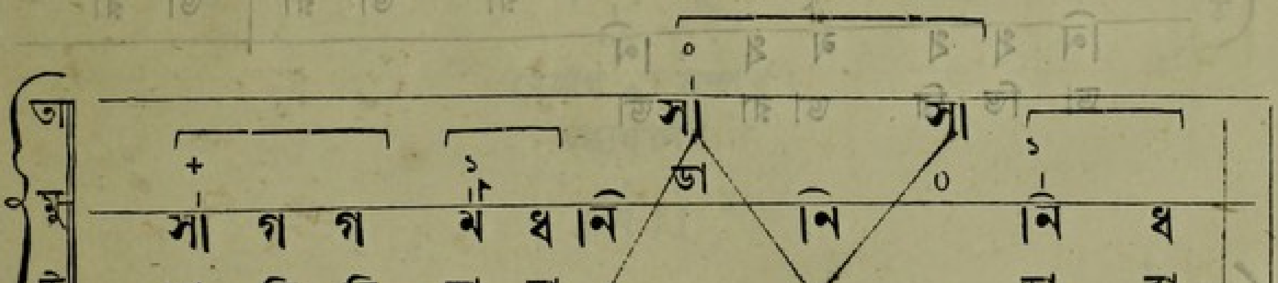

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার ঋষভ এবং পঞ্চম বিবাদী।

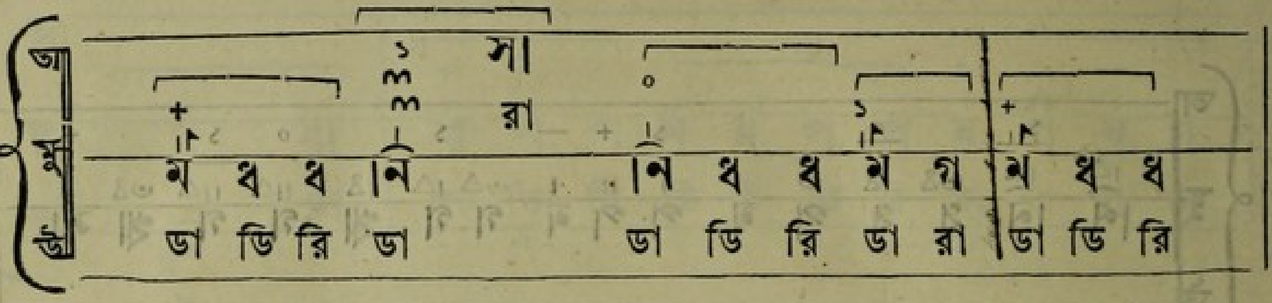
সা
রা
ম ধ ধ নি নি ধ ধ ম গ ম ধ ধ
ডা ডি রি ডা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি

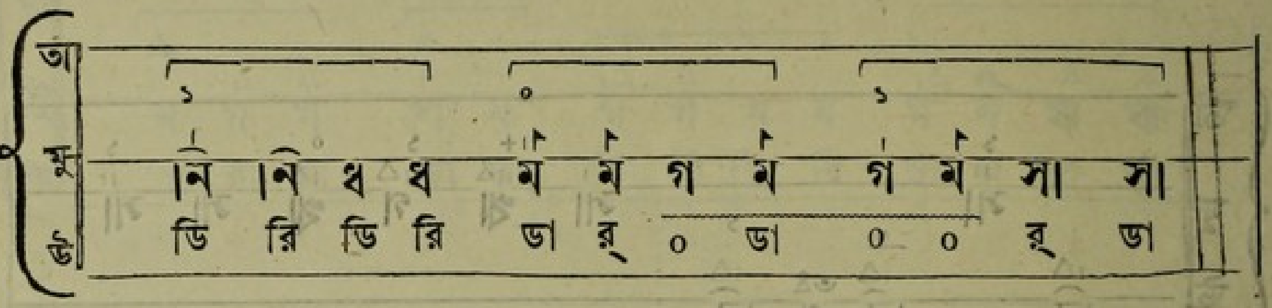
নি নি ধ ধ ম ম গ ম গ ম সা সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ০ ডা ০ ০ র্ ডা

অন্তরা।

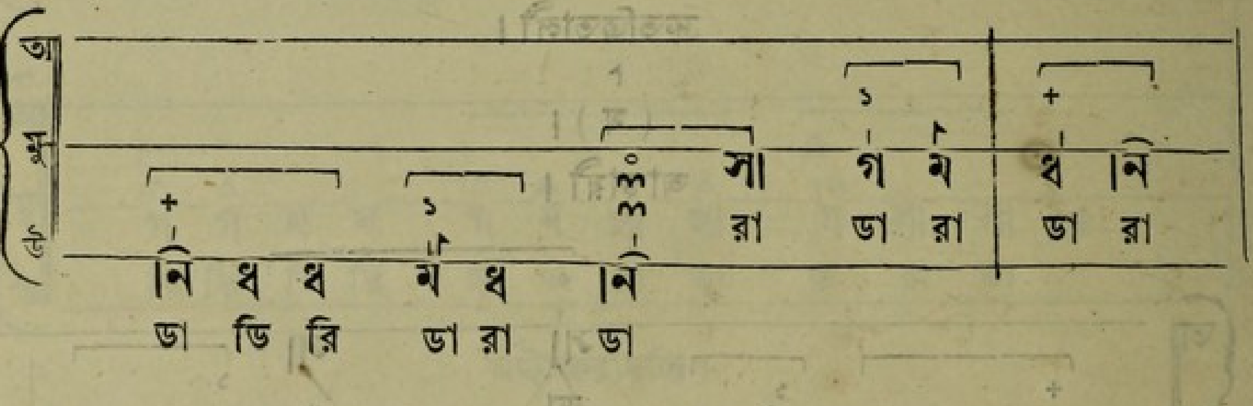
সা গ ম ধ নি
রা ডা রা ডা রা
নি ধ ধ ম ধ নি
ডা ডি রি ডা রা ডা

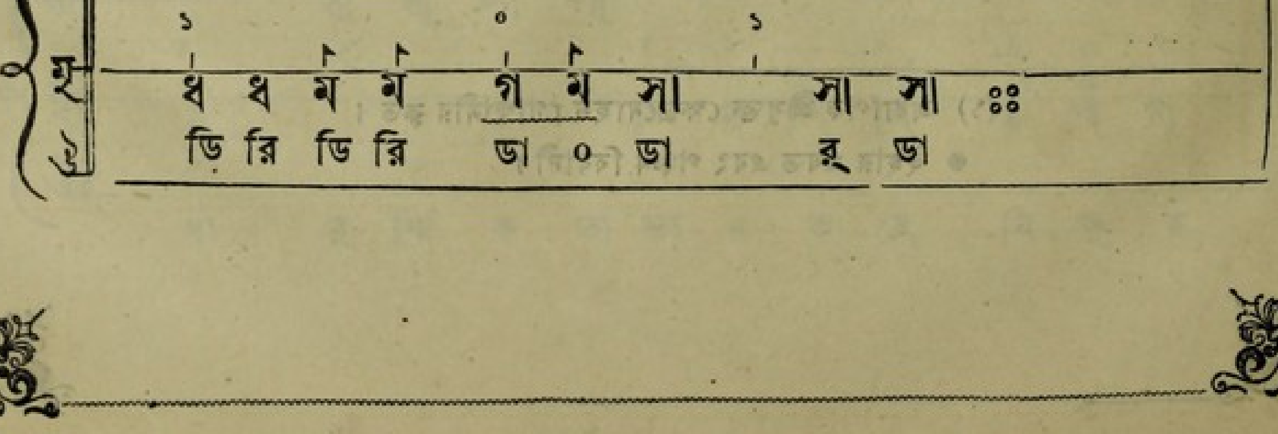
ধ ধ ম ম গ ম সা সা সা ঃঃ
ডি রি ডি রি ডা ০ ডা র্ ডা

অষ্টাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

গজগতিচ্ছন্দসা।

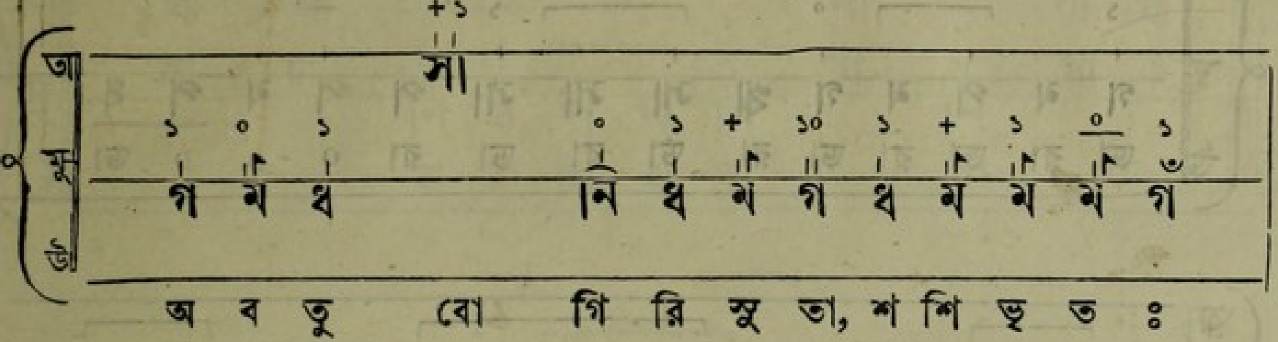

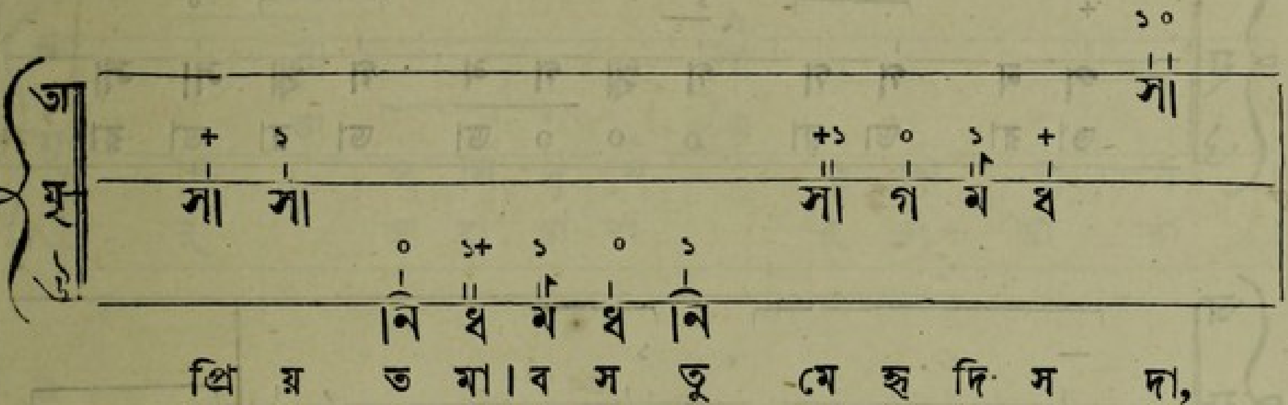

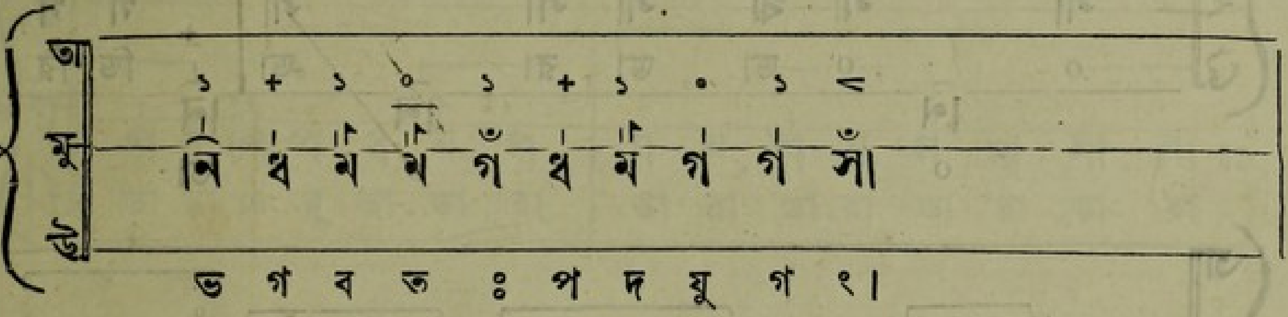

৬৬

বেহাগ *। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)।

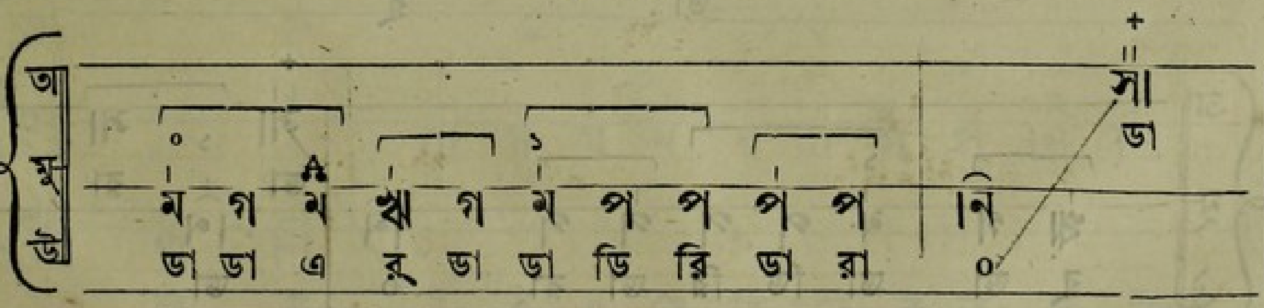

* ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

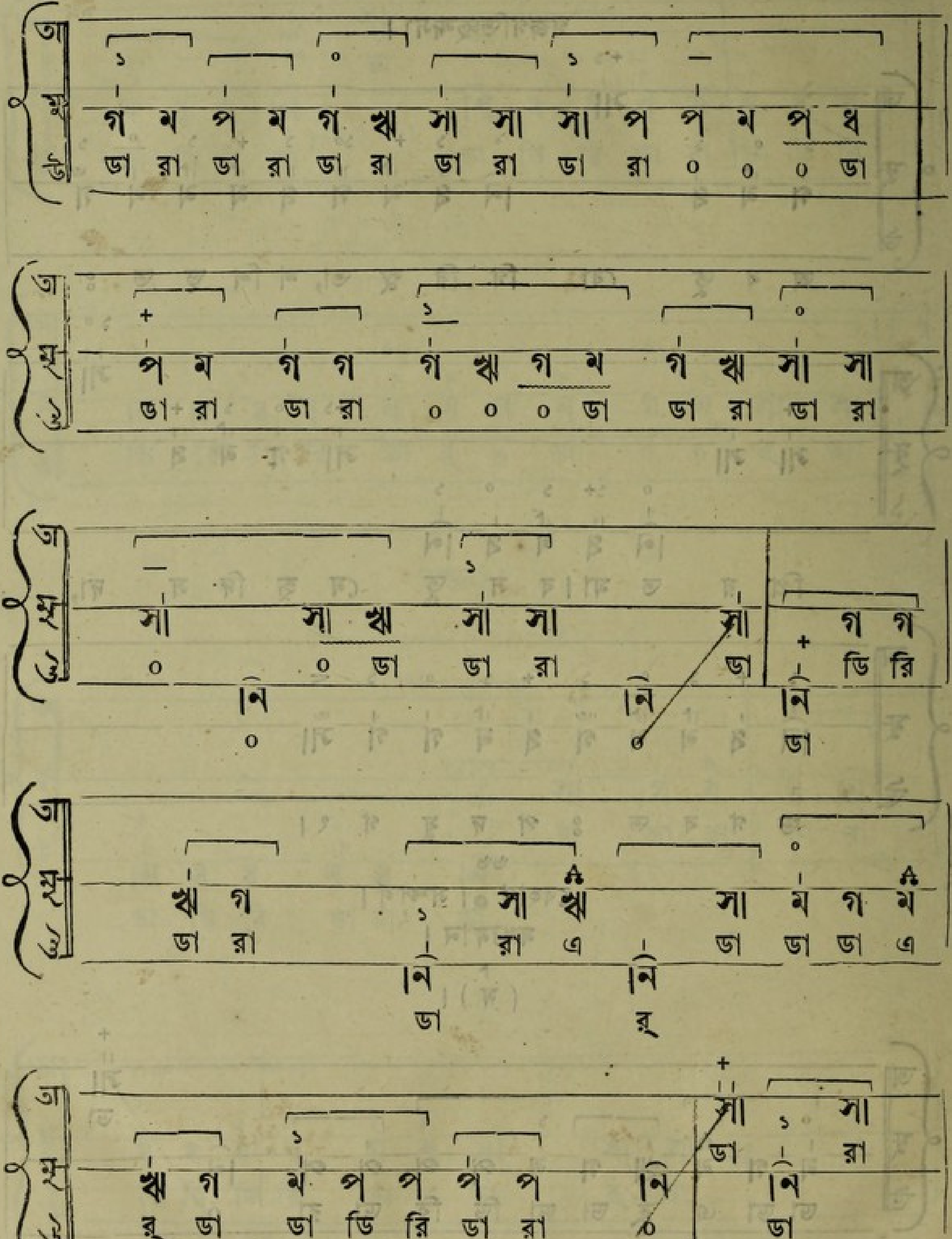
আ স্থা উ
গ ম প ম গ ঋ সা সা সা প প ম প ধ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ০ ০ ০ ডা
প ম গ গ গ ঋ গ ম গ ঋ সা সা
ডা রা ডা রা ০ ০ ০ ডা ডা রা ডা রা
সা সা ঋ সা সা সা গ গ
০ ০ ডা ডা রা ডা ডি রি
নি নি নি
০ ০ ডা
ঋ গ সা ঋ সা ম গ ম
ডা রা রা এ ডা ডা ডা এ
নি নি
ডা রূ
সা সা
ডা রা
ঋ গ ম প প প প নি নি
রূ ডা ডা ডি রি ডা রা ০ ডা

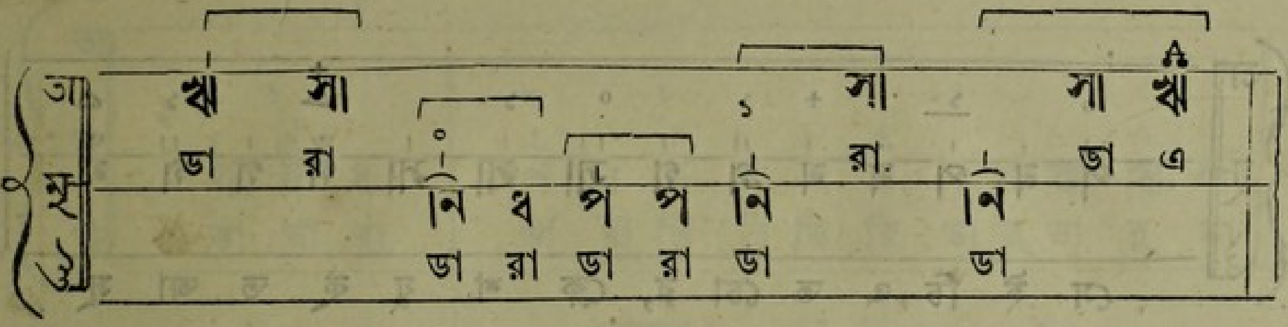

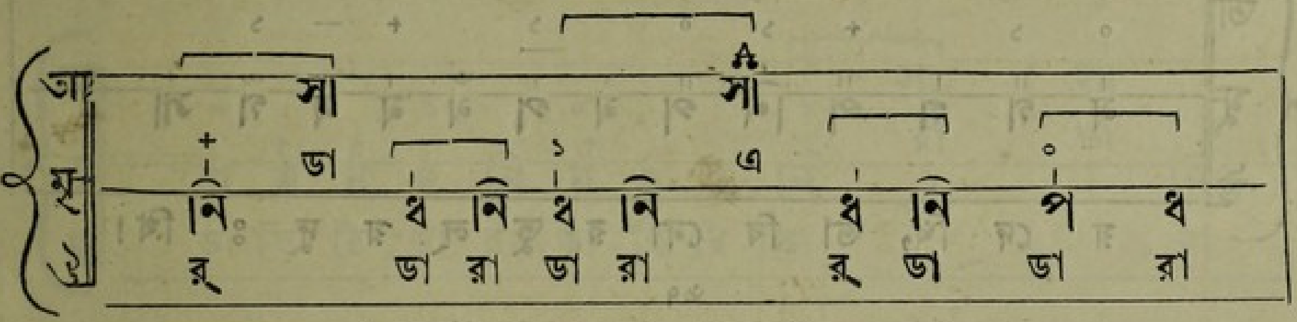

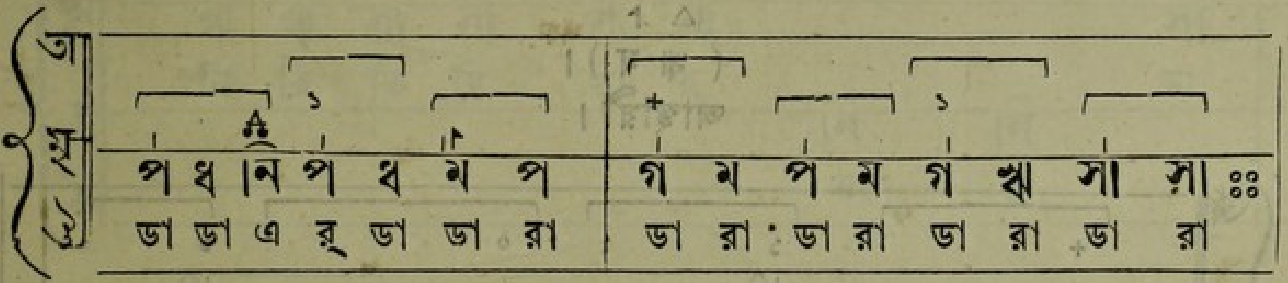

অষ্টাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

সমানিকাচ্ছন্দসা।

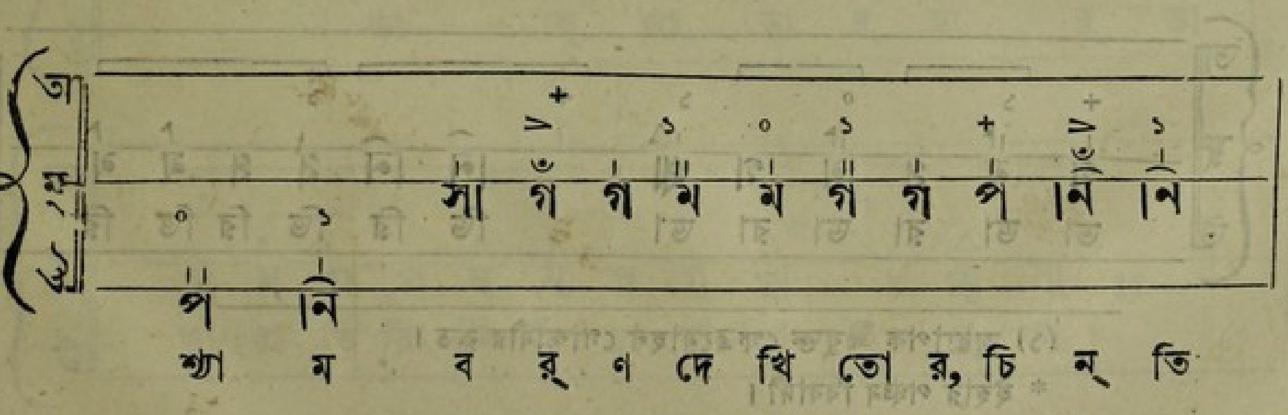

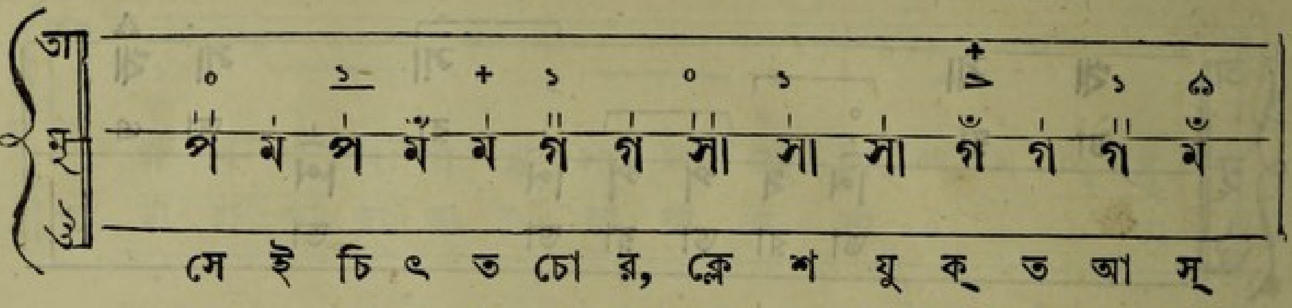

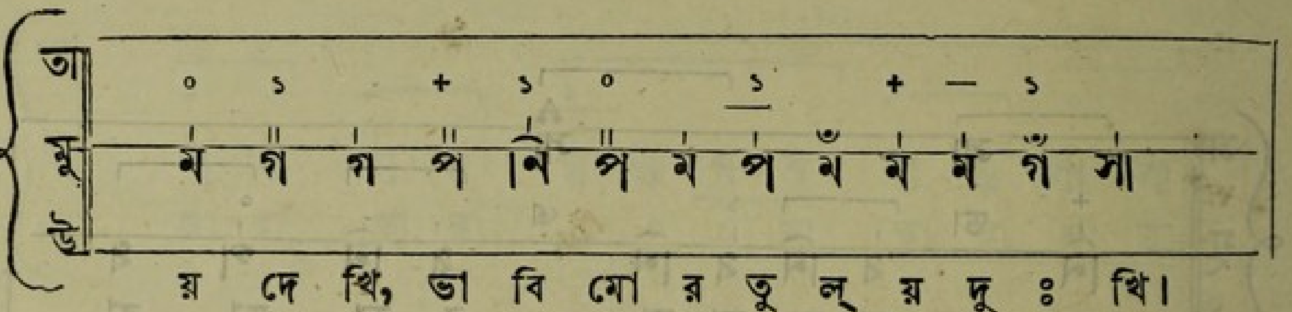

৬৭

মালব বা মারভা (১)। খাড়ব *।

দ্রুতত্রিতালী।

(ঋ ম)।

আস্থায়ী।

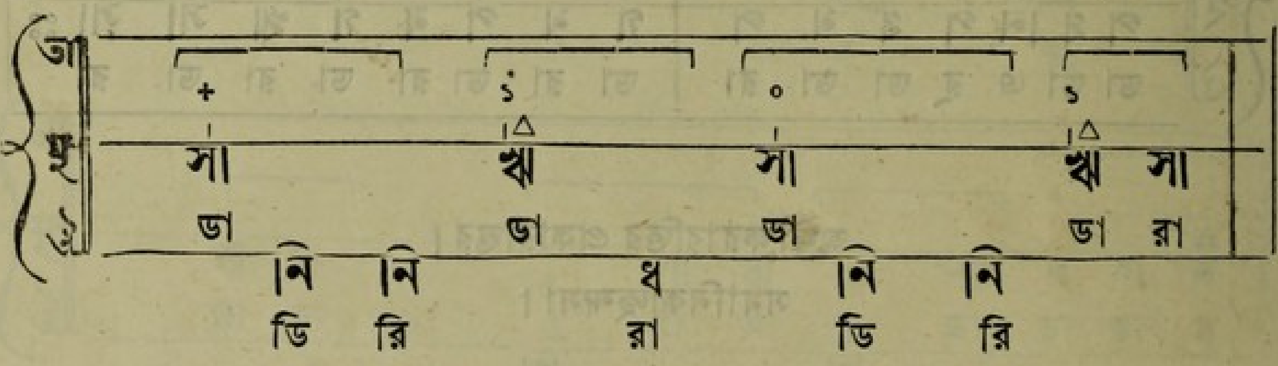

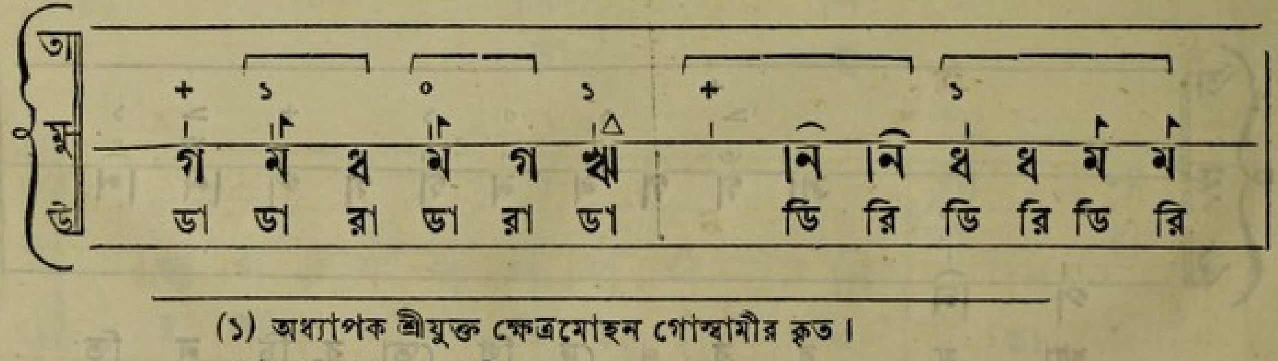

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

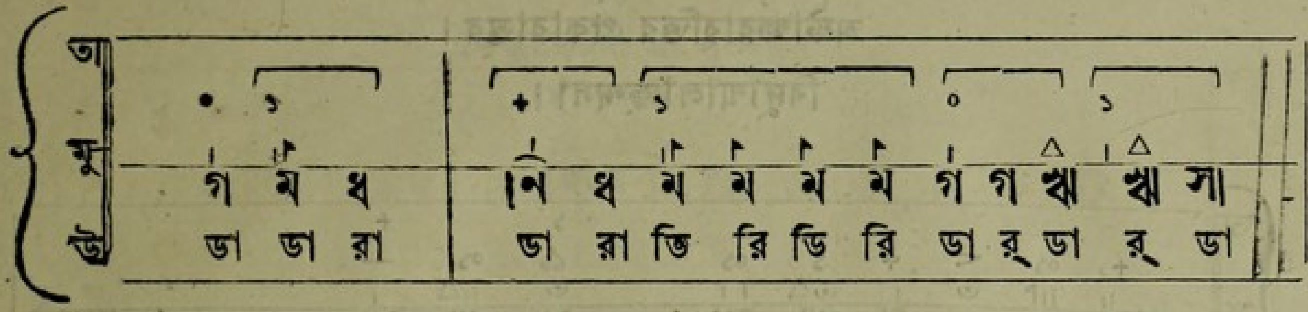
গ ম ধ নি ধ ম ম ম ম গ গ ঋ ঋ সা
ডা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

অন্তরা।

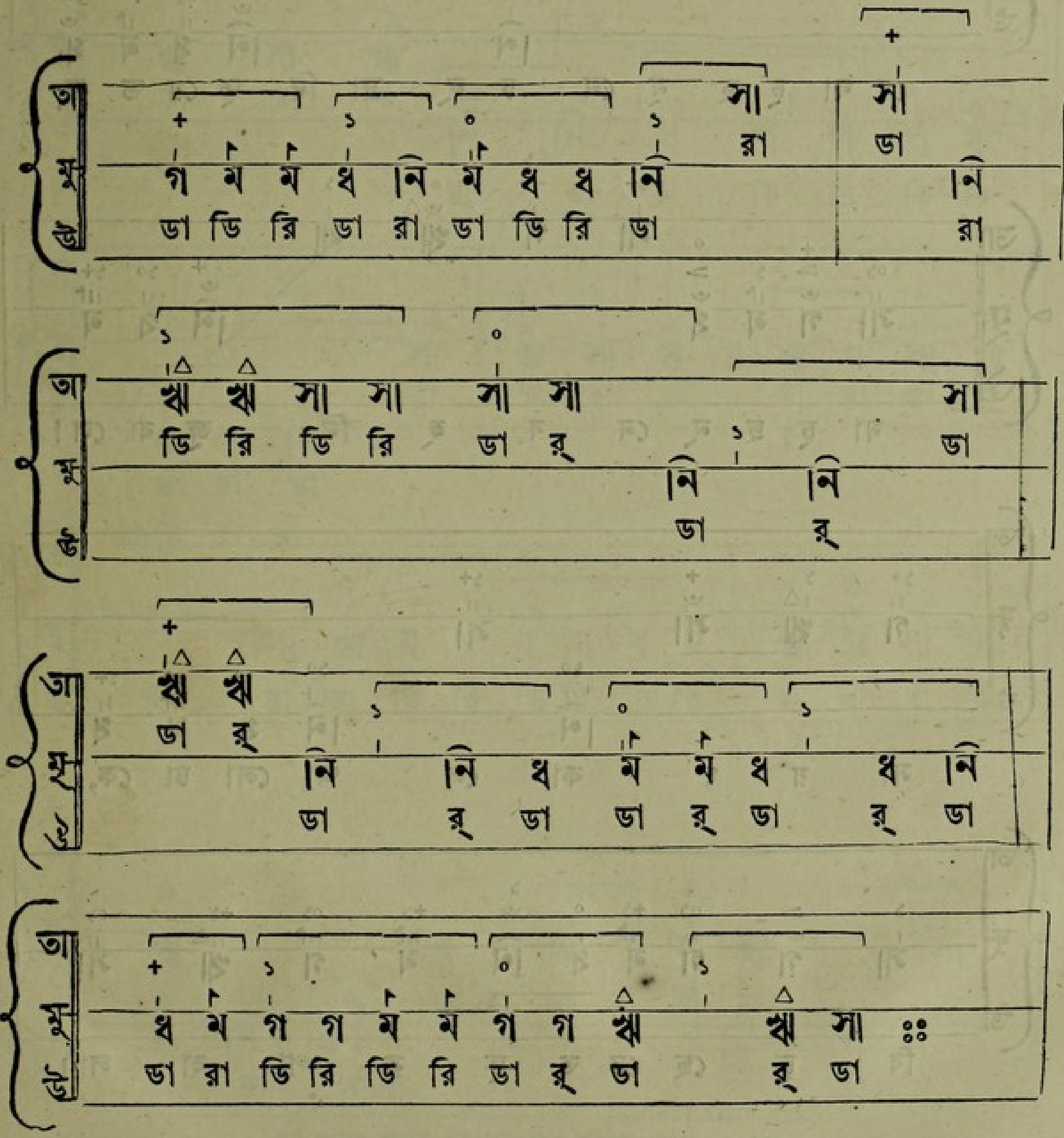
সা সা
রা ডা
গ ম ম ধ নি ম ধ ধ নি নি
ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা
ঋ ঋ সা সা সা সা সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা
নি নি
ডা র্
ঋ ঋ
ডা র্
নি নি ধ ম ম ধ ধ নি
ডা র্ ডা ডা র্ ডা র্ ডা
ধ ম গ গ ম ম গ গ ঋ ঋ সা ঃঃ
ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

অষ্টাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দসা।

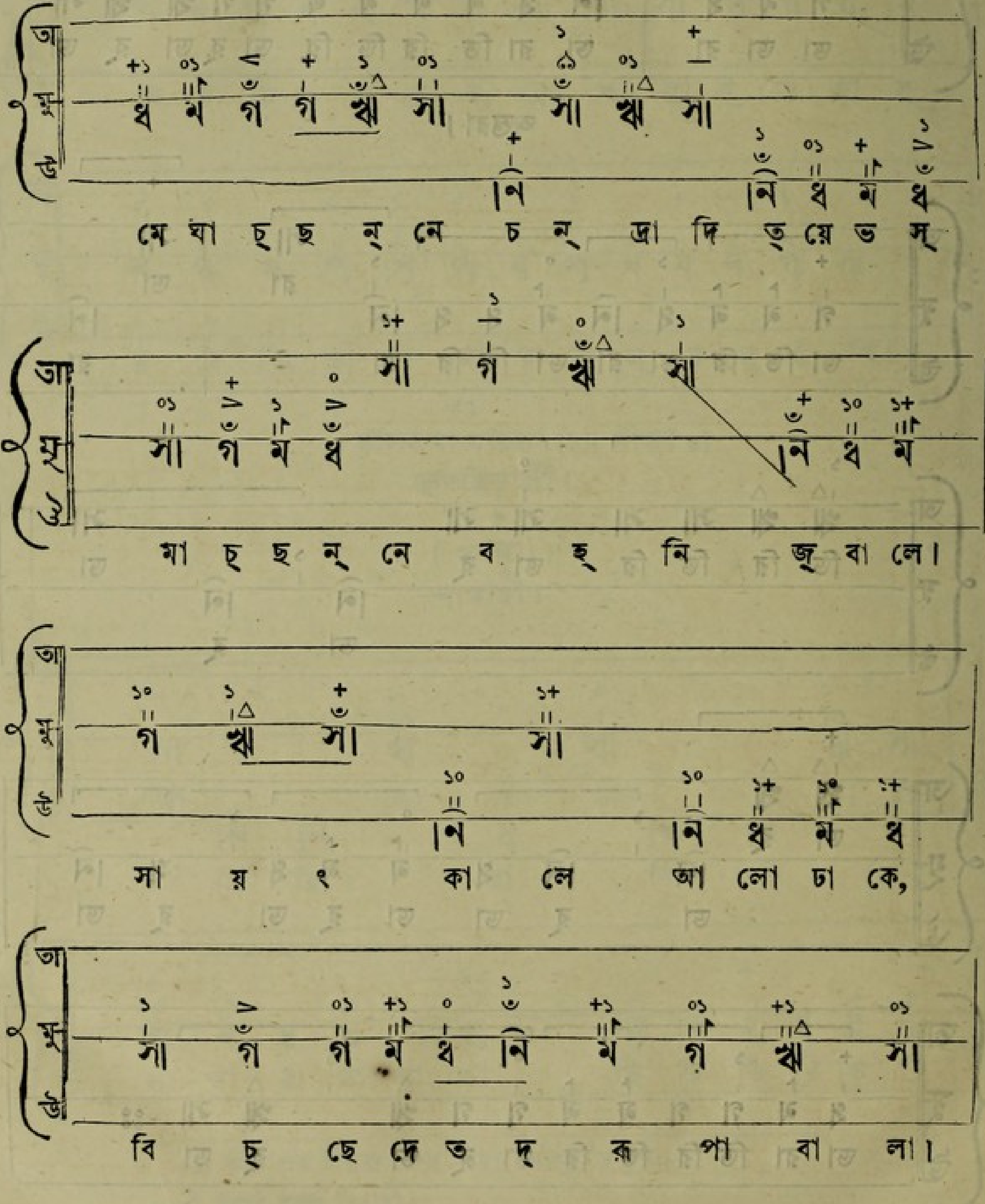

৬৮

সিন্ধুভৈরবী *। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি গ ধ)।

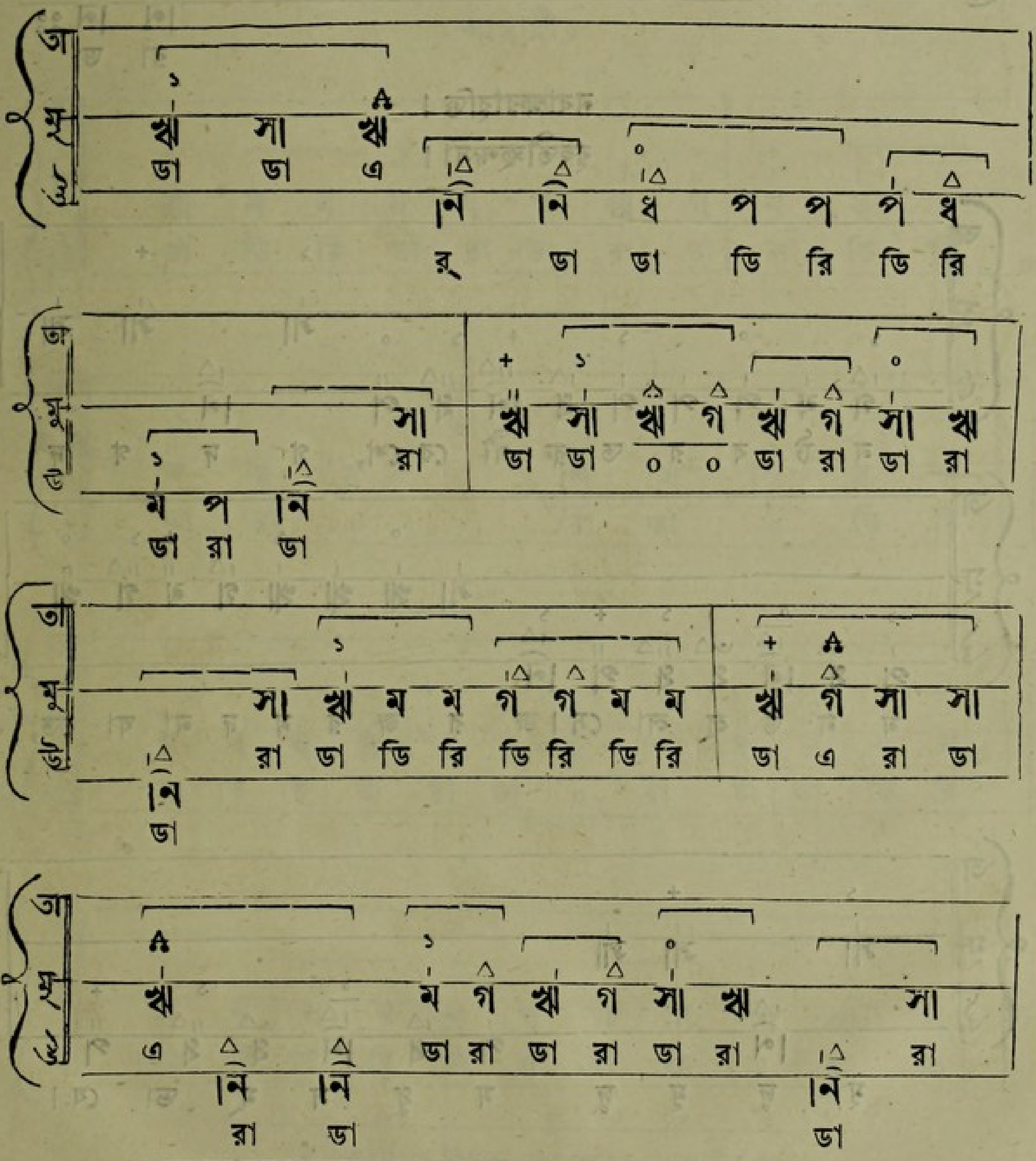

* মাধব বাবুর একজন ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

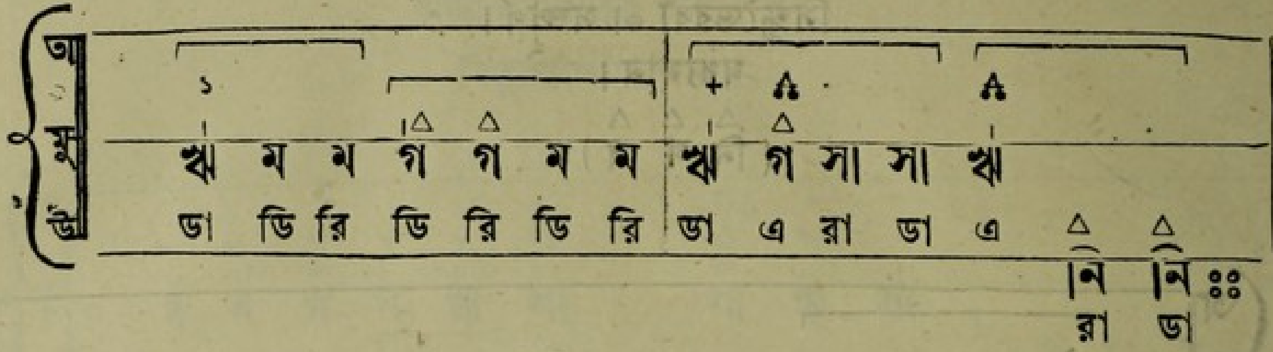

নবাক্ষরাবৃত্তি।

বৃহতীচ্ছন্দসা।

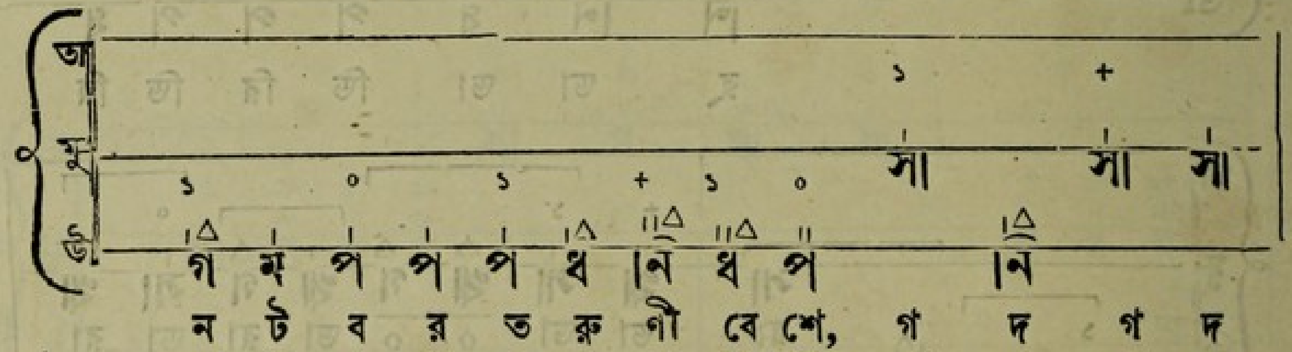

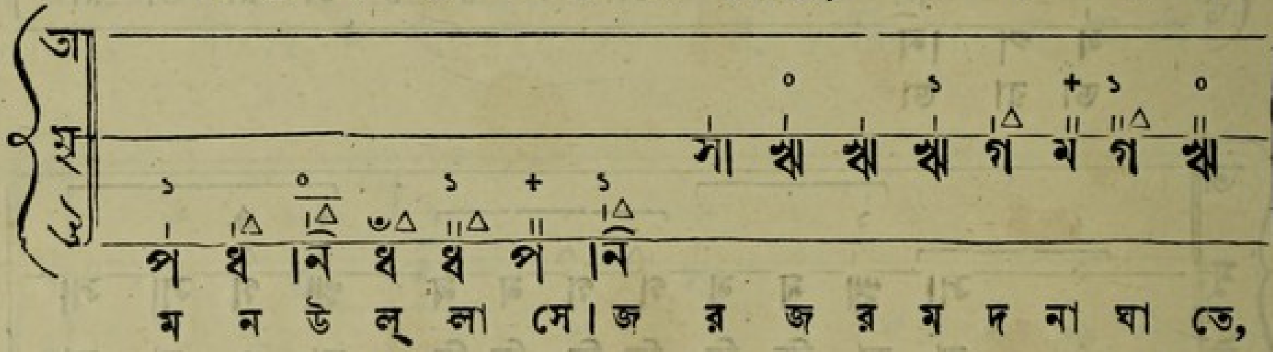

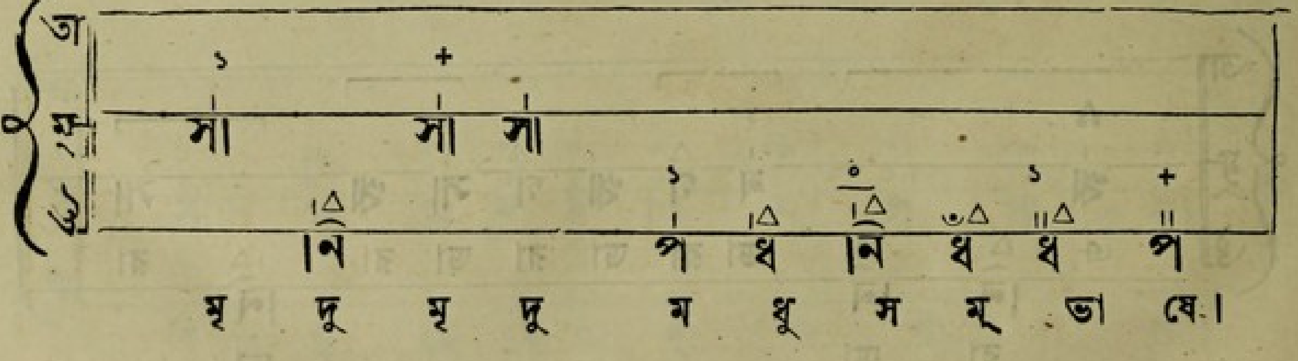

৬৯

বসন্ত (১)। খাড়ব *।

মধ্যমান।

△ ৮
(ঋ ম)।

আস্থায়ী।

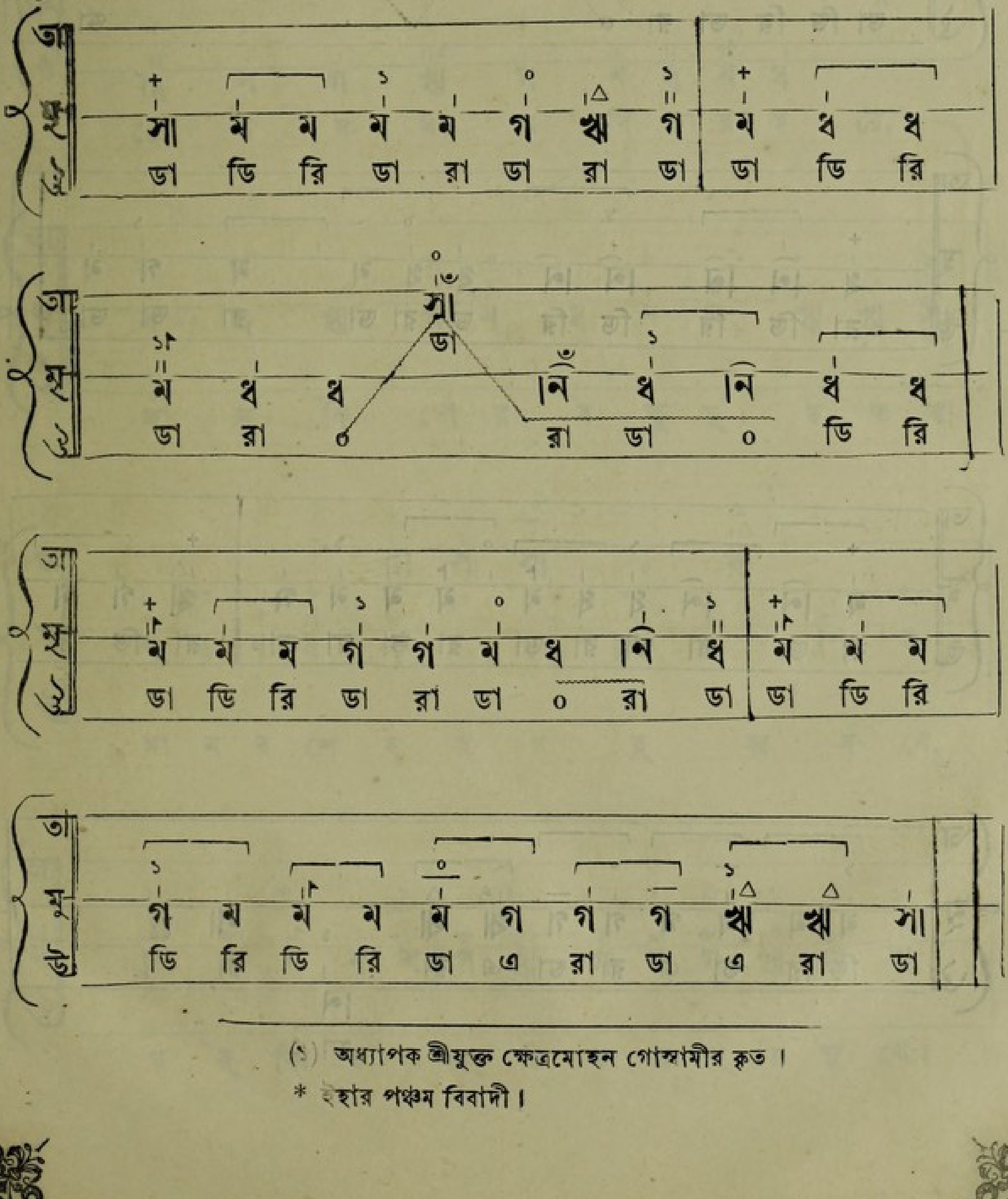

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

অন্তরা।

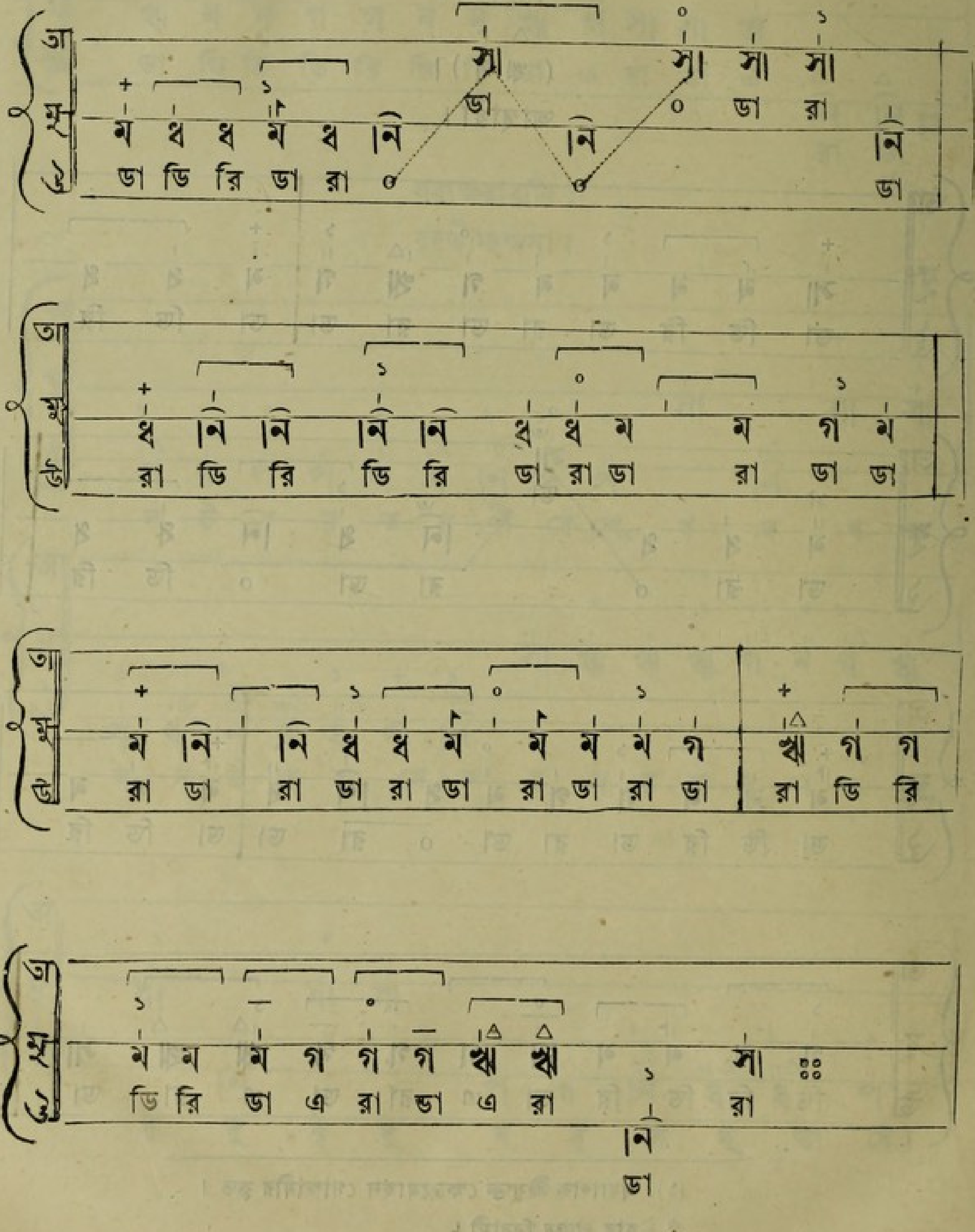
তা মু উ
ম ধ ধ ম ধ নি সা নি সা সা সা নি
ডা ডি রি ডা রা ০ ডা ০ ০ ডা রা ডা
ধ নি নি নি নি ধ ধ ম ম গ ম
রা ডি রি ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডা
ম নি নি ধ ধ ম ম ম ম গ ঋ গ গ
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি
ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ নি সা
ডি রি ডা এ রা ডা এ রা ডা রা

দশাক্ষরা বৃত্তি।

পুঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসা।

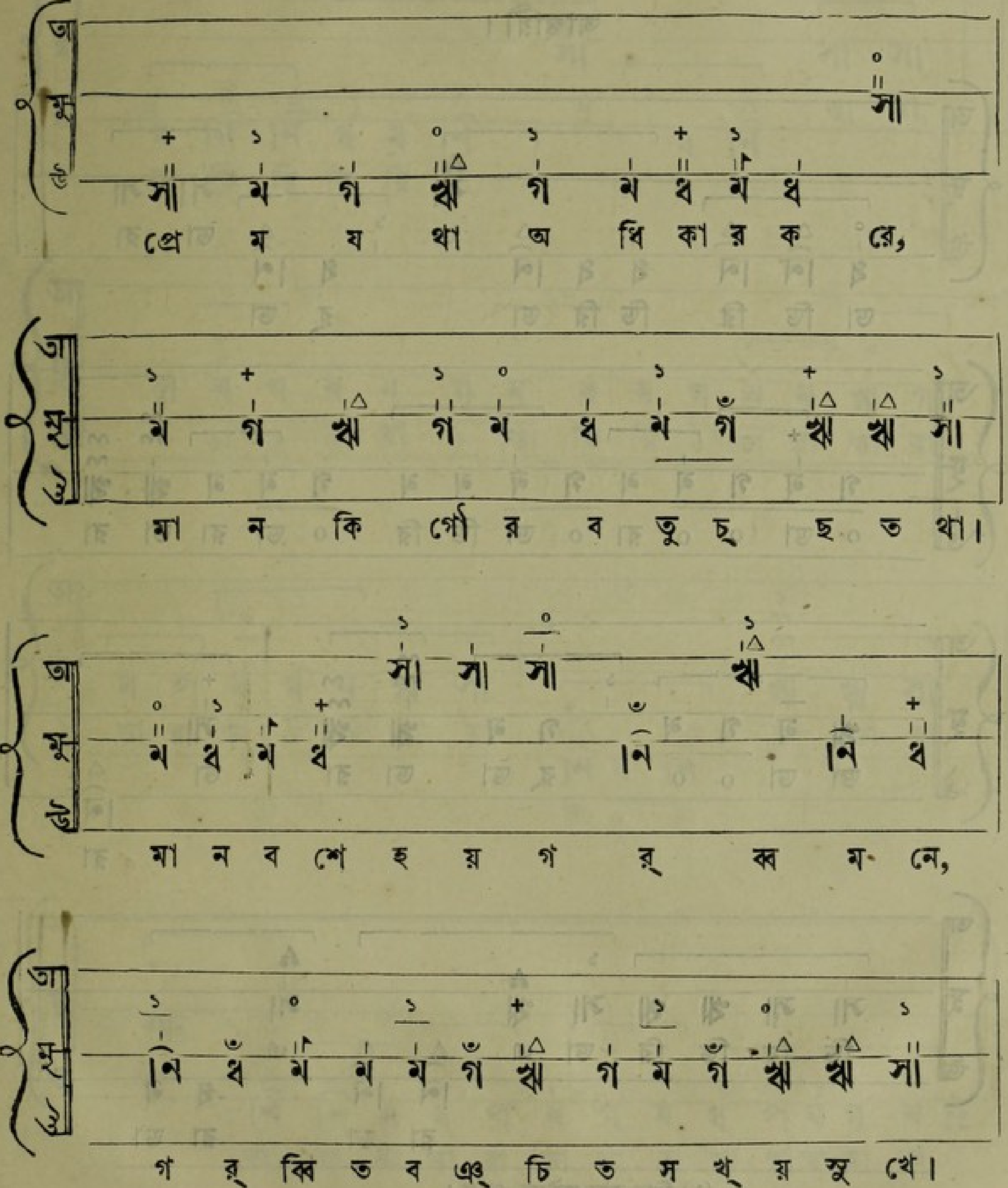

৭০

খাম্বাজ (১) সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)।

আস্থায়ী।

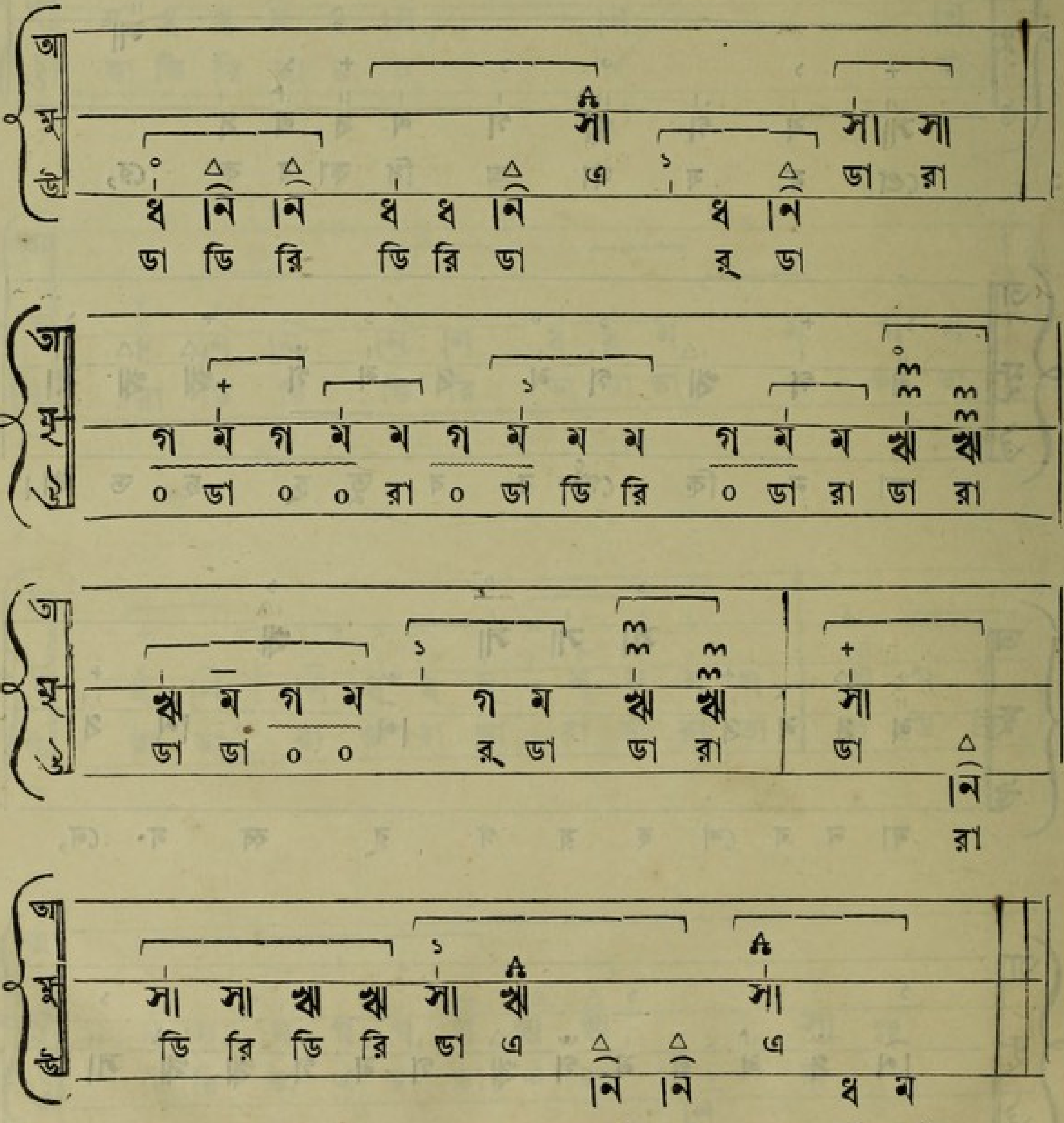

(১) শিবু বাবু হইতে প্রাপ্ত।

অন্তরা।

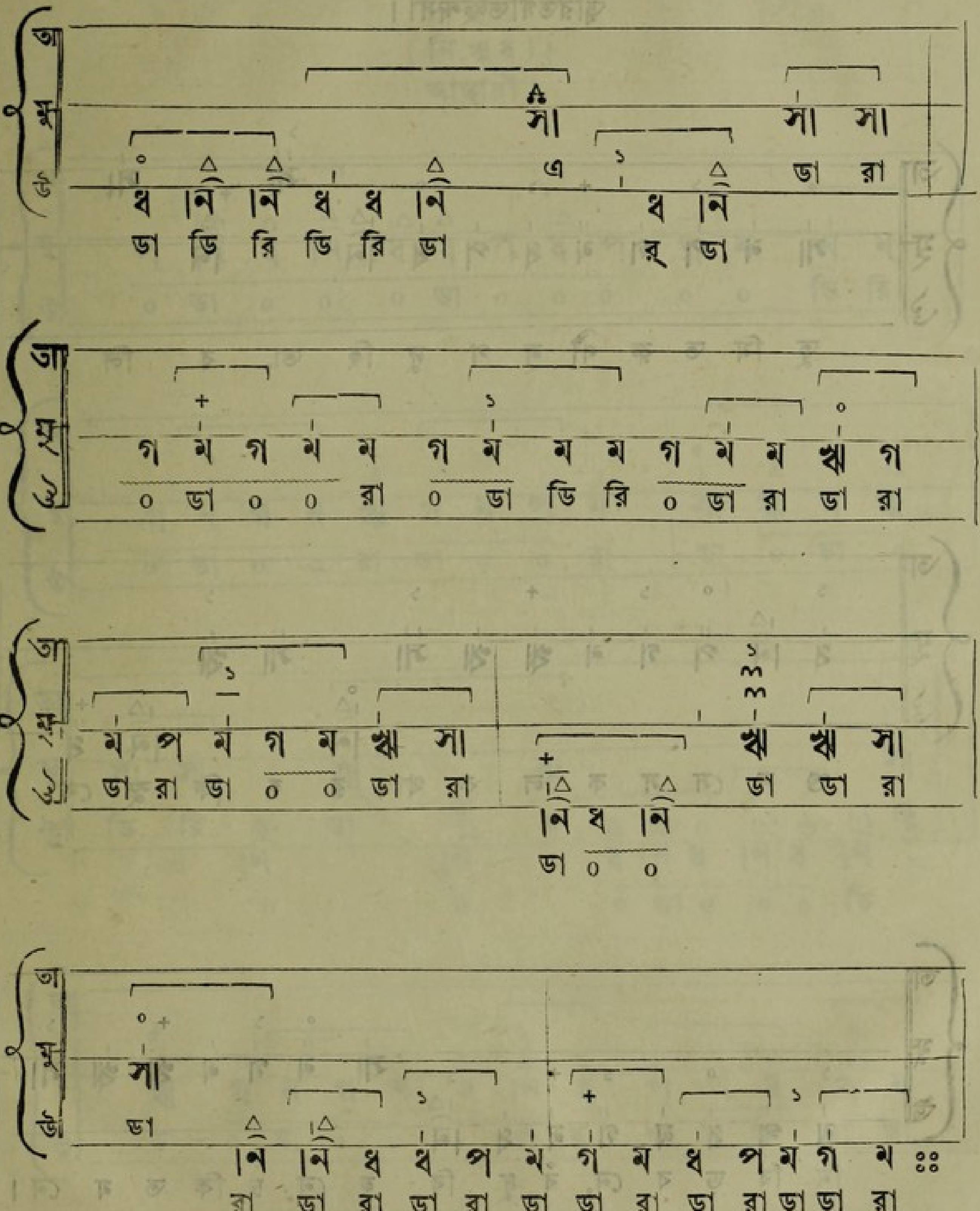
আ
মু
উ
সাঁ সা সা
এ ডা রা
ধ ।নি ।নি ধ ধ ।নি ধ ।নি
ডা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা
গ ম গ ম ম গ ম ম ম গ ম ম ঋ গ
০ ডা ০ ০ রা ০ ডা ডি রি ০ ডা রা ডা রা
ম প ম গ ম ঋ সা ঋ ঋ সা
ডা রা ডা ০ ০ ডা রা ডা ডা রা
।নি ধ ।নি
ডা ০ ০
সা
ডা
।নি ।নি ধ ধ প ম গ ম ধ প ম গ ম ঃঃ
রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা

দশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

ত্বরিতগতিচ্ছন্দসা।

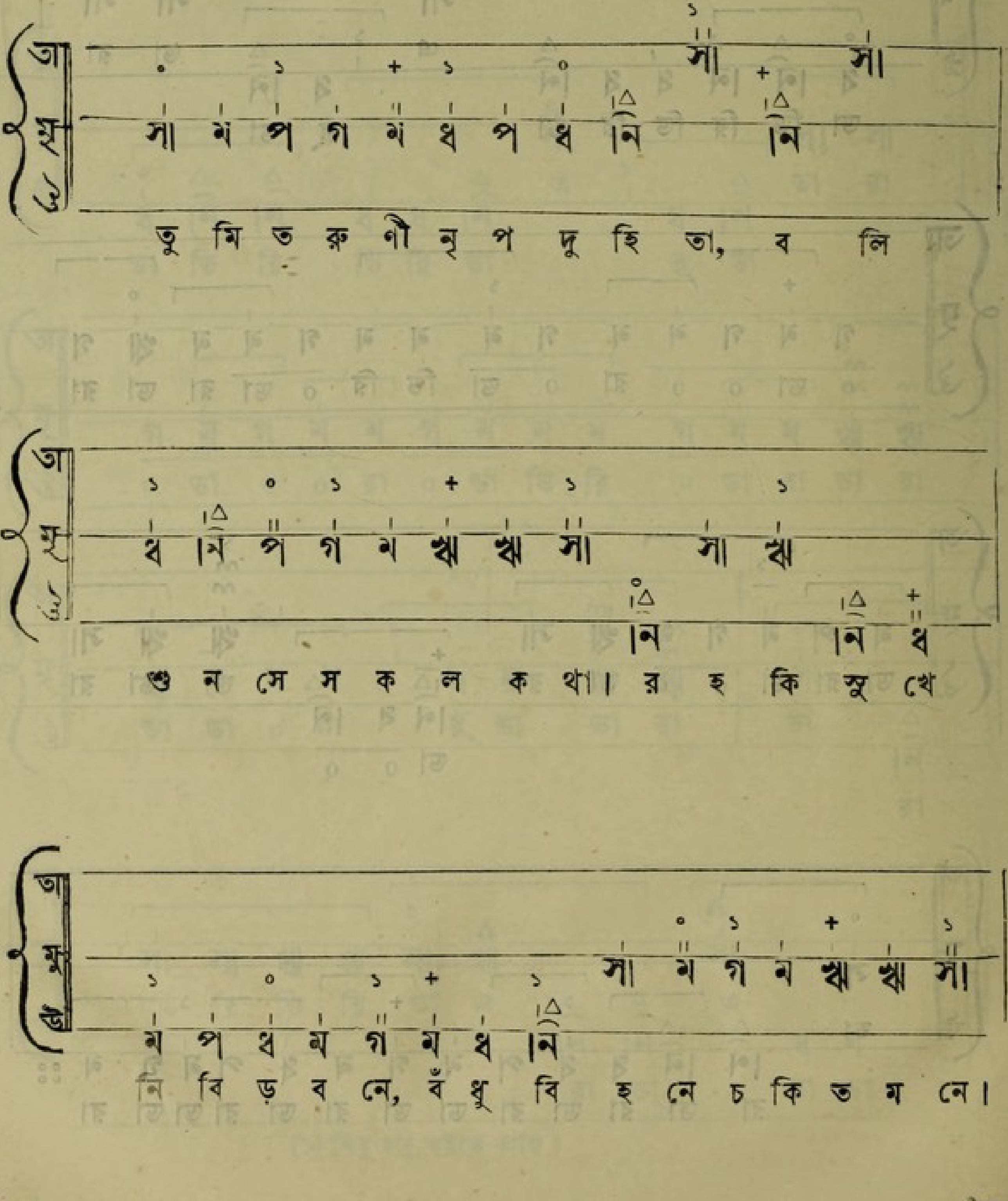

৭১

ভৈরব (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি ঋ ধ)।

আস্থায়ী।

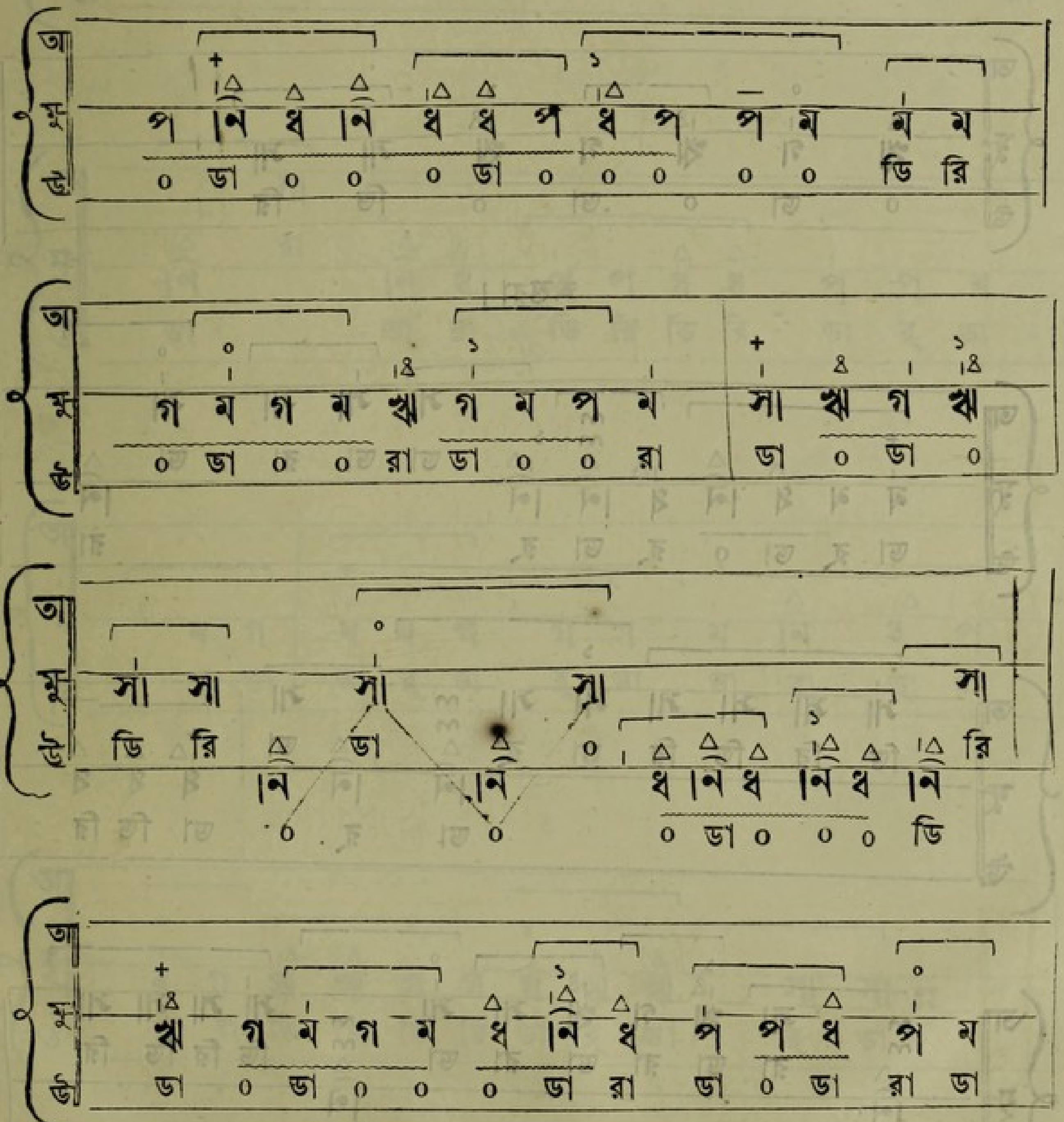

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

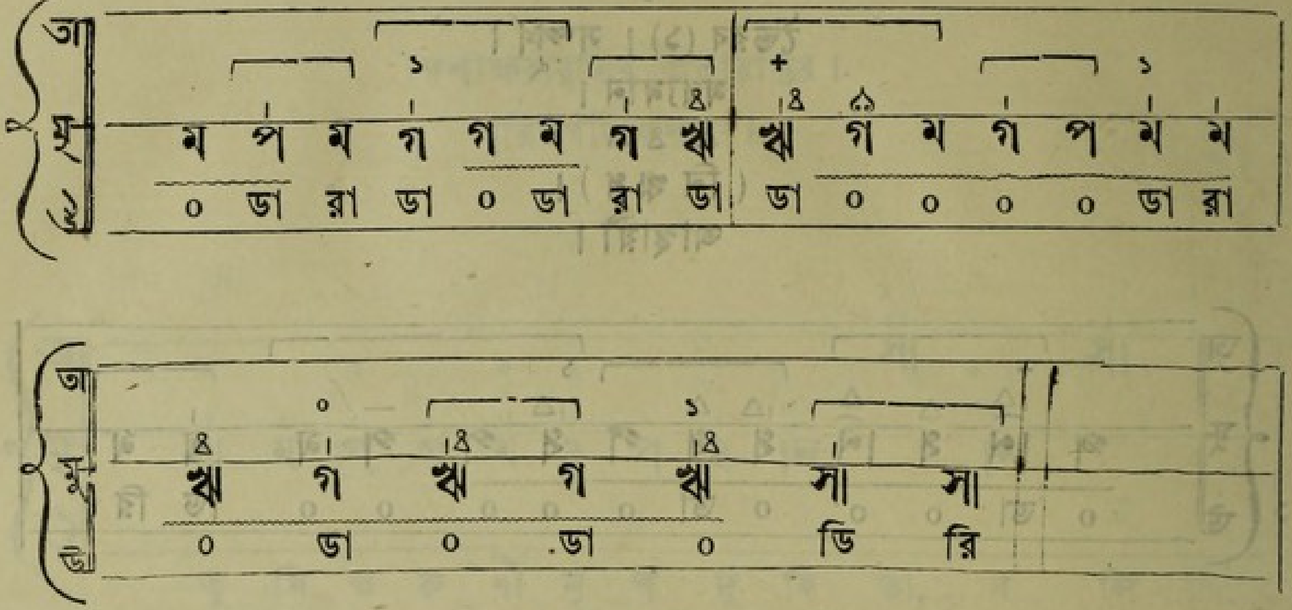
আ
মু
উ
ম প ম গ গ ম গ ঋ ঋ গ ম গ প ম ম
০ ডা রা ডা ০ ডা রা ডা ডা ০ ০ ০ ০ ডা রা
ঋ গ ঋ গ ঋ সা সা
০ ডা ০ ডা ০ ডি রি

অন্তরা।

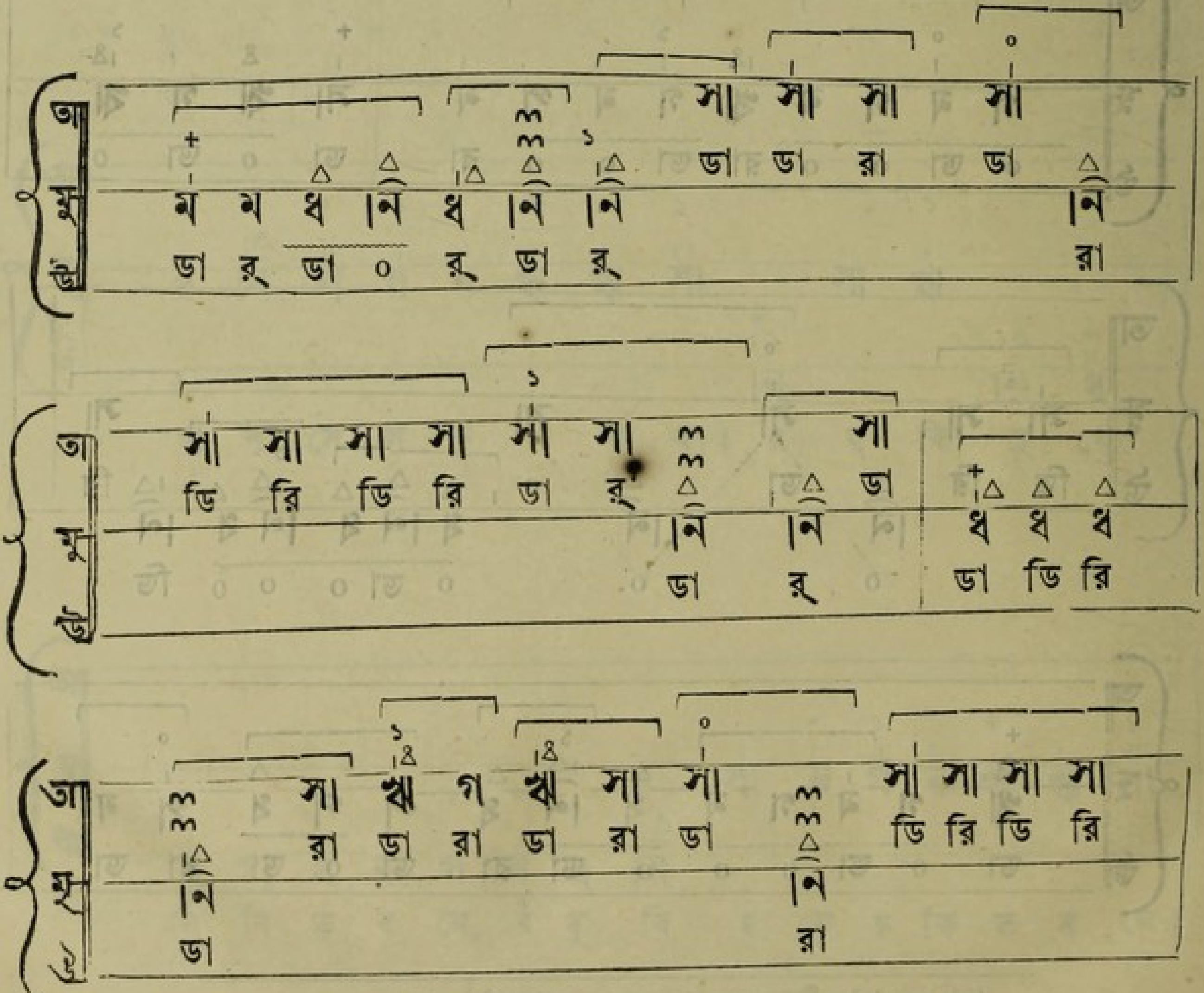
সা সা সা সা
ডা ডা রা ডা
ম ম ধ নি ধ নি নি নি
ডা র্ ডা ০ র্ ডা র্ রা
সা সা সা সা সা সা সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা
নি নি ধ ধ ধ
ডা র্ ডা ডি রি
সা ঋ গ ঋ সা সা সা সা সা সা
রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি ডি রি
নি নি
ডা রা

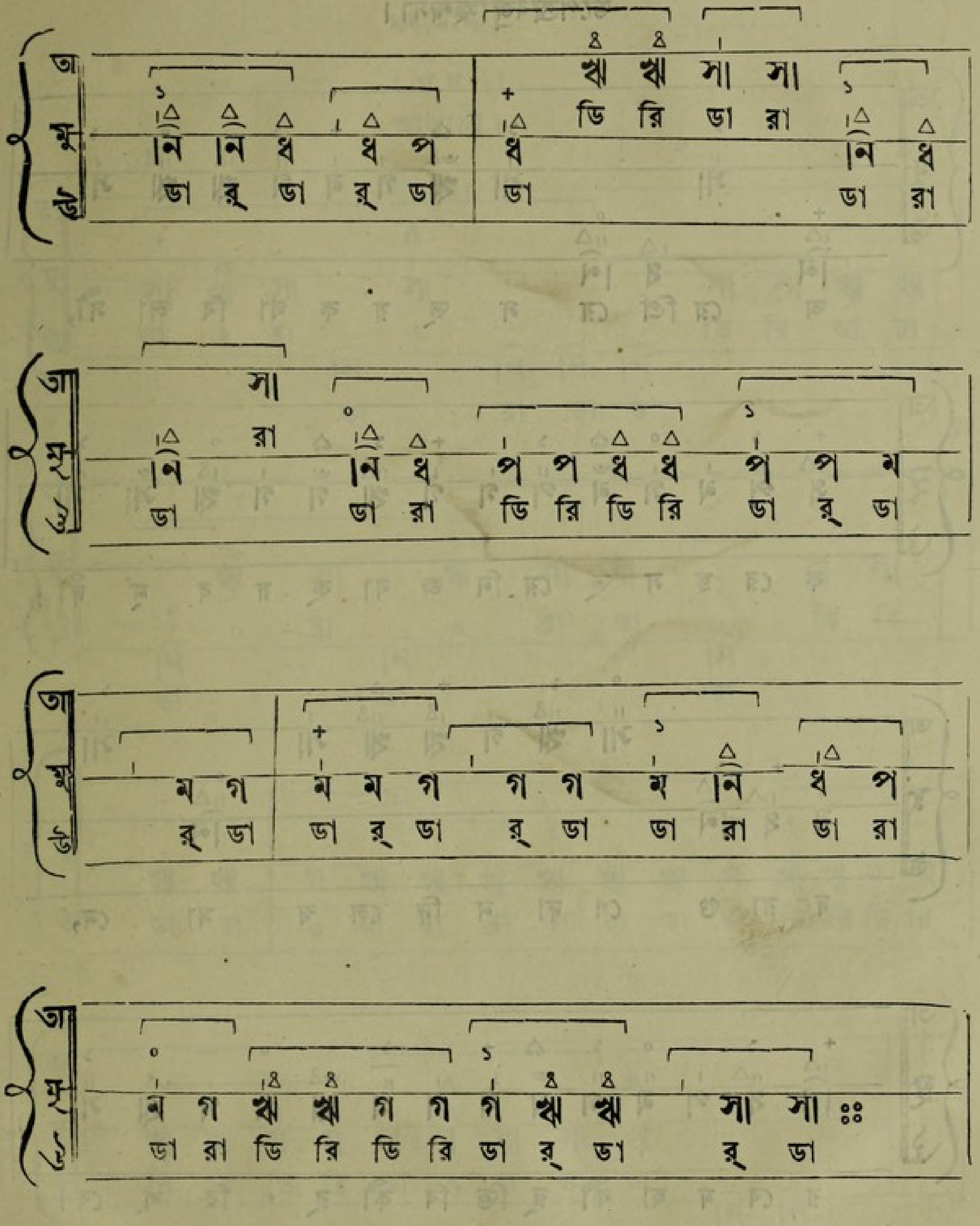
আ স্থা ঈ
ঋ ঋ সা সা
ডি রি ডা রা
নি নি ধ ধ প ধ নি ধ
ডা র্ ডা র্ ডা ডা ডা রা
সা
রা
নি নি ধ প প ধ ধ প প ম
ডা ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা
ম গ ম ম গ গ গ ম নি ধ প
র্ ডা ডা র্ ডা র্ ডা ডা রা ডা রা
ম গ ঋ ঋ গ গ গ ঋ ঋ সা সা
ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

একাদশাক্ষরাবৃত্তি।

উপেন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দসা।

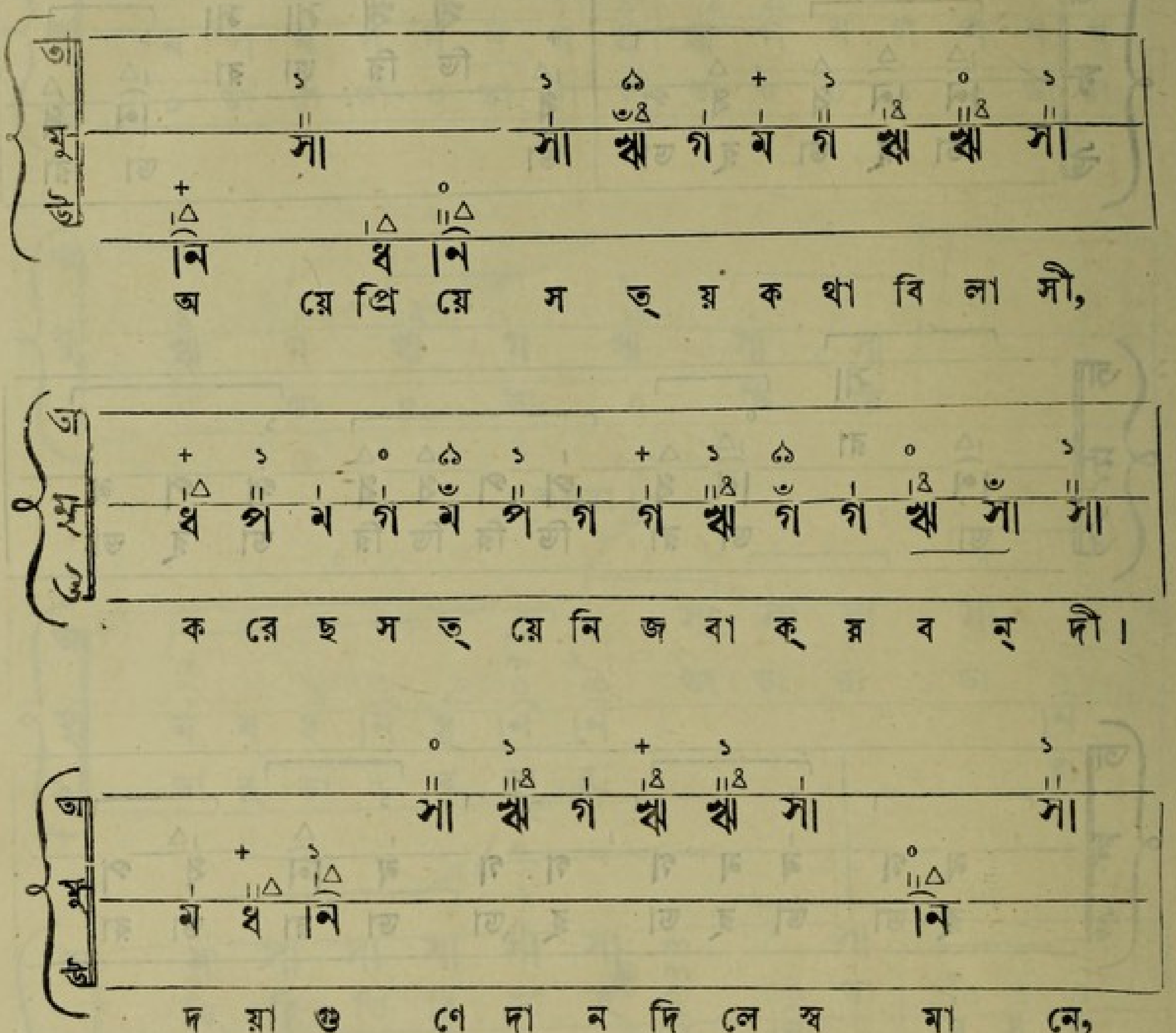

৭২

পিলু সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(গ ধ)।

আস্থায়ী।

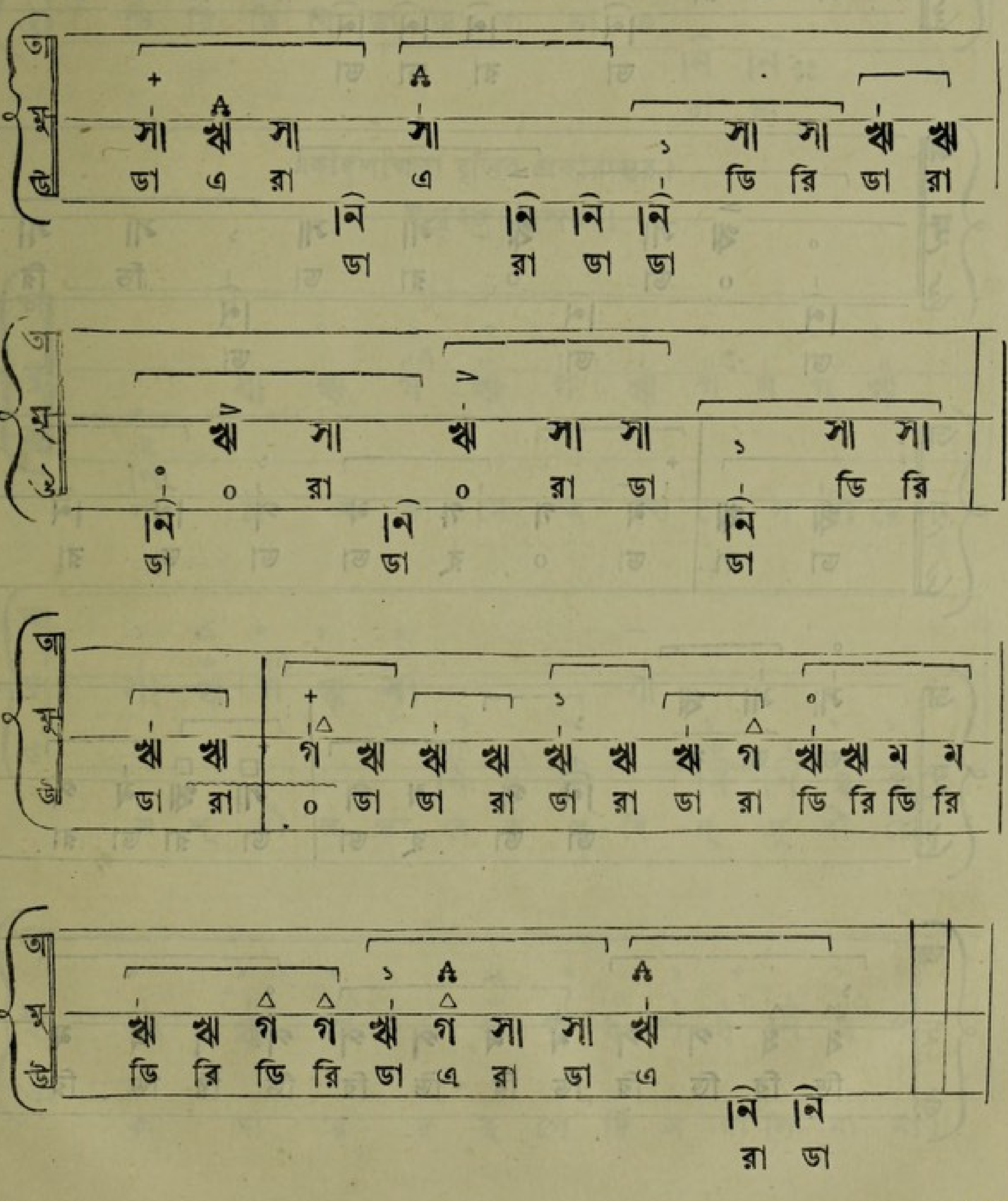

অন্তরা।

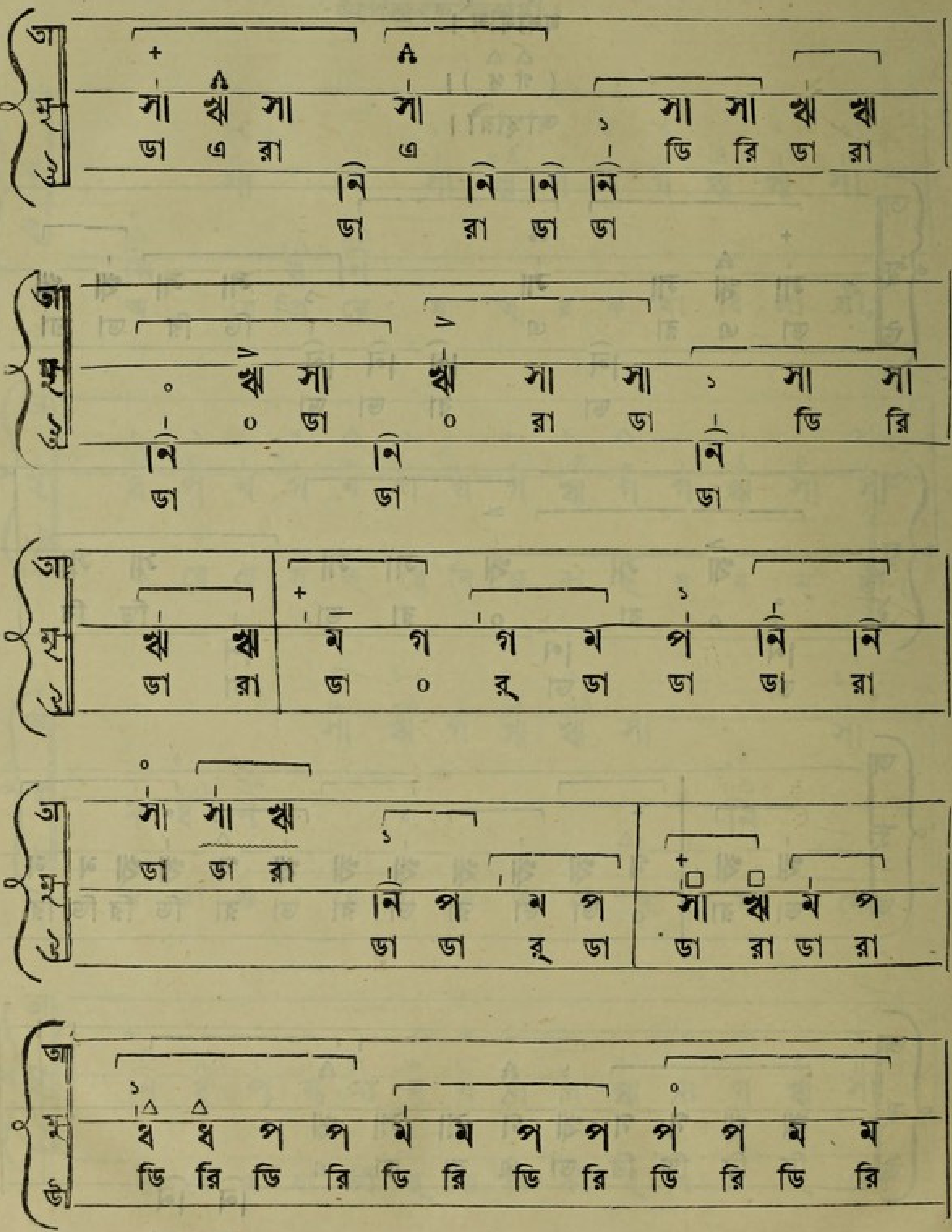

সা ঋ সা সা সা সা ঋ ঋ
ডা এ রা এ ডি রি ডা রা
নি নি নি নি
ডা রা ডা ডা
০ ঋ সা ঋ সা সা ১ সা সা
০ ডা ০ রা ডা ডি রি
নি নি নি
ডা ডা ডা
ঋ ঋ ম গ গ ম প নি নি
ডা রা ডা ০ র্ ডা ডা ডা রা
সা সা ঋ
ডা ডা রা
নি প ম প সা ঋ ম প
ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা রা
ধ ধ প প ম ম প প প প ম ম
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি

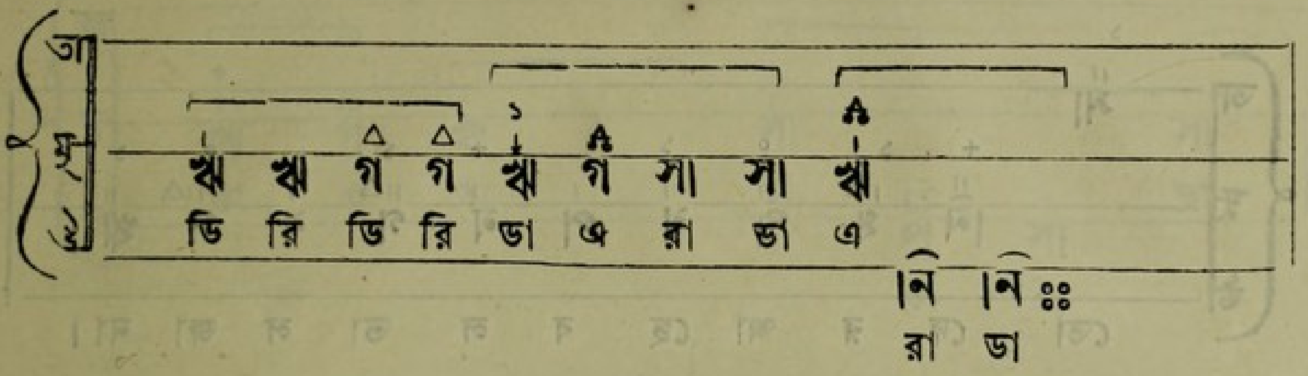

একাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

ইন্দ্রবজ্রা চ্ছন্দসা।

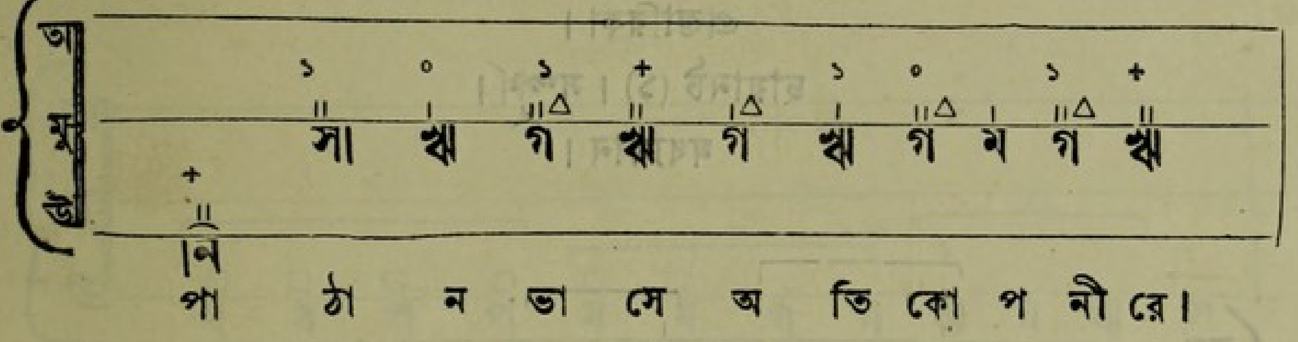

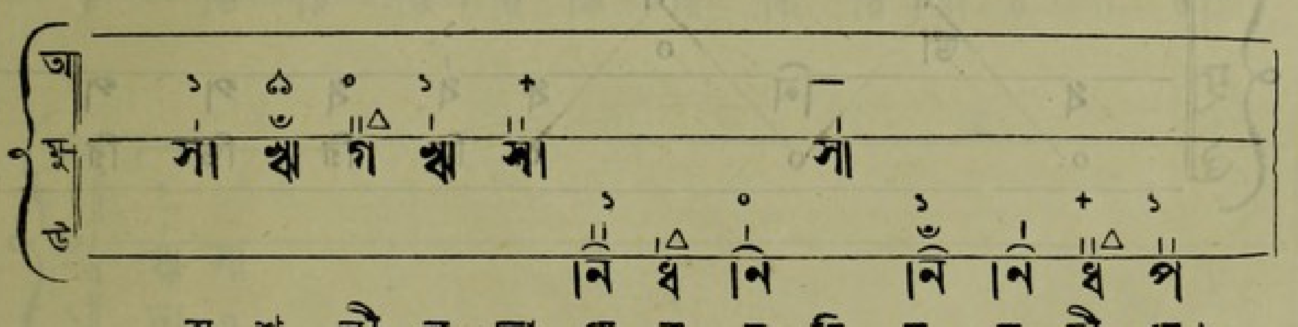

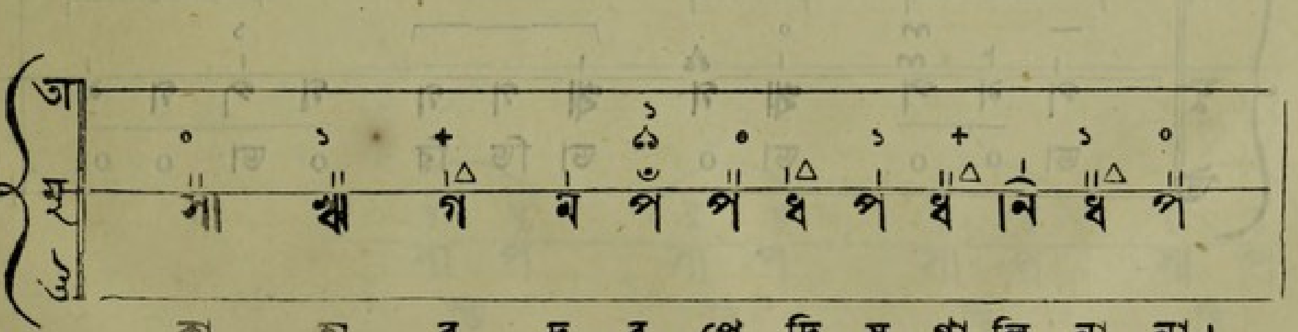

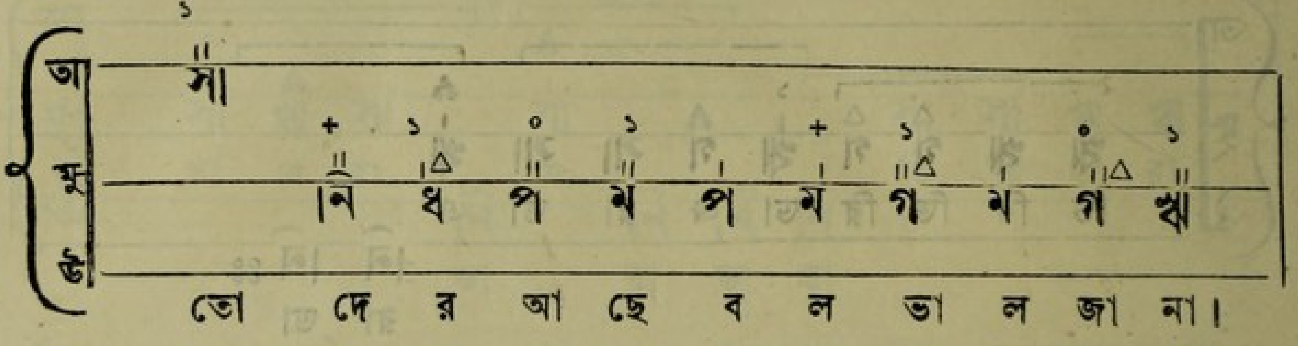

৭৩

প্রস্তারিকা।

ছায়ানট (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

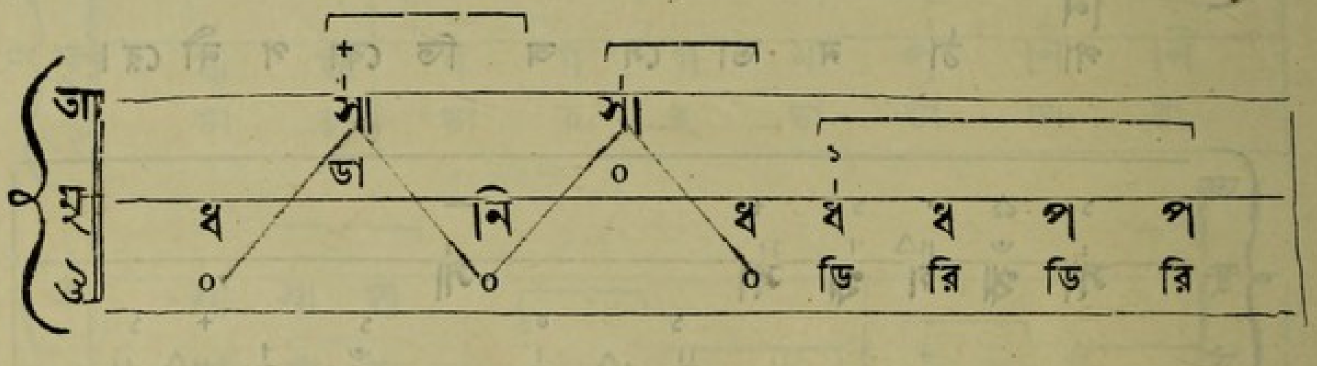

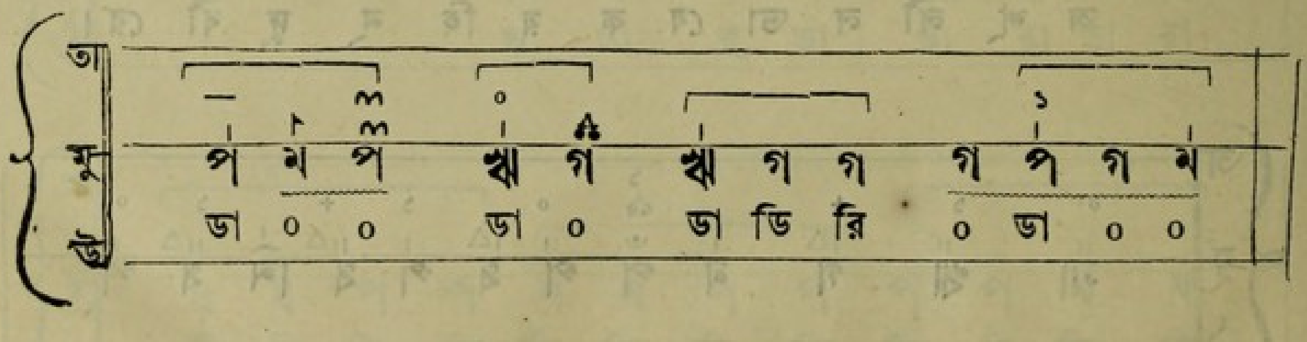

(১) গ্রন্থকারস্য।

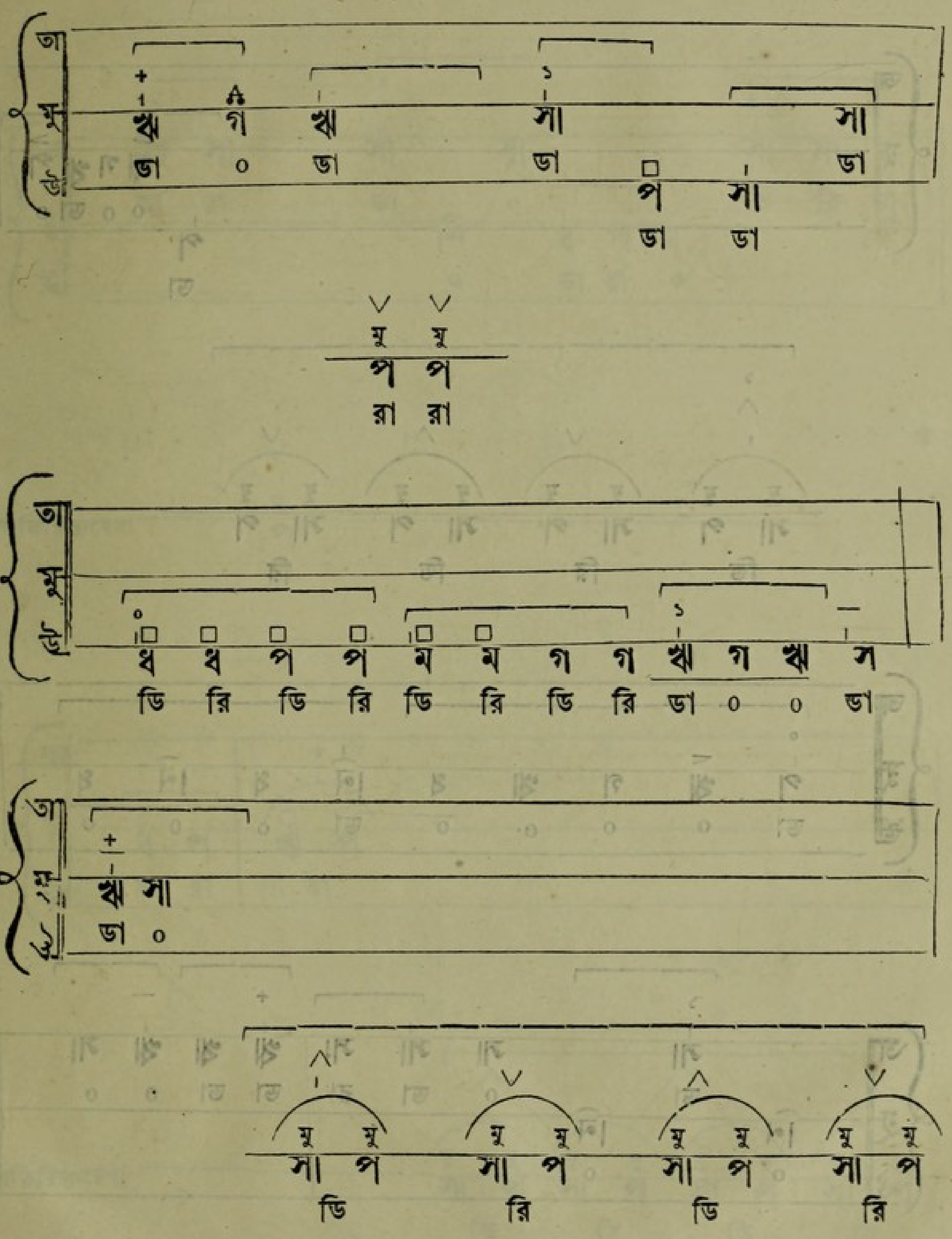
আ
মু
উ
ঋ গ ঋ সা সা
ডা ০ ডা ডা ডা
প সা
ডা ডা
মু মু
প প
রা রা
আ
মু
উ
ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ গ ঋ স
ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা ০ ০ ডা
আ
মু
উ
ঋ সা
ডা ০
মু মু মু মু মু মু মু মু
সা প সা প সা প সা প
ডি রি ডি রি

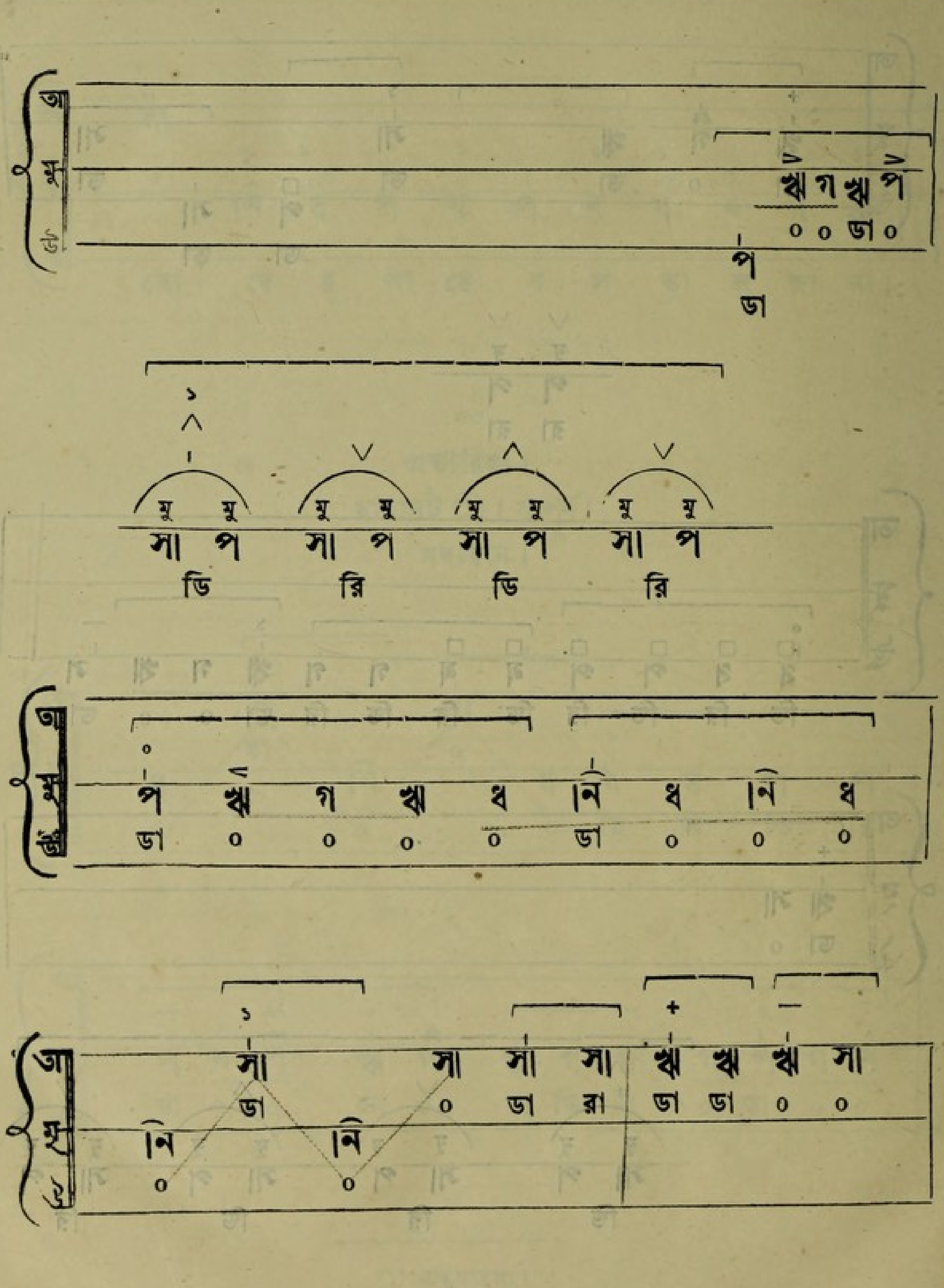
আ
মু
উ
ঋ গ ঋ প
০ ০ ডা ০
প
ডা
মু মু মু মু মু মু মু মু
সা প সা প সা প সা প
ডি রি ডি রি
প ঋ গ ঋ ধ নি ধ নি ধ
ডা ০ ০ ০ ০ ডা ০ ০ ০
সা সা সা সা ঋ ঋ ঋ সা
ডা ০ ডা রা ডা ডা ০ ০
নি নি
০ ০

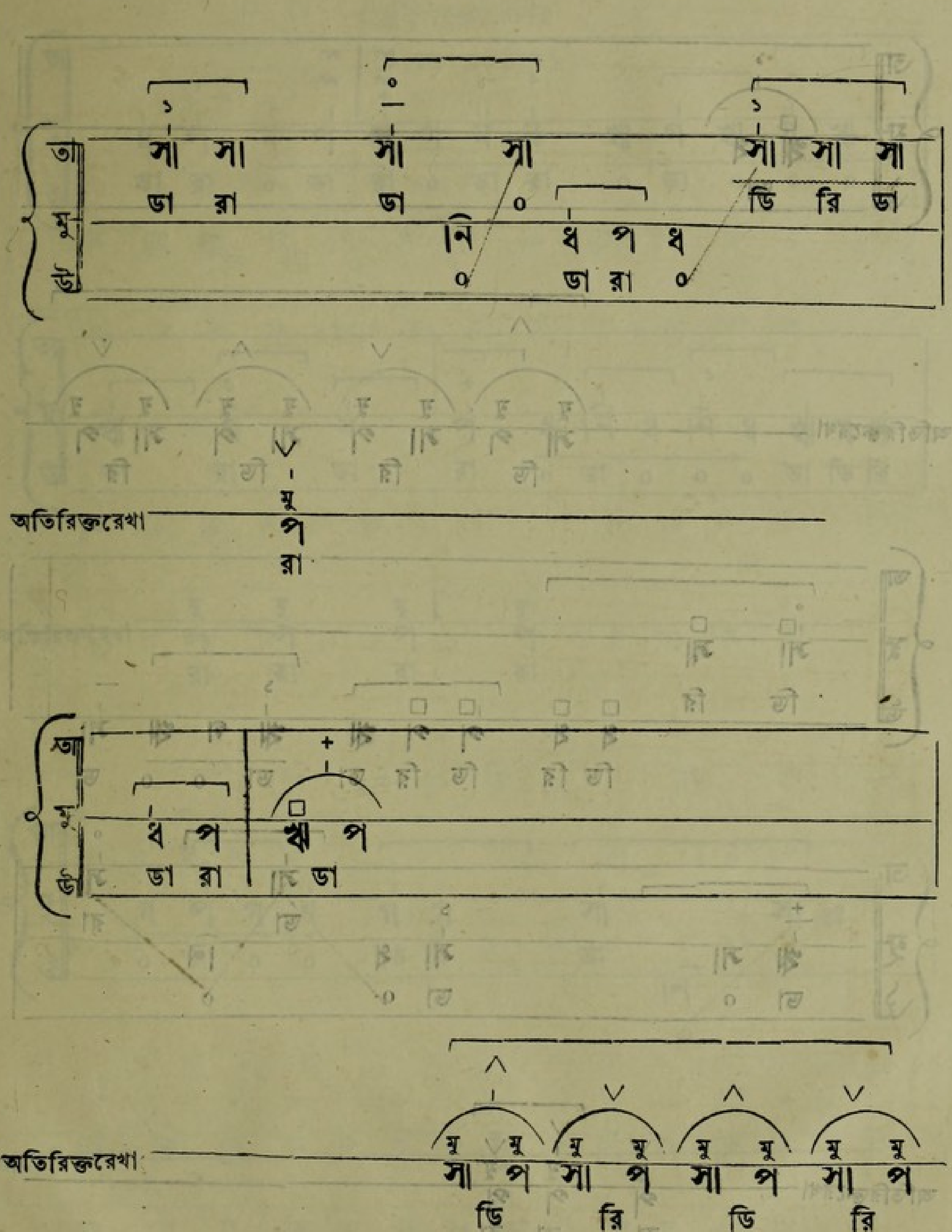
তা
মু
উ
সা সা সা সা সা সা সা
ডা রা ডা ০ ডি রি ডা
নি ধ প ধ
০ ডা রা ০
অতিরিক্তরেখা
মু
প
রা
ধ প ঋ প
ডা রা ডা
অতিরিক্তরেখা
সা প সা প সা প সা প
ডি রি ডি রি

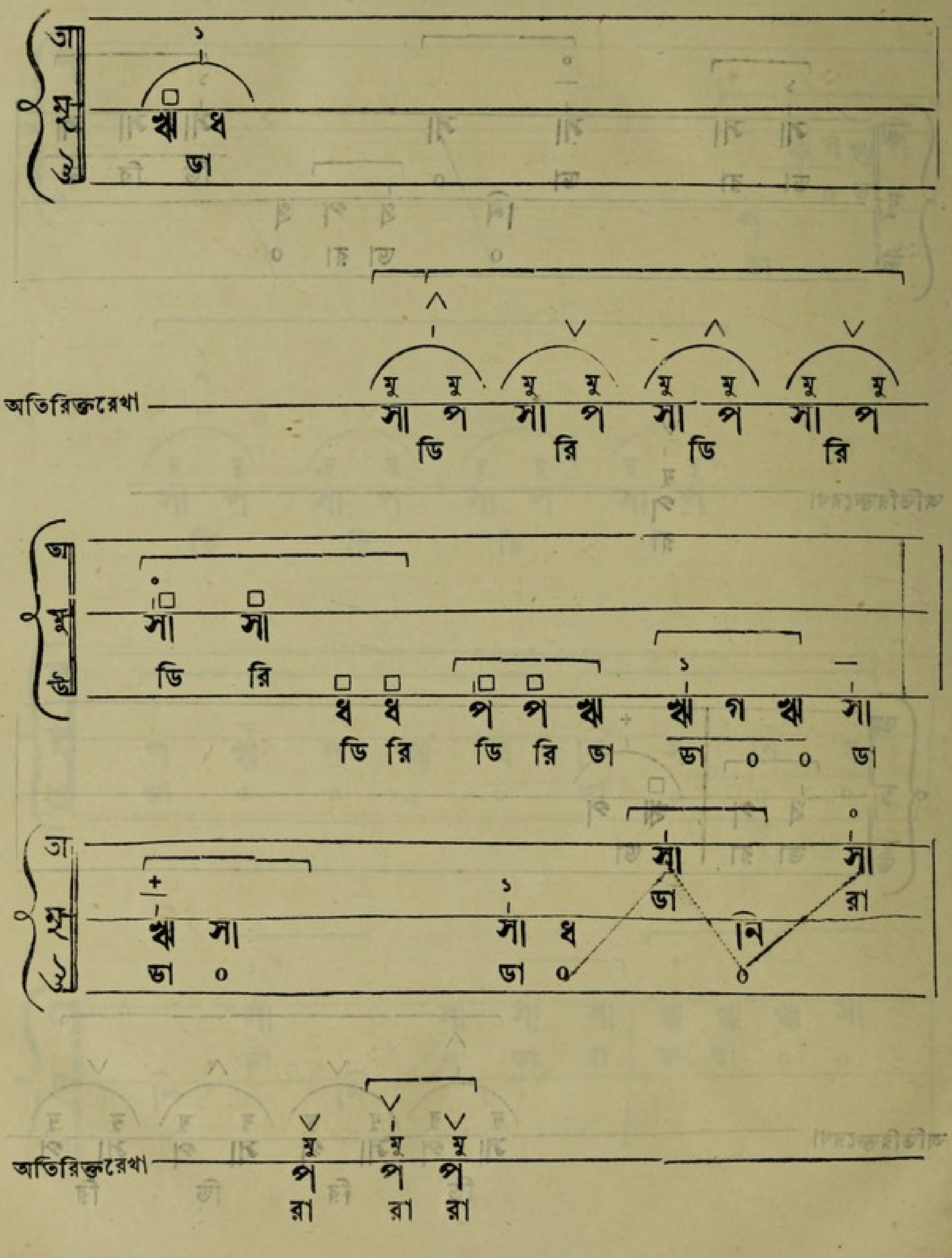
অতিরিক্তরেখা
সা প সা প সা প সা প
ডি রি ডি রি
ধ ধ প প ঋ ঋ গ ঋ সা
ডি রি ডি রি ডা ডা ০ ০ ডা
ঋ সা সা ধ নি
ডা ০ ডা ০ ০
অতিরিক্তরেখা
প প প
রা রা রা

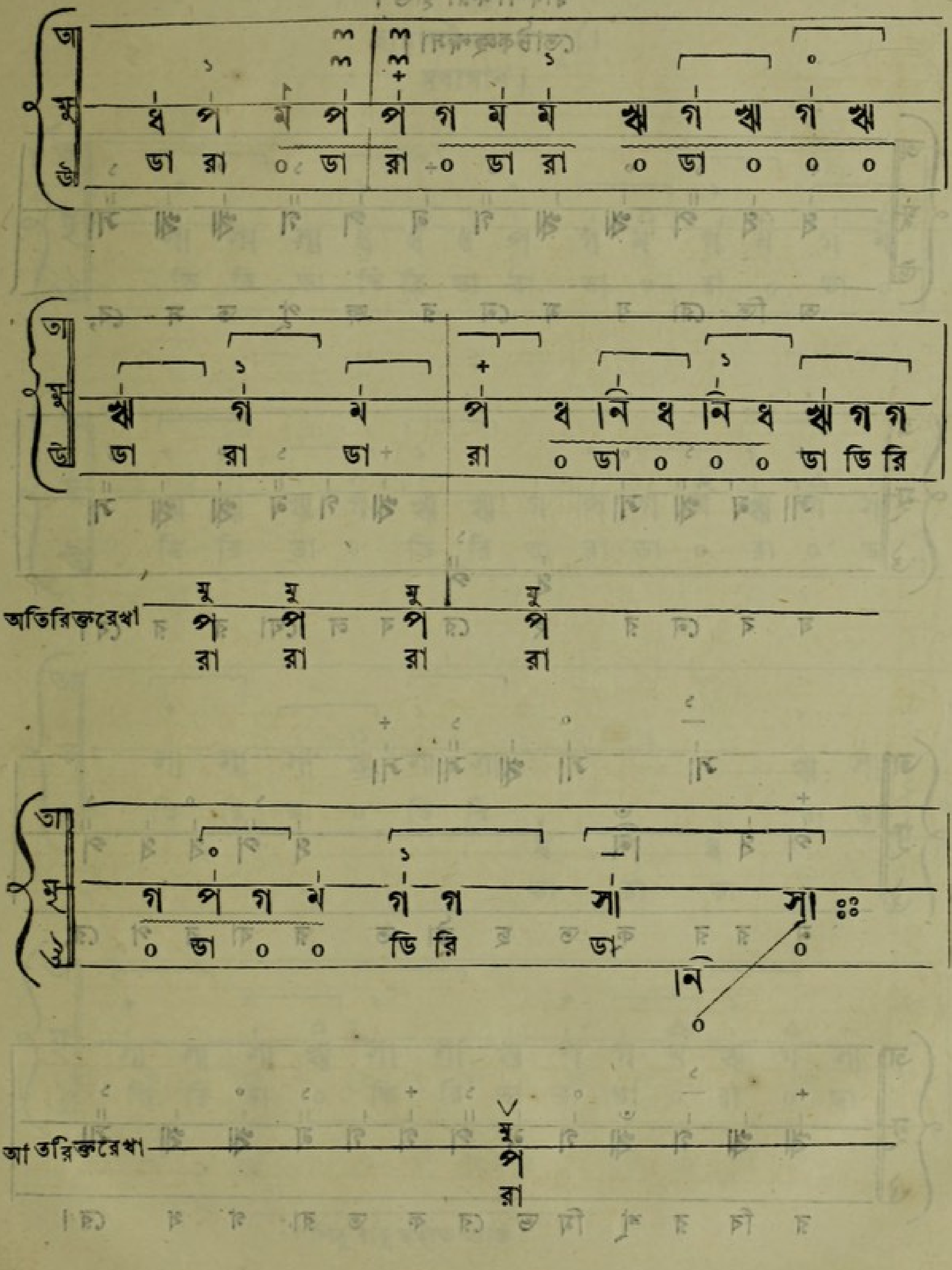
ধ প ম প প গ ম ম ঋ গ ঋ গ ঋ
ডা রা ০ ডা রা ০ ডা রা ০ ডা ০ ০ ০
ঋ গ ম প ধ নি ধ নি ধ ঋ গ গ
ডা রা ডা রা ০ ডা ০ ০ ০ ডা ডি রি
অতিরিক্তরেখা
প প প প
রা রা রা রা
গ প গ ম গ গ সা সা
০ ডা ০ ০ ডি রি ডা ০
নি
০
অতিরিক্তরেখা
প
রা

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

তোটকচ্ছন্দসা।

৭৪

ছায়ানট *। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

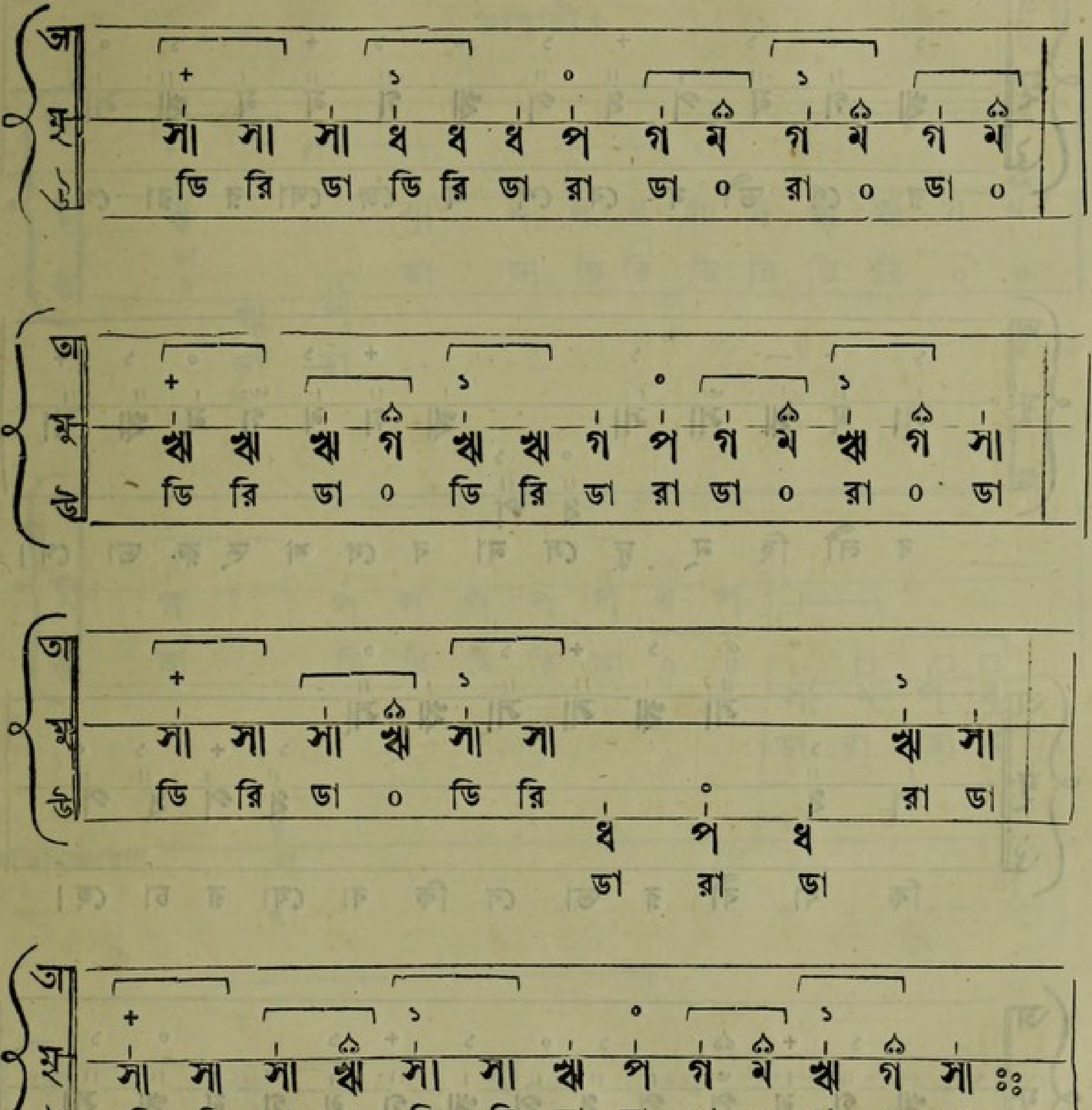

* শিবু বাবু হইতে প্রাপ্ত।

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দসা।

৭৫

বৃহন্নট্ অথবা নট্নারায়ণ (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম॑)।

আস্থায়ী।

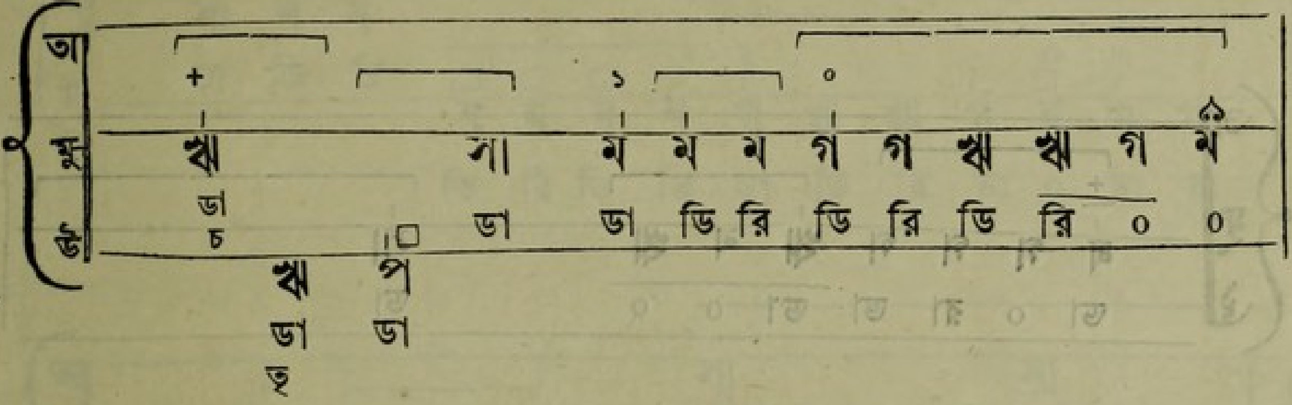

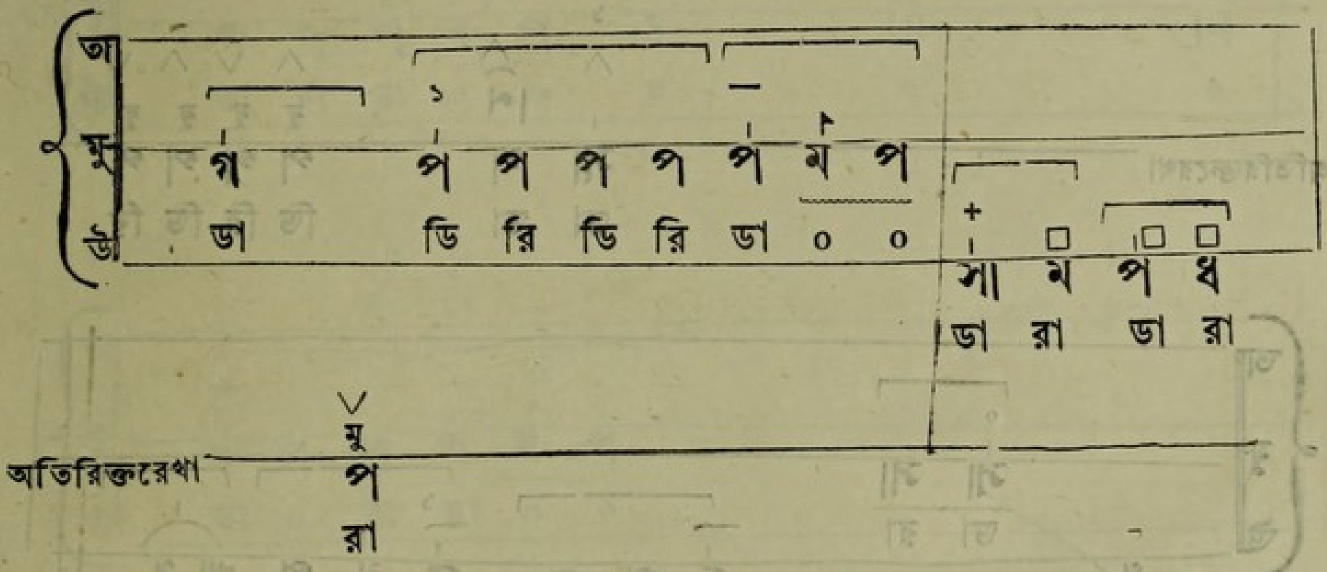

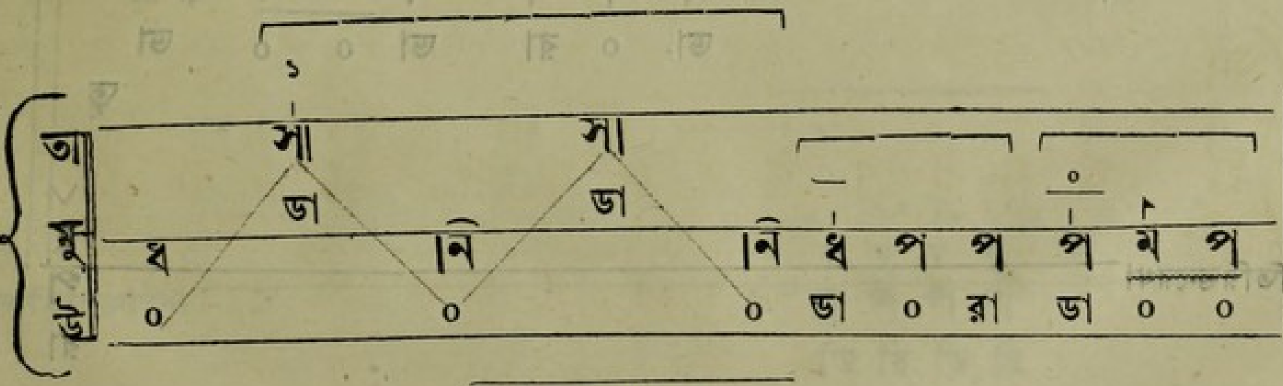

(১) গ্রন্থকারস্য।

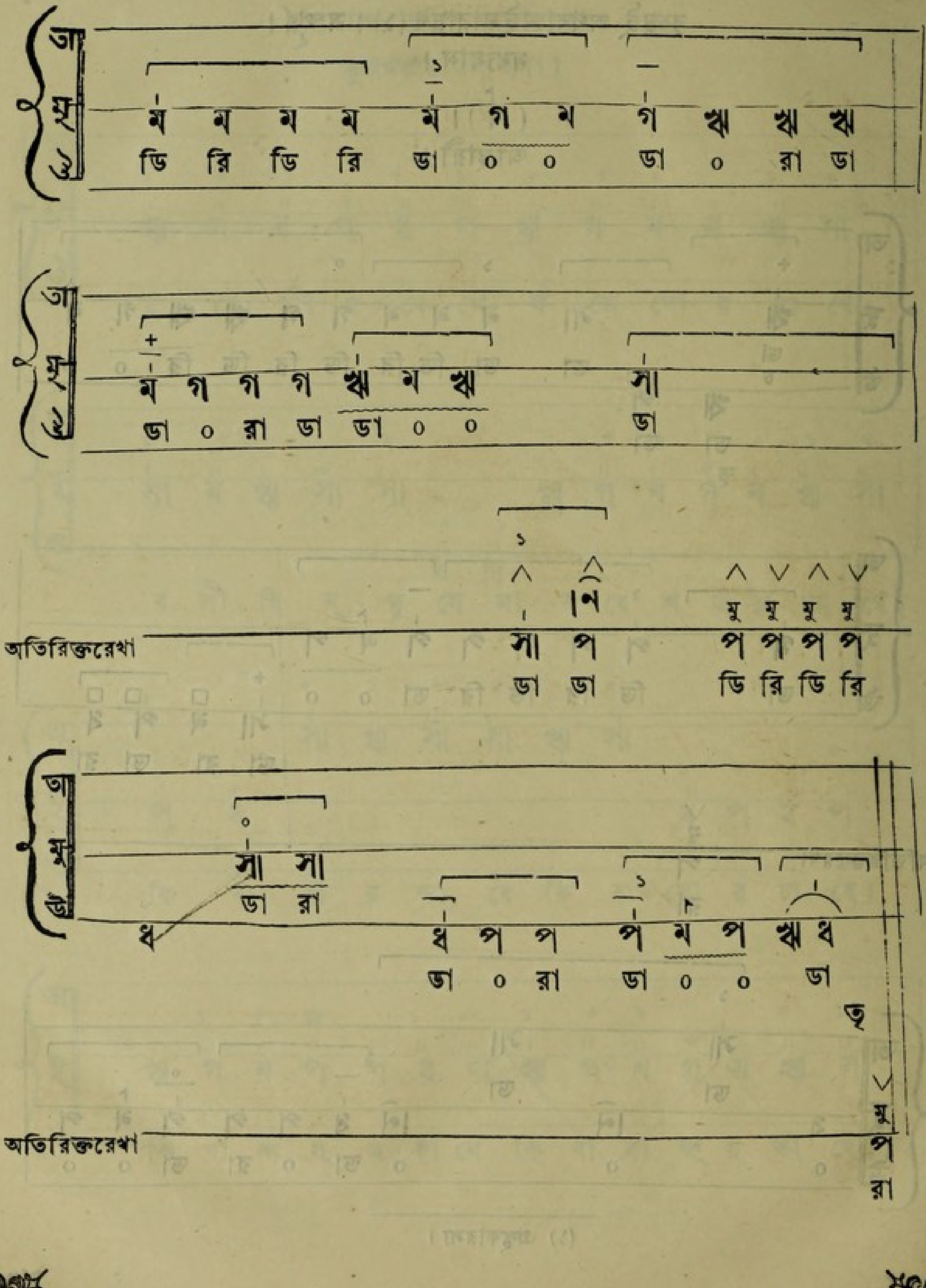

ম ম ম ম ম গ ম গ ঋ ঋ ঋ
ডি রি ডি রি ডা ০ ০ ডা ০ রা ডা
ম গ গ গ ঋ ম ঋ সা
ডা ০ রা ডা ডা ০ ০ ডা
অতিরিক্তরেখা
সা প প প প প
ডা ডা ডি রি ডি রি
সা সা
ডা রা
ধ ধ প প প ম প ঋ ধ
ডা ০ রা ডা ০ ০ ডা
অতিরিক্তরেখা
প
রা

অন্তরা।

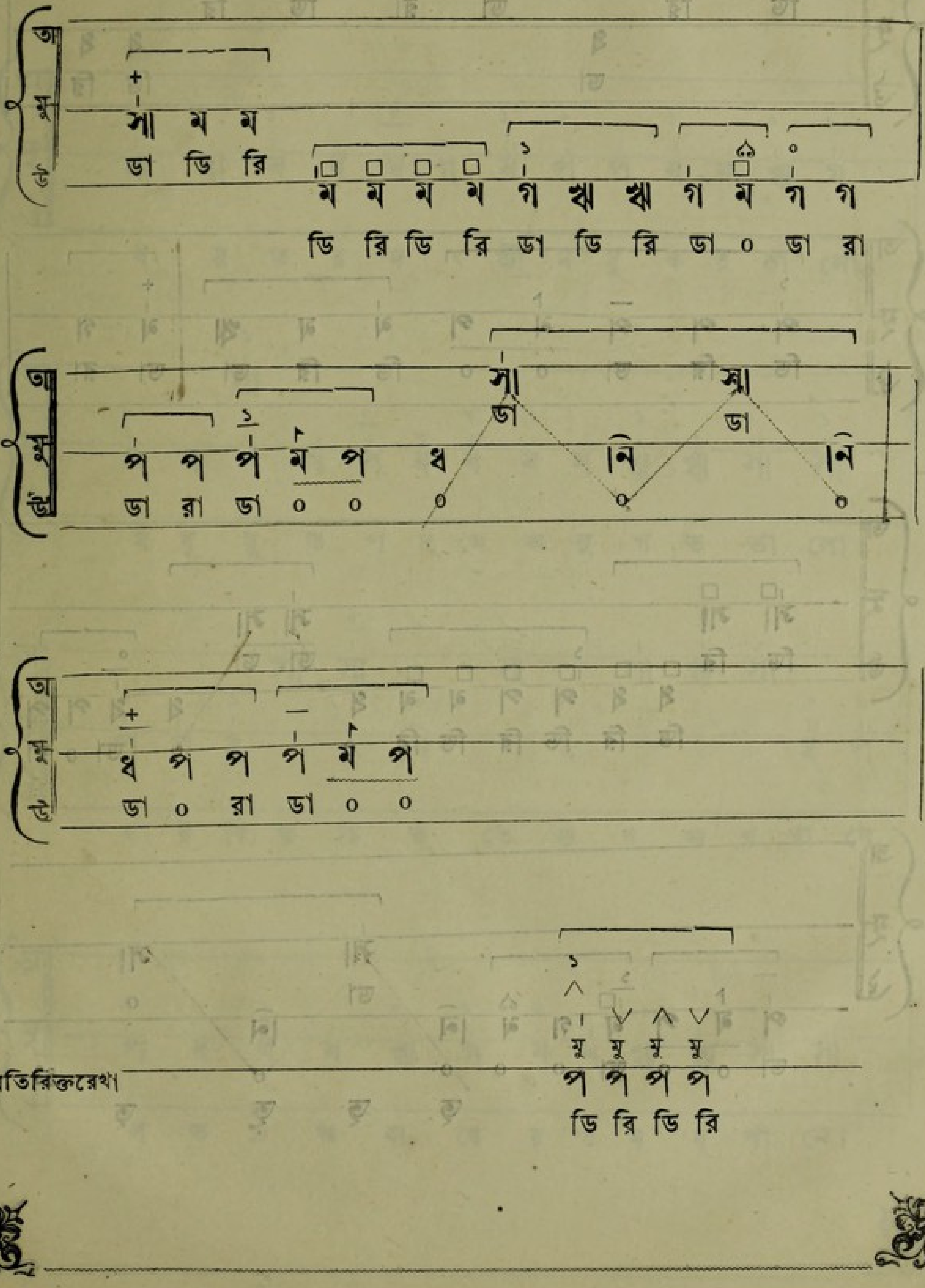
আ
মু
উ
সা ম ম
ডা ডি রি
ম ম ম ম গ ঋ ঋ গ ম গ গ
ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডা ০ ডা রা
সা সা
ডা ডা
প প প ম প ধ নি নি
ডা রা ডা ০ ০ ০ ০ ০
ধ প প প ম প
ডা ০ রা ডা ০ ০
মু মু মু মু
প প প প
ডি রি ডি রি
অতিরিক্তরেখা

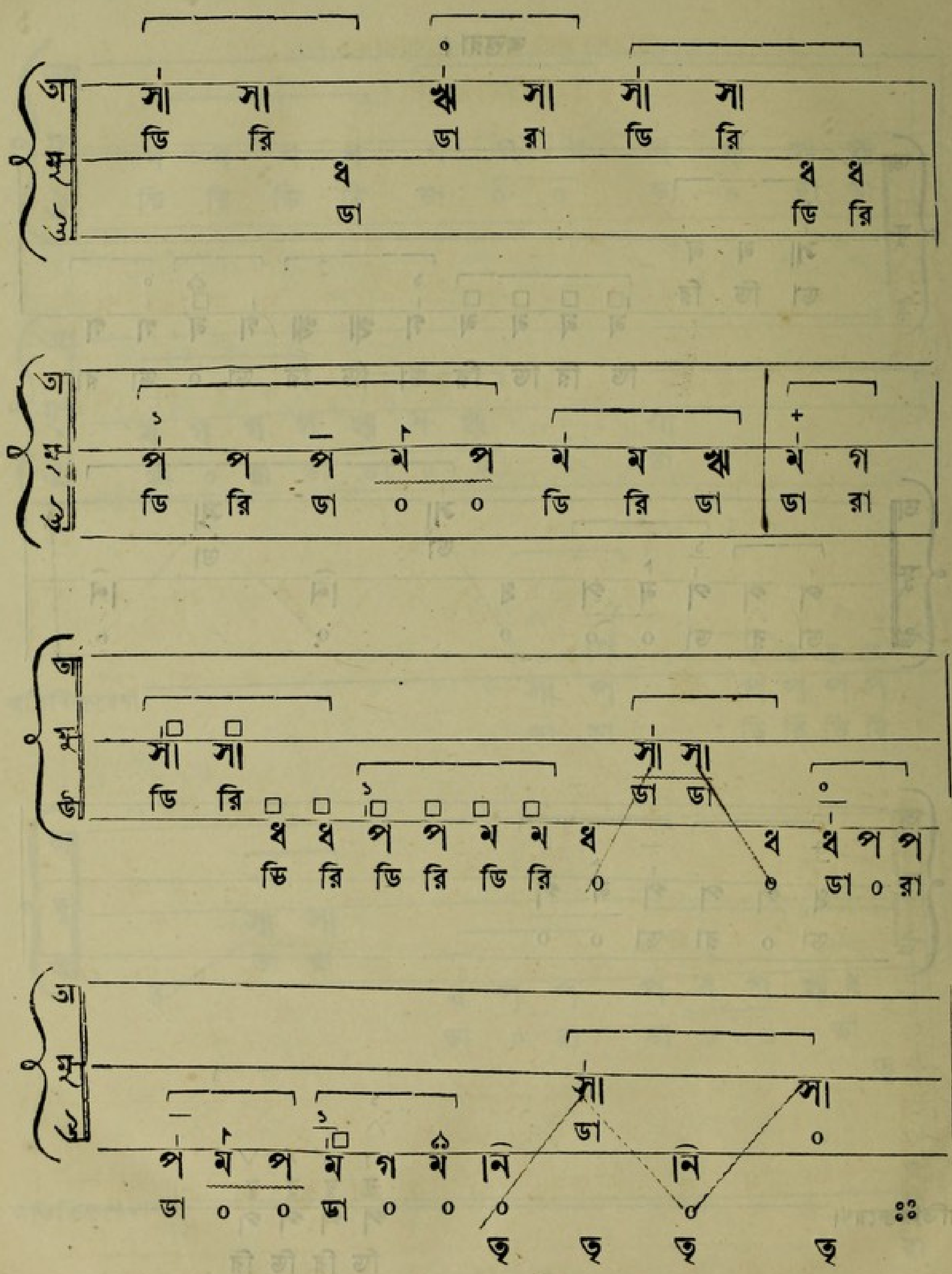

আ
মু
উ
সা সা ঋ সা সা সা
ডি রি ডা রা ডি রি
ধ ধ ধ
ডা ডি রি
প প প ম প ম ম ঋ ম গ
ডি রি ডা ০ ০ ডি রি ডা ডা রা
সা সা সা সা
ডি রি ডা ডা
ধ ধ প প ম ম ধ ধ ধ প প
ডি রি ডি রি ডি রি ০ ০ ডা ০ রা
সা সা
ডা ০
প ম প ম গ ম নি নি
ডা ০ ০ ডা ০ ০ ০ ০
ড় ড় ড় ড়

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দসা।

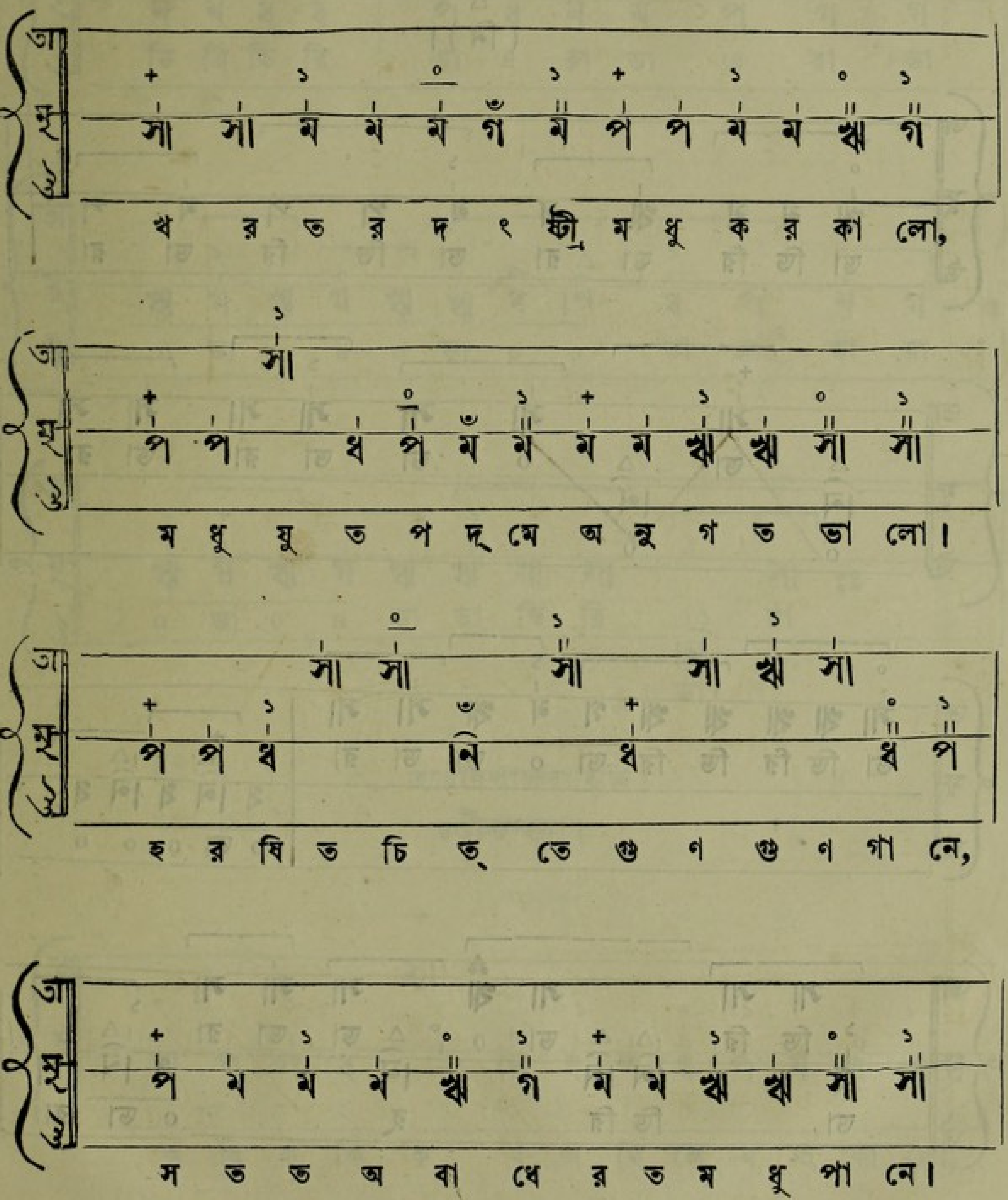

৭৬

সুরঠ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)।

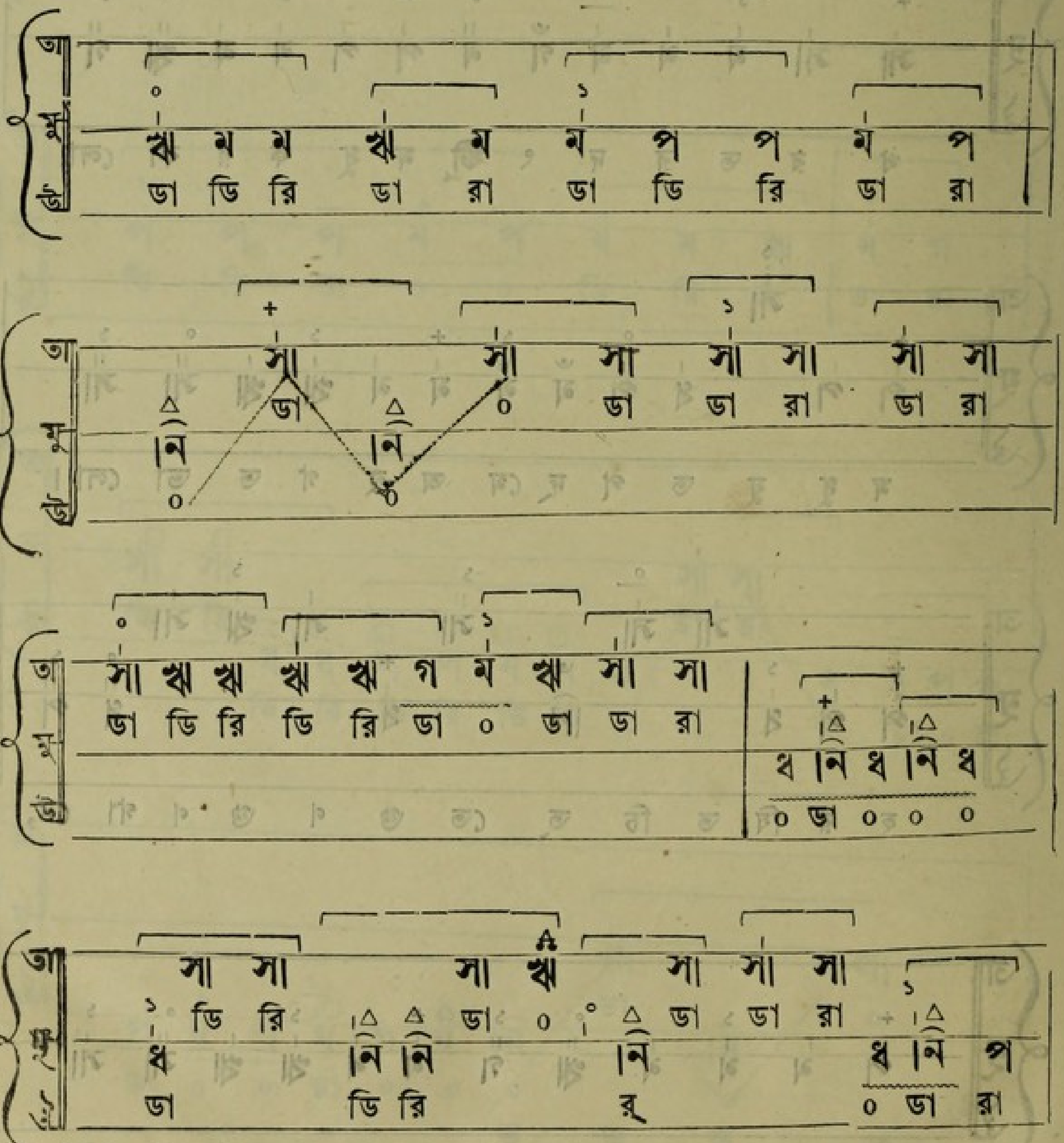

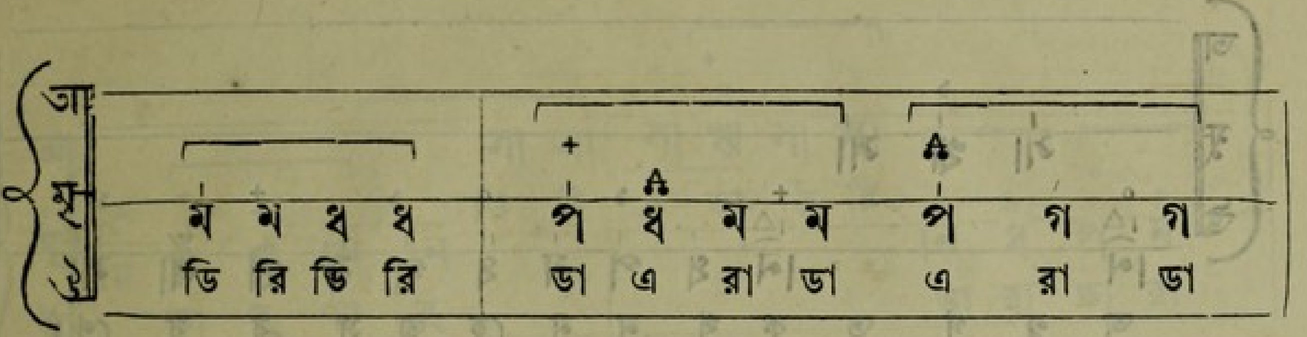

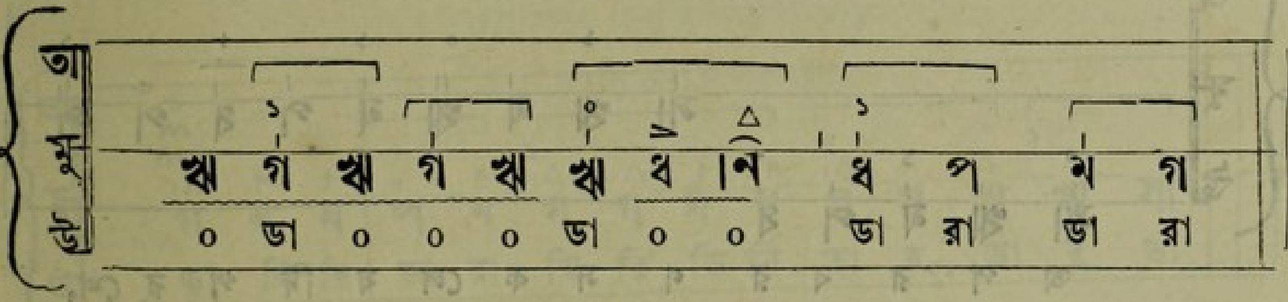

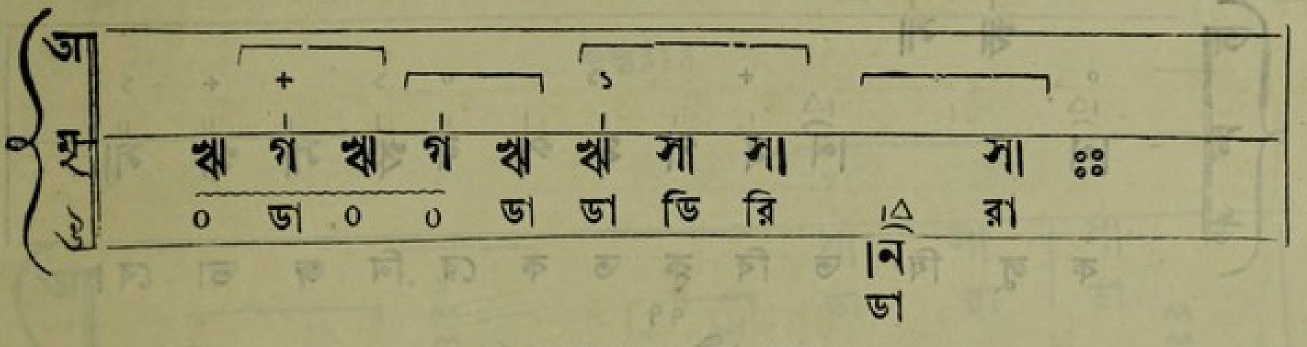

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডীচ্ছন্দসা।

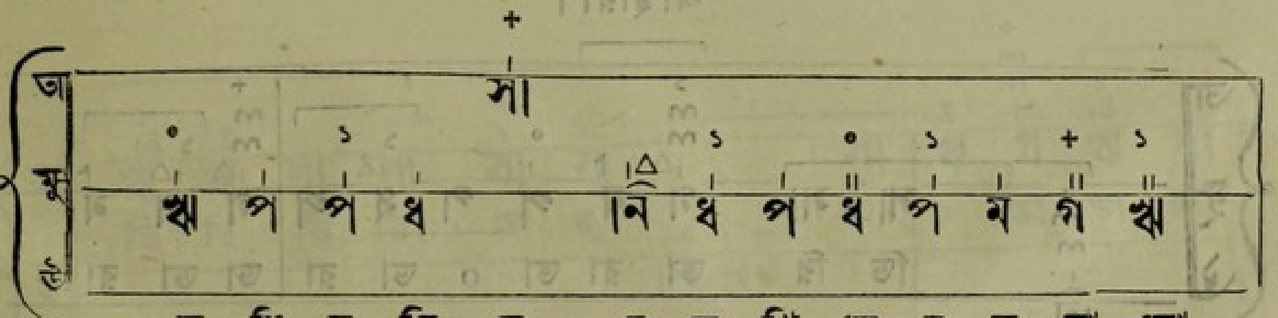

অ ধি ক কি ক ব অ খি লে য ত কা লো,

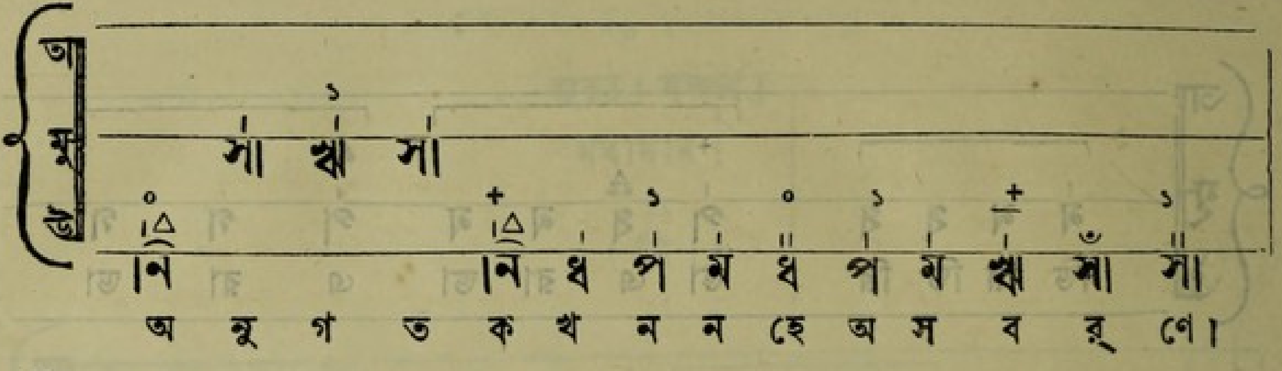

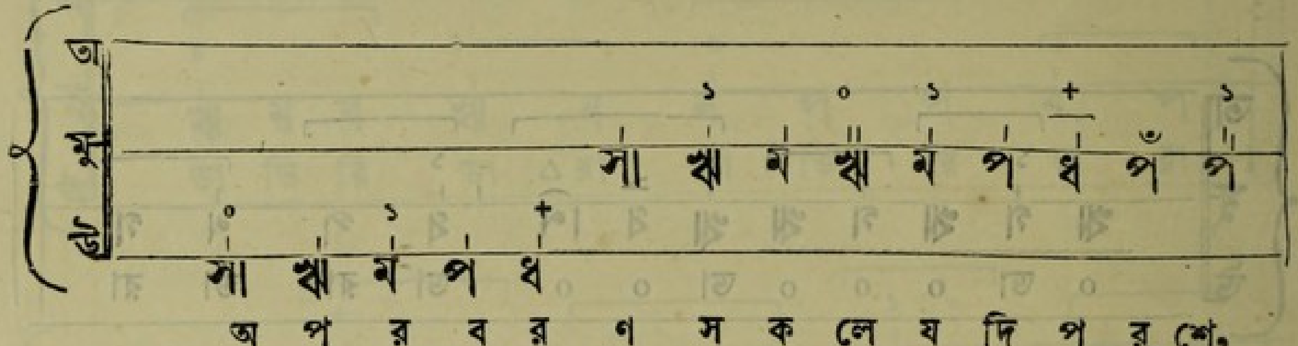

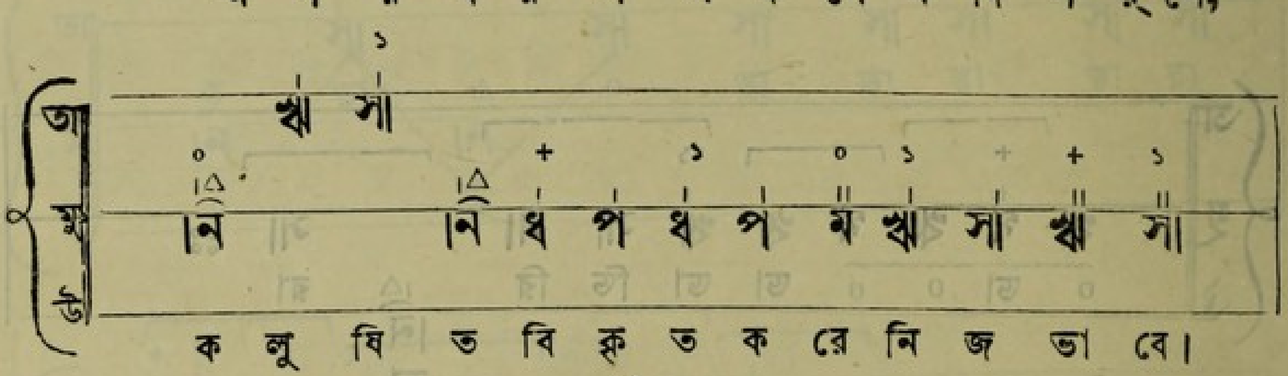

৭৭

মুলতানী (১)। সম্পূর্ণ।

দ্রুতত্রিতালী।

(ঋ গ ম ধ)।

আস্থায়ী।

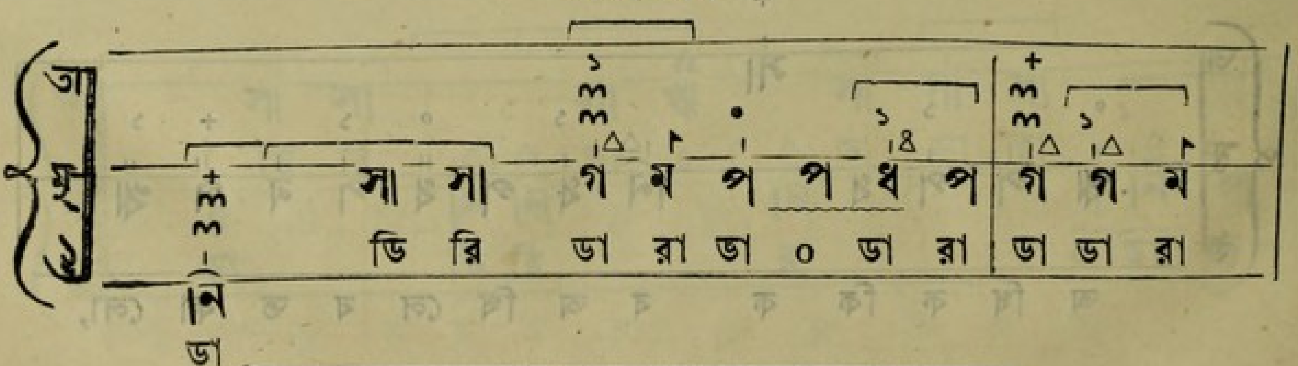

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

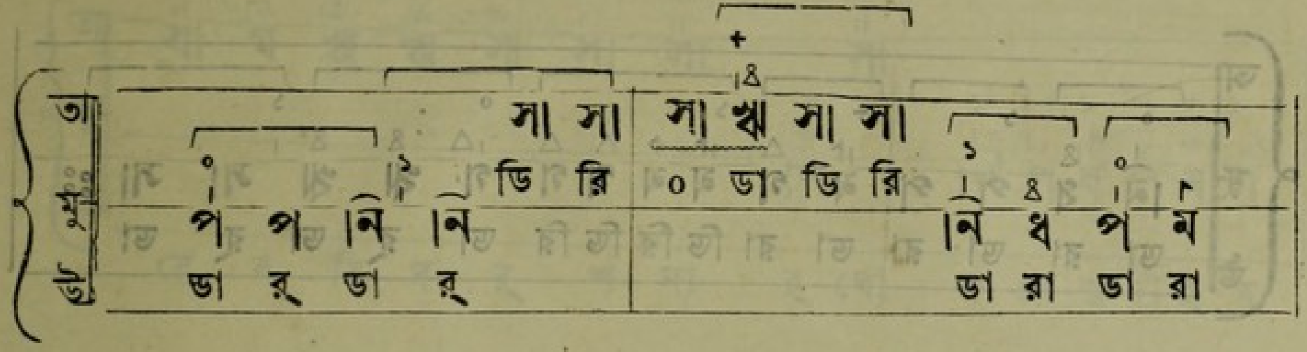
সা সা সা ঋ সা সা
ডি রি ০ ডা ডি রি
প প নি নি নি ধ প ম
ডা র্ ডা র্ ডা রা ডা রা

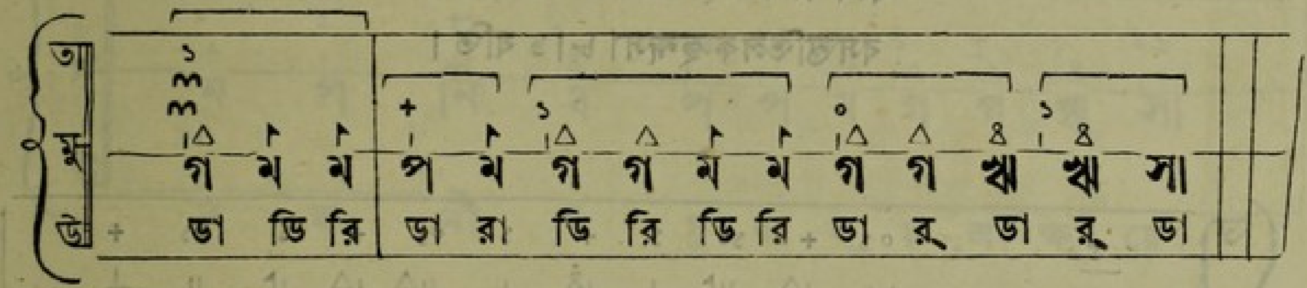
গ ম ম প ম গ গ ম ম গ গ ঋ ঋ সা
ডা ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

অন্তরা।

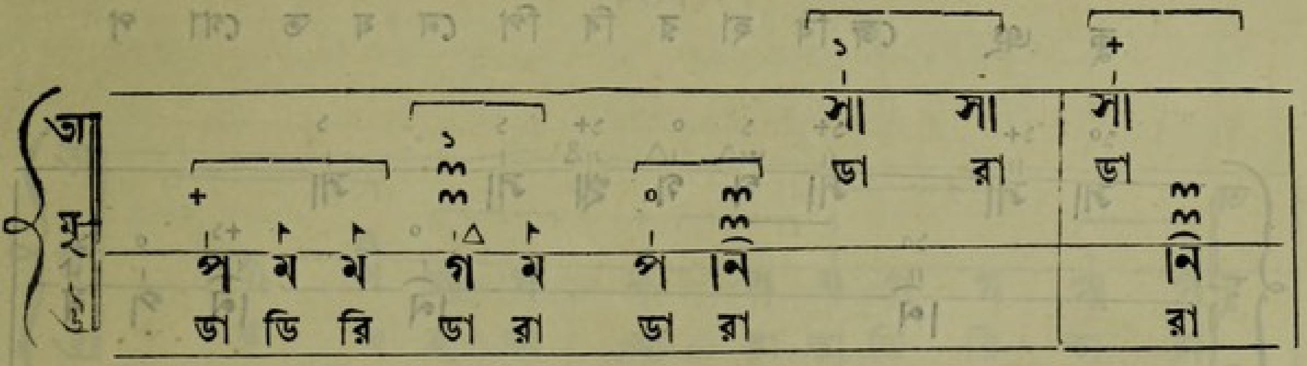
সা সা সা
ডা রা ডা
প ম ম গ ম প নি নি
ডা ডি রি ডা রা ডা রা রা

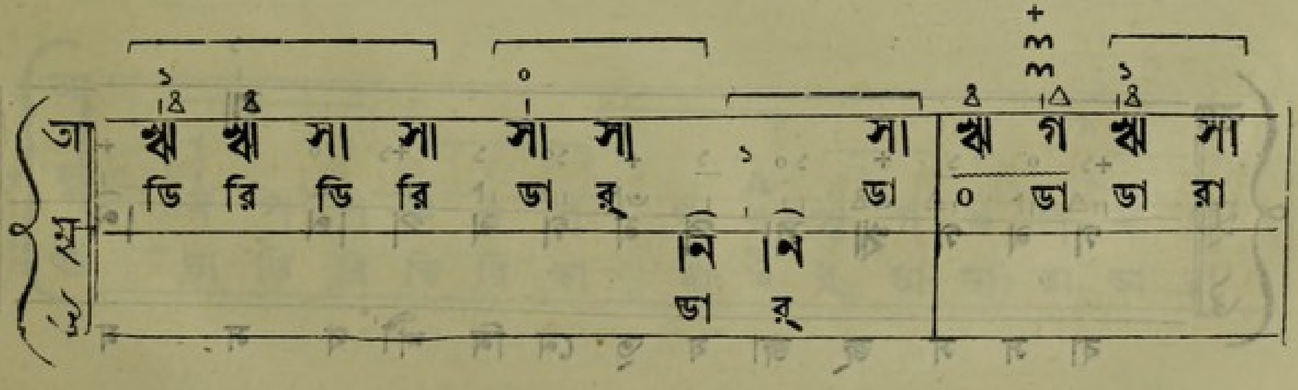
ঋ ঋ সা সা সা সা সা ঋ গ ঋ সা
ডি রি ডি রি ডা র্ ডা ০ ডা ডা রা
নি নি
ডা র্

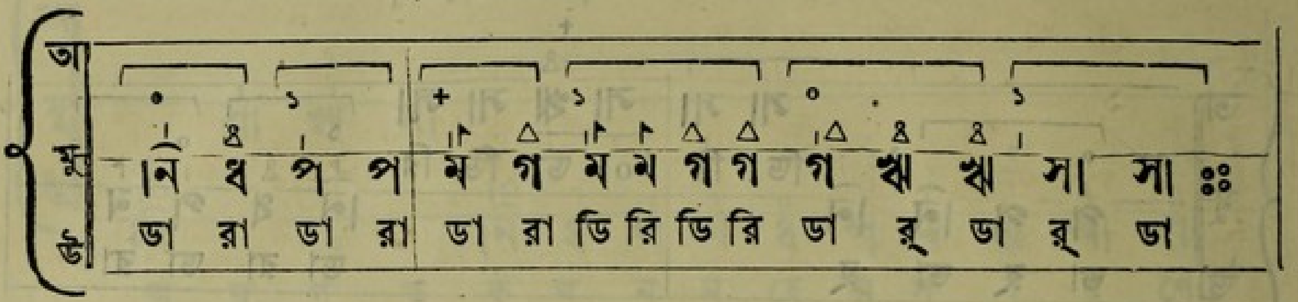

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

বসন্ততিলকচ্ছন্দসা ৮।৬ যতি।

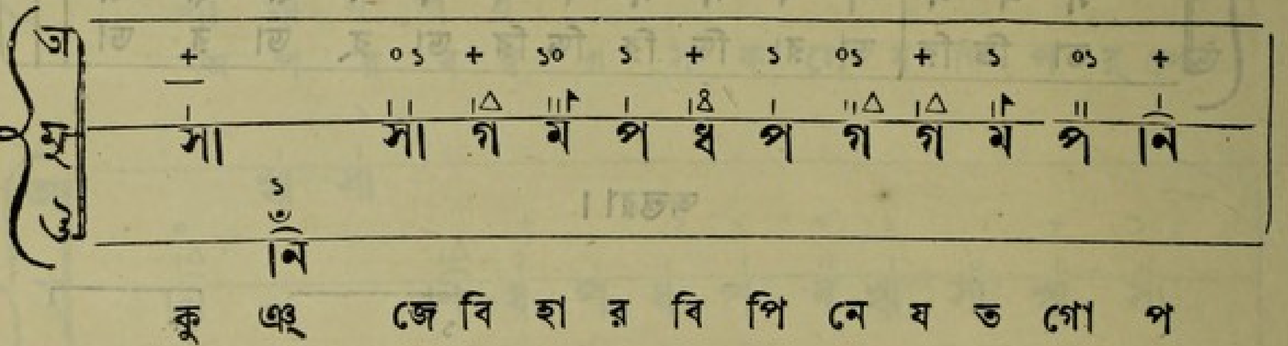

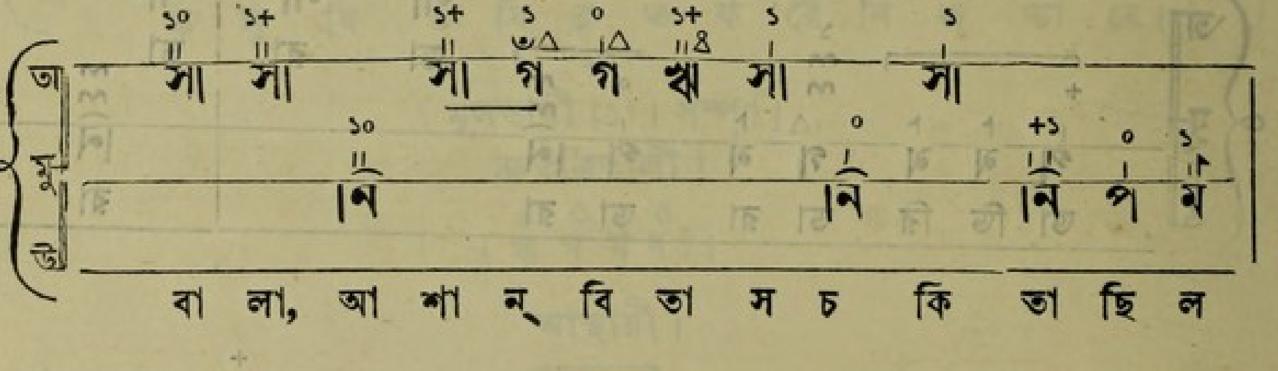

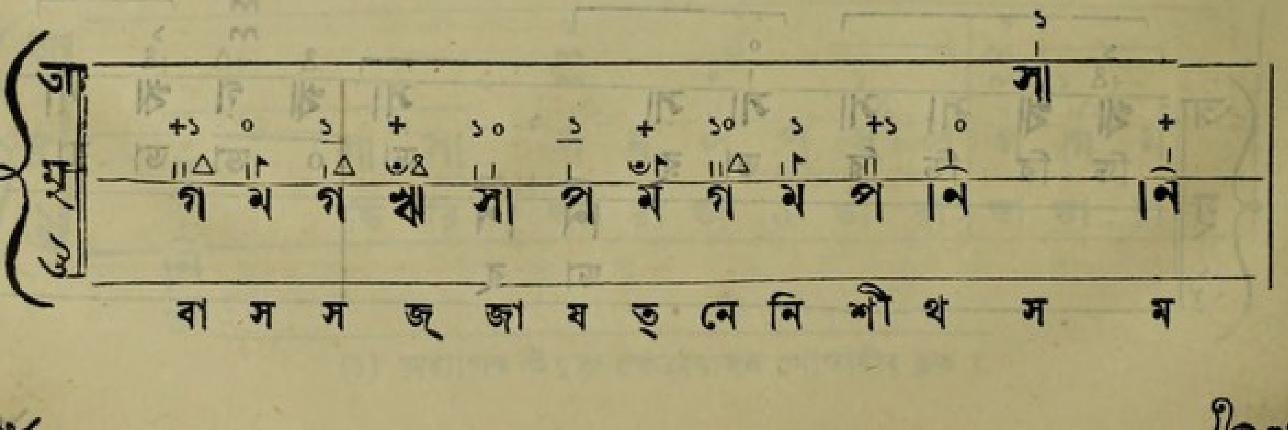

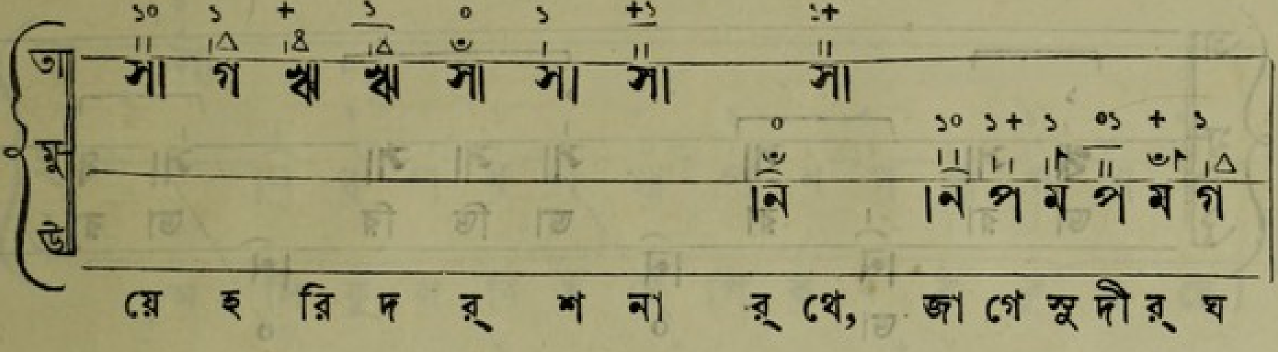

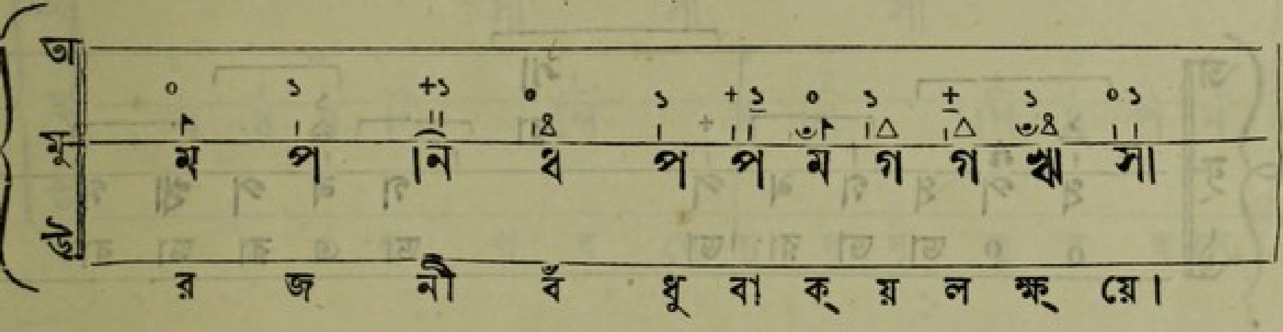

৭৮

ঝিঝিটীখাম্বাজ। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

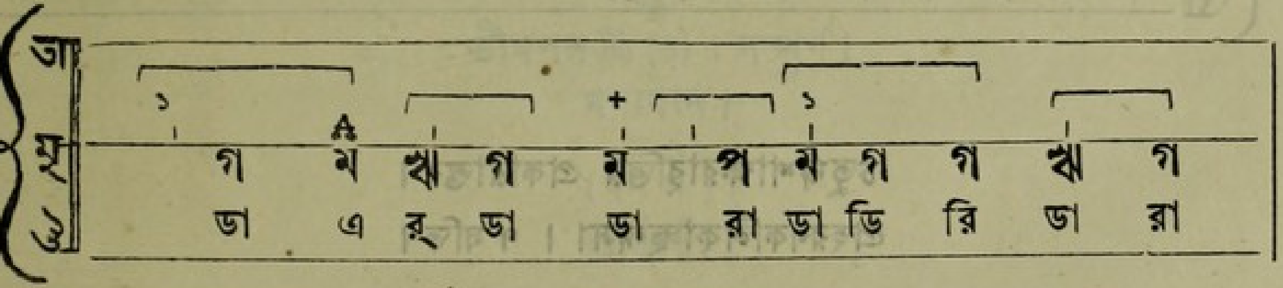

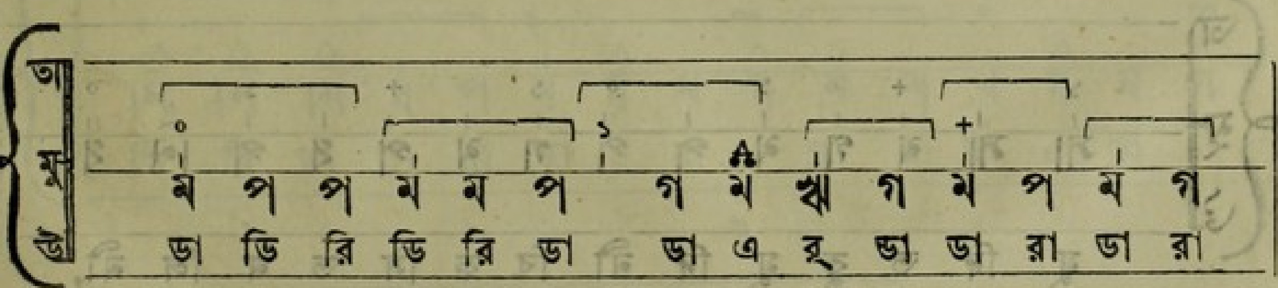

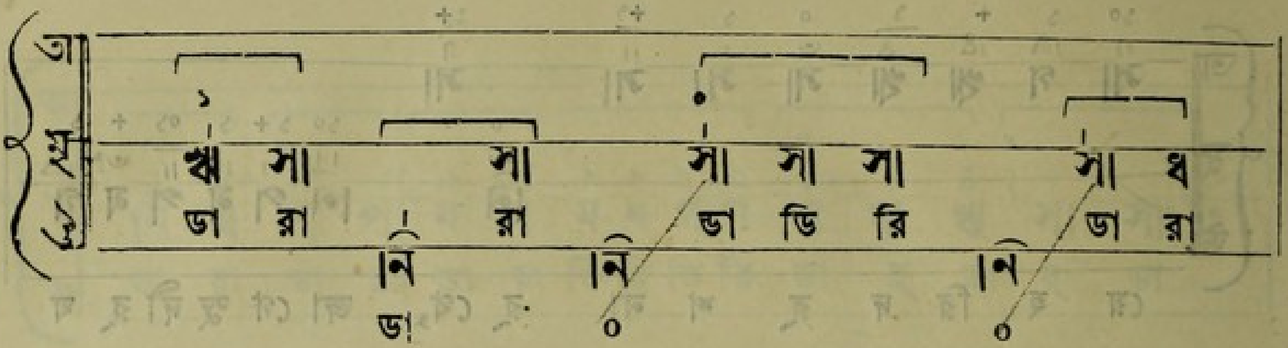

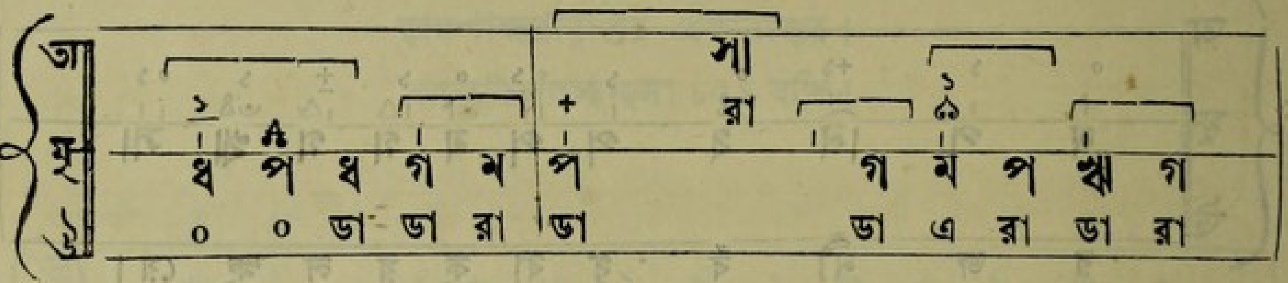

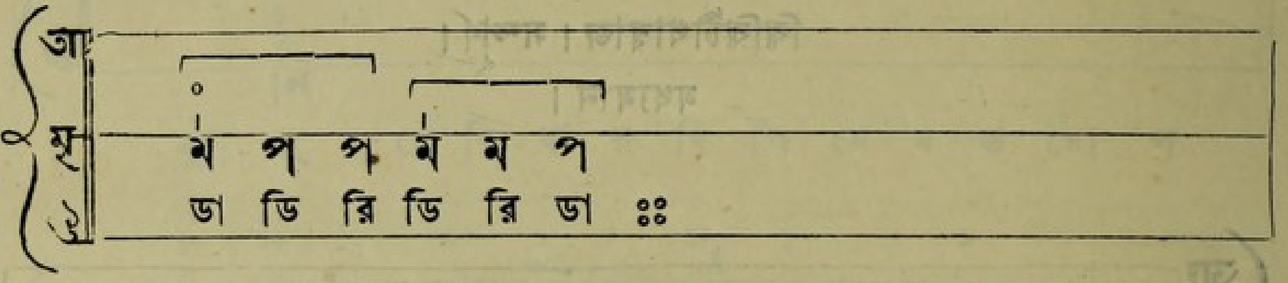

চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তির প্রকারান্তর।

প্রহরণকলিকাচ্ছন্দসা। ৭ যতি।

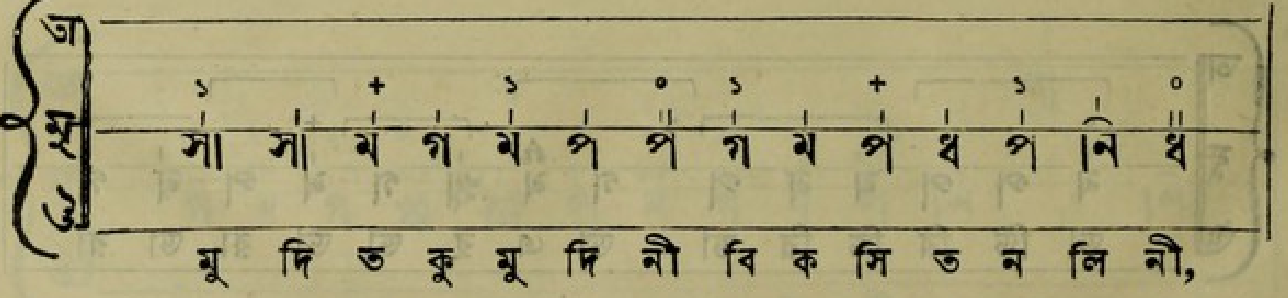

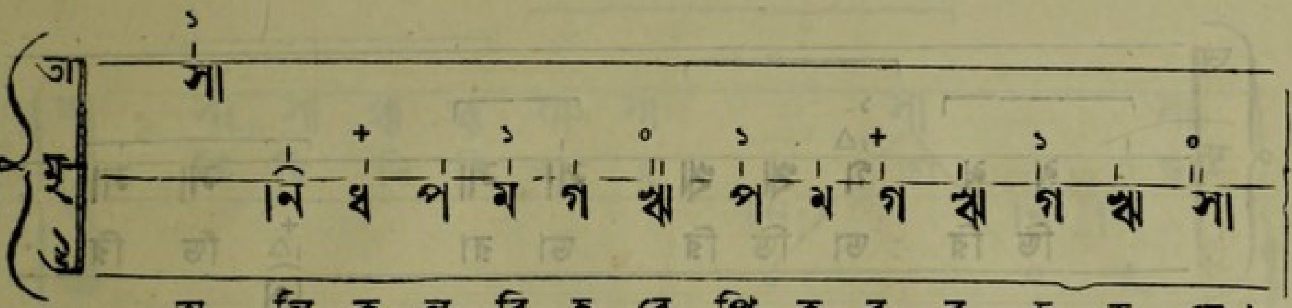

অ লি কু ল বি হ রে পি ক ব র কু হ রে।

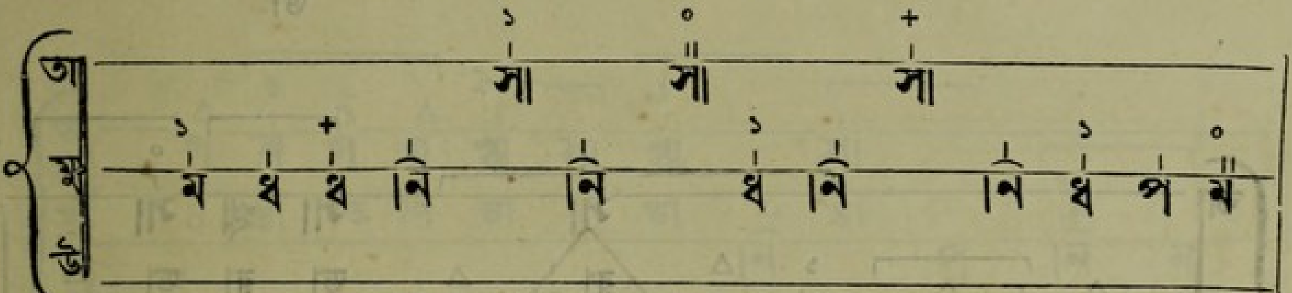

ম ল য় জ প ব নে মৃ দু মৃ দু ব হ নে,

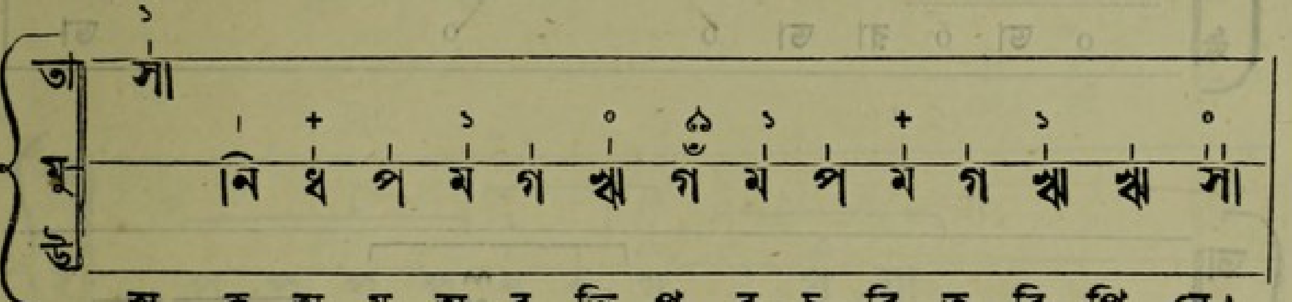

সু কু সু ম সু র ভি পূ র চ রি ত বি পি নে।

৭৯

ভীমপলশ্রী (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি গ)।

আস্থায়ী।

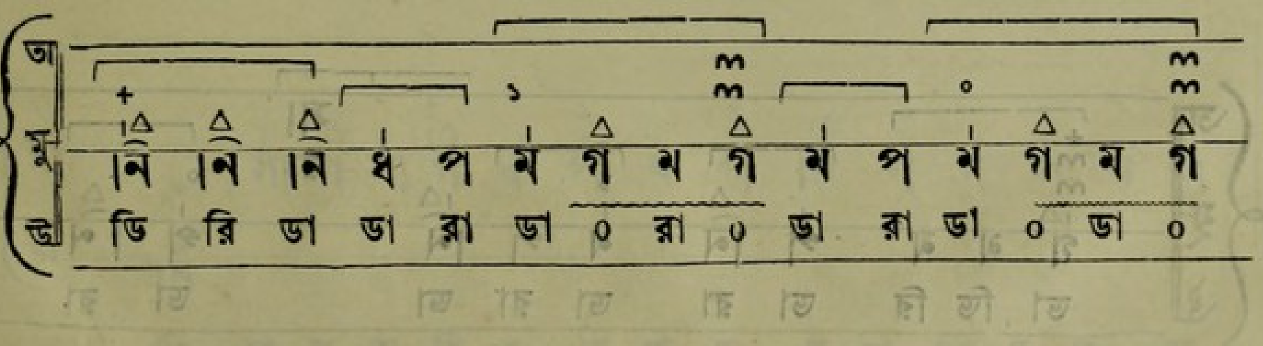

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

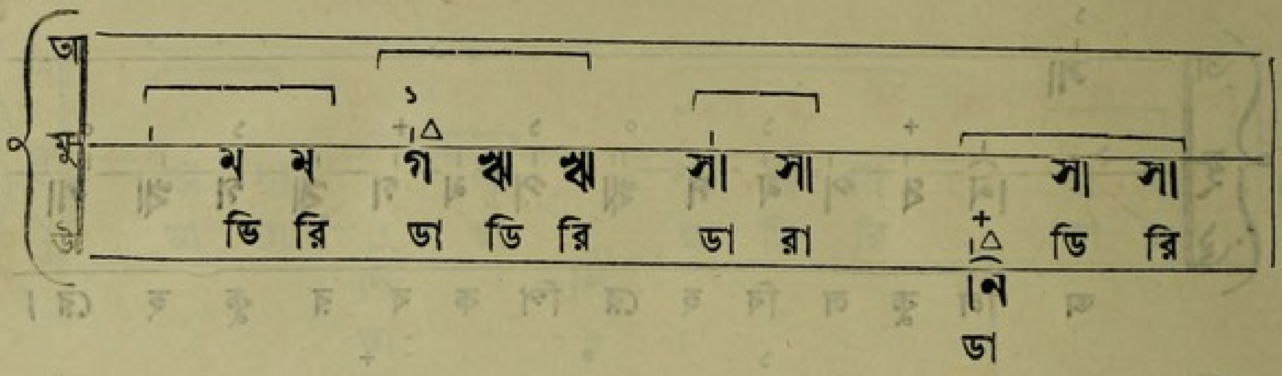
আ
মু
উ
ম ম গ ঋ ঋ সা সা সা সা
ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডি রি
নি
ডা

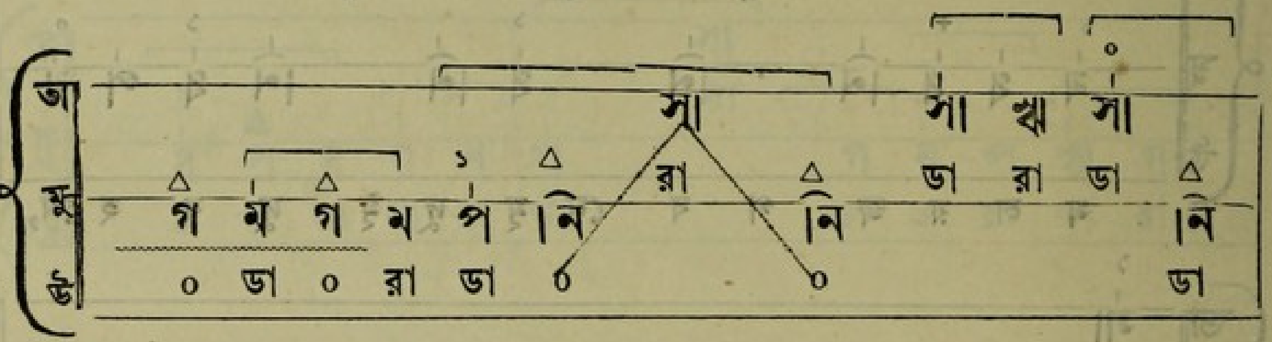
আ
মু
উ
সা সা ঋ সা
রা ডা রা ডা
গ ম গ ম প নি নি নি
০ ডা ০ রা ডা ০ ০ ডা

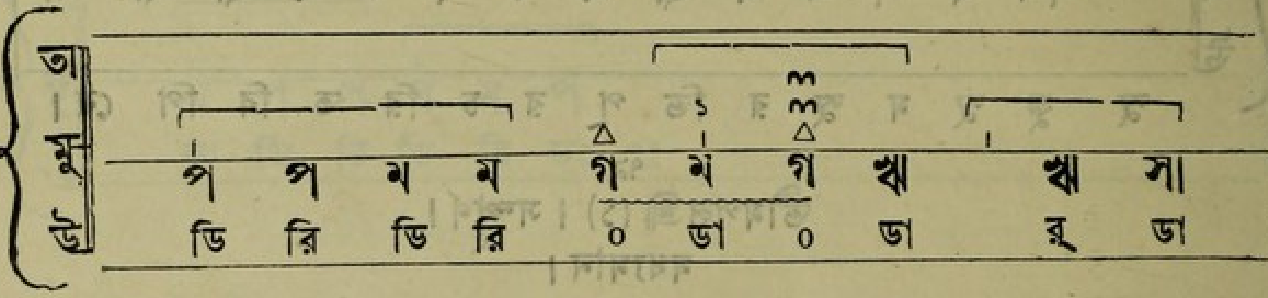
আ
মু
উ
প প ম ম গ ম গ ঋ ঋ সা
ডি রি ডি রি ০ ডা ০ ডা রূ ডা

অন্তরা।

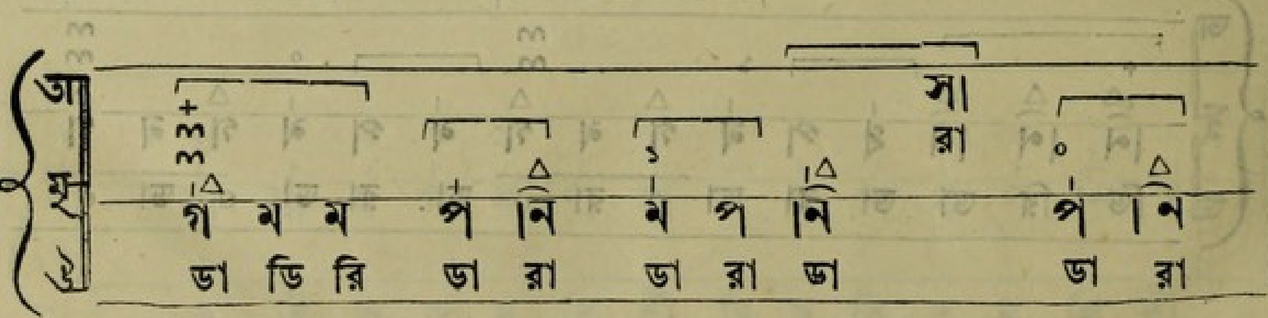
আ
মু
উ
সা
রা
গ ম ম প নি ম প নি প নি
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডা রা

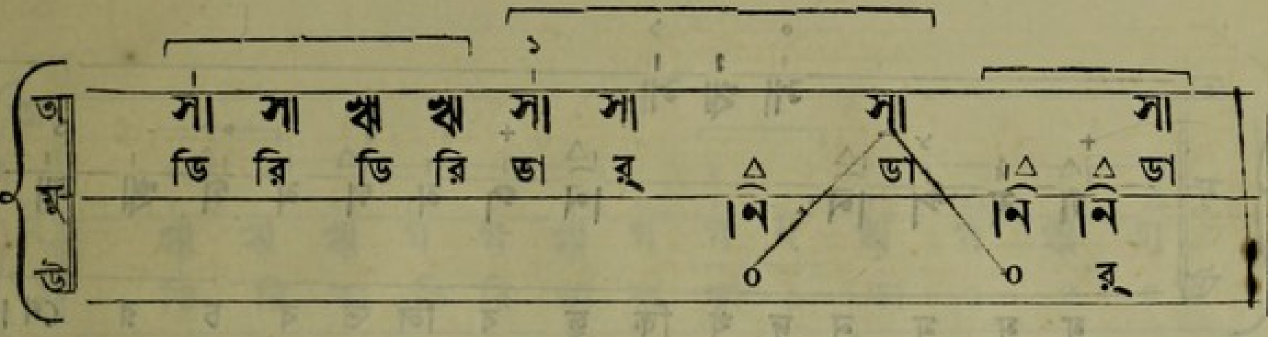

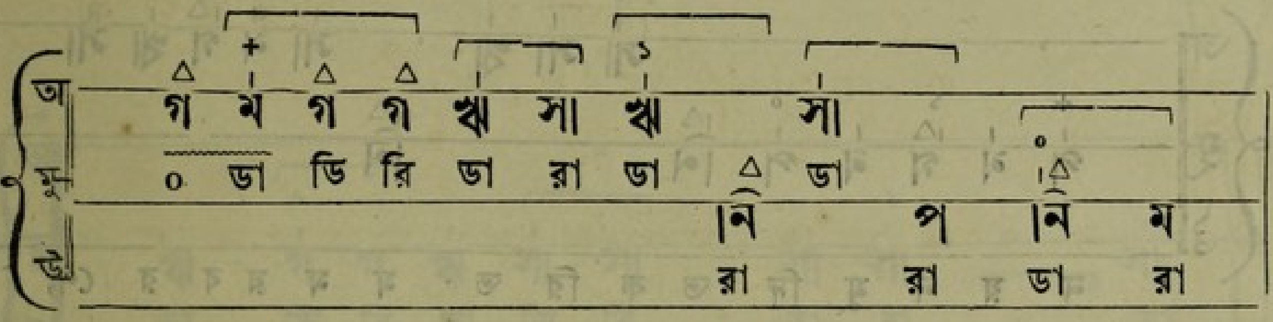

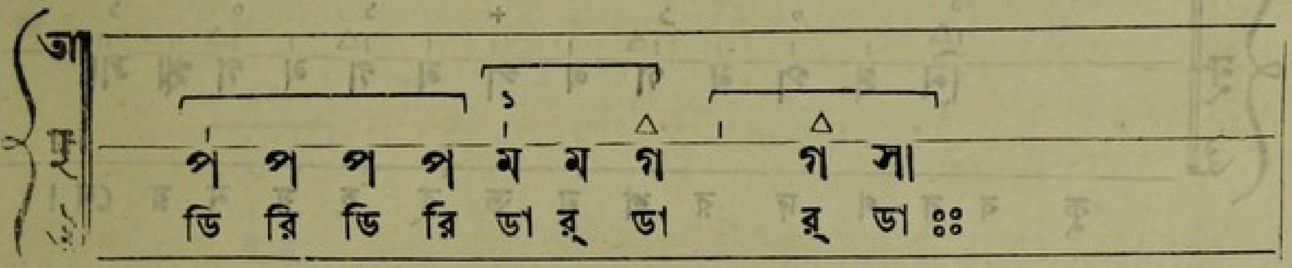

পঞ্চদশাক্ষরাবৃত্তি ।

শশিকলাচ্ছন্দসা ।

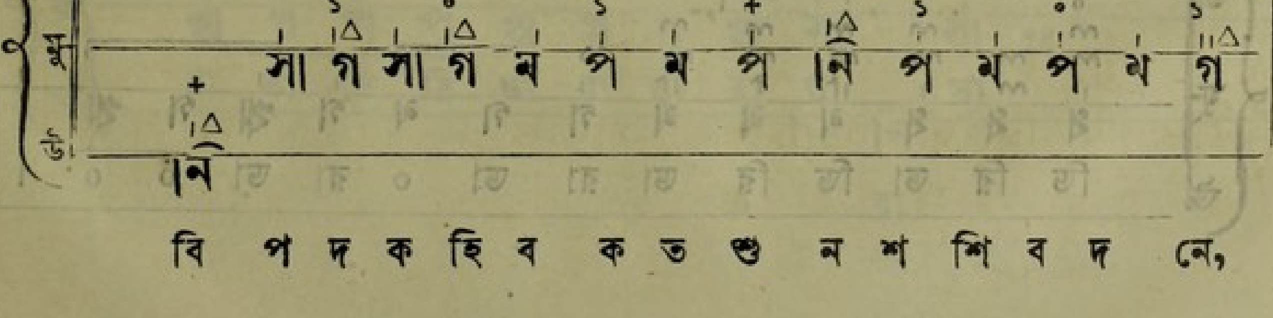

বি প দ ক হি ব ক ত শু ন শ শি ব দ নে,

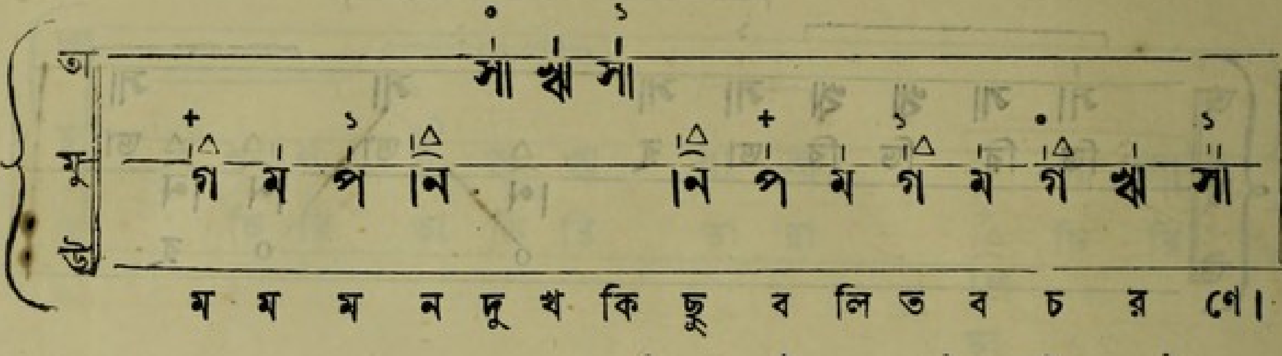

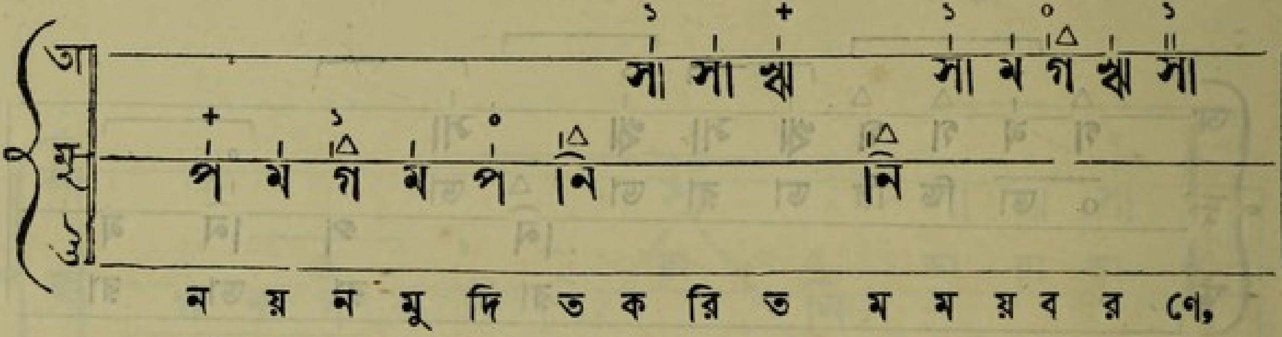

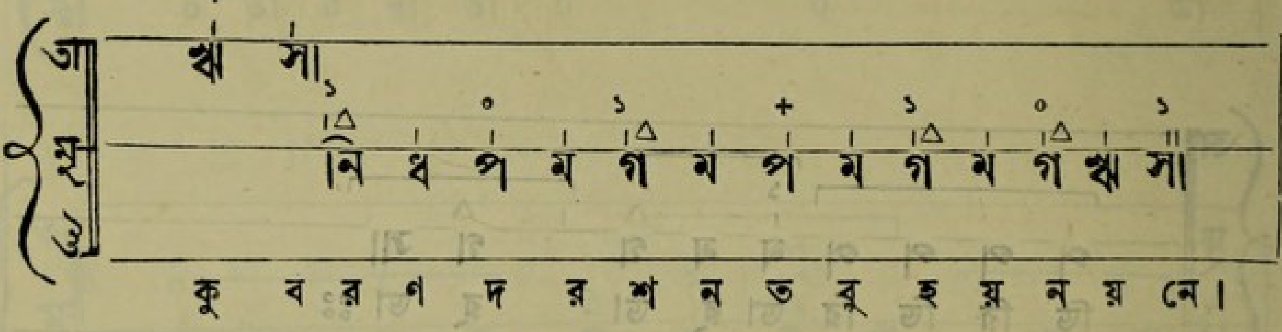

৮০

ইমন কল্যান। সম্পূর্ণ।

শ্লথত্রিতালী।

(ম)।

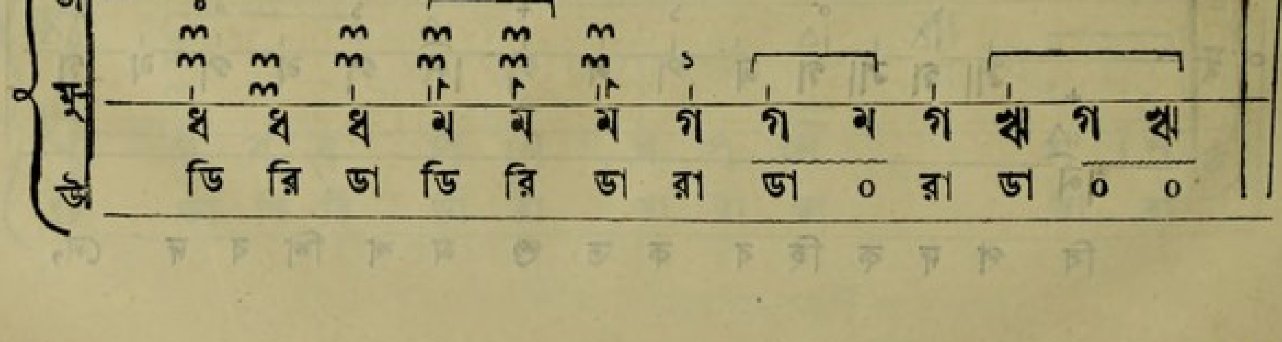

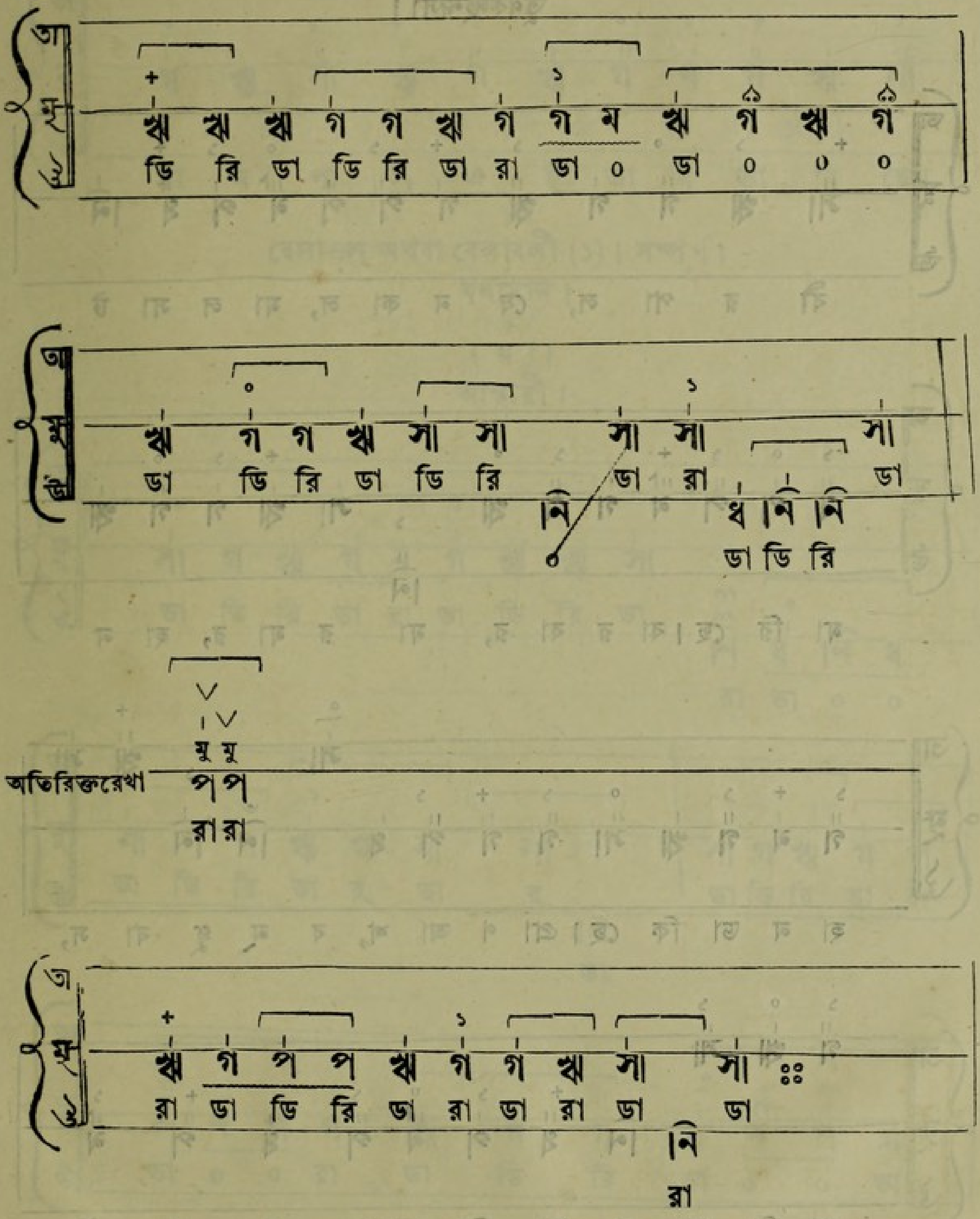
আ মু ঊ
ঋ ঋ ঋ গ গ ঋ গ গ ম ঋ গ ঋ গ
ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডা ০ ডা ০ ০ ০
ঋ গ গ ঋ সা সা সা সা সা
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডা
নি ধ নি নি
ডা ডি রি
অতিরিক্তরেখা
মু মু
প প
রা রা
ঋ গ প প ঋ গ গ ঋ সা সা
রা ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা ডা
নি
রা

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তির প্রকারান্তর।

তূণকচ্ছন্দসা।

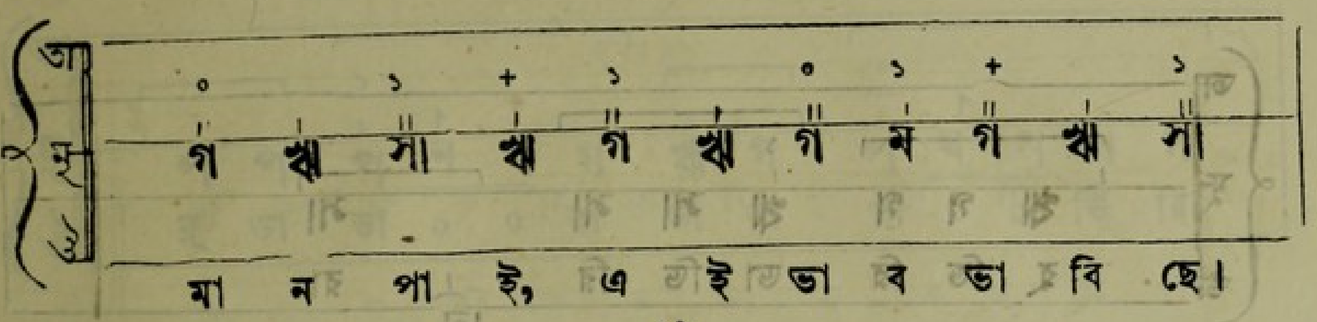

৮১

বেলাওল অথবা বেলাবলী (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ম)।

আস্থায়ী।

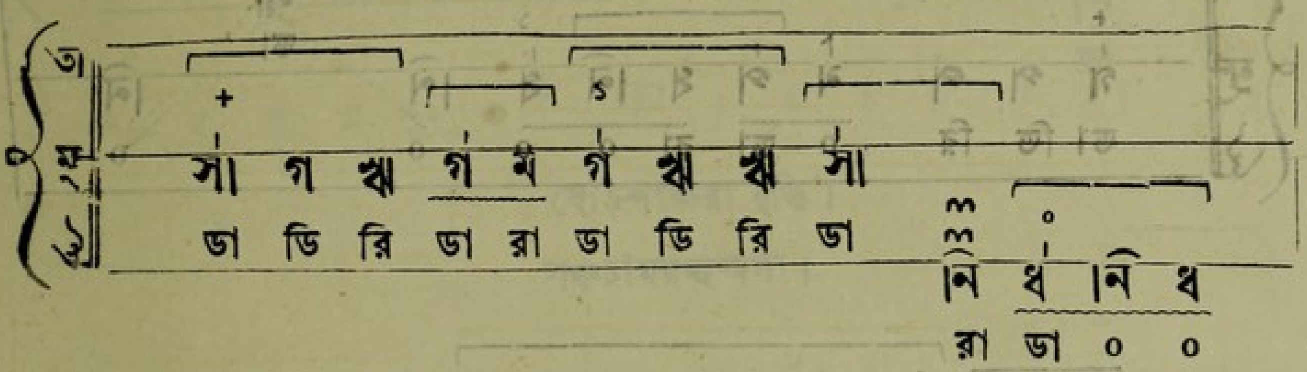

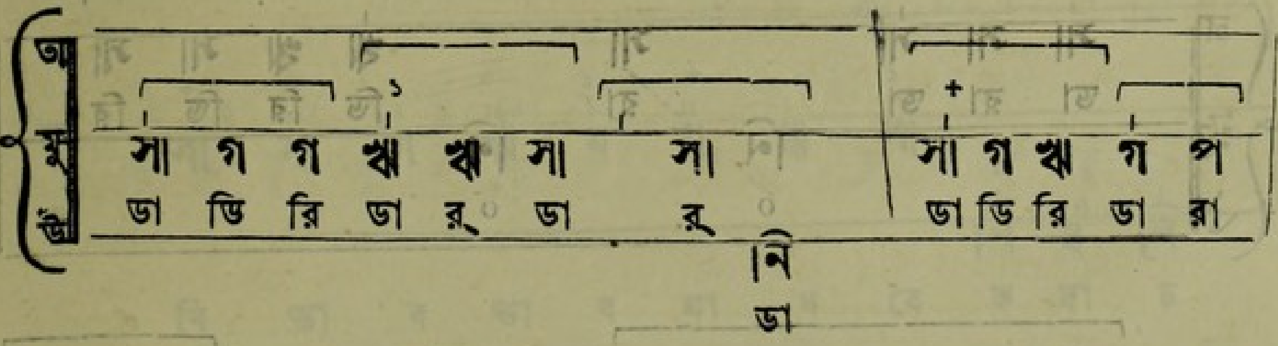

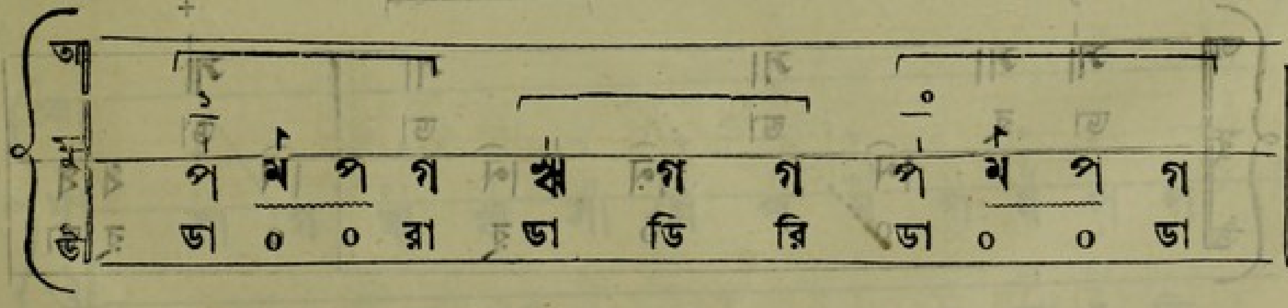

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

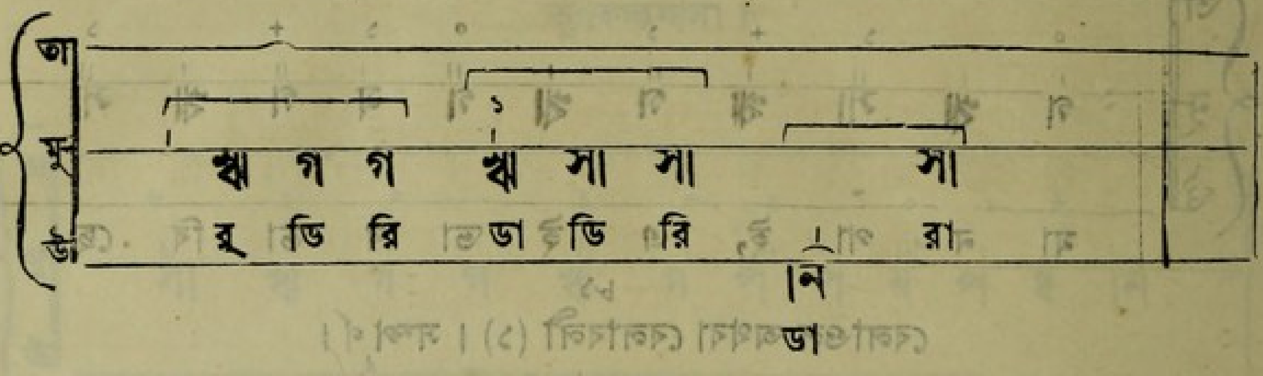
ঋ গ গ ঋ সা সা সা
রূ ডি রি ডা ডি রি রা
নি
ডা

অন্তরা।

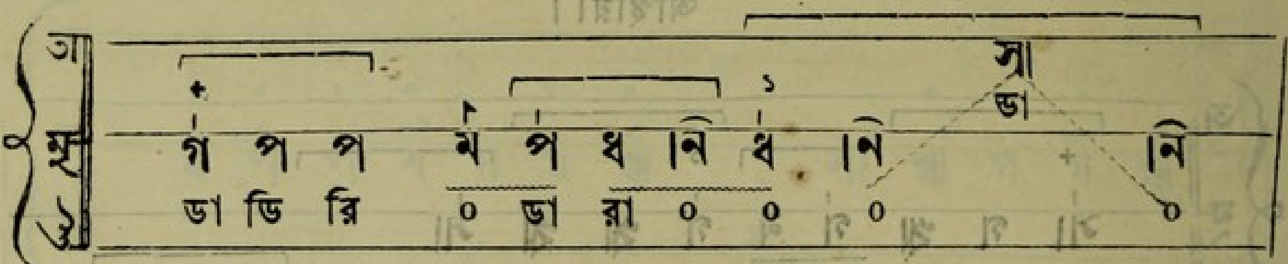
সা
ডা
গ প প ম প ধ নি ধ নি নি
ডা ডি রি ০ ডা রা ০ ০ ০ ০

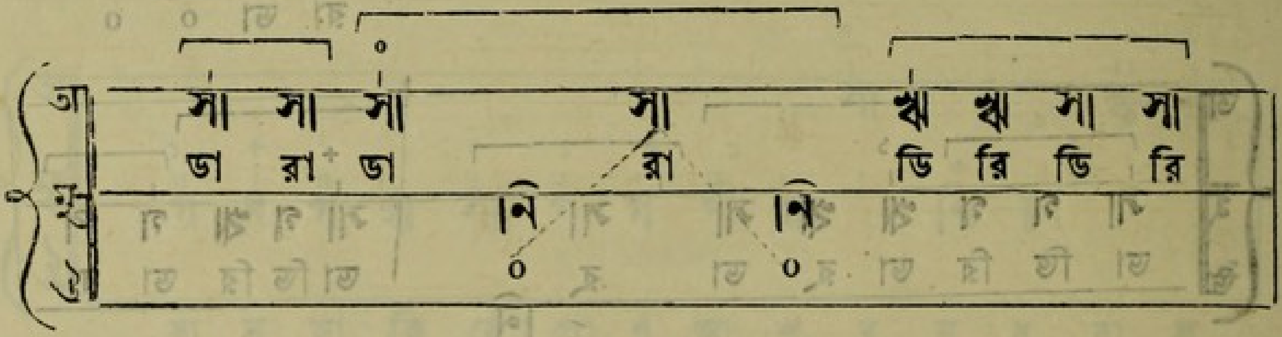
সা সা সা সা ঋ ঋ সা সা
ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি
নি নি
০ ০

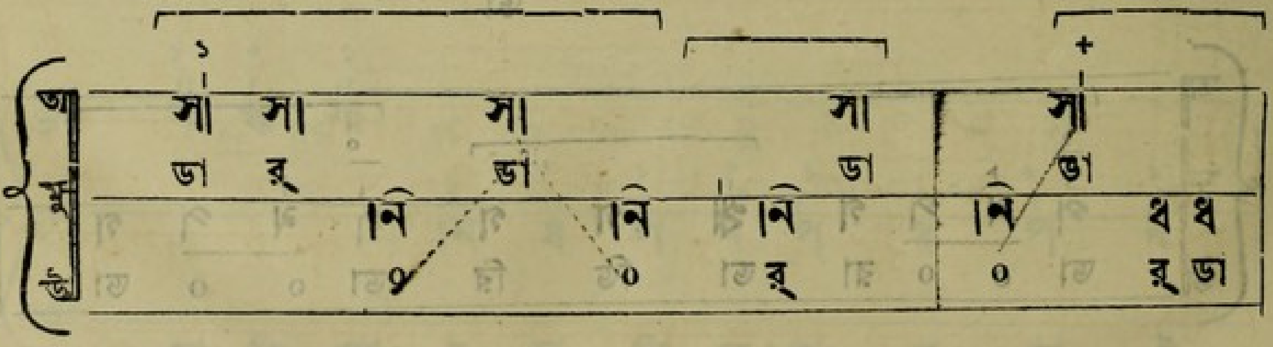
সা সা সা সা সা
ডা রূ ডা ডা ডা
নি নি নি নি ধ ধ
০ ০ রূ ০ রূ ডা

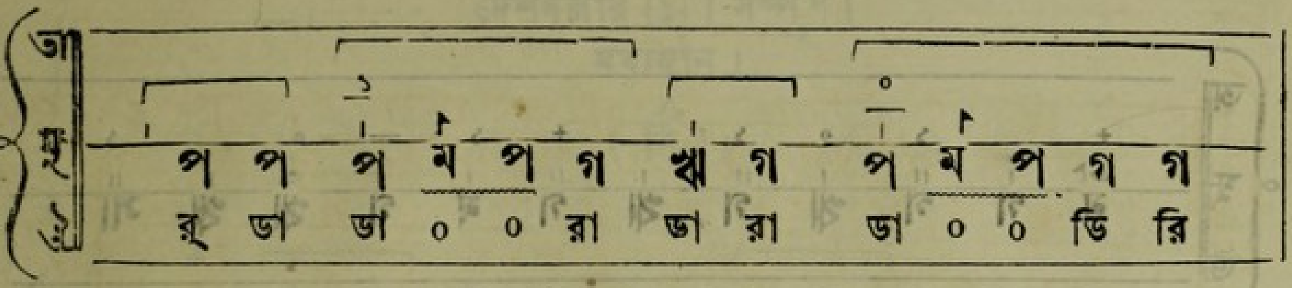

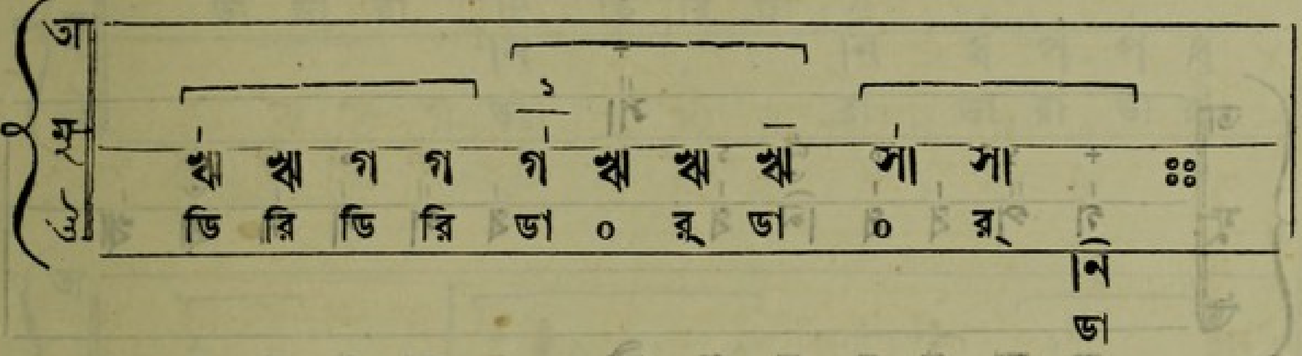

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

পঞ্চচামরচ্ছন্দসা।

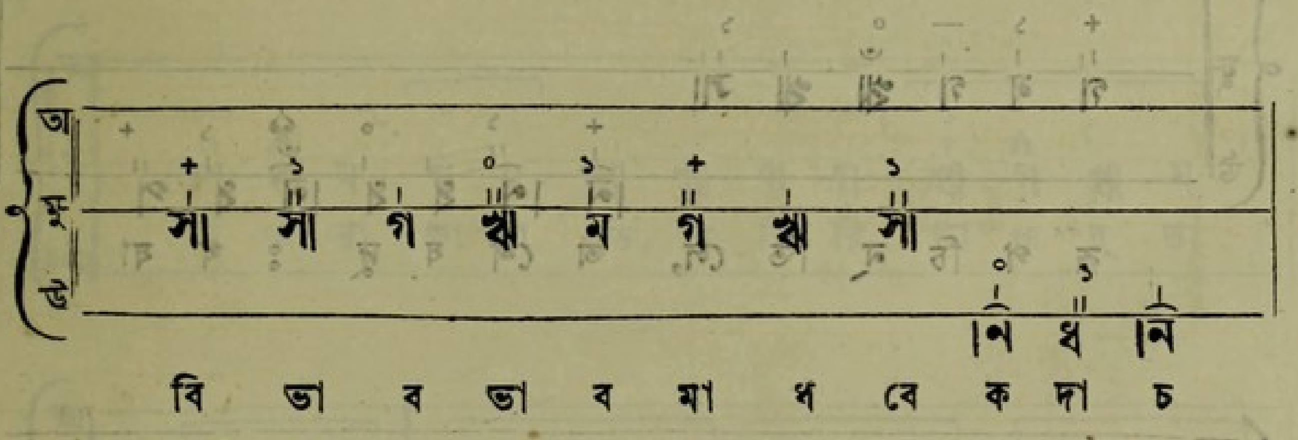

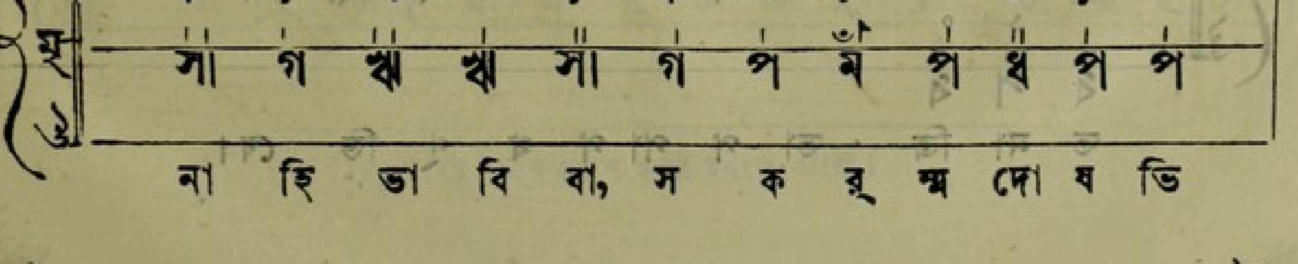

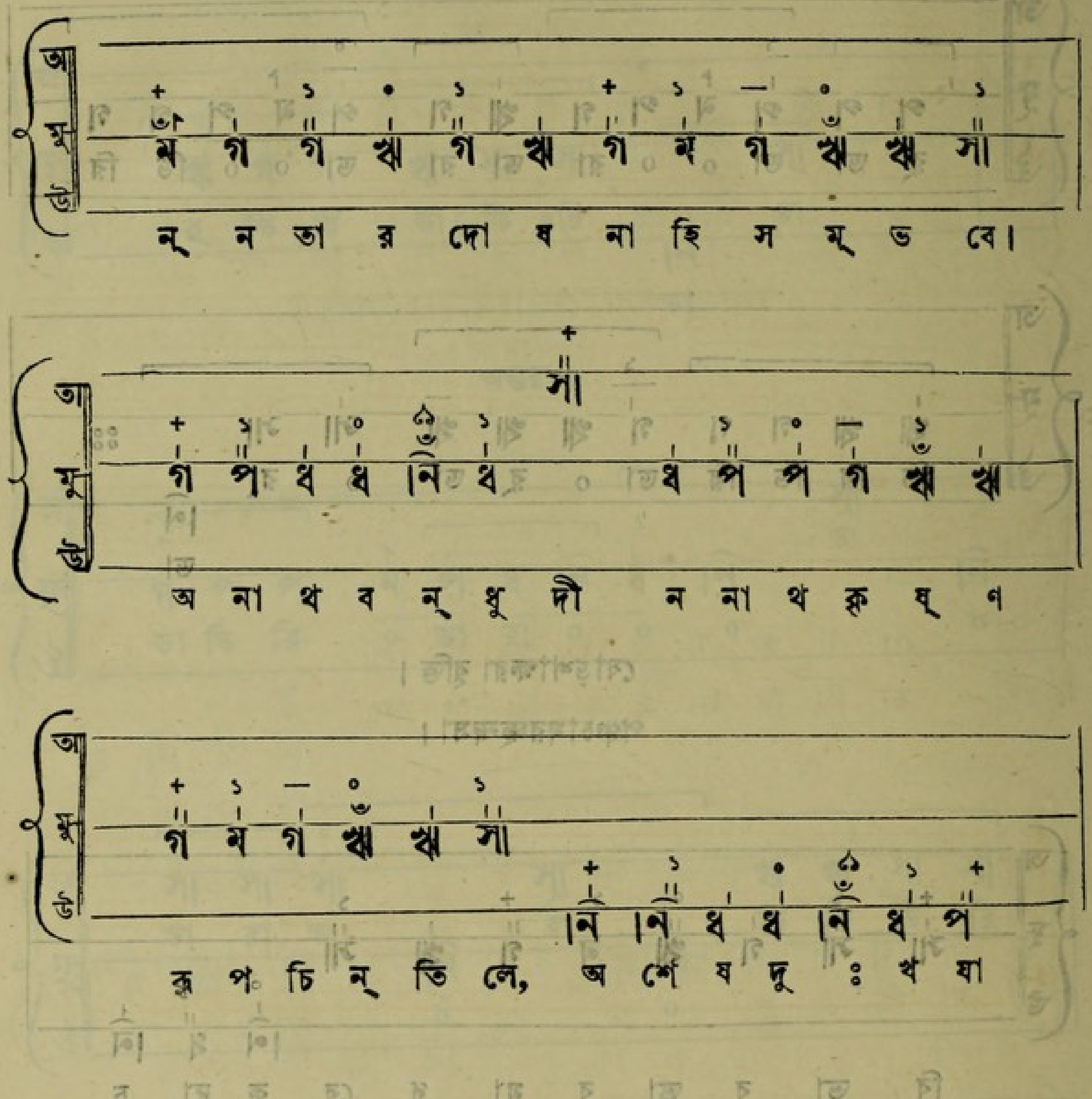
ন্ ন তা র দো ষ না হি স ম্ ভ বে।
অ না থ ব ন্ ধু দী ন না থ কৃ ষ্ ণ
রূ প চি ন্ তি লে, অ শে ষ দু ঃ খ যা
ত না ত্রি তা প পা প খ ণ্ ডি বে।

৮২

দেশমল্লার (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি)।

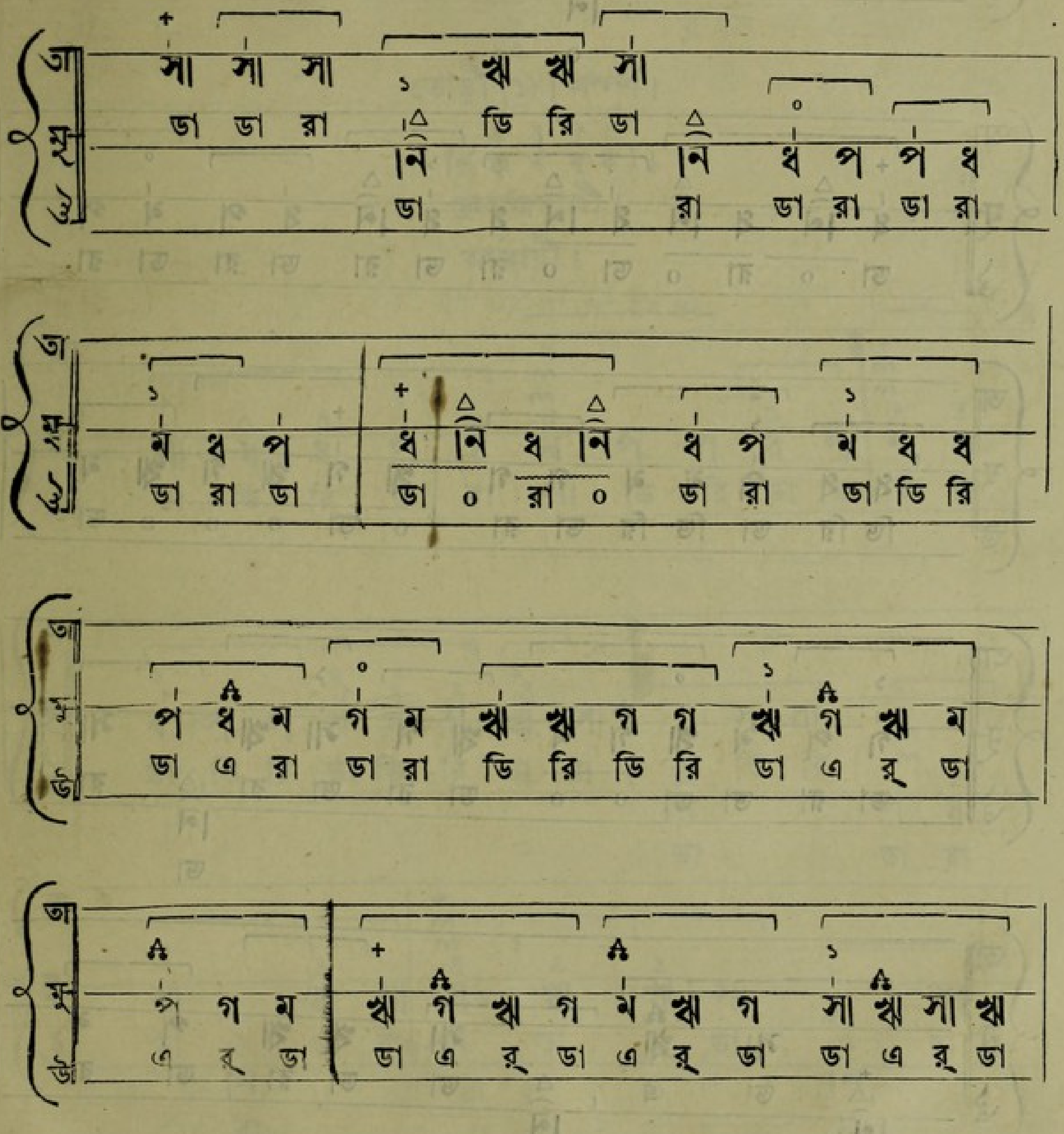

(১) মাধব বাবুর কোন ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

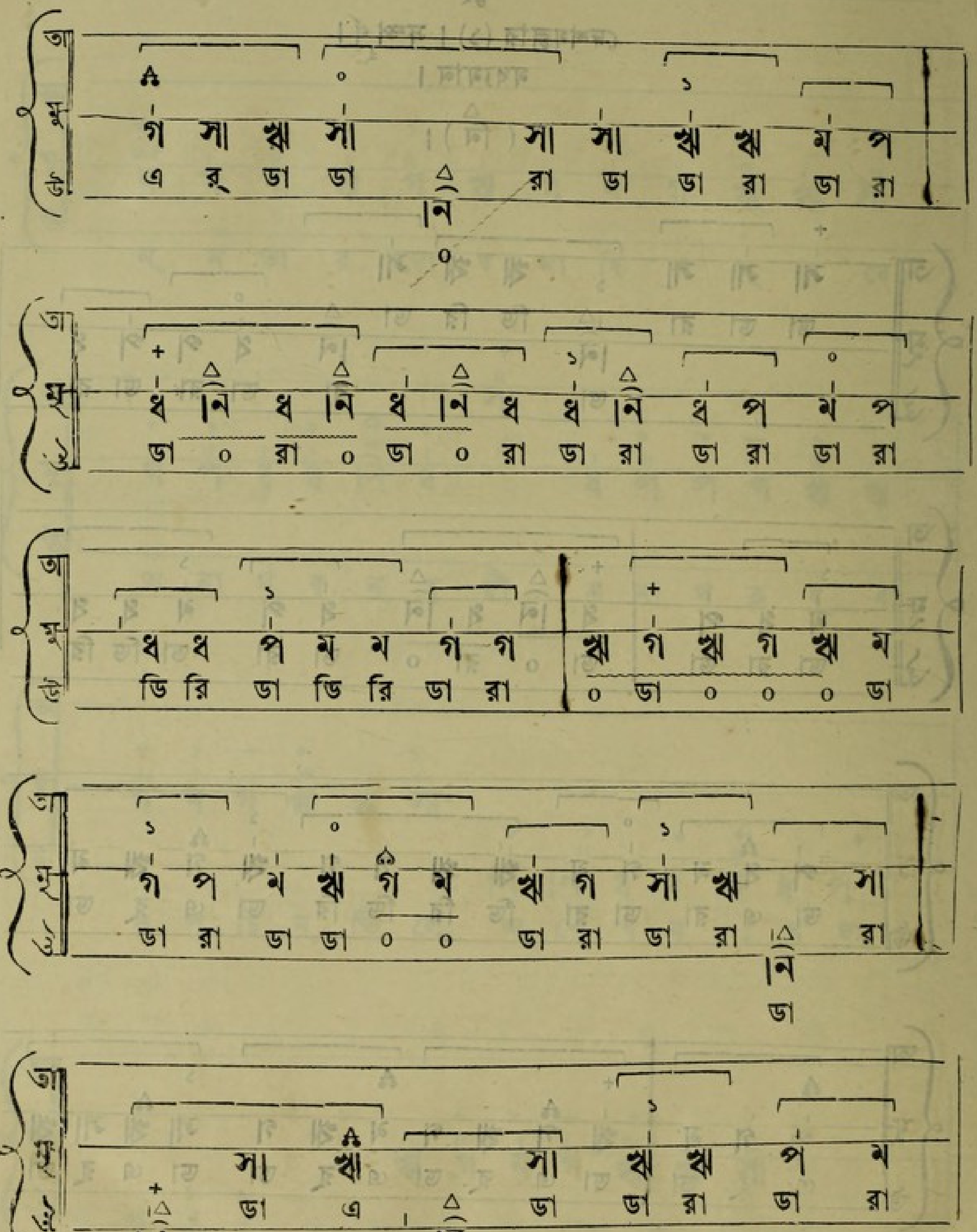
গ সা ঋ সা সা সা ঋ ঋ ম প
এ র্ ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা
নি
o
ধ নি ধ নি ধ নি ধ ধ নি ধ প ম প
ডা o রা o ডা o রা ডা রা ডা রা ডা রা
ধ ধ প ম ম গ গ ঋ গ ঋ গ ঋ ম
ডি রি ডা ডি রি ডা রা o ডা o o o ডা
গ প ম ঋ গ ম ঋ গ সা ঋ সা
ডা রা ডা ডা o o ডা রা ডা রা রা
নি
ডা
সা ঋ সা ঋ ঋ প ম
ডা এ ডা ডা রা ডা রা
নি নি
ডা র্

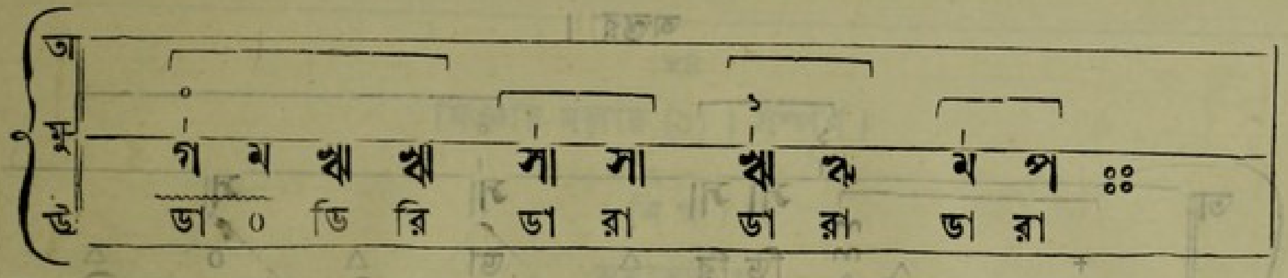

৮৩

তোড়ী (১)। সম্পূর্ণ।

(নি ঋ গ ম ধ)।

দ্রুতত্রিতালী।

আস্থায়ী।

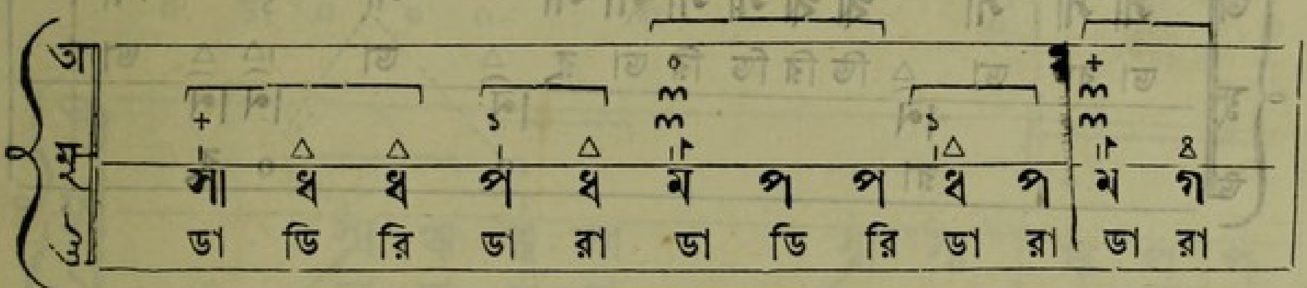

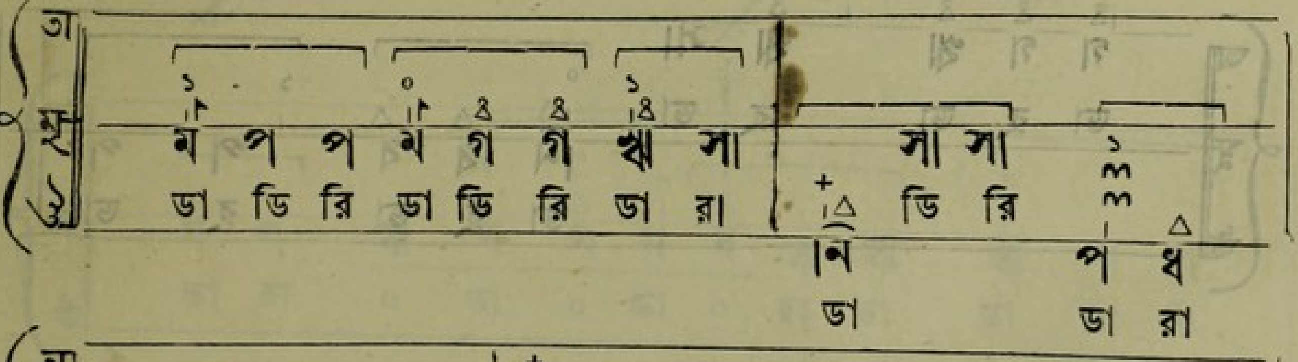

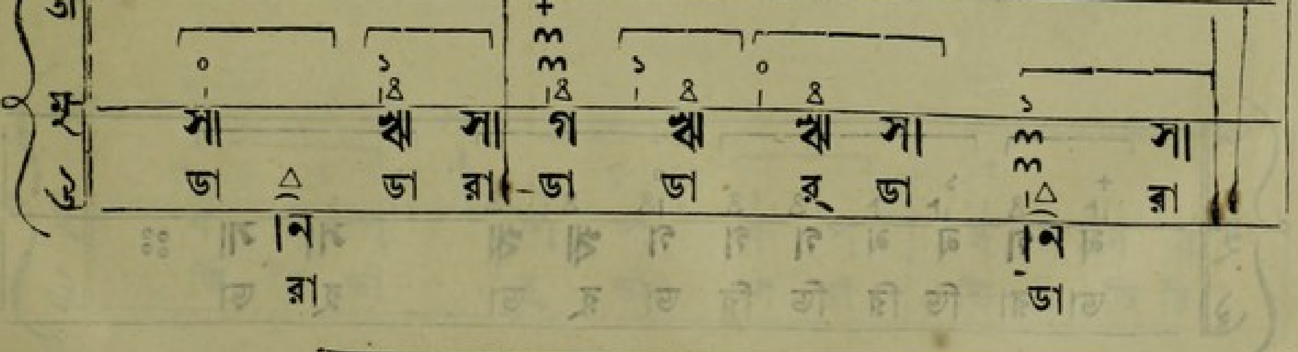

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

অন্তরা।

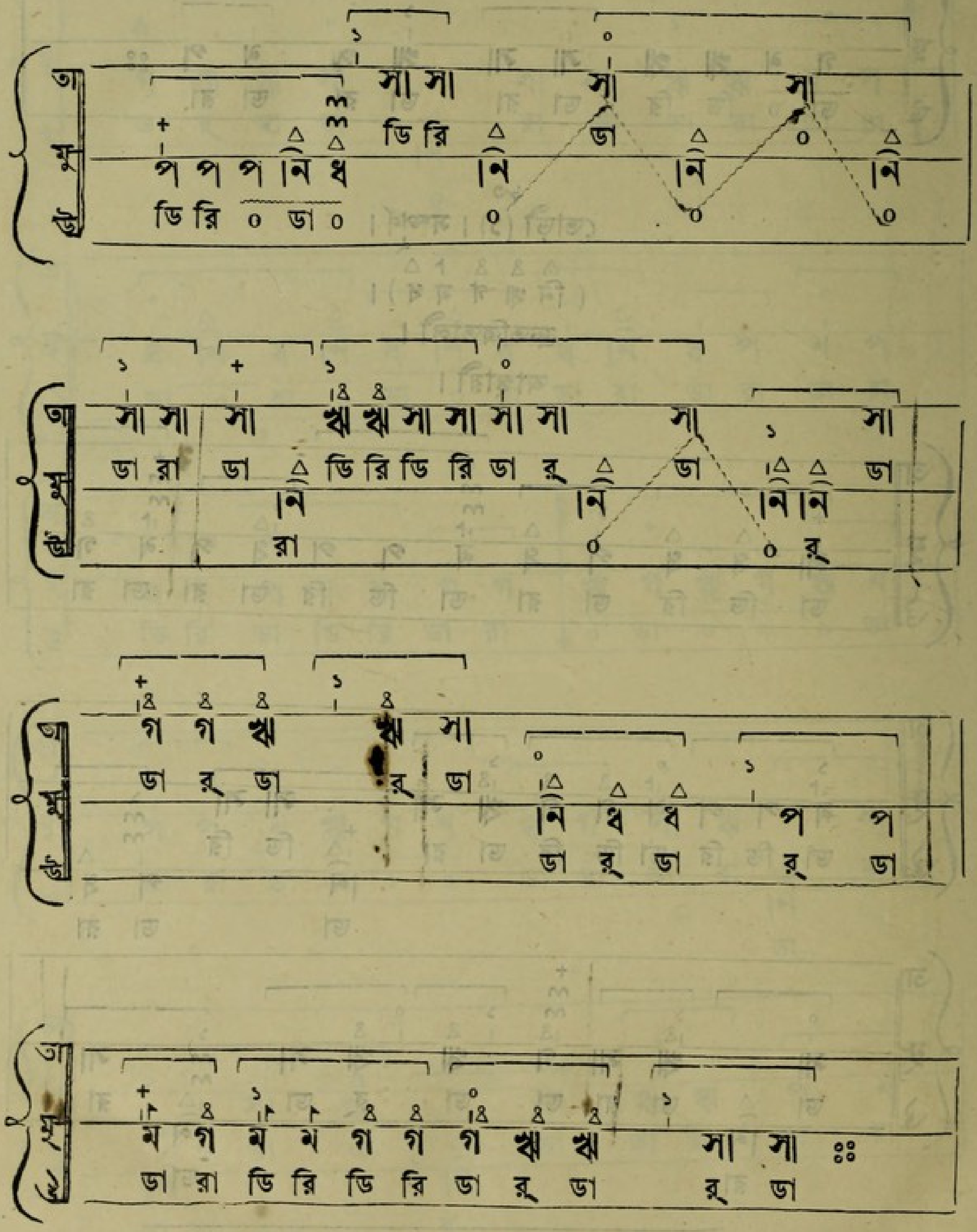
সা সা সা সা
ডি রি ডা
প প প নি ধ নি নি নি
ডি রি ০ ডা ০ ০ ০ ০
সা সা সা ঋ ঋ সা সা সা সা সা সা
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা ডা
নি নি নি নি
রা ০ ০ র্
গ গ ঋ ঋ সা
ডা র্ ডা র্ ডা
নি ধ ধ প প
ডা র্ ডা র্ ডা
ম গ ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা সা ঃঃ
ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

৮৪

মিঞার মল্লার (১)। সম্পূর্ণ।

(নি গ)।

মধ্যমান।

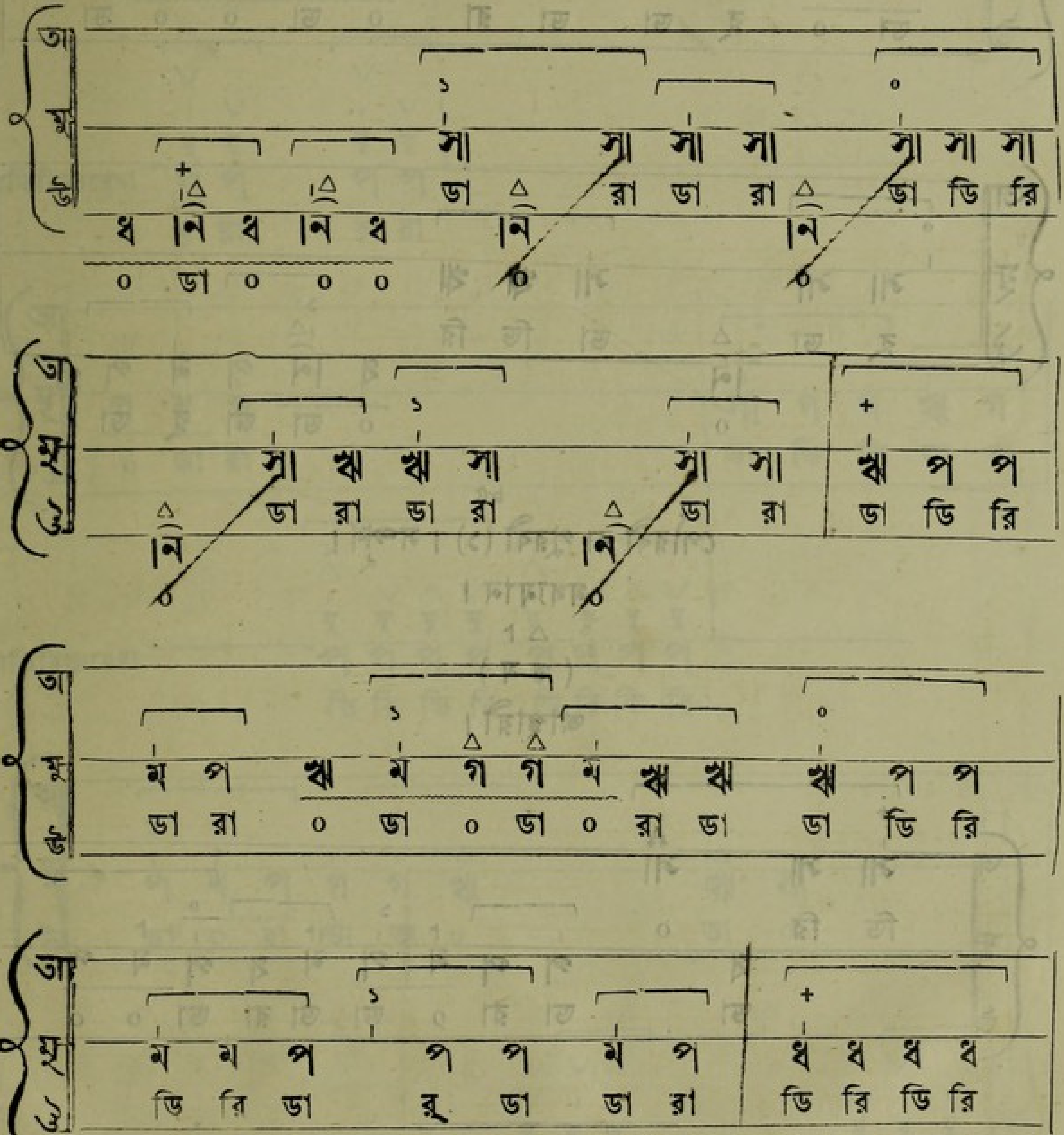

ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

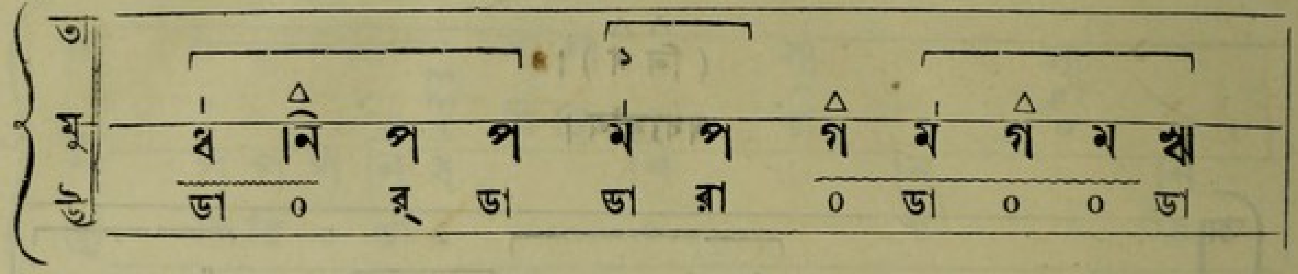

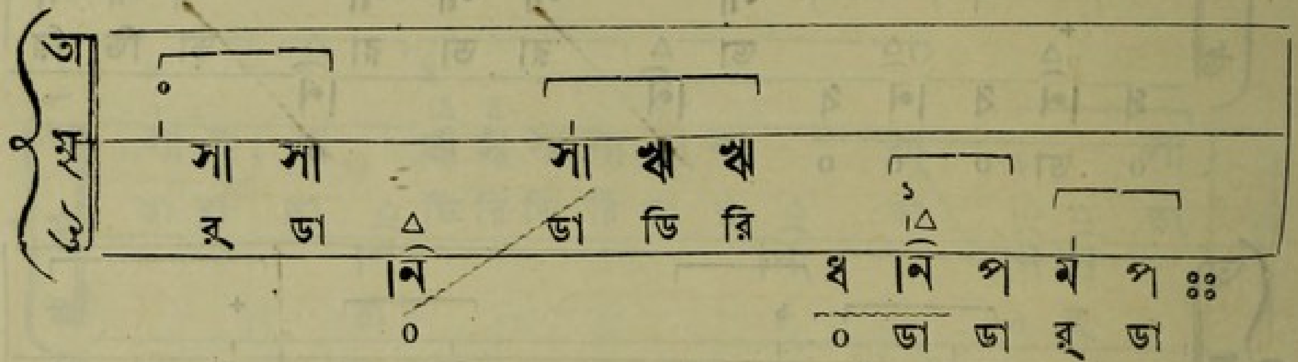

৮৫

পৌরবী বা পুরবী (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(ঋ ম)

আস্থায়ী।

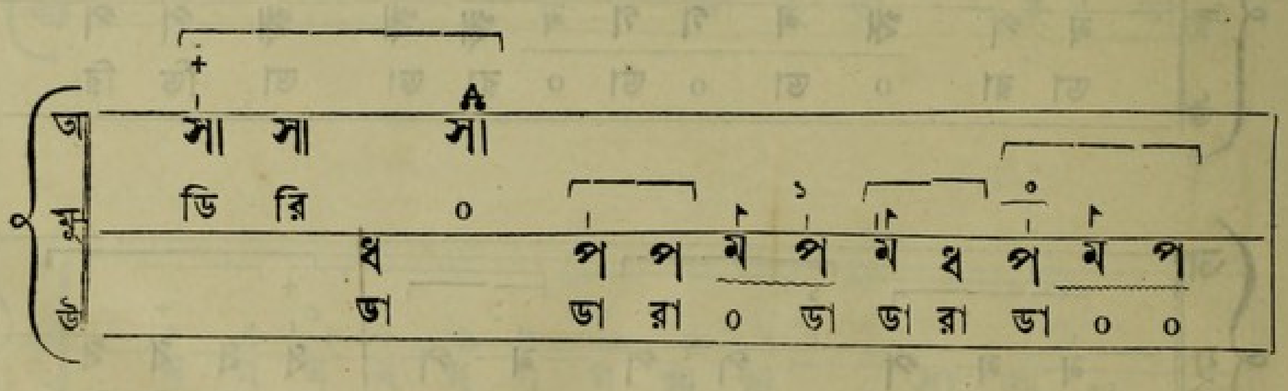

(১) গ্রন্থকারস্য।

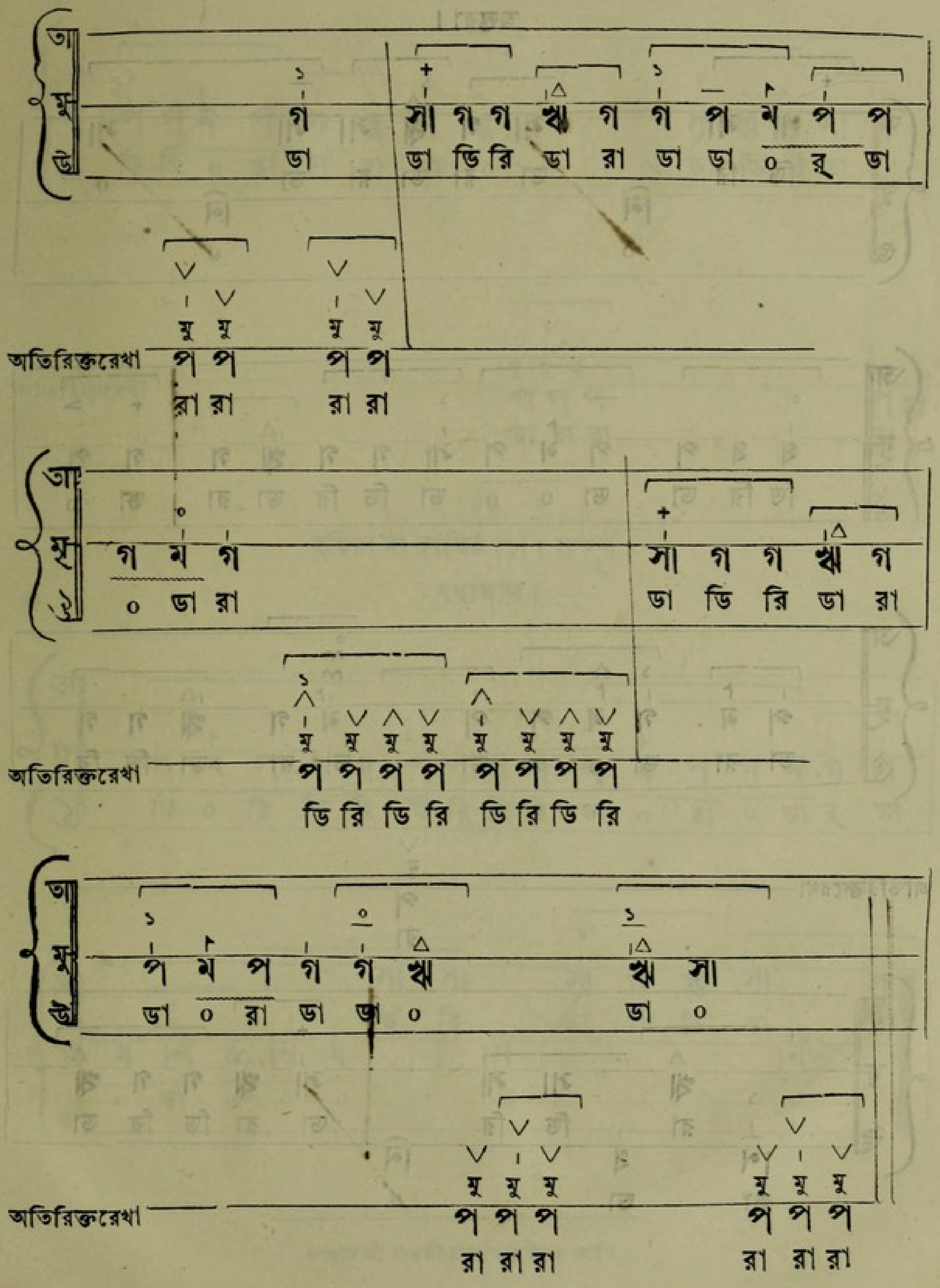
অতিরিক্তরেখা
অতিরিক্তরেখা
অতিরিক্তরেখা

অন্তরা।

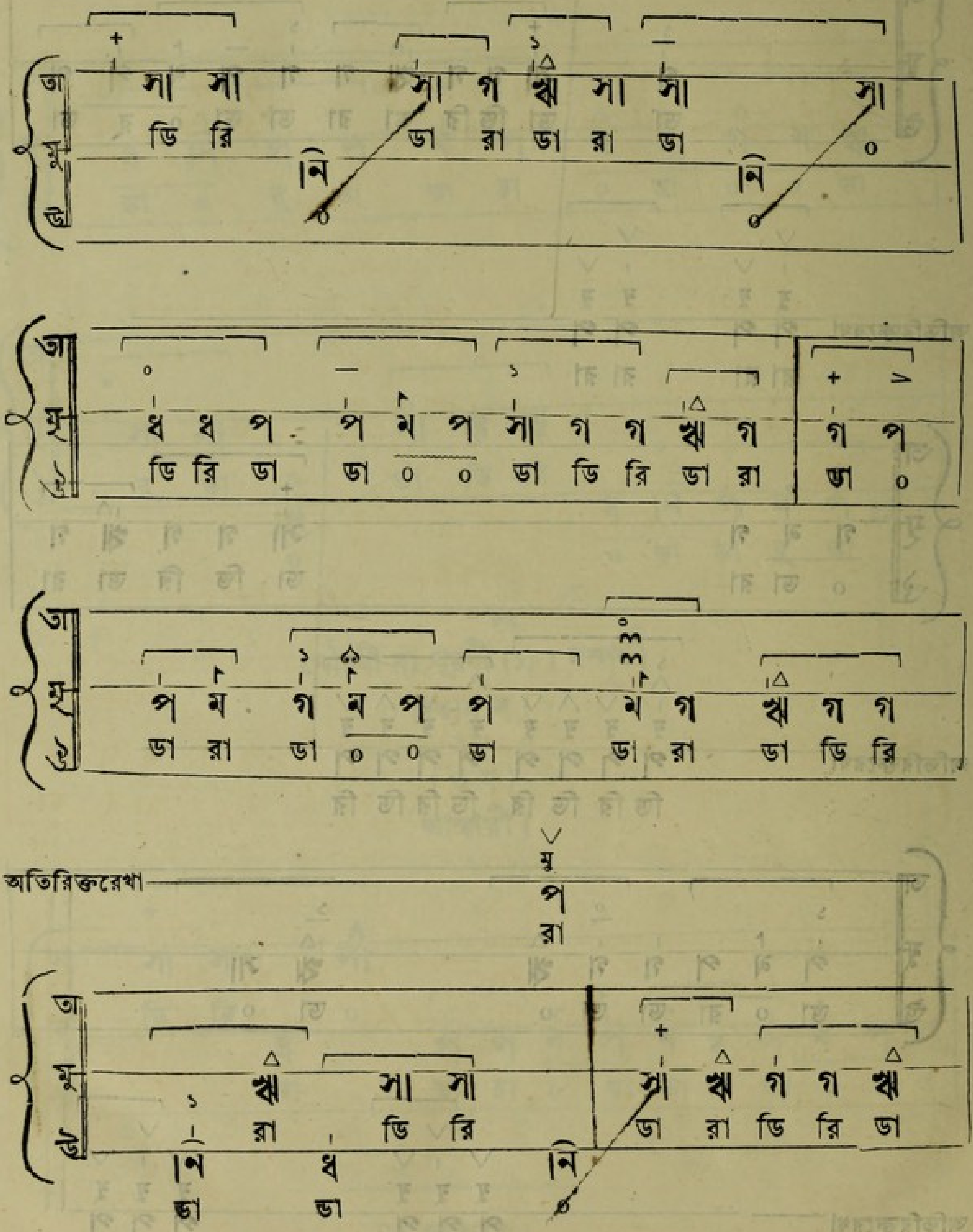
আ
মু
উ
সা সা সা গ ঋ সা সা সা
ডি রি ডা রা ডা রা ডা
নি নি
ধ ধ প প ম প সা গ গ ঋ গ গ প
ডি রি ডা ডা ডা ডি রি ডা রা ডা
প ম গ ম প প ম গ ঋ গ গ
ডা রা ডা ডা ডা রা ডা ডি রি
অতিরিক্তরেখা
ম
প
রা
ঋ সা সা সা ঋ গ গ ঋ
রা ডি রি ডা রা ডি রি ডা
নি ধ নি
ডা ডা

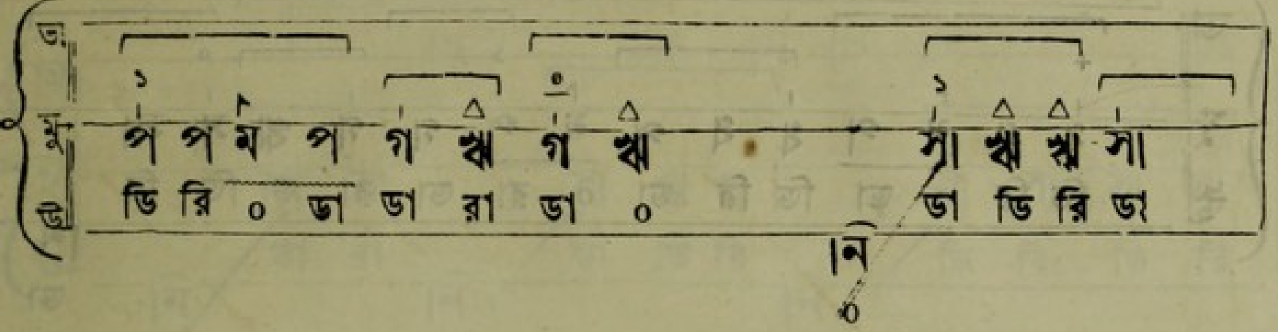

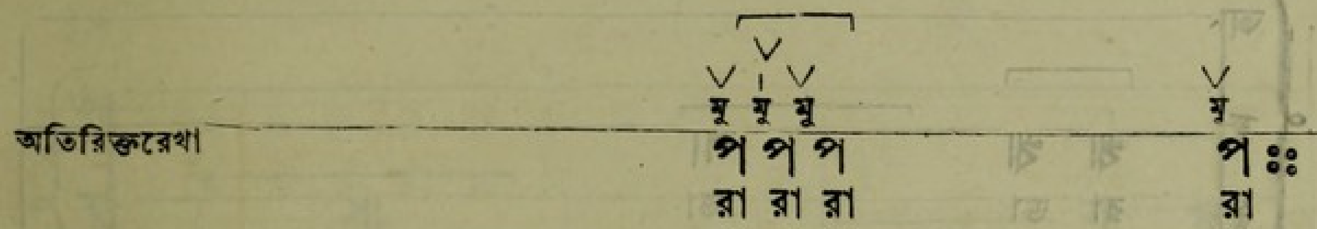

৮৬

হম্বিরা বা হাম্বির (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

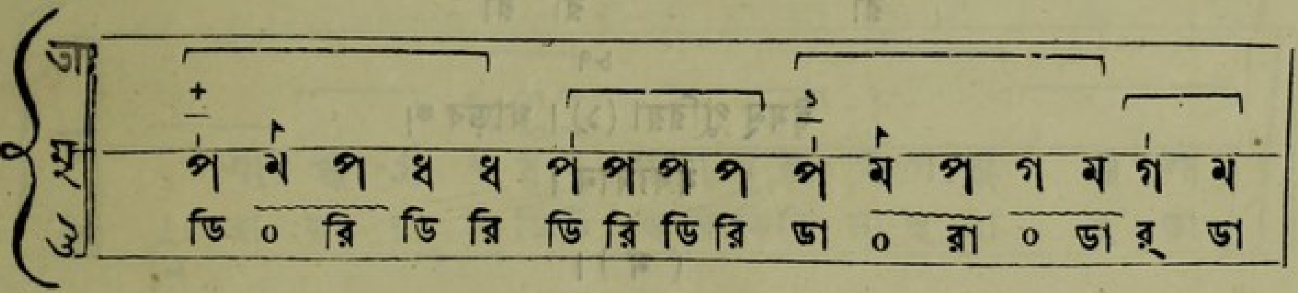

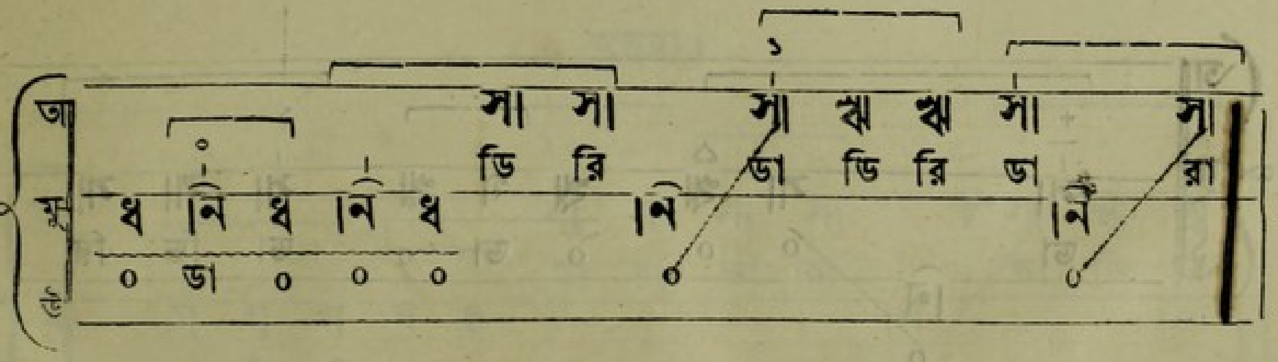

(১) ওস্তাদ্‌জী লছমীপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত।

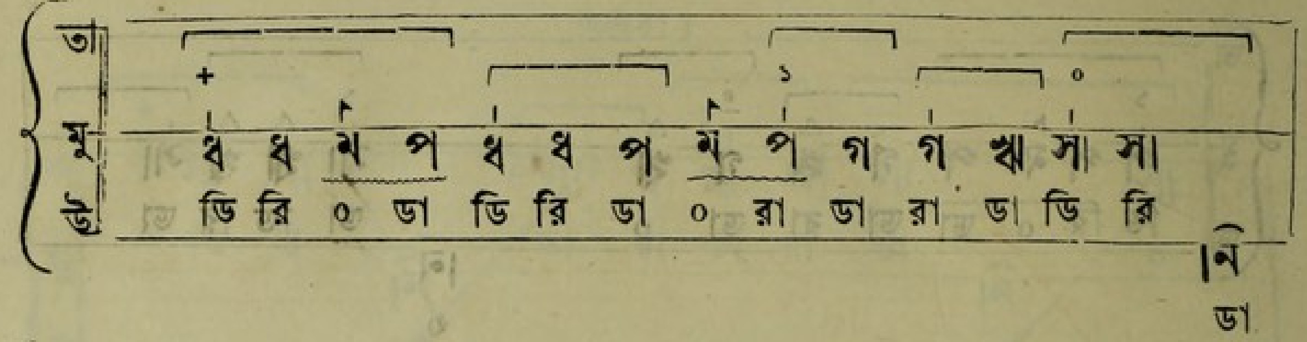

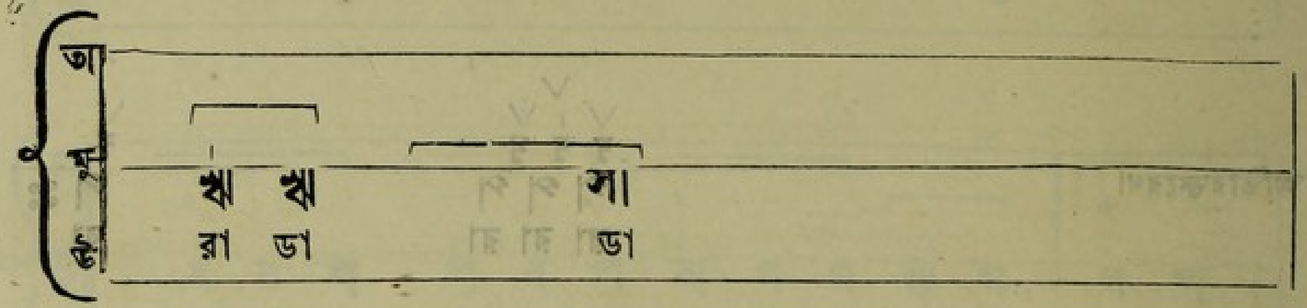

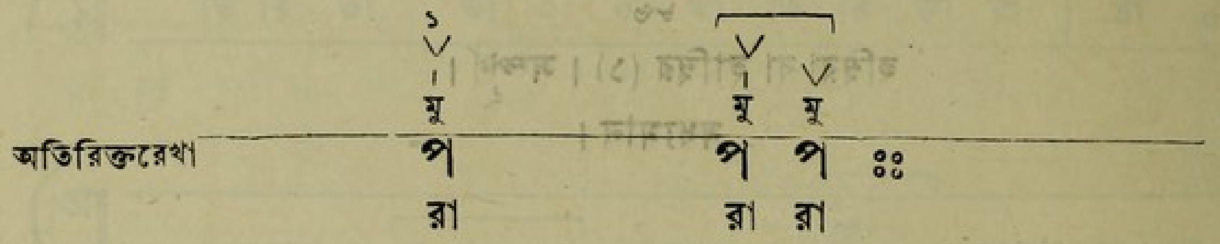

৮৭

ইমন্ পুরিয়া (১)। খাড়ব *।

মধ্যমান।

(র্ম)।

আস্থায়ী।

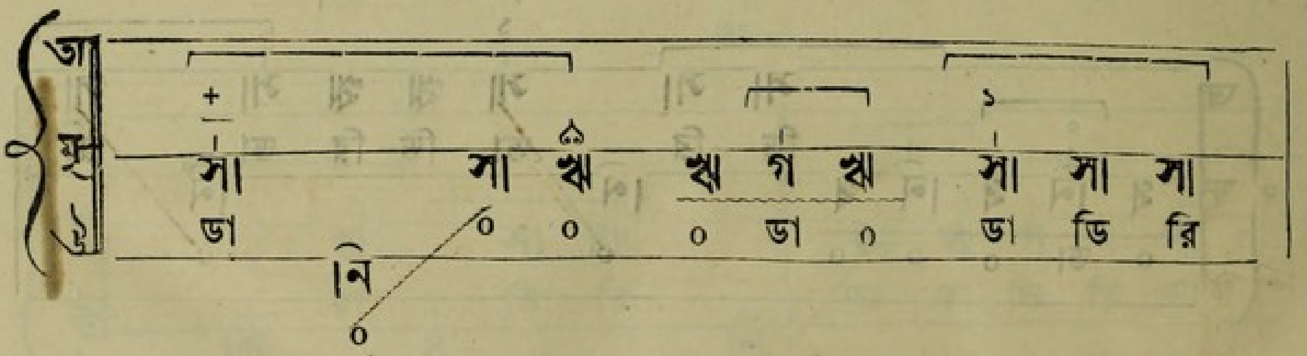

(১) গ্রন্থকারস্য।

* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

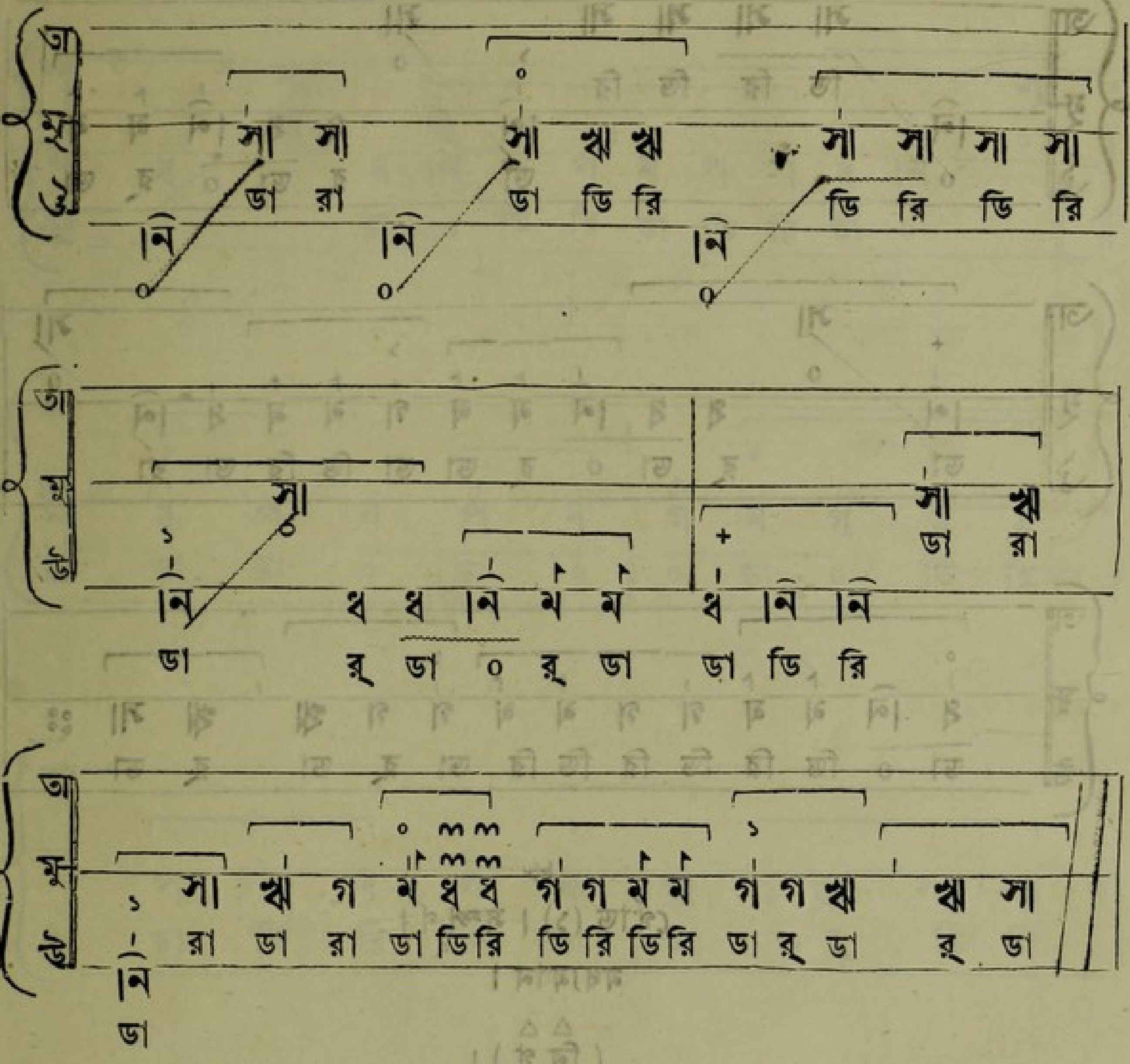
সা সা সা ঋ ঋ সা সা সা সা
ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি
নি নি নি
সা সা ঋ
ডা রা
নি ধ ধ নি ম ম ধ নি নি
ডা র্ ডা ০ র্ ডা ডা ডি রি
সা ঋ গ ম ধ ধ গ গ ম ম গ গ ঋ ঋ সা
রা ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা
নি
ডা

অন্তরা।

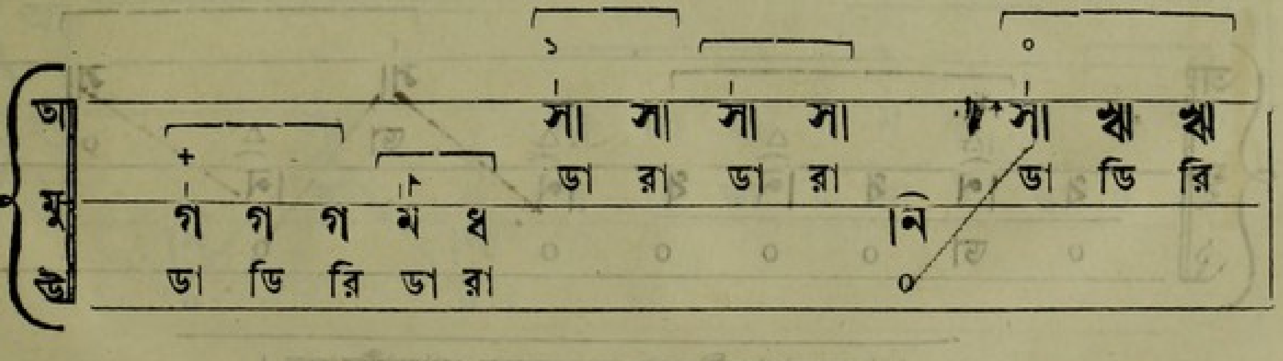
সা সা সা সা সা ঋ ঋ
ডা রা ডা রা ডা ডি রি
গ গ গ ম ধ নি
ডা ডি রি ডা রা

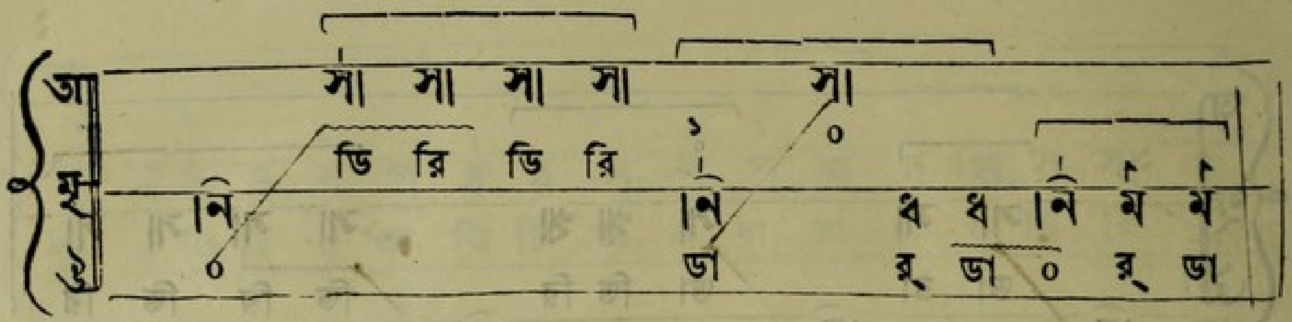

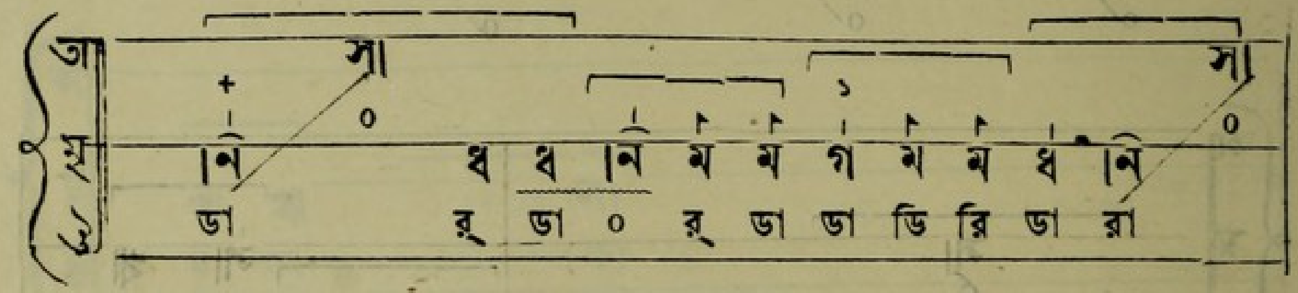

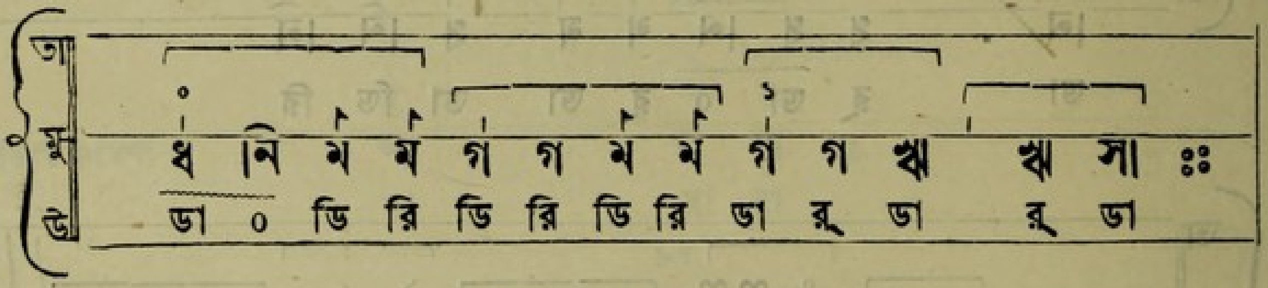

৮৮

গৌঁড় (১)। সম্পূর্ণ।

মধ্যমান।

(নি গ)।

আস্থায়ী।

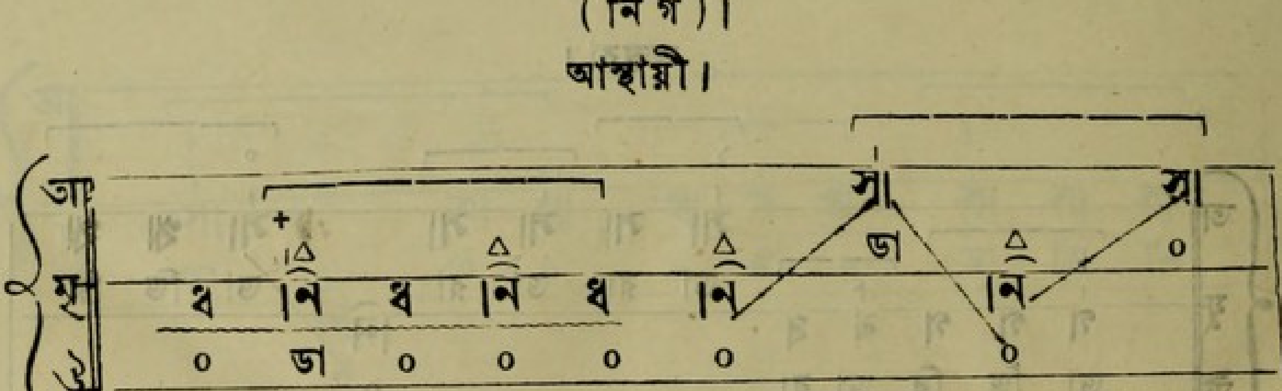

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

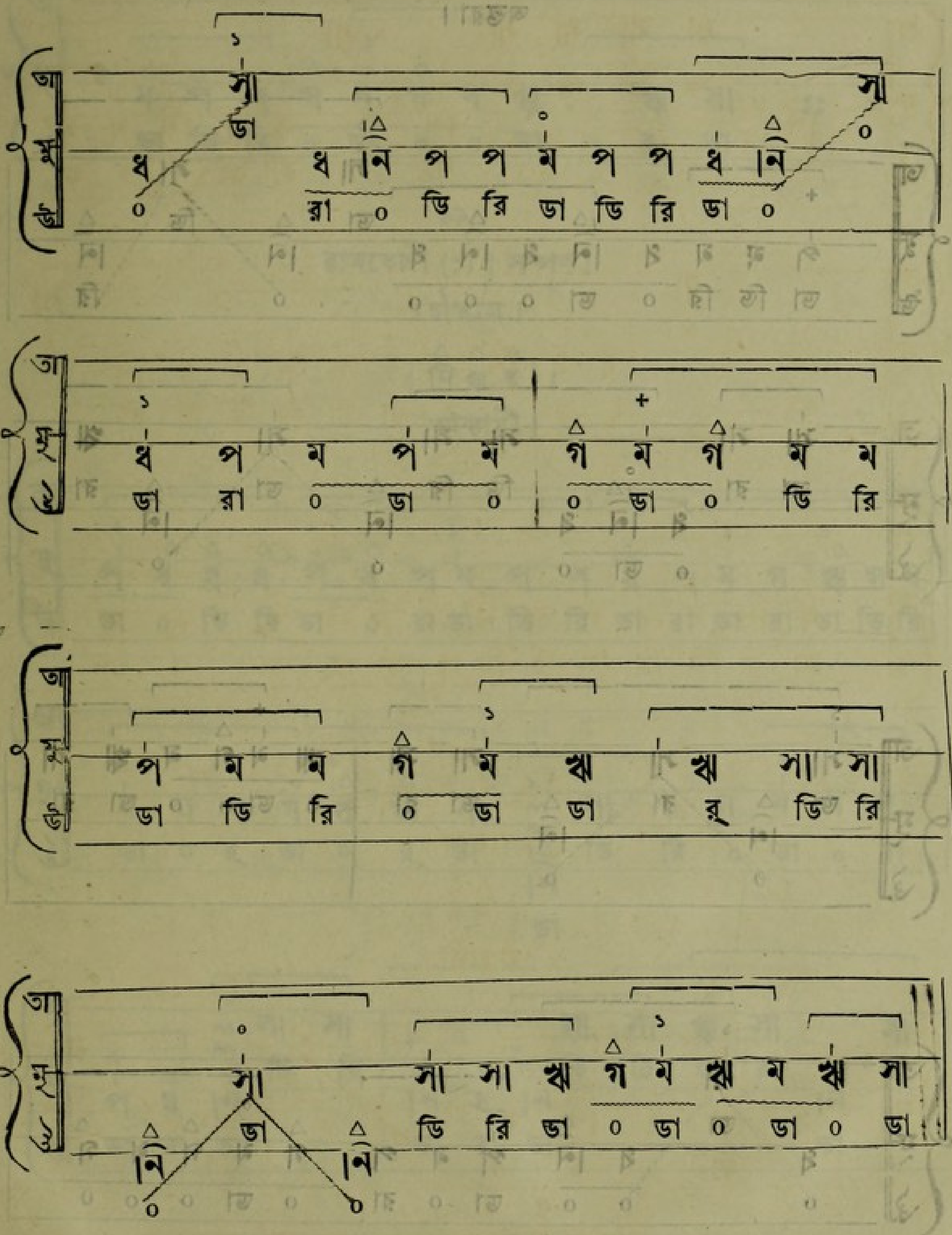

অন্তরা।

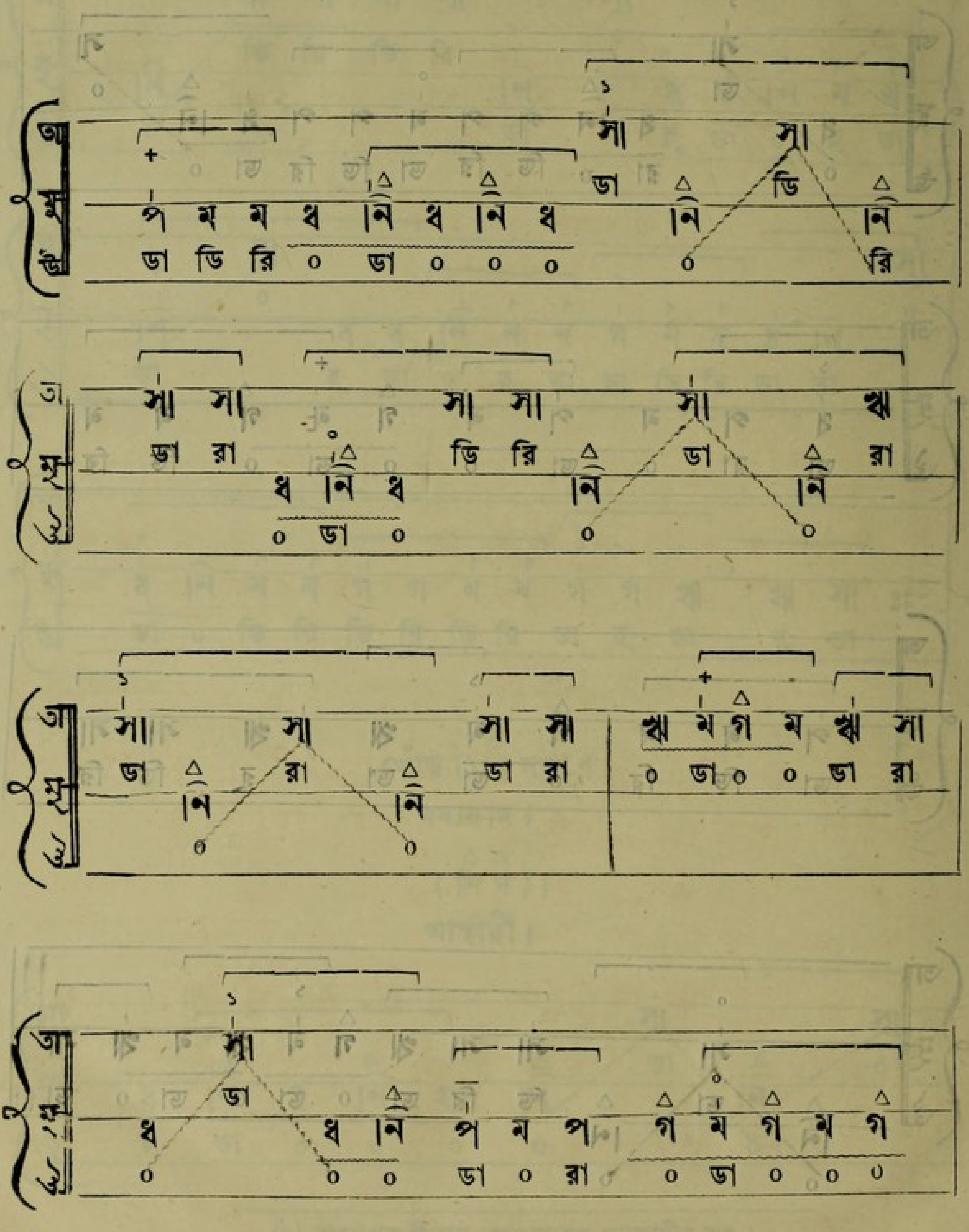

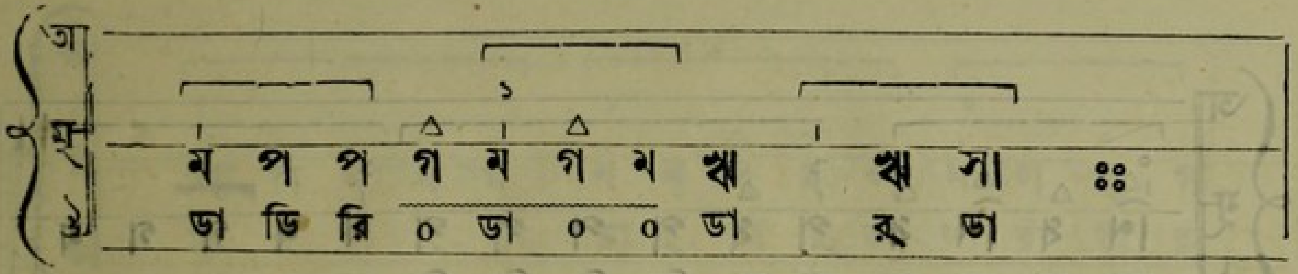

৮৯

রামকেলী (১)। সম্পূর্ণ।

চৌতাল।

(নি ঋ ধ)।

আস্থায়ী।

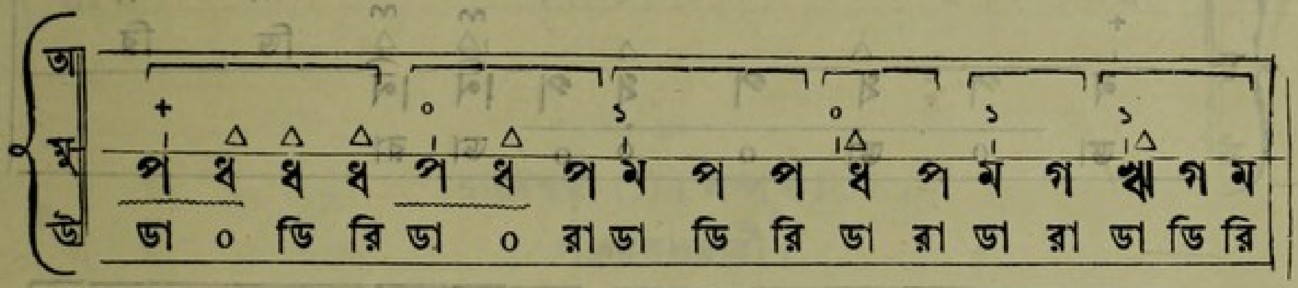

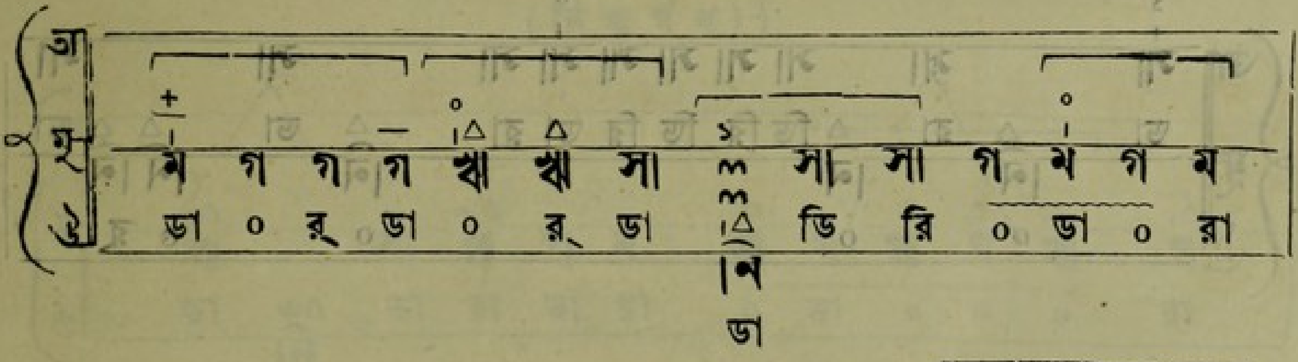

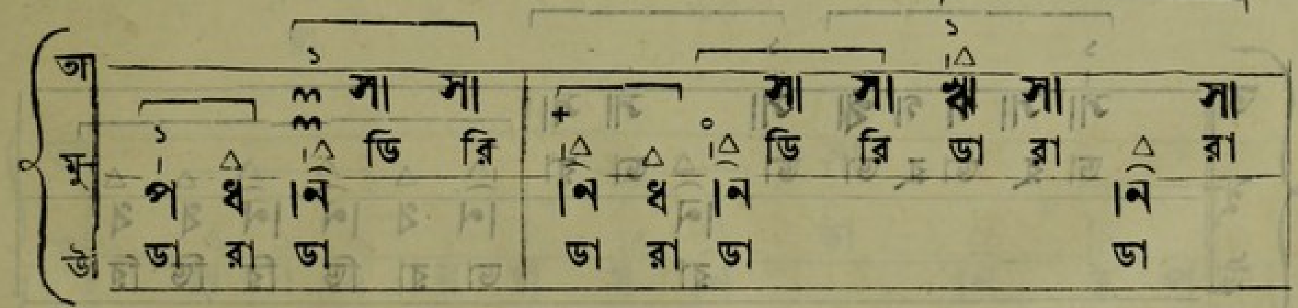

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

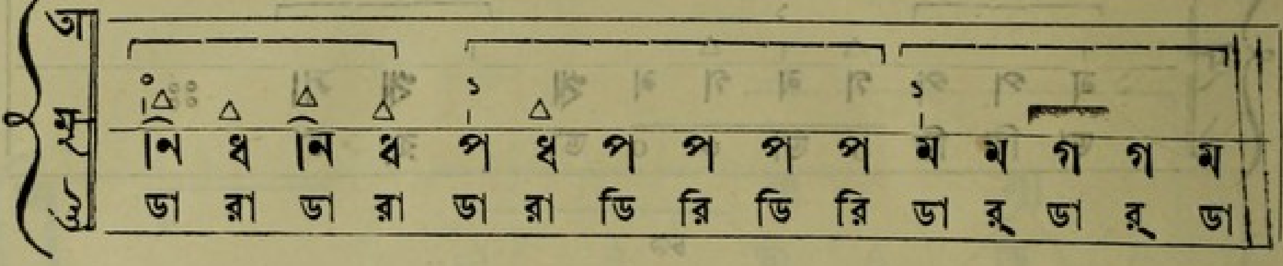
নি ধ নি ধ প ধ প প প প ম ম গ গ ম
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা র্ ডা র্ ডা

অন্তরা।

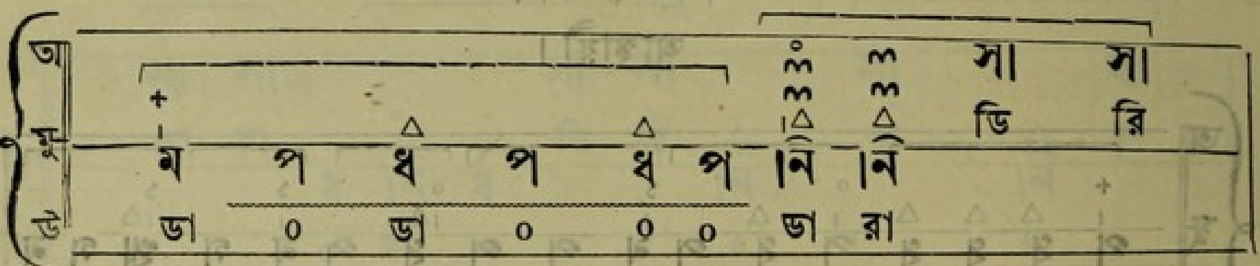
সা সা
ডি রি
ম প ধ প ধ প নি নি
ডা ০ ডা ০ ০ ০ ডা রা

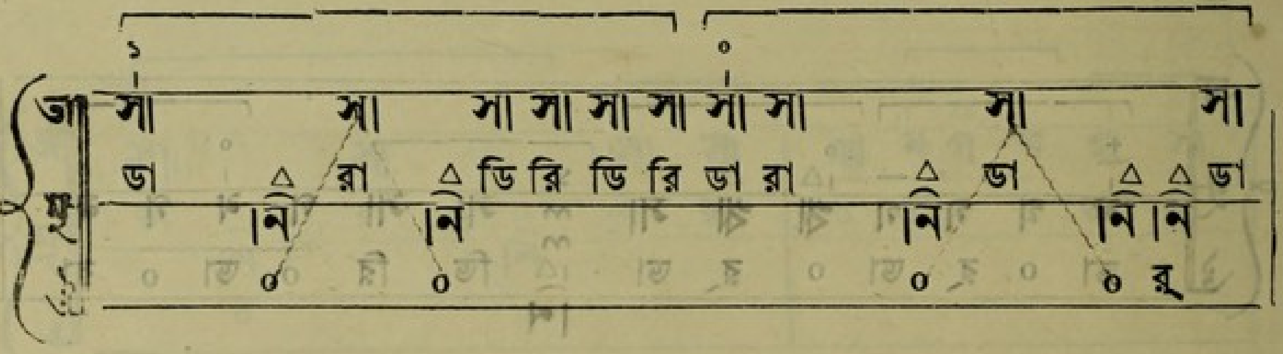
সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা
ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা ডা ডা
নি নি নি নি নি
০ ০ ০ ০ র্

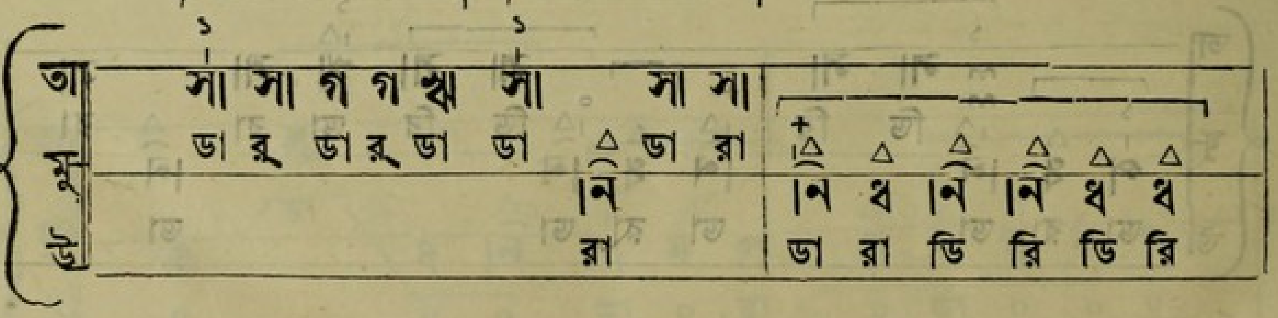
সা সা গ গ ঋ সা সা সা
ডা র্ ডা র্ ডা ডা ডা রা
নি নি ধ নি নি ধ ধ
রা ডা রা ডি রি ডি রি

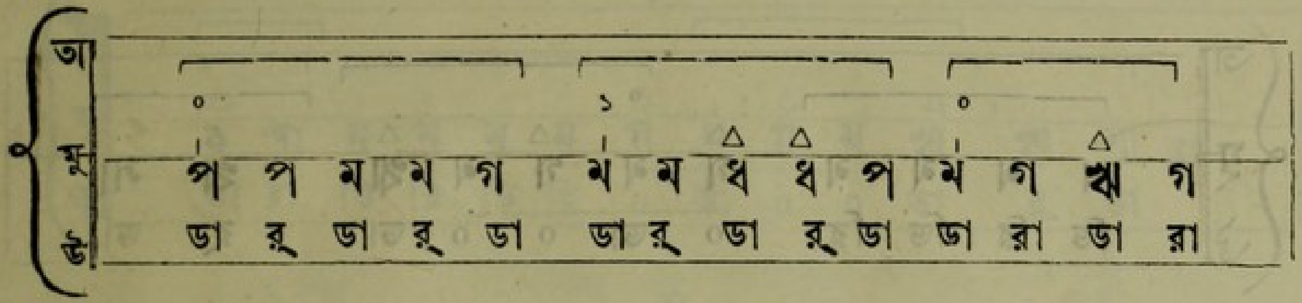

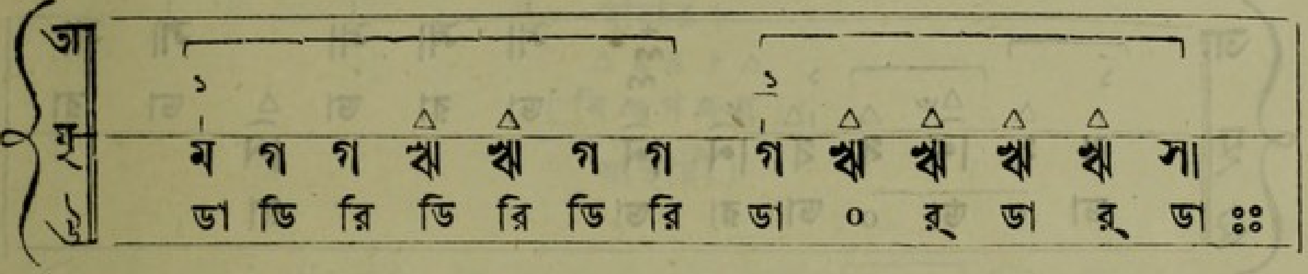

৯০

বাগেশ্বরী (১)। সম্পূর্ণ।

পঞ্চমসওয়ারী।

△ △ △ △
(নি ঋ গ ধ))

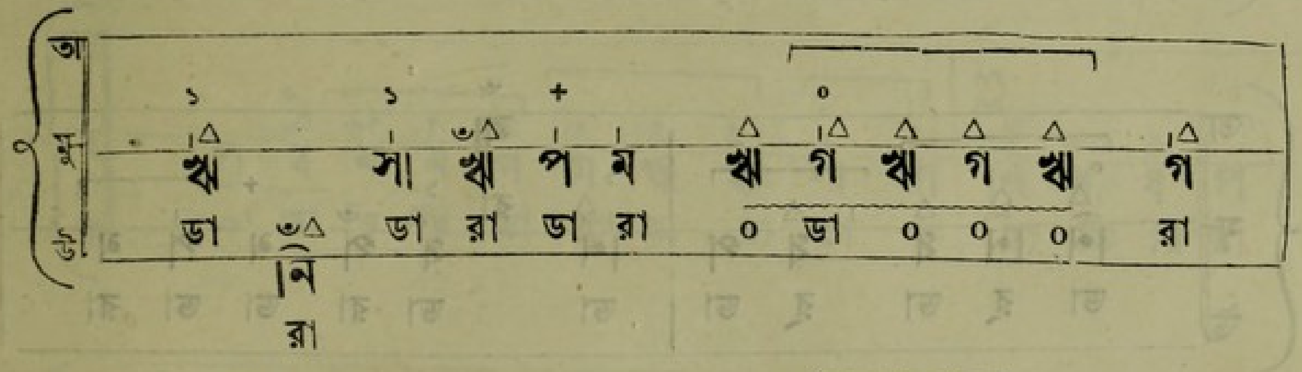

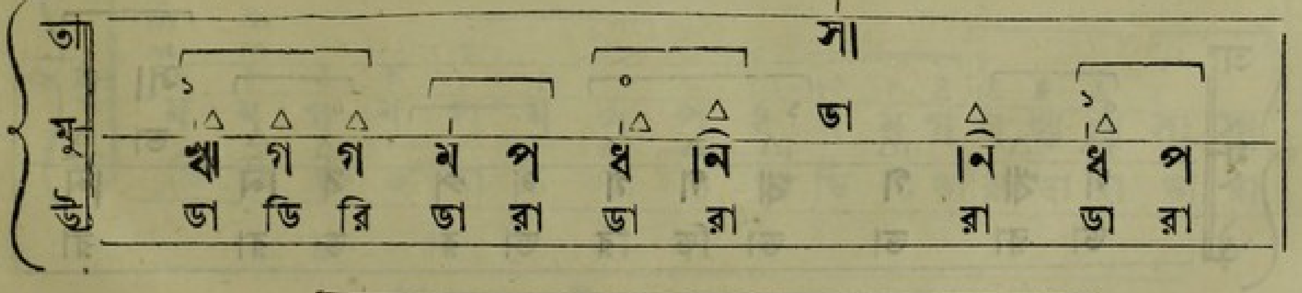

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

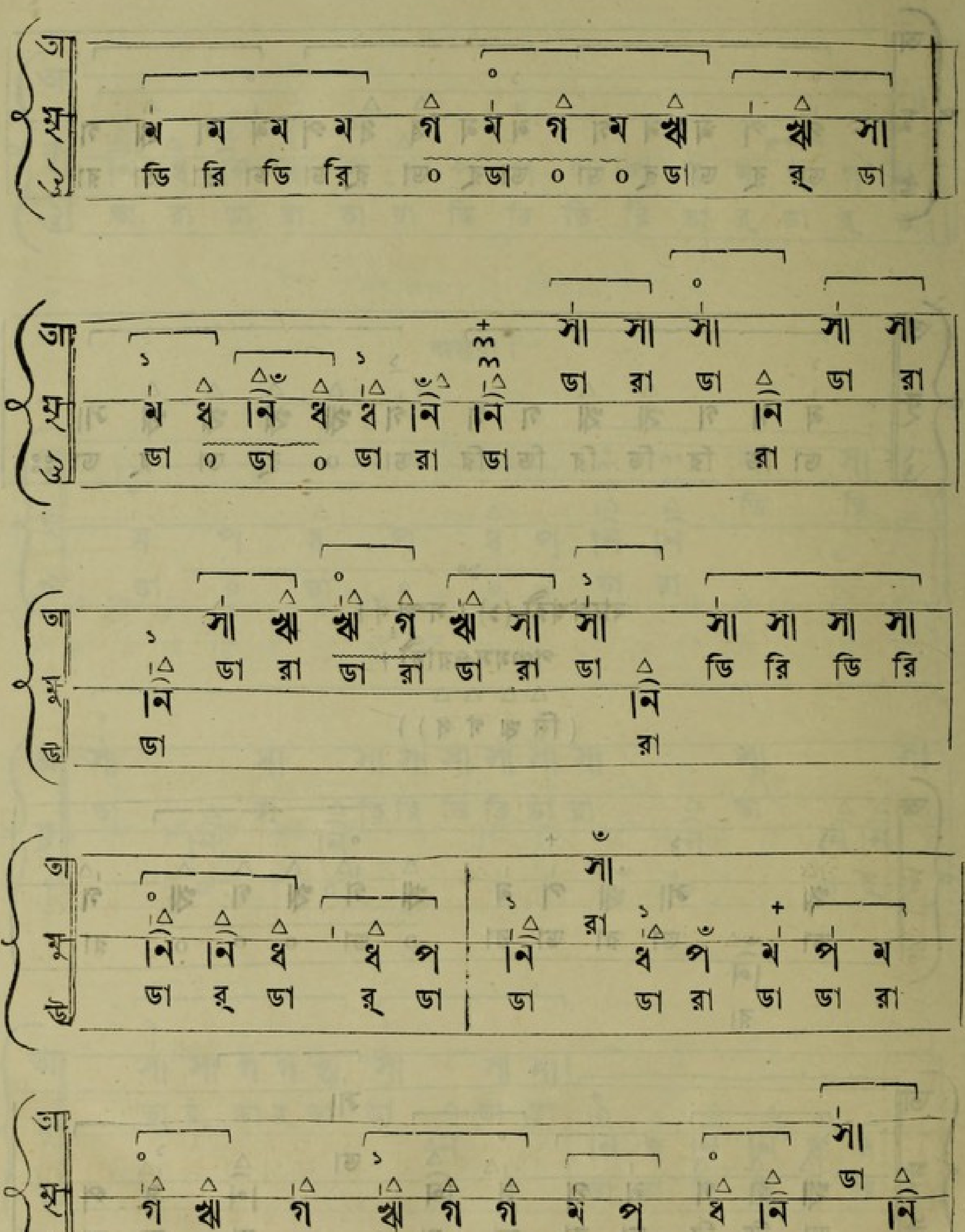

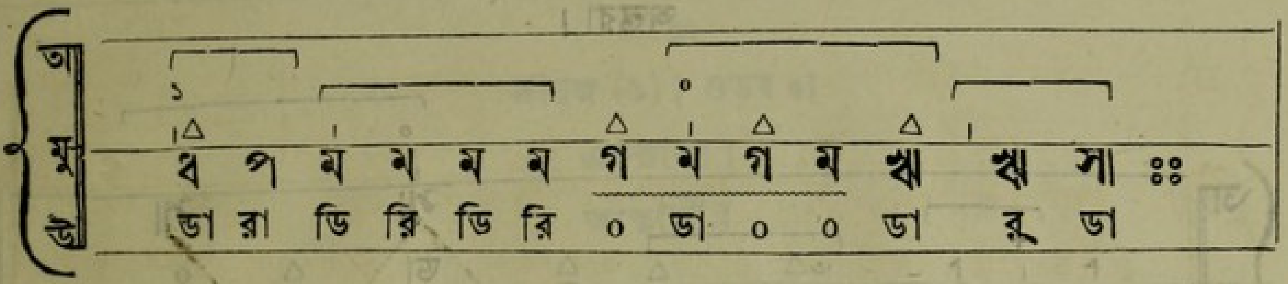

৭১

তোড়ী (১)। সম্পূর্ণ।

ধামার।

(নি ঋ গ ম ধ)।

আস্থায়ী।

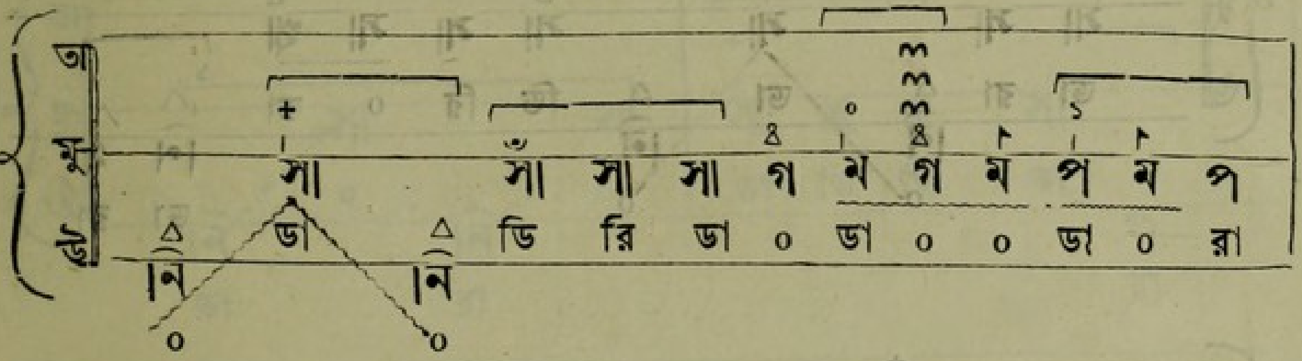

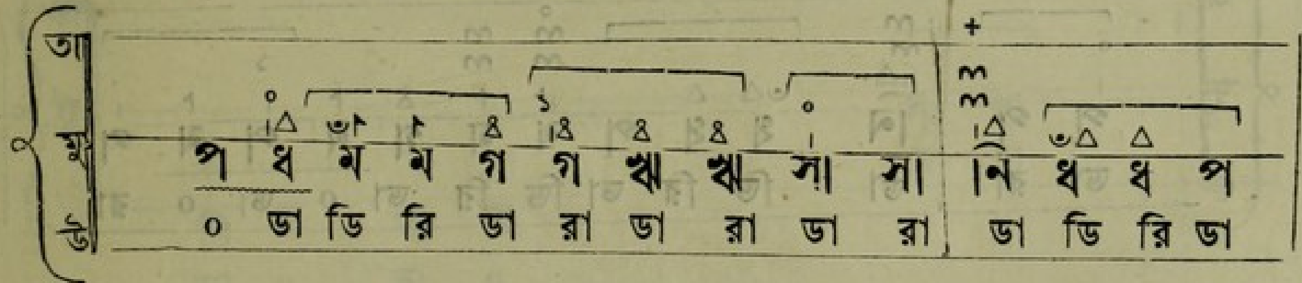

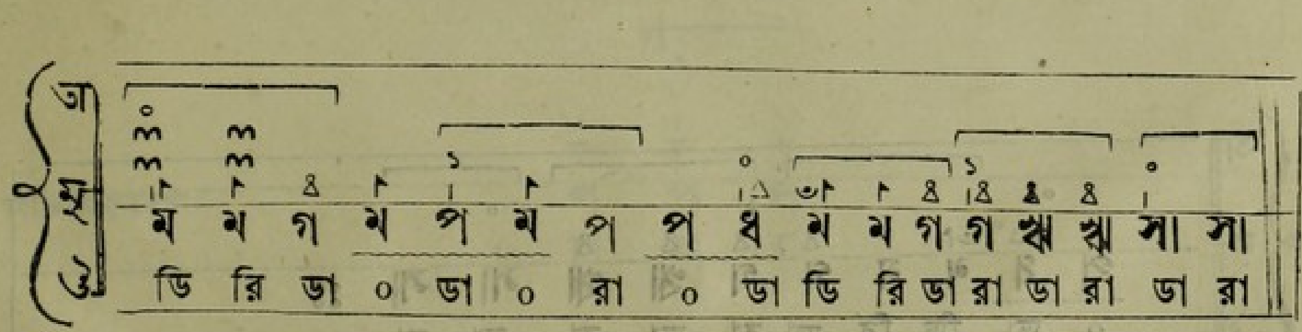

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামিকৃত।

অন্তরা ।

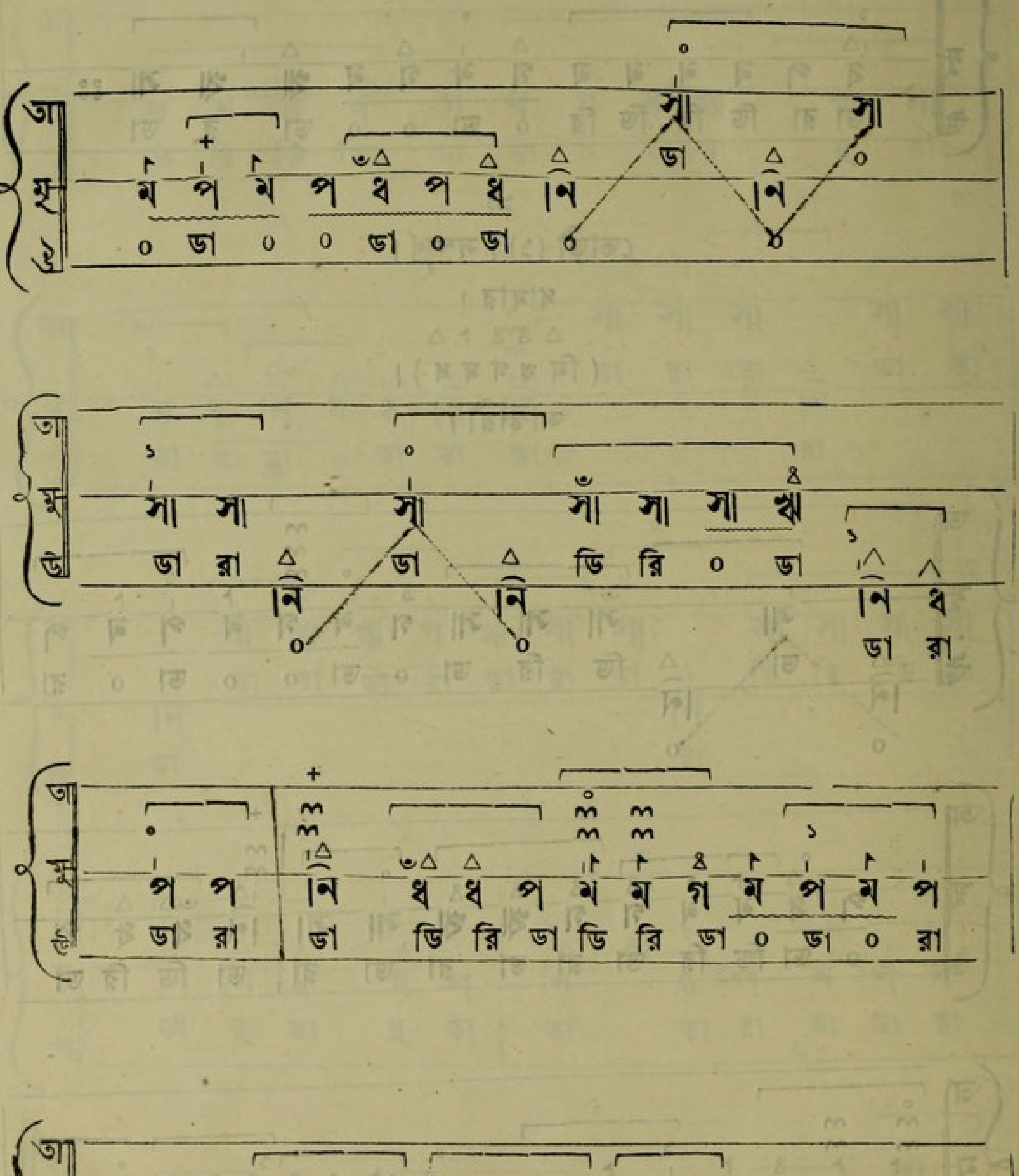
ম প ম প ধ প ধ নি সা নি সা
০ ডা ০ ০ ডা ০ ডা ০ ডা ০ ০
সা সা সা সাঁ সা সা ঋ
ডা রা নি ডা নি ডি রি ০ ডা নি ধ
ডা রা
প প নি ধ ধ প ম ম গ ম প ম প
ডা রা ডা ডি রি ডা ডি রি ডা ০ ডা ০ রা
প ধ ম ম গ গ ঋ ঋ সা সা ঃঃ
০ ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা

৯২

সারঙ্গ (১)। ওড়ব *।

একতালা।

আস্থায়ী।

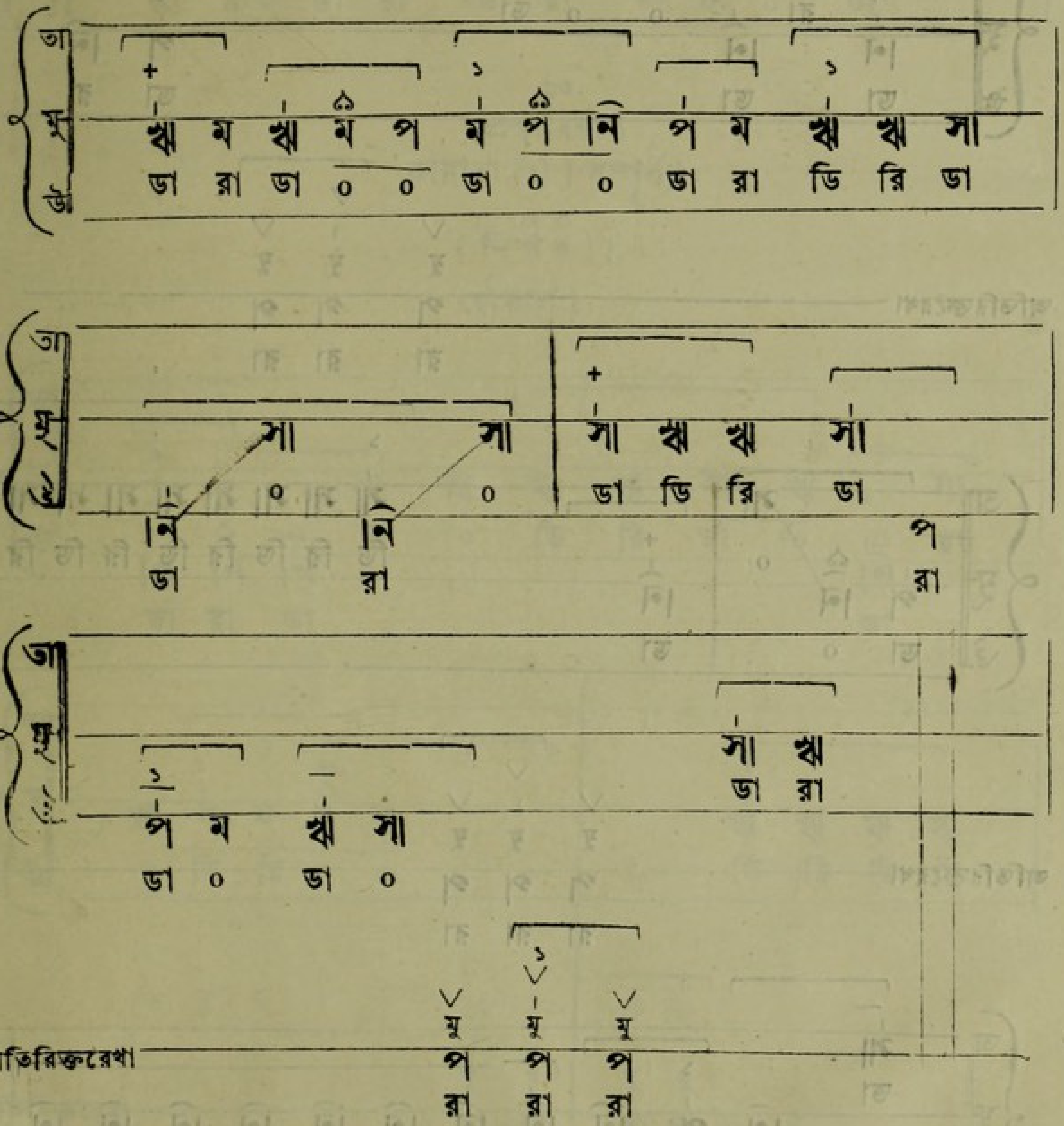

(১) গ্রন্থকারস্য।

* ইহার গান্ধার এবং ধৈবত বিবাদী।

অন্তরা।

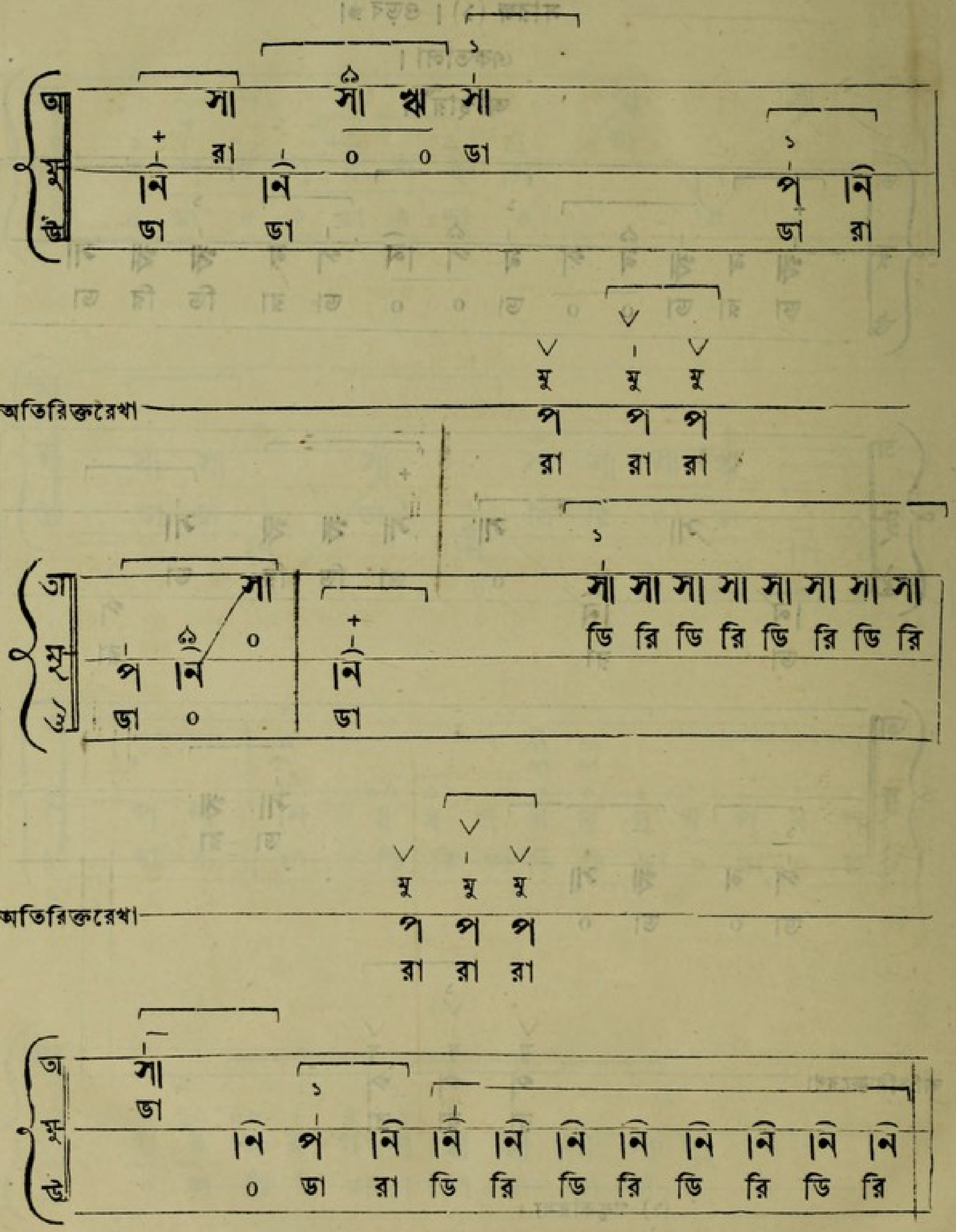

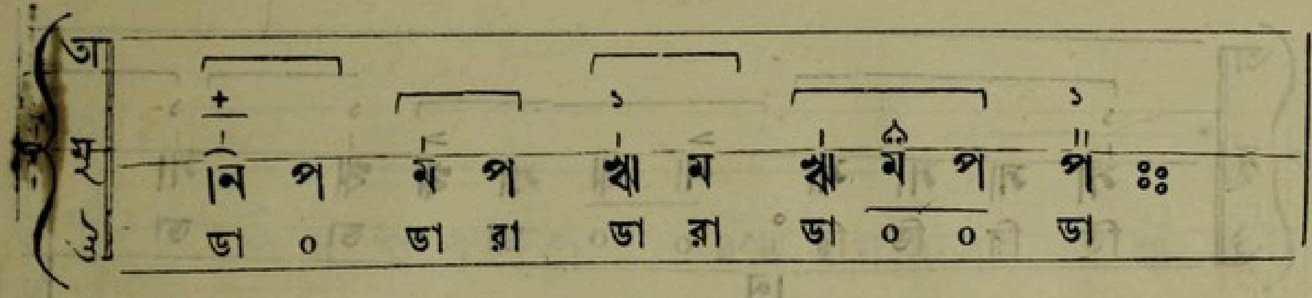

৯৩

প্রস্তারিকা।

কানাড়া (১)। সম্পূর্ণ।

(নি গ ধ)।

চৌতাল।

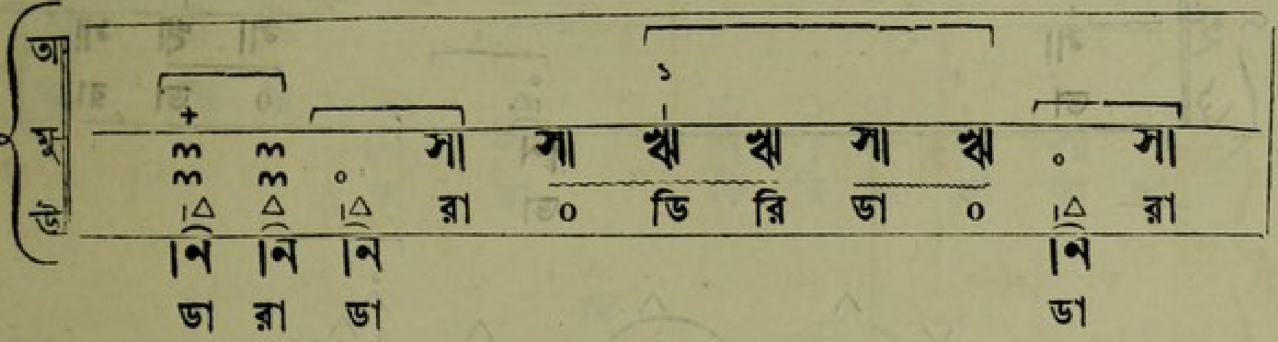

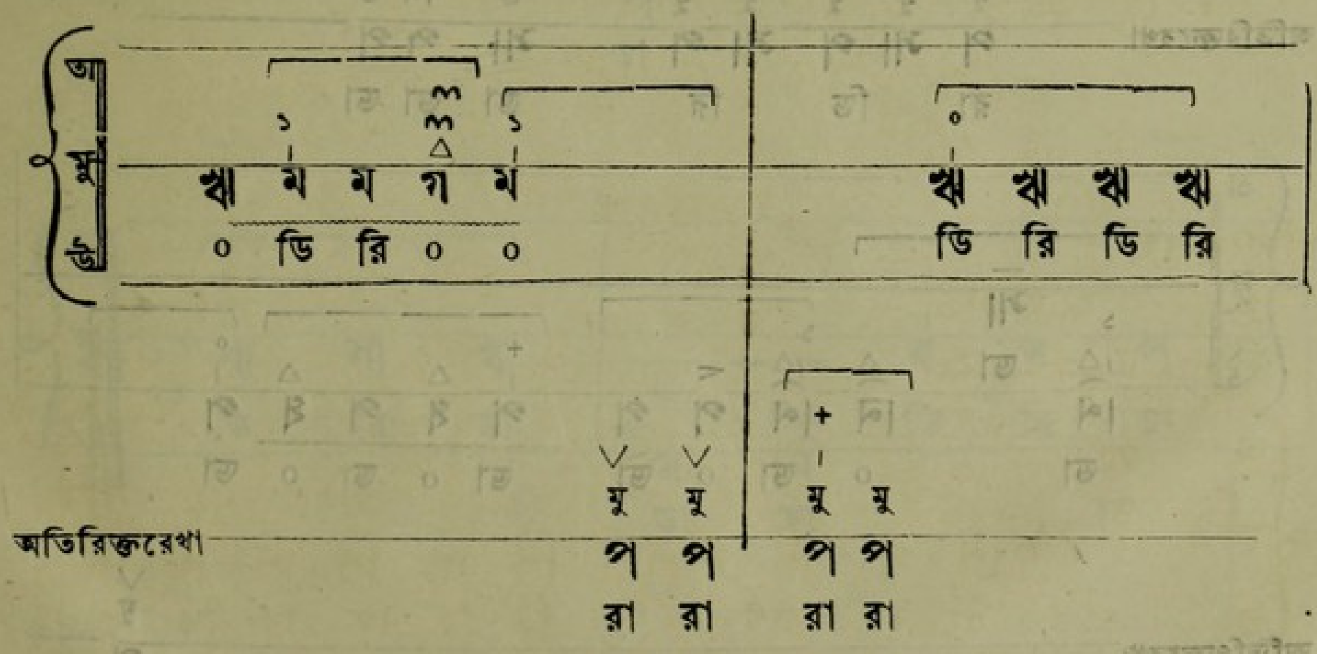

(১) গ্রন্থকারস্য।

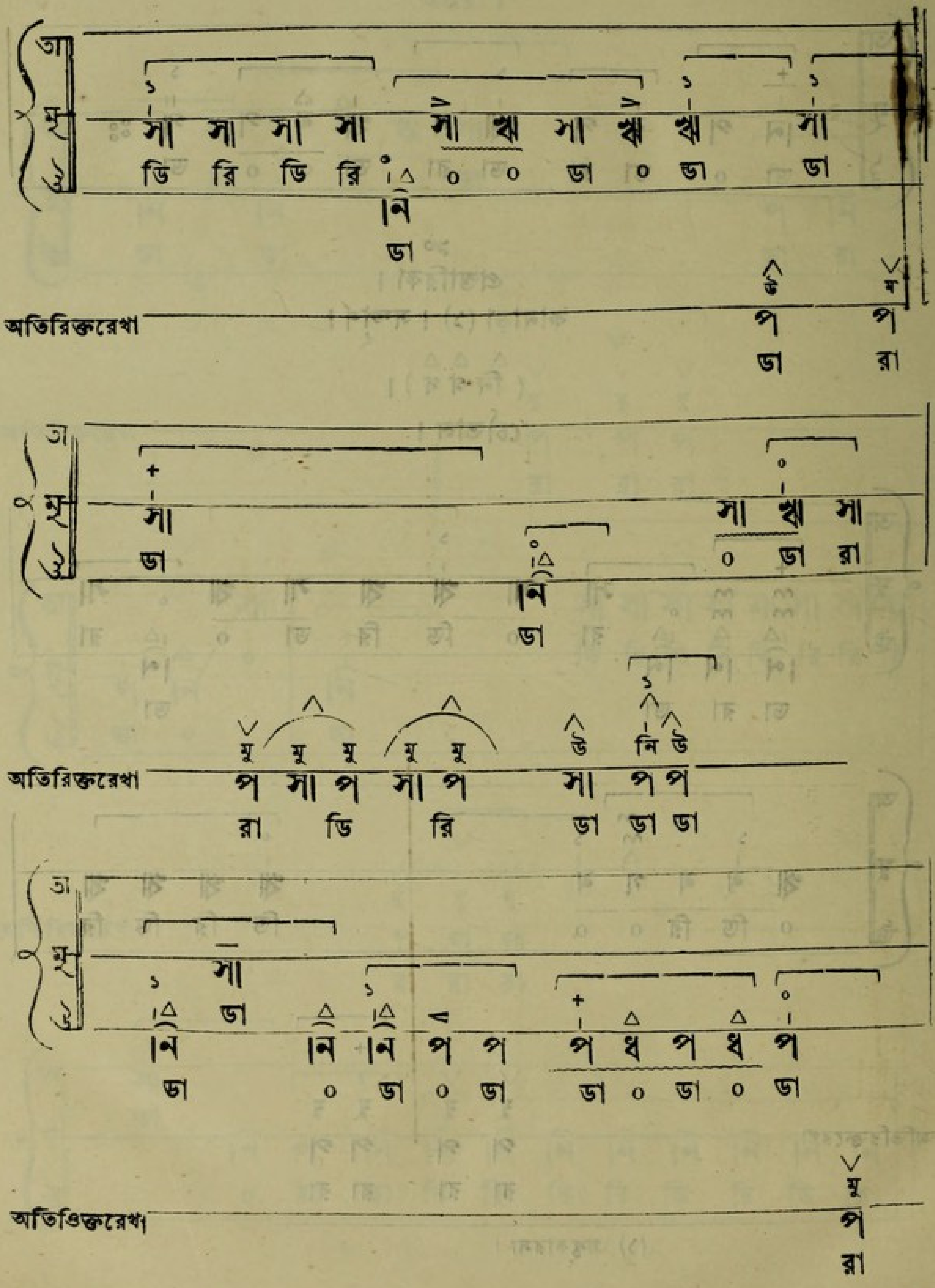
তা
মু
উ
সা সা সা সা সা ঋ সা ঋ ঋ সা
ডি রি ডি রি ০ ০ ডা ০ ডা ডা
নি
ডা
অতিরিক্তরেখা
প প
ডা রা
সা সা ঋ সা
ডা ০ ডা রা
নি
ডা
অতিরিক্তরেখা
প সা প সা প সা প প
রা ডি রি ডা ডা ডা
সা
ডা
নি নি নি প প প ধ প ধ প
ডা ০ ডা ০ ডা ডা ০ ডা ০ ডা
অতিওক্তরেখা
প
রা

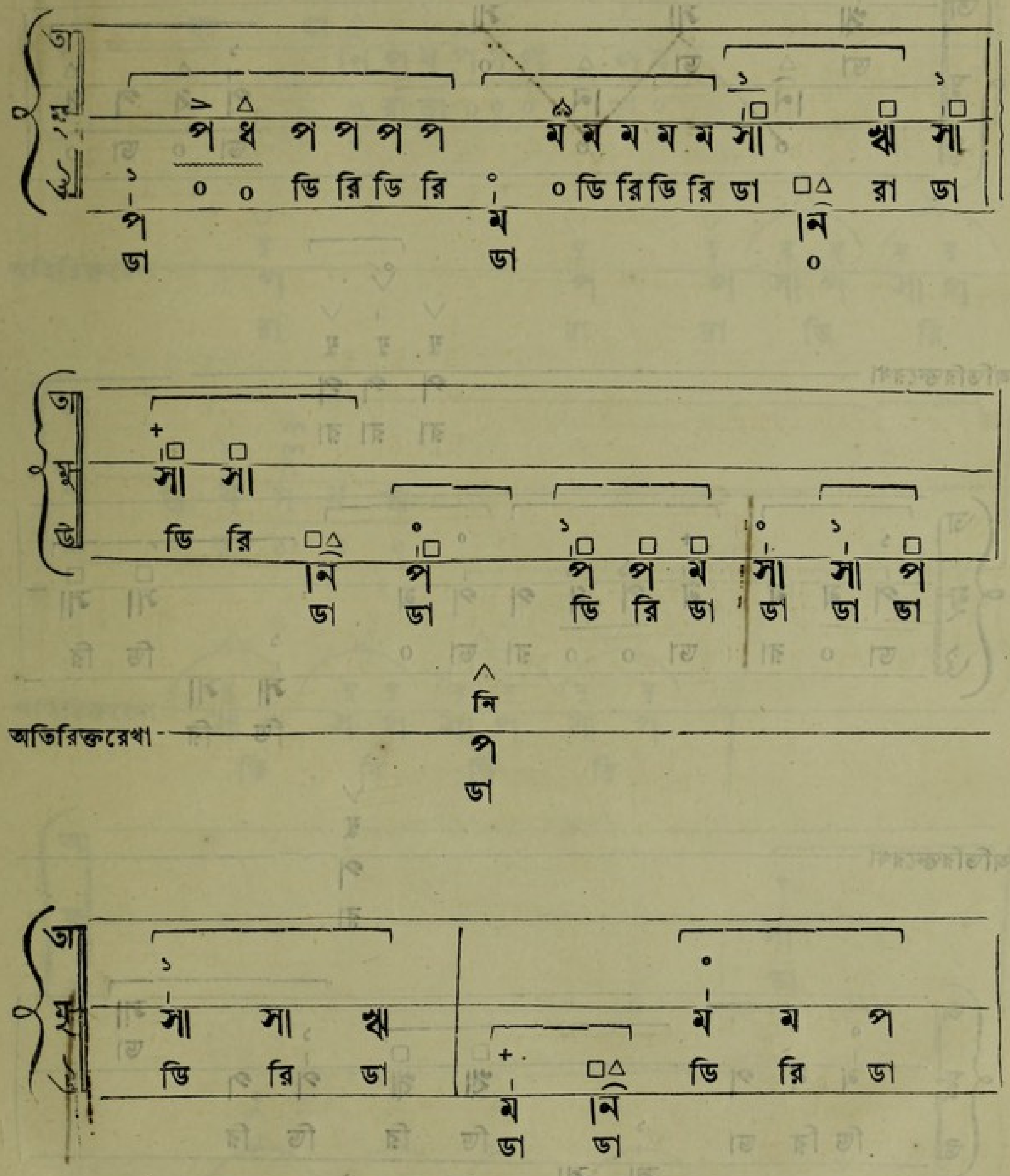
প ধ প প প প ম ম ম ম ম সা ঋ সা
০ ০ ডি রি ডি রি ০ ডি রি ডি রি ডা রা ডা
প ম নি
ডা ডা ০
সা সা
ডি রি
নি প প প ম সা সা প
ডা ডা ডি রি ডা ডা ডা ডা
নি
প
ডা
অতিরিক্তরেখা
সা সা ঋ ম ম প
ডি রি ডা ডি রি ডা
ম নি
ডা ডা

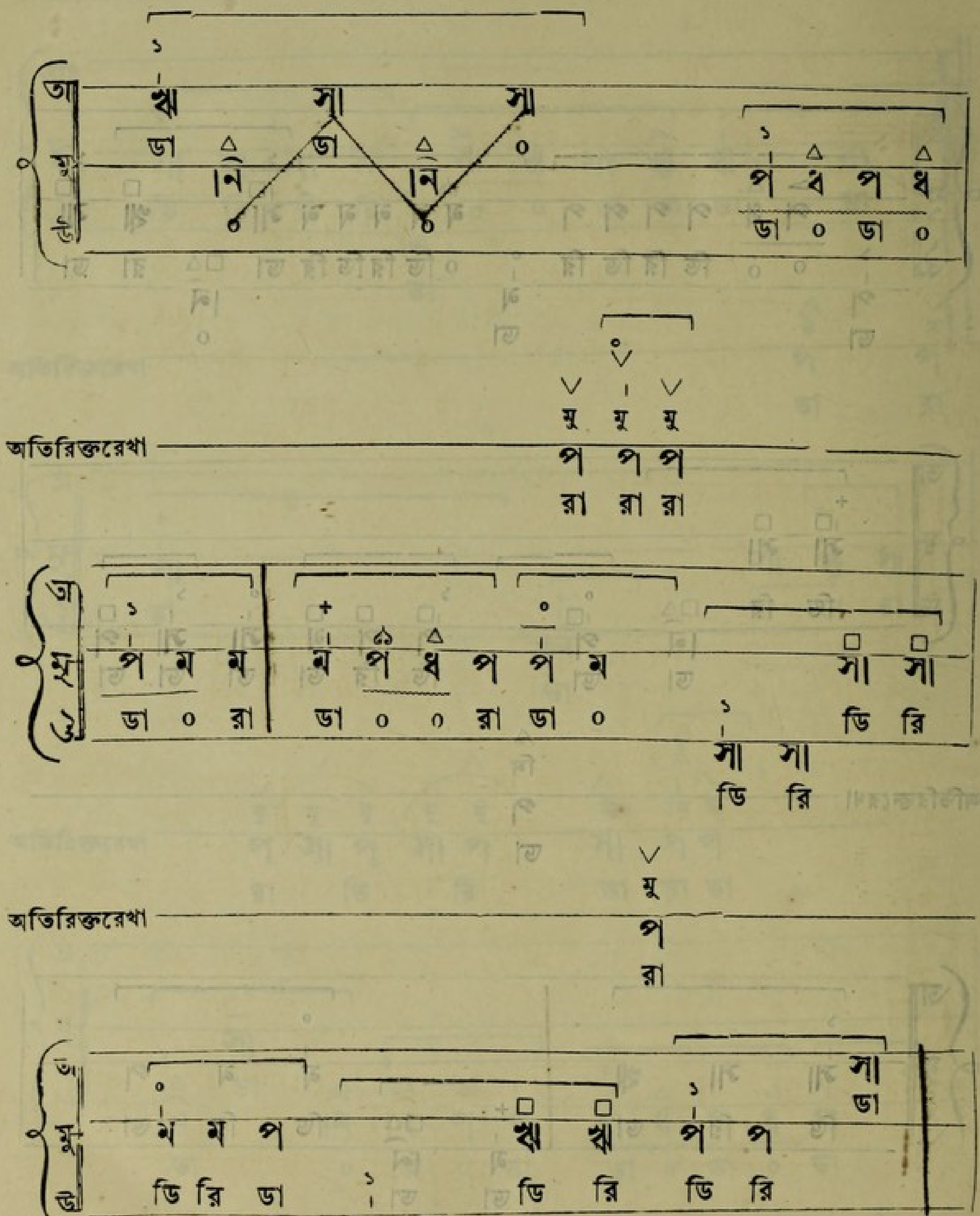
অতিরিক্তরেখা
অতিরিক্তরেখা

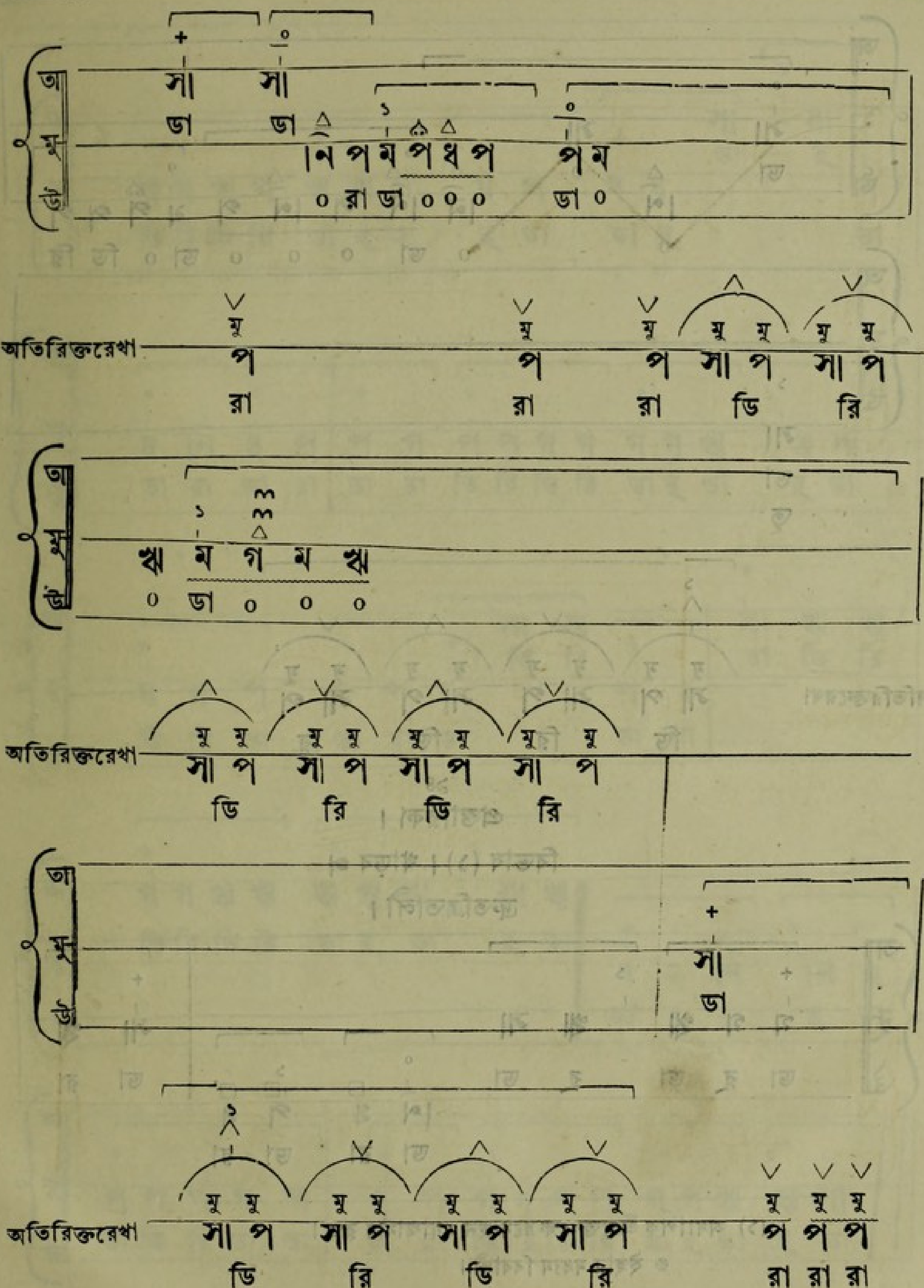
আ
মু
উ
সা সা
ডা ডা
নি প ম প ধ প প ম
০ রা ডা ০ ০ ০ ডা ০
অতিরিক্তরেখা
প প প সা প সা প
রা রা রা ডি রি
ঋ ম গ ম ঋ
০ ডা ০ ০ ০
অতিরিক্তরেখা
সা প সা প সা প সা প
ডি রি ডি রি
সা
ডা
অতিরিক্তরেখা
সা প সা প সা প সা প প প প
ডি রি ডি রি রা রা রা

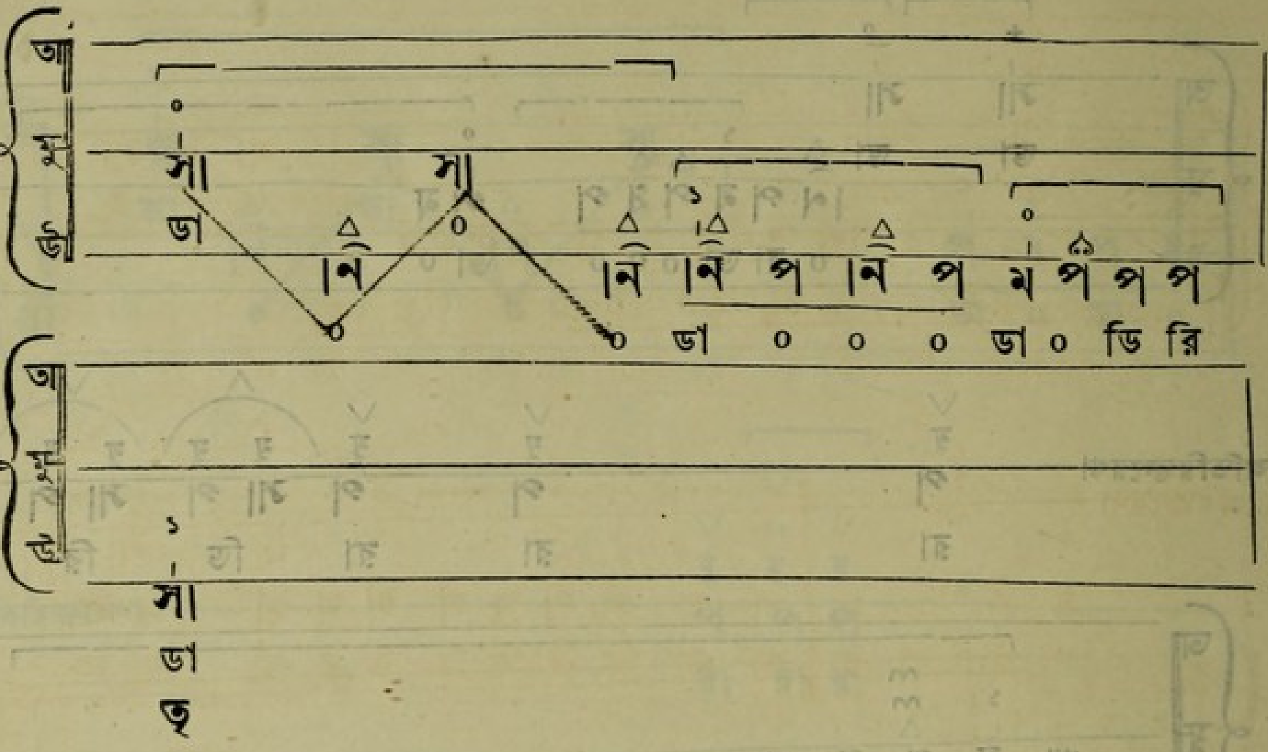

সতিরিক্তরেখা

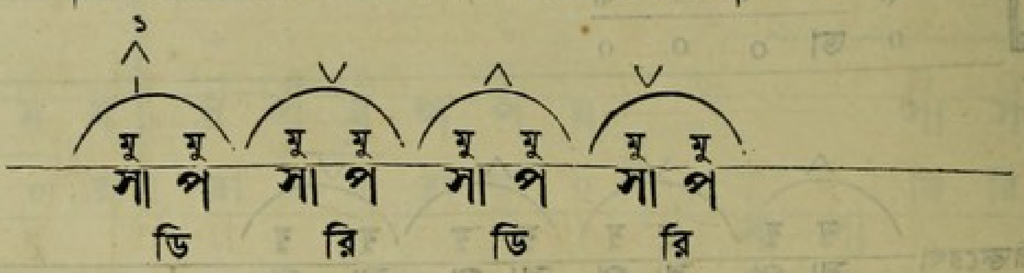

৭৪

প্রস্তারিকা।

বিভাষ (১)। খাড়ব *।

দ্রুতত্রিতালী।

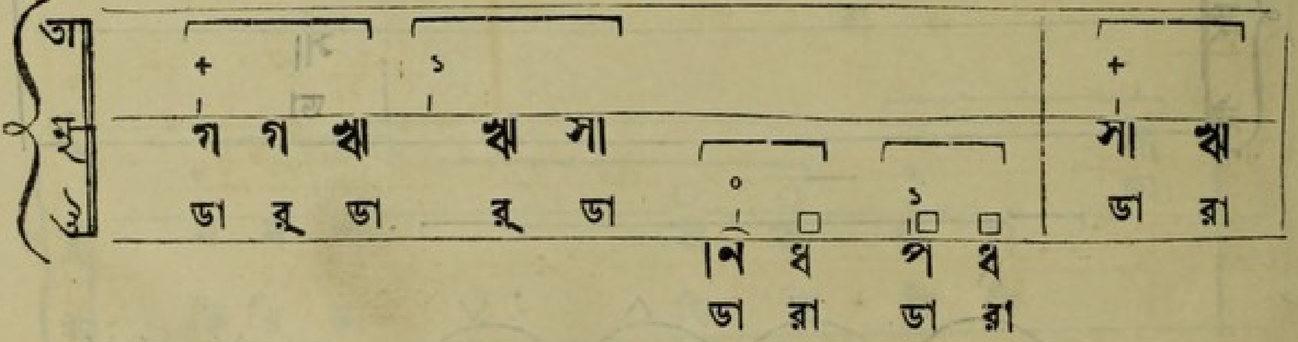

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত।

* ইহার মধ্যম বিবাদী।

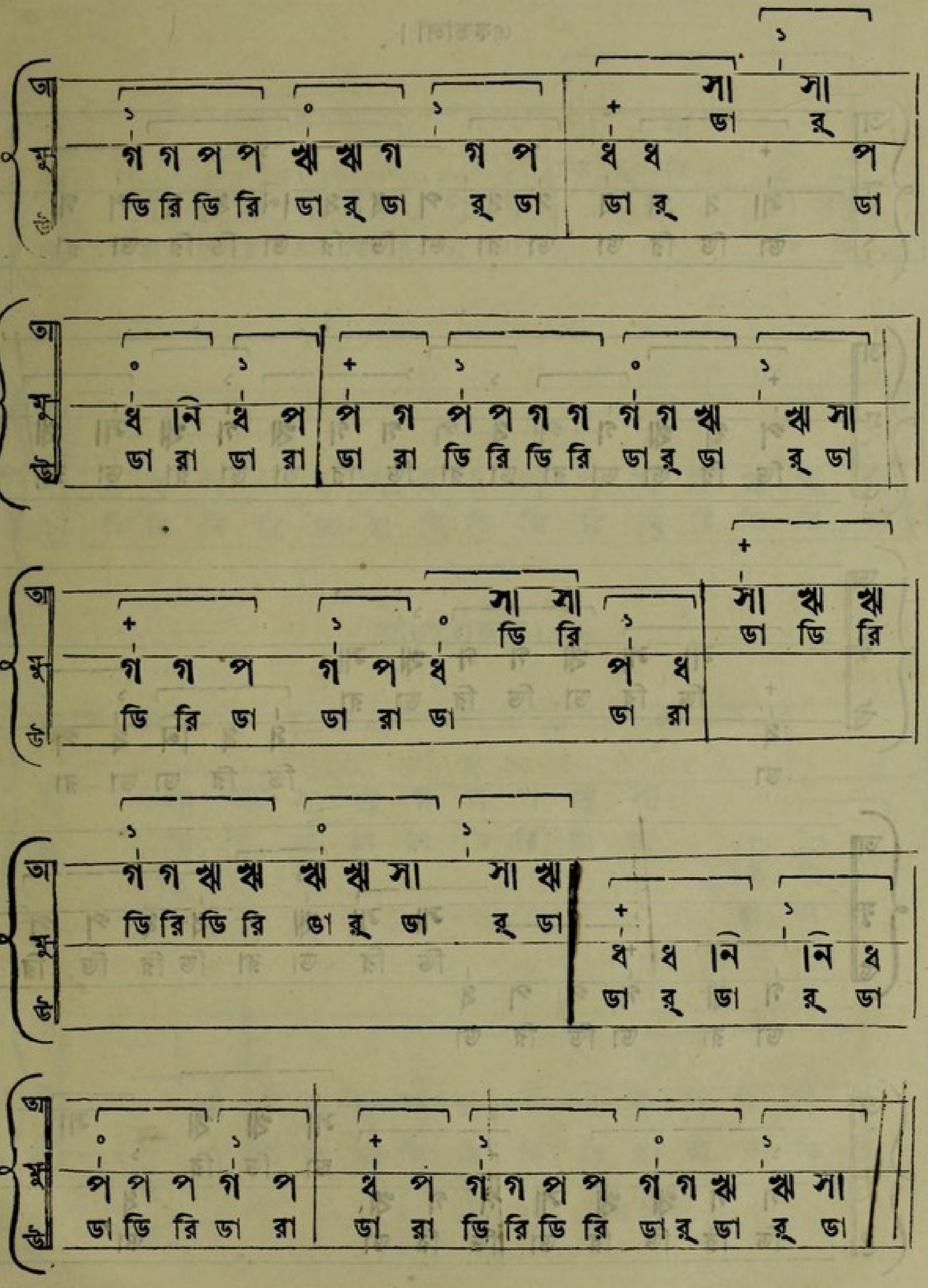
সা সা
ডা রূ
গ গ প প ঋ ঋ গ গ প ধ ধ প
ডি রি ডি রি ডা রূ ডা রূ ডা ডা রূ ডা
ধ নি ধ প প গ প প গ গ গ গ ঋ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা রূ ডা রূ ডা
সা সা সা ঋ ঋ
ডি রি ডা ডি রি
গ গ প গ প ধ প ধ
ডি রি ডা ডা রা ডা ডা রা
গ গ ঋ ঋ ঋ ঋ সা সা ঋ
ডি রি ডি রি ডা রূ ডা রূ ডা
ধ ধ নি নি ধ
ডা রূ ডা রূ ডা
প প প গ প ধ প গ গ প প গ গ ঋ ঋ সা
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা রূ ডা রূ ডা

একতালা।

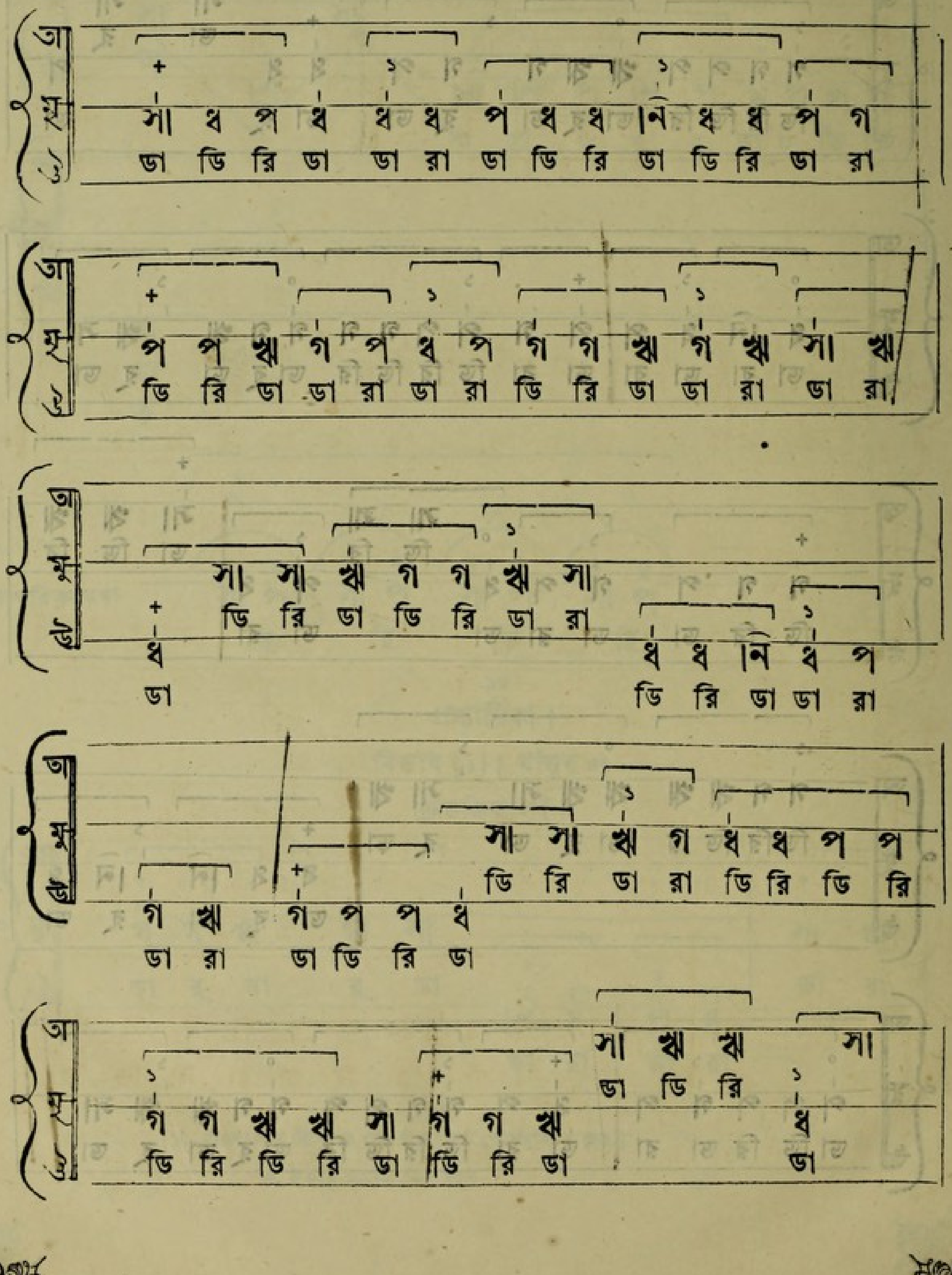
সা ধ প ধ ধ ধ প ধ ধ নি ধ ধ প গ
ডা ডি রি ডা ডা রা ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা
প প ঋ গ প ধ প গ গ ঋ গ ঋ সা ঋ
ডি রি ডা ডা রা ডা রা ডি রি ডা ডা রা ডা রা
সা সা ঋ গ গ ঋ সা
ডি রি ডা ডি রি ডা রা
ধ ধ ধ নি ধ প
ডা ডি রি ডা ডা রা
সা সা ঋ গ ধ ধ প প
ডি রি ডা রা ডি রি ডি রি
গ ঋ গ প প ধ
ডা রা ডা ডি রি ডা
সা ঋ ঋ সা
ডা ডি রি
গ গ ঋ ঋ সা গ গ ঋ ধ
ডি রি ডি রি ডা ডি রি ডা ডা

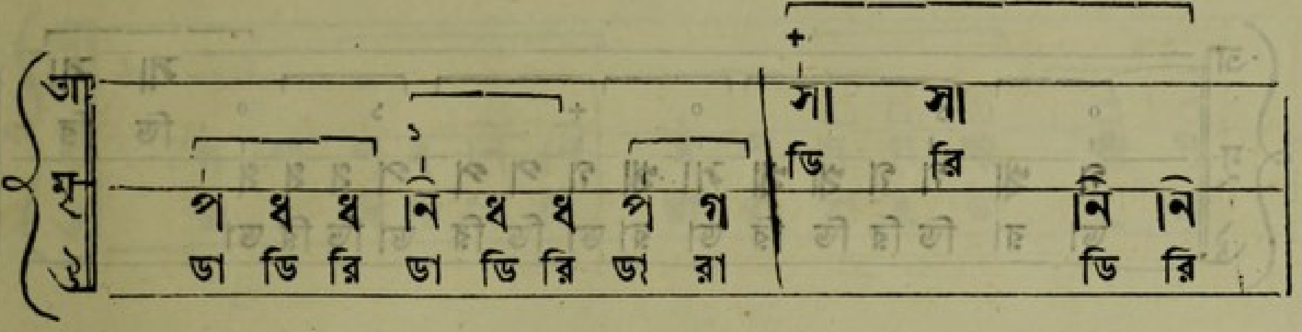
আ
মু
উ
সা সা
ডি রি
প ধ ধ নি ধ ধ প গ নি নি
ডা ডি রি ডা ডি রি ডা রা ডি রি

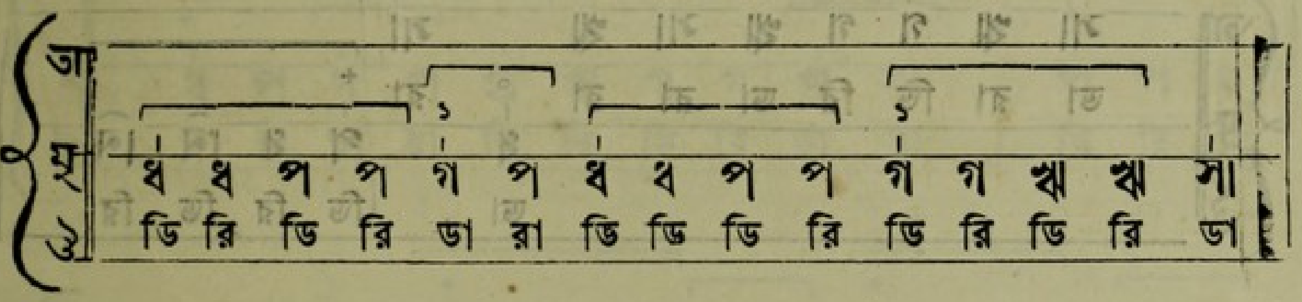
আ
মু
উ
ধ ধ প প গ প ধ ধ প প গ গ ঋ ঋ সা
ডি রি ডি রি ডা রা ডি ডি ডি রি ডি রি ডি রি ডা

আড়াচৌতাল।

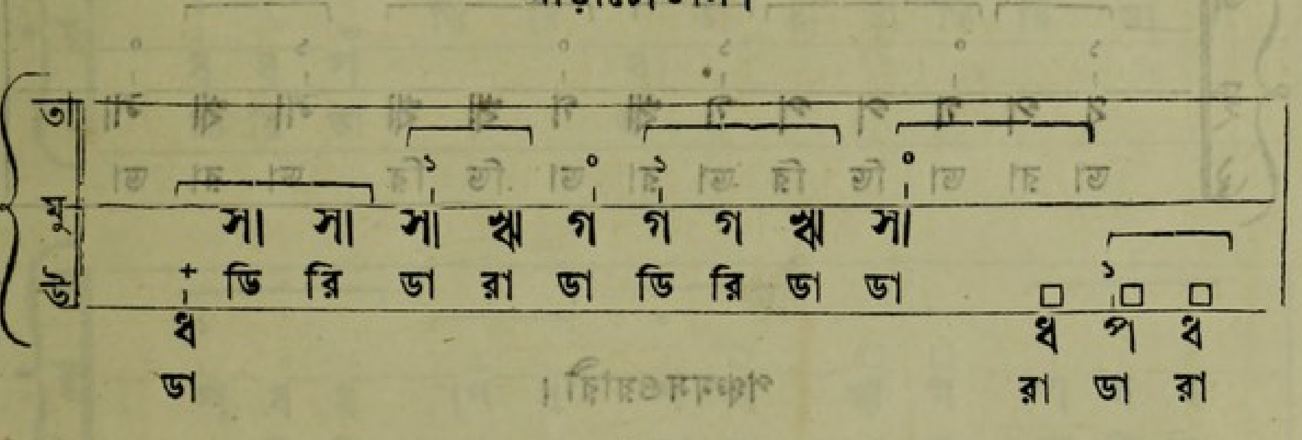
আ
মু
উ
সা সা সা ঋ গ গ গ ঋ সা
ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা ডা
ধ ধ প ধ
ডা রা ডা রা

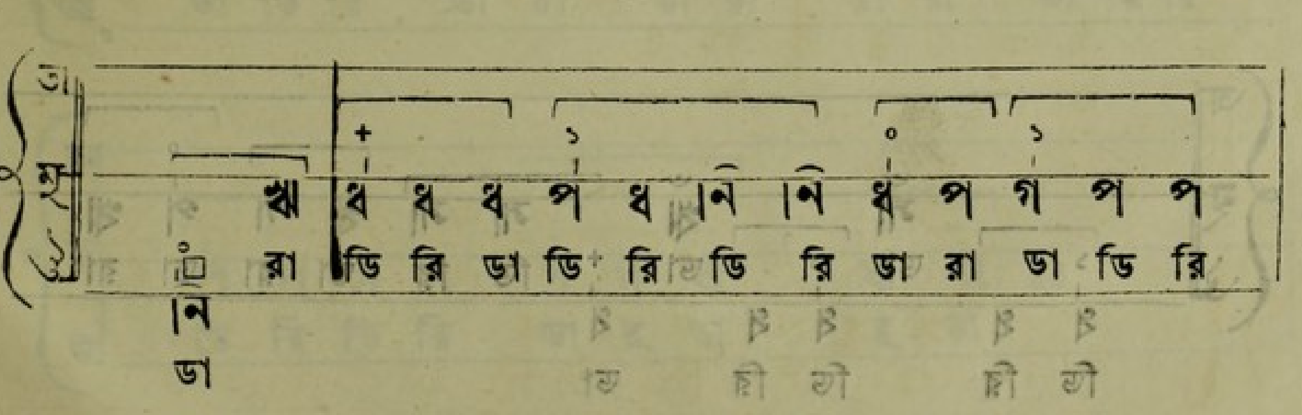
আ
মু
উ
ঋ ধ ধ ধ প ধ নি নি ধ প গ প প
রা ডি রি ডা ডি রি ডি রি ডা রা ডা ডি রি
নি
ডা

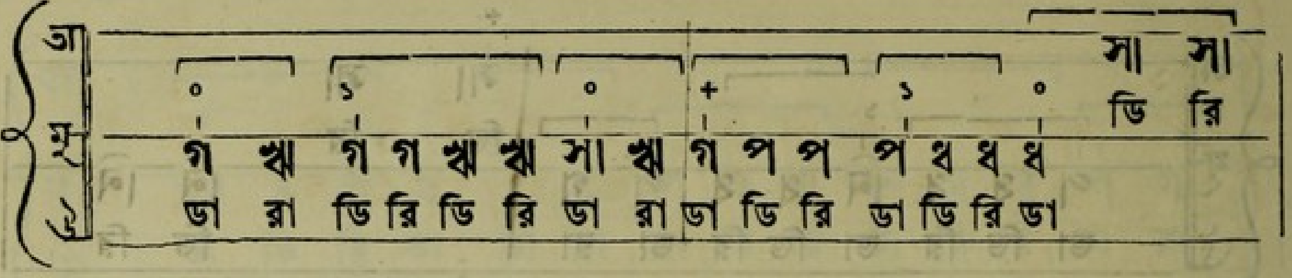
সা সা
ডি রি
গ ঋ গ গ ঋ ঋ সা ঋ গ প প প ধ ধ ধ
ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা ডি রি ডা

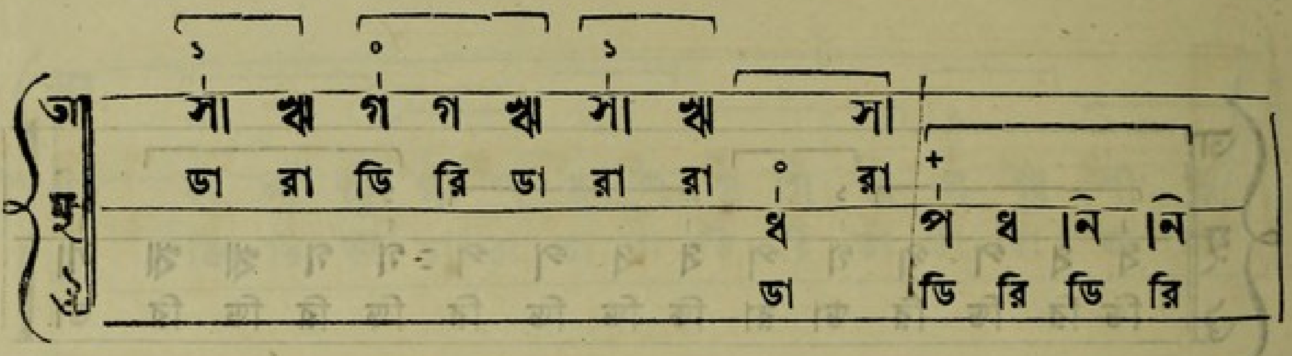
সা ঋ গ গ ঋ সা ঋ সা
ডা রা ডি রি ডা রা রা রা
ধ প ধ নি নি
ডা ডি রি ডি রি

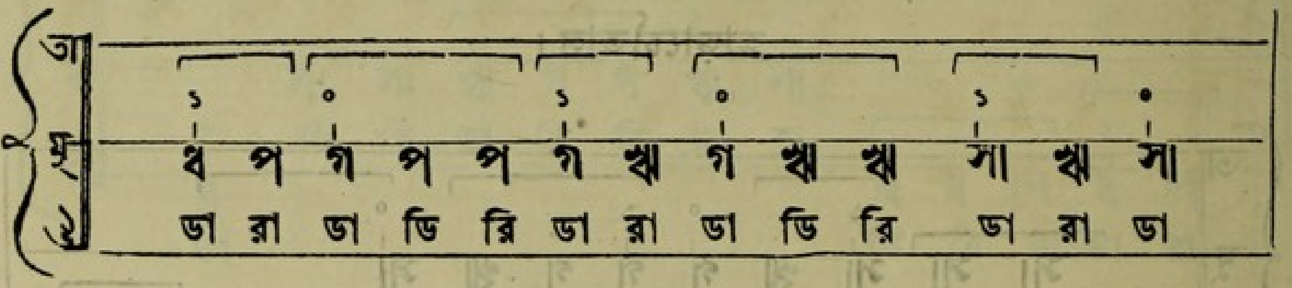
ধ প গ প প গ ঋ গ ঋ ঋ সা ঋ সা
ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা

পঞ্চমসওয়ারী।

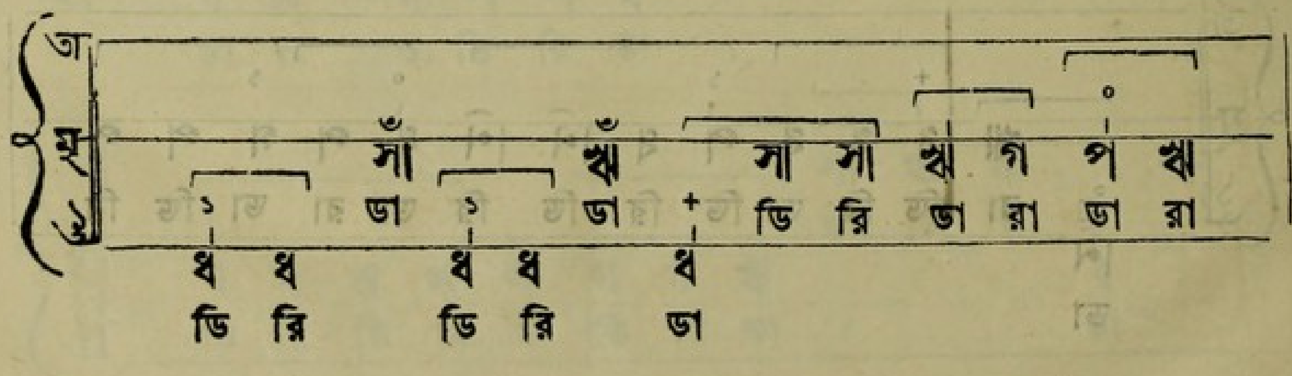
সাঁ ঋঁ সা সা ঋ গ প ঋ
ডা ডা ডি রি ডা রা ডা রা
ধ ধ ধ ধ ধ
ডি রি ডি রি ডা

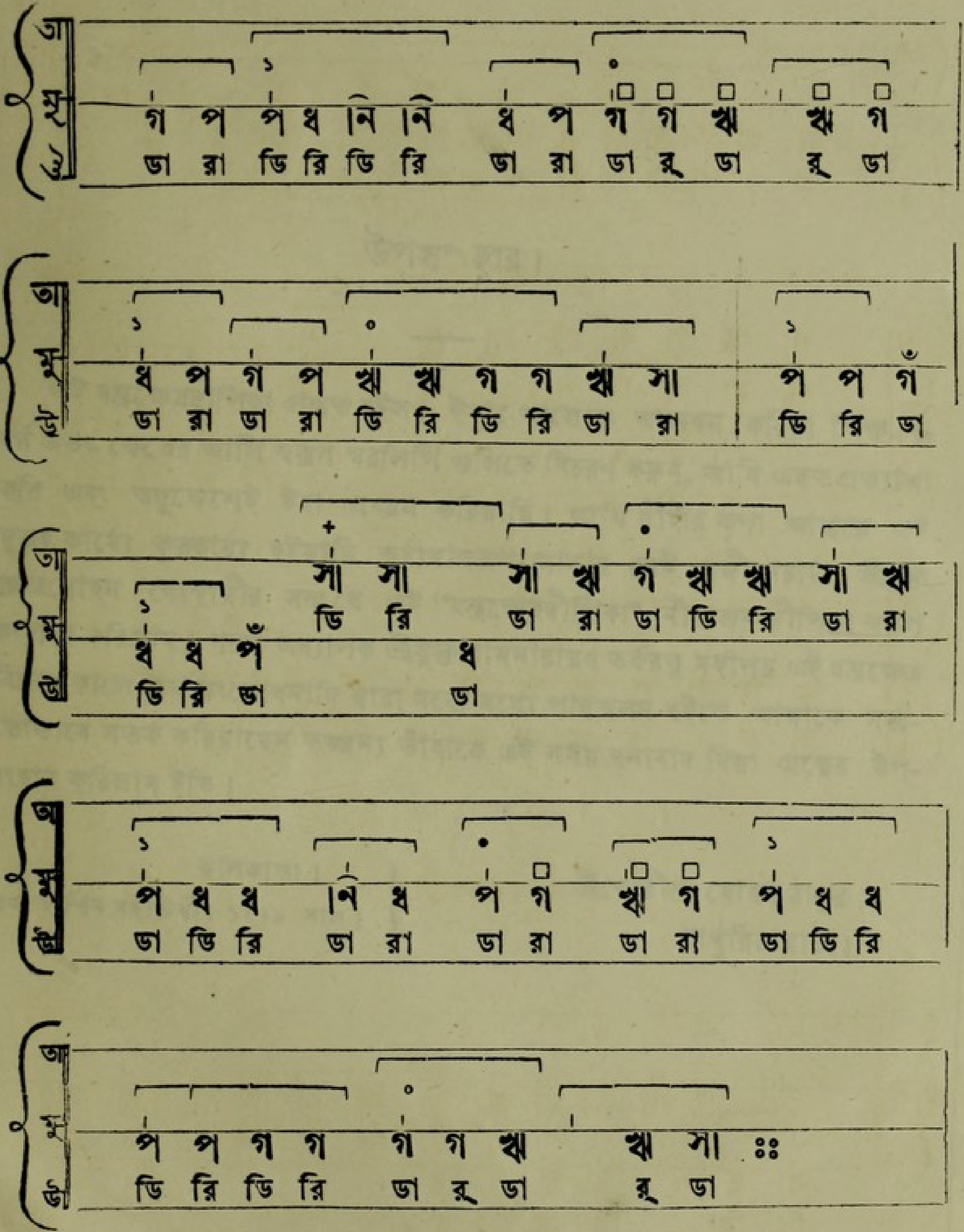
আ মু উ
গ প প ধ নি নি ধ প গ গ ঋ ঋ গ
ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা ডা রূ ডা রূ ডা
আ মু উ
ধ প গ প ঋ ঋ গ গ ঋ সা প প গঁ
ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডা রা ডি রি ডা
আ মু উ
সা সা সা ঋ গ ঋ ঋ সা ঋ
ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডা রা
ধ ধ পঁ ধ
ডি রি ডা ডা
আ মু উ
প ধ ধ নি ধ প গ ঋ গ প ধ ধ
ডা ডি রি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডি রি
আ মু উ
প প গ গ গ গ ঋ ঋ সা ঃঃ
ডি রি ডি রি ডা রূ ডা রূ ডা

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

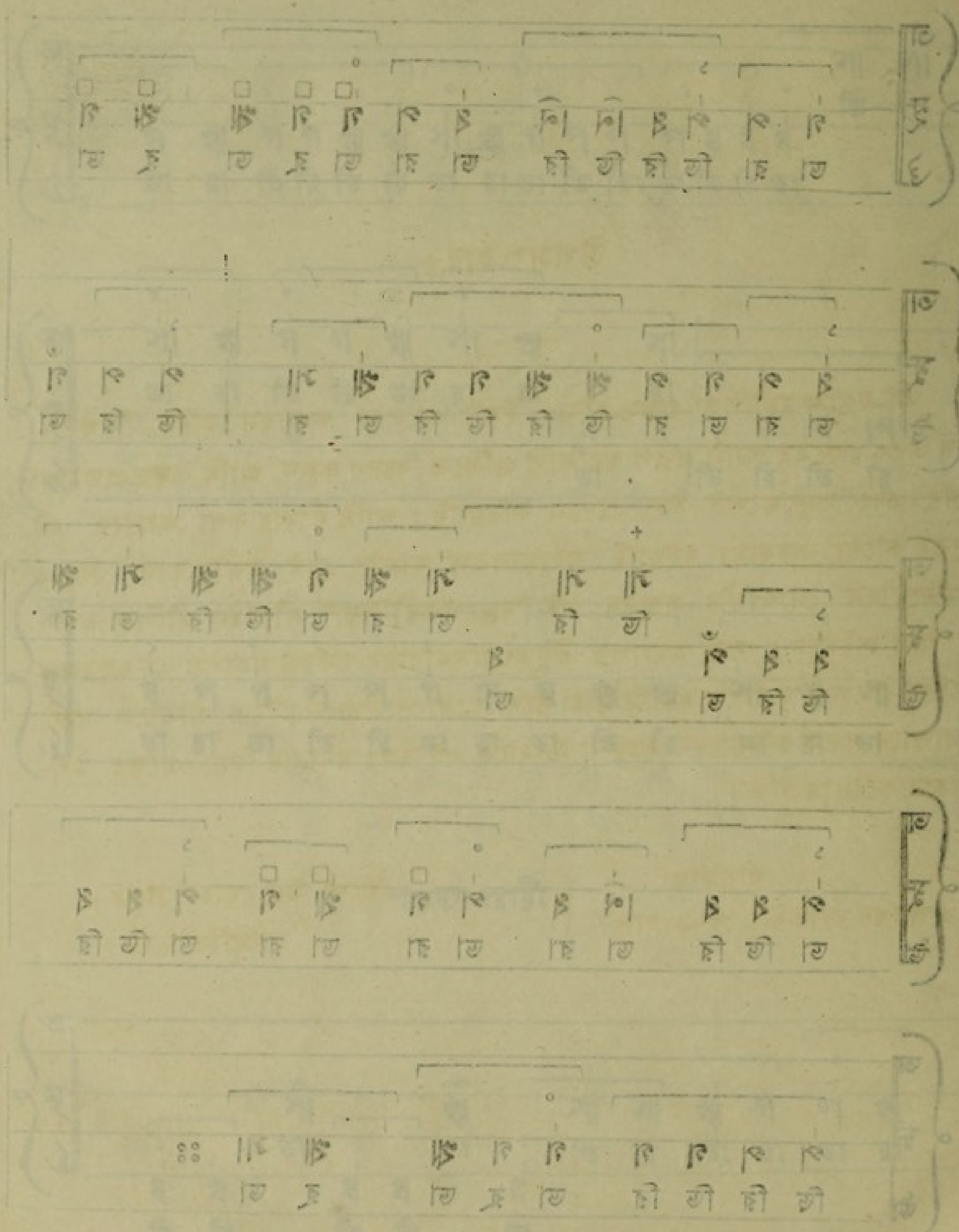

উপসংহার।

এই যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা প্রস্তুত হইল। ইহার আলোক অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থিবর্গ এতৎ ক্ষেত্রের আলি স্বরূপ স্বরলিপি গুলিতে বিচরণ করুন, আমি এমত প্রত্যাশা করি এবং তদুদ্দেশেই ইহা প্রণয়ন করিয়াছি; আমি যাঁহার কৃপা আশ্রয়ে এই দুরূহ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি অর্ঘ্যমাস্বরূপ আমার সেই সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্মুখে এই "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" নীরাজন-দীপিকা স্বরূপ কল্পনা করিলাম। পরন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই যন্ত্রক্ষেত্র বিচরণ কালে ভ্রম সংশোধনাদি দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাদস্খলন হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে এই সময় ধন্যবাদ দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলাম ইতি।

কলিকাতা।
২৫এ আশ্বিন মহাষ্টমী। ১২৭৯ সাল।

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর।
পাথুরিয়াঘাটা।